# তেজোময়ী।

( মিলনান্তক নাটক। )

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়
প্রণীত।

১৩০৯

মাদারিপুর শান্তি-যন্ত্রে
শ্রীদ্বারকানাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

দশ আনা মাত্র।

# উৎসর্গ পত্র।

সে যে সে দিনের কথা যে দিন যোগেশ,
কবিত্ব-কাকলীমোর হৃদয়ে তোমার
খেলাইত সুমধুর ভাবের আবেশ ;
উৎসাহ প্রদীপ দীপ্ত করিতে আমার
ক্ষুদ্র, আশা নিরাশায় গোধুলী-আঁধার
হৃদয়-জগৎটুকু।—প্রেমের নয়নে
চাহিতে আমার পানে বলিতে আবার
কতই আশার কথা তৃষার্ত্ত শ্রবণে।
সে যে সে দিনের কথা—ভুলিব কেমনে ?
দেবতার তুমি আজ—সকলি তোমার
সুন্দর, মহৎ, দৈব—যোগ্য দেবতার।
ক্ষুদ্র পৃথিবীর জীব—সকলি আমার
তুচ্ছ ঘৃণ্য, অপবিত্র—কালিমা আঁধার।
কল্পনা স্বর্গীয় কিন্তু-সৃষ্টি কল্পনার,
কুরূপ সুরূপ হো'ক, নহে পৃথিবীর।
তেঁইরে সাহসী আজ—দিতে উপহার
পবিত্র চরণ প্রান্তে তোর, মহাবীর,
কাল্পনিক তেজোময়ী ঊর্মিও সুধীর।

## নিবেদন ।

দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ নিয়মিত রূপে প্রুফ্ দেখিতে না পারায়, কতকগুলি মুদ্রাঙ্কণ প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। প্রধান প্রধান কয়েকটী শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। পুস্তকের শেষ ভাগে শুদ্ধিপত্রে দ্রষ্টব্য। ইতি

গ্রন্থকারস্য ।

---

## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

### পুরুষ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ভীমসিংহ | ... | ... | বুন্দেলের রাজা। |
| অরবিন্দ | ... | ... ... | রাজপুত্র। |
| রসময় ... | ... | ... | অরবিন্দের সখা |
| মন্ত্রী | ... | ... ... | বুন্দেলের রাজমন্ত্রী |

দরওয়ান, স্বপ্নবালকগণ, নাগরিকগণ।

### স্ত্রী।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ইন্দুমুখী | ... | ... ... | বুন্দেলের রাণী। |
| তেজোময়ী | ... | ... ... | ঐ পালিতা কন্যা |
| লহরী | ... | ... ... | তেজোময়ীর সখী |

স্বপ্নদেবী, গুলজার ও অন্যান্য নর্ত্তকীগণ,

সহচরীগণ, পরিচারিকা।

# শুদ্ধিপত্র।

—— ঃ০ঃ ——

| অশুদ্ধ পৃষ্ঠা | অশুদ্ধ পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৯ | কিন্তু | ১০ পংক্তির প্রথম হইবে। |
| ৫ | ১১ | রূপগুণ | ৬ পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তি হইবে। |
| ৬ | ১২ | বিবর্হিতা | বিবর্জ্জিতা। |
| ৬ | ১৯ | রাজছত্র | রাজচ্ছত্র। |
| ৯ | ৮ | বিরহ শঙ্কিতা | বিরহ-শঙ্কিতা। |
| ৯ | ১৮ | অজানিতভাবে | অজানিত ভাবে। |
| [illegible] | ১৮ | নন্দান | নন্দাস। |
| ১ | ৭ | প্রসস্ত | প্রশস্ত। |
| ৪ | ২১ | ভবিষ্য ভাবনা নাহি শোভে বর্ত্তমানে | ঐ পৃষ্ঠার ১ম পংক্তিতে হইবে। |
| [illegible] | ১ | সুধু | শুধু। |
| ২ | ৬ | পিৃয়া বল্লে | প্রিয়া বল্লে। |
|  | ১৩ | নষ্ঠামীতে | নষ্টামীতে। |
|  | ১ | নেপথ্যে সঙ্গীতটি | ২৮ পৃষ্ঠার ১৬ লাইনে “নেপথ্যে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াব” পরে হইবে। |

| অশুদ্ধ পৃষ্ঠা | অশুদ্ধ পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৩৪ | ১১ | হইবে বিজয়ী | হইব বিজয়ী |
| ৪০ | ১১ | উঠিছে আগিয়া | উঠিছে বাজিয়া। |
| ৪৫ | ২১ | সম্মতি চুমিতে | সম্মতি ২১ পংক্তির 'দিয়েছিল' পরে হইবে। |
| ৬১ | ৯ | ডপুর হ'গে | উপুর হ'য়ে। |
| ৬১ | ৯ | ঘুমচ্চ | ঘুমুচ্চ। |
| ৬১ | ২১ | অপারধ | অপরাধ। |
| ৬৩ | ২ | আনায় | আমায়। |
| ৬৭ | ১১ | কেমন | কোমল। |
| ৬৭ | ১৮ | সুখশান্তি | সুখশান্তি। |
| ৬৯ | ৮ | কথন | এথন। |
| ৭০ | ১২ | আমি তবে | আ'স তবে। |
| ৭২ | ২১ | আশক্ত | অশক্ত। |
| ৭৬ | ১৫ | কে নে | কেমন। |
| ৮২ | ২২ | যথা শক্তি ইচ্ছা | যথাশক্তি ইচ্ছা। |
| ৮৭ | ১ | এই | এই। |
| ৯১ | ৩ | নিত্য | নিত্য। |
| ৯৫ | ১২ | শ্রান্তমন | শ্রান্তমনাঃ। |

———:•:———

# তেজোময়ী।

## প্রথম অঙ্ক।
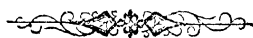
### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বুন্দেল রাজ বাড়ী তেজময়ীর কক্ষ।

তেজময়ী উপবিষ্টা, লহরার প্রবেশ।

—০০—
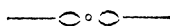
লহরা। কি বখ্‌সিস্ দিবে সই ?

তেজো। কেন ?

লহ। যদি একটা সুসম্বাদ দেই ?

তেজো। প্রাণ মন খুলে একটা আলিঙ্গন; আমার আর কি আছে ?

লহ। কুমারের সঙ্গে তোমার বিয়ে!

তেজো। (কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক) যাঃ, এসব রহস্য আমার ভাল লাগে না।

লহ। রহস্য ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, কাজত ভাল লাগ্‌বে। এই আমি রাণীমার মুখে শুনেছি।

তেজো। রাণীমার মুখে!

লহ। হাঁ, তাই, রাজা রাণীতে ব'সে কি কথাবার্ত্তা হচ্ছিল; রাজা আমায় ডেকেছিলেন। ঘরে যাব আর শুন্‌তে পেলুম এক সঙ্গে তোমার ও যুবরাজের নাম। অম্‌নি থেমে গেলাম। আড়িপেতে কথা শোনা আমার একটা রোগের মধ্যে, তা'ত জানই।

তেজো। এটা তোমার ভারি অন্যায়!

লহ। আর ভাই, ন্যায় আর অন্যায়; এই অন্যায় ক'রে থাকি বলেইত আজ তোমায় সুসংবাদ দিতে এসেছি। শুন্‌লুম কি রাণী রাজাকে বল্‌চেন, "তেজোময়ী বেশ মেয়ে, রূপে গুণে রাজরাণী হ'বার যথার্থ উপযুক্ত, তারি সাথে অরবিন্দের বিয়ে দাও; আবার কোথায় পাত্রী খুঁজতে যাবে?" রাজা কি বল্‌লেন বল্‌তে পার?

তেজো। যাও "তোমার যেমন বুদ্ধি, একটা পালিতা কন্যার সঙ্গে কুমারের বিয়ে!" রাজা আর কি বল্‌বেন।

লহ। না লো তেজ, তা নয়। রাজা বল্‌লেন রাণী আমি অনেক দিন থেকেই ঐ কথা ভাব্‌চি। ভয়ে তোমার নিকট বলিনাই; মনে করেছিলেম সাধারণ স্ত্রী লোকের ন্যায় তুমিও বংশমর্য্যাদার অভিমানিনী। আর অধিক শুনিতে পারি নাই।

অনেক কাল রাজা ডেকেচেন, দুজনেরই যখন সম্মতি, তখন আর অধিক শোনবার দরকারও নাই মনে ক'রে ঘরে ঢুকলুম্। আমায় দেখে কথাবার্ত্তা থেমে গেল। কাজ করেই আমি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়।

এখন বখ্‌সিস্ দাও।

তেজো। (সাগ্রহে আলিঙ্গন ক'রে) রাজরাণীর মুখে যখন এতকথা শুনেছ, তখন সুসংবাদ বটে। কিন্তু, বিয়ে হবে না; কুমার আমায় ভাল বাসেন না।

লহ। তোমার যেমন বুদ্ধি! রাজারাণী একমত, এখন আবার কুমার ভাল বাসেন না। বিয়েত অবধারিত। তখন কিন্তু ভাই, ভাল বখ্‌সিস্ চাই।

তেজো। আচ্ছা, রাণী হ'লে তখন তার সখী হোস্। চল্, এখন একবার বেড়িয়ে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বুন্দেল রাজ বাড়ী। রাণী ইন্দুমুখীর শয়ন কক্ষ।

অরবিন্দের প্রবেশ।

---

অর। প্রণাম চরণে মাতঃ, আহ্বানিছ এবে কি হেতু আমায়।

ইন্দু। দীর্ঘজীবী হও বাছা।
আছে গুরু প্রয়োজন তোমায় আমায়।
ধীর শান্ত ভাবে শোন বচন আমার।
তেজস্বিনী রূপবতী তেজোময়ী বালা
সর্ব্বথা রানীর যোগ্য। তবে কেন তুমি
অসম্মত পত্নী ভাবে করিতে গ্রহণ
তায়, আঘাতিয়ে জনক জননী মনে।

অর। রূপবতী গুণবতী সত্য বটে তেজ ;
পারিনা বলিতে কোন্ অজ্ঞাত কারণে
মাতঃ, স্ত্রীরূপে গ্রহীতে তারে মনে মম
ক্ষুদ্রতম ইচ্ছা নাহি হয়।

ইন্দু। এ ইচ্ছার
দমনেই রয়েছে, মহত্ব। তেজোময়ী
রূপবতী গুণবতী যদি, কোন্ হেতু তবে
অনিচ্ছা বরিতে তারে গৃহলক্ষ্মী রূপে ?
জননীর বাক্য, বাপ, করোনা হেলন,
সতীলক্ষ্মী তেজোময়ী করিলে গ্রহণ
তারে হবে তব অশেষ কল্যাণ।

অর। ক্ষম মাতঃ, অবোধ সন্তানে। তেজোময়ী
ভগিনী আমার, উদ্বাহ তাহারে আমি
নারিব করিতে কভু-বিদায় এখন।

(প্রস্থান।)

ইন্দু। অর্থ কি ইহার? প্রশংসিত রূপগুণ
তেজোমার। অসম্মতি তথাপি বিবাহে!
কন্যা নির্ব্বিশেষে, করিয়া পালন তেজে
সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ, কোন্ প্রাণে আজ
স্থানান্তরে করিব প্রেরণ? বিশেষতঃ
রানী যোগ্যা সর্ব্বথা বালিকা। কুমারের
বিবাহ বন্ধন তেজোময়ী সনে, আমি
সুনিশ্চিত করিব ঘটন। (উচ্চৈঃস্বরে) তেজোময়ী

নেপথ্যে। "যাই মা"

( তেজোময়ীর প্রবেশ। )

এস বৎসে, কোথাছিলে এতক্ষণ।

তেজো। পুকুরের ধারে বসি লহরার সনে
খাবার ফেলিয়া জলে, দেখিতে ছিলাম
সান্ধ্যরবিকরদীপ্ত তরঙ্গ মাঝারে
রাঙ্গা কালো মৎস্যদের আহার প্রণালী।

ইন্দু। (স্বগতঃ) অনুপম লাবণ্য বালার, ভাগ্য বলে
এহেন রতনে পাইয়াছি যদি, কভূ
ত্যজিবনা আর, (প্রকাশ্যে) পারকি বলিতে বাছা,
কি হেতু সম্মত নহে কুমার আমার
লক্ষ্মী স্বরূপিনী তোমা বরিতে বিবাহে?

তেজো। সৌন্দর্য্যে আমার চিত্ত তুষ্ট নহে তাঁর।

ইন্দু। না লো তেজ, সে নহে কারণ, প্রশংসিত রূপগুণ

তোর কুমারের কাছে, তবু
মুর্খ অসম্মত করিতে বিবাহ তোরে।

তেজো। বলিব কারণ পরে, যাই তবে এবে।

(প্রস্থান)

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বুন্দেল-নাট্যোশালা।

কুমার অরবিন্দ ও বন্ধু রসময় এবং ইয়ারগণ।

---

অব। দেখ, সখে, জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয়!
বিবাহ করা'তে তেজে আগ্রহ তাঁহার!
রাজার নন্দন আমি একটী রমণী
পারে কি তুষিতে এই রাজকীয় মন?
তাহে বালা গীতিনাট্যরস বিবর্হিতা!
রসহীনা তেজস্বিনী তেজোময়ী নিয়ে
চিরকাল মনোদুঃখে কাটা'ব জীবন?
না, না, সখে অরবিন্দ হেন মূর্খতার
পোষকতা কভূ না করিবে।

রস। ঠিক কথা।
যুবরাজ তুমি এবে. দিন দুই পরে
রাজছত্র শোভিবে মস্তকে, নাহি শোভে
রসহীনা বালিকার পরিণয় তোমা।

উপভোগ্যা হ'তে পারে দিন দুই তরে
রূপবতী তেজোময়ী—

অর। (বাধাদিয়ে) ওকথা ব'লোনা
সখে, নিকটে আমার। ভগ্নীসমা তেজ
ইন্দ্রিয় লালসা যোগ্যা নহে কদাচন।
বিবাহ করিতে তারে পারিনা স্বয়ং—
কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে করিব অর্পণ।
এই যে আসিছে, সখে, নর্ত্তকী দ্বাদশ;
মরি! মরি! কিরূপ মাধুরী! মধুমাখা
হাসি, সখে, ওচারু অধরে নিত্য নিত্য
রয়েছে লাগিয়া।

(নাচিতে২ পুষ্পাভরনা নর্ত্তকীদের প্রবেশ।)

নৃত্য সংযোগে গীত।

আমি ভ্রমর কালো বেড়াই ফুলে ফুলে।
নুতন নুতন মধু পিই নিত্য সকালে।
প্রভাতে প্রফুল্ল মনে, প্রবেশি কুসুম বনে
কালো বড় হুল্‌টী আমার ফুটাই বকুলে।
শুষে মধু, ভোম্‌রা বঁধু যাইলো তবে চলে।

সকলে। বাঃ, বাঃ, বেশ, বেশ।

অর। গুল্‌জার, চিত্ত বিমোহিনী মাধুরিমা
তোর, সঙ্গীত লহরী আর সম্মোহন
নর্ত্তন ভঙ্গিমা, তুলনারহিত বুঝি।

তুল্য পুরস্কার নাহি তোর, তবু সখি,
সমাদরে করলো গ্রহণ, প্রিয়-দত্ত
আদরের চিহ্ন-জ্ঞানে, এ ক্ষুদ্র সামগ্রী।
(গল দেশ হইতে হার অর্পণ)

রস। বক্তব্য অধিক মোর নাহি কিছু আর।
সোহাগের চিহ্ন ভাবে ধর প্রিয়-সখি,
করধৃত অঙ্গুরী আমার, (অঙ্গুরী অর্পন)

ইয়ারগণ। অধিক কি দিব সখি, বিকাইনু প্রাণ।

গুল্‌জার। (সমাদরে উত্তোলন পূর্ব্বক) দাসী আমি,
অসীম আদর মোরে কর দুই জন।
প্রশংসার যোগ্য পাত্র নহি কদাচন।
ধন্য আমি পারিয়াছি করিতে তোষণ
সুমার্জ্জিত রুচি তোমাদের।

অর। সুললিত সংগীত সংযোগে সখি, কর
চিত্ত-বিনোদন বারেক কেবল। গুরু
পরিশ্রমে তব নাহি প্রয়োজন।

গুল্। যথাজ্ঞা।

নর্ত্তকীদের নৃত্য ও গীত।

নিত্য নুতন মধু পিয়ে উড়ে যেও অলি,
ফোটা ফুল ত্যজ্য ক'রে খেও ফোটন্ কলি।
দুটীবার এক ফুলে ফুটা'য়ে কালো হুলে
ভণ্ ভুণ্ ভণ্ ভুণ্ ক'রে যাস্'রে চলি
বায়ুসনে পীরিত ক'ত্তে ফোটাফুলে বলি॥ ২

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সময় সন্ধ্যা বুন্দেল রাজান্তঃপুর।

রমণীদের বিহার কানন পুষ্করিণী সোপানে তেজোময়ী ও লহরা।

---

লহ। দেখ, সখি, জলে কিবা অপরূপ শোভা!
অস্তাচল চূড়ে ঐই উঠি অংশুমালী
তপত কাঞ্চন রাগে করেছে রঞ্জিত
দীপ্তিমান্ স্বর্ণখনি যেন-জলাশয় বক্ষঃ।
ম্রিয়মানা কমলিনী বিরহ শঙ্কিতা।
মিলন আশায় দেখ, হাসে কুমুদিনী।

তেজো। হাসিবে কমল পুনঃ, কাঁদিবে কুমুদ,
বিধাতার রীতি এই, বিরহ-মিলন
আর মিলন বিরহ, আঁধার আলোক
আর আলোক আঁধার যথা, আসে যায়
পুনঃ পুনঃ। মূর্খ যত কাতর বিরহে।

লহ। বিবাহান্তে রাজপুত্র ত্যজিয়া তোমায়—
পরমেশ সদা তোমা করিবে রক্ষণ—
ত্যজিয়া তোমায় সখি, রাজপুত্র যদি
দূর দেশে যায় চলি, অজানিত ভাবে
বিরহ কাতরা তুমি হবেনা কদাপি?

তেজো। কখনও না। আসিবে ফিরিয়া পুনঃ
কুমার আমার, দাম্পত্য বন্ধনে বদ্ধ,

পরমেশ ইচ্ছা ক্রমে, যদি মোরা হই।
শত বিঘ্ন অতি ক্রমি হইবে মিলিত
সখি, মহানদী মহাসাগরের জলে।

লহ। বিরহ তোমার ভালে লিখিত নিশ্চয়,
কুমারের সনে যদি হও বিবাহিতা।

তেজো। সুনিশ্চিত জানি আমি সব, কুমারের
ব্যক্ত অসম্মতি রাণী মার কাছে, কাল
করেছি শ্রবণ; রাজারাণী ইচ্ছাক্রমে
বিবাহ বন্ধন শীঘ্র হবে সম্পাদন।
বিরহ আমার ভালে জানি ভালমত,
সম্মিলিত হ'ব শেষে কুমারের সনে
ইহাও নিশ্চয় সখি।

লহ। সন্দেহ আমার
আছে। কুমারের মতিগতি জেনে তবে
বিবাহে সম্মতি দিস্, শোন্ মোর কথা।
অদম্য লালসা পূর্ণ হৃদয় তাঁহার
পারিবে তোষিতে কি লো সরলা বালিকা?

তেজো। জান না লহরা, তুমি হৃদয় তাঁহার।
তিনি আমোদ প্রমোদ প্রিয়—লন্ দান
ইন্দ্রিয় লিপ্সার। চরিত্র বিহীন জন
দুষ্ট পরামর্শ দানে করিছে বিনাশ
রাজোচিত গুণরাশি অহো! কত শত!

ভগবান্ কৃপাক'রে যদি কোন দিন
স্বামীরূপে পেতে তাঁরে দেন্ লো আমায়
দেখিবে লহরা তিনি নিষ্কলঙ্ক শশী।

লহ। ঐ শোন রাণীমা তোমা করিছে আহ্বান।
চল দ্রুত করি। (উভয়ের প্রস্থান।)

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

প্রসস্ত রাজপথ।

চারিজন নাগরিকের প্রবেশ।

---

১ম না। শুনেছিস্ ভাই, রাজকুমার বাড়ী থেকে পালিয়েছে।

২য়। এঁ্যা, কেন তার্ কি হয়েছিল?

৩য়। তাঁর কি হয়েছিল! রাজা রাজড়ার লাখ খেয়ালের ঐ এক খেয়াল।

৪র্থ। না রে তা নয়, (একটু আস্তে) রাজকুমার গুল্‌জার নর্ত্তকীর সঙ্গে পালিয়েছে, বোধ হচ্চে।

১ম। আরে যা এসব কিছুই নয়, কুমার বাহাদুর তেমন লোকই নহেন, তিনি অত অল্প বয়সে বিয়ে কর্ব্বেন না, রাজা রাণীত বিয়ে দিবেই, কাজেই যুবরাজ কয়েক দিনের তরে বাড়ী থেকেগা ঢাকা দিয়েছেন।

৪র্থ। যুবরাজ কিন্তু বড় ভাল লোক, দশজনে আবার তাঁর কত বদ্‌নামই না করে। যাঁরা সত্যি মিথ্যা

না জেনে, একটা কথা রটিয়ে দেয়, তাদের আমার দেখ্‌তেই ইচ্ছা হয় না।

২য়। আমার কিন্তু বোধ হচ্চে যে কুমার পালান নাই। বাপ মাকে জব্দ ক'র্ত্তে এখানেই কোথায় আছেন।

৩য়। আচ্ছা, রাজকুমার যদি সত্যিই বাড়ী না ফিরেন, তবে বুড়ো রাজার মৃত্যু হ'লে কে রাজা হ'বে?

১ম। তুমিত আচ্ছা ভাই! বুড়ো রাজাকে পর্য্যন্ত মেরে ফেল্লে!

৩য়। আরে ভাই এ একটা কথার কথা।

৪র্থ। রাজা আর কে হ'বে? রাজা সেই পালিতা কন্যার বিয়ে দিয়ে, জামাইকে রাজত্ব দিয়ে যা'বেন।

২য়। রাজা এ বুড়ো বয়সে মনে বড়ই আঘাত পেলেন।

৪র্থ। তা ভাই আর ব'ল্‌তে। যা'ক, এখন চল সকলে একবার রাজ বাড়ীর দিকে যাই। নূতন আবার কিছু শোনা যায় কি না।

(সকলের প্রস্থান।)

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দীল্লি-বাগান বাড়ী।

অরবিন্দ ও রসময়।

---

অর। করেছি বিষম কাজ, মহাদ্বেষ ভরে
ত্যজিয়া পিতার রাজ্য, জননীর স্নেহ।
এসেছি যখন, পুনঃ ফিরিবনা আর,
যে অর্থ এনেছি সখে, যাবে দীর্ঘকাল
মহাসুখে, কিন্তু—

রস। জননীর একমাত্র পুত্র তুমি সখে,
সুচির বিরহ তব সহিবেনা তাঁর।
অবশ্য প্রদানি' কন্যা পাত্রান্তরে তিনি,
প্রেরিয়া সংবাদ তোমা, গৃহে নিবে পুনঃ।
স্ফুর্ত্তিলাভ, কার্য্যসিদ্ধি, ঘটিল উভয়।

অর। অচলঅটলমতী জননী আমার।
তেজোময়ী সনে বিভা করিবে সম্পন্ন
নিশ্চিত, অথবা ত্যজিয়া আমারে সখে,
পাত্রান্তরে প্রদানিয়া তেজে, রাজাসনে
রাজাভাবে বসিবে আপনি।

দুশ্চিন্তারে করিয়া বিদায়, চল ত্বরা
নগর দর্শন ছলে সুন্দরী দেখিতে।

রস। সুযুক্তি তোমার সখে ; যাও তুমি ত্বরা,
পরিধিয়া মনোরম্য বেশ, এস হেথা,
বাহিরিব নগরে দু'জন।

(অরবিন্দের প্রস্থান)

(স্বগতঃ) মাগীদের যে রূপ, একবার কুমারের চোখে পরলেই হয়, আমারত কাজই এই। মূর্খ রাজ কুমারের মন ভূলিয়ে, দু'দশটা মাগী এনে, দিন কতক আমোদ করা, আবার নূতন আনা। সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থলাভ! আর এতে দোষটাই বা কি? আমরা হলুম গরীব লোক, যেন তেন প্রকারেণ দু'টো পয়সা পেলেই হল। তদুপরি আবার রমনী সম্ভোগ। হাঃ, হাঃ, হাঃ!

অরবিন্দের প্রবেশ।

অর। আপন মনে একেলা বসে
হাস্‌চো কেন সখে?

রস। ডালে ব'সে পায়রা দু'টোর
রঙ্গরস দেখে।

অর। পায়রা দু'টো পাইরি বিনে
আছি বড় দুঃখে
ভবিষ্য ভাবনা নাহি শোভে বর্ত্তমানে।

রস। নগরে বেরুলে পরে
জুটবে পাইরি সখে।
তর। এস তবে পায়রা ভাই,
পাইরির তল্লাসে।
রস। জুটবে পাইরি শত শত
রঙ্গ রসে ভেসে।
(উভয়ের প্রস্থান)

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বুন্দেল রাজ বাড়ী।

রাজা ভীম সিংহের শয়ন কক্ষ।

---

ভীমসিংহ। পেয়েছি সন্ধান রাণি, পুত্র কোথা থাকে,
করে কিবা কাজ। হায়! কোন্ ভাগ্য দোষে
কুলের কলঙ্ক রূপে জন্মিল কুমার।
শতগুণে বংশনাশ ছিল শ্রেয়স্কর।
ন্দুমুখী। পূর্ব্বজন্ম কর্ম্ম ফল ভুঞ্জি প্রিয়তম।
ত্যজ শোক কুপুত্রের তরে। কহ শুনি
কেমনে সন্ধান পেলে কোথায় কুমার
কোন্ ভাবে যাপিছে জীবন।
প্রিয়তমে,
ভীম। ফিরেছে দীল্লির চর বছরের পরে
নানা দেশ পরিভ্রমি; আছে পুত্র তব

আমোদ প্রমোদ প্রিয় দীপ্তি নগরীতে,
বেশ্যাসক্ত, নৃত্য গীত রসরঙ্গে ডুবে।
গুণবতী তেজোময়ী পাত্রান্তরে অর্পি,
পাঠাই সংবাদ তারে, ফিরুক কুমার।

ইন্দু। এনহে রাজার কথা, রাজ যোগ্যবাণী।
মরুক বাঁচুক পুত্র, ক্ষতি কিবা তায় ?
ঘুচুক কুলের কালি, শোভ তুমি, নাথ,
আকাশে যেমতি শোভে মেঘমুক্ত শশী।
সুনিশ্চিত জানি ও রাজন্—রাণী আমি—
সামান্যা রমণী নহি, বীর প্রণয়িণী—
শোন নরশ্রেষ্ট, তেজোময়ী বিনা পুত্র
অন্যনারী নিয়ে, বসিতে নারিবে কভু
রাজ সিংহাসনে।

ভীম। ধন্য রাণি, ধন্য আমি পাইয়া তোমারে।
বুঝিতে তোমার মন, অয়ি তেজস্বিনি,
কহিনু এতেক কথা পুত্র আনয়নে।

ইন্দু। কঠিন সমস্যা নাথ, রয়েছে এখন।
শুনিয়া লহরা মুখে তেজোমার মন,
ডাকিয়া জেনেছি আমি কথার প্রসঙ্গে
ভালবাসে ভাগ্যহীনা অবোধ কুমারে।
কর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ করহ নৃমণি।

ভীম। বুদ্ধিমতী তেজোময়ী বালিকা আমার;

কর্ত্তব্য নিশ্চয় বালা করিবে আপনি।
ডাক তারে, শুনি প্রিয়ে মানস তাহার।

(রাণীর প্রস্থান)

ধন্য আমি গৃহলক্ষ্মী পেয়েছি তোমায়।
কঠিন কর্ত্তব্য তুমি জান ভাল মতে
দাম্ভিক বচনপটু পুরুষ হইতে।

(রাণী ও তেজোময়ীর প্রবেশ)

এস বৎসে, তেজোময়ি, স্নেহ পুত্তলিকা।

তেজো। (প্রণামান্তর) কেন বাবা, এসময়ে করেছ আহ্বান?

ইন্দু। কুমারের বার্ত্তা নিয়ে ফিরিয়াছে দূত;
দীল্লি নগরীতে পুত্র করিছে বসতি,
নট নটী সনে কাল করিছে যাপন।
ডুবাও বিস্মৃতি জলে কলুষিত স্মৃতি।
কি ফল লভিবে বাছা নিস্ফল প্রণয়ে?

তেজো। দীল্লি যাব মাতঃ আমি, ফিরা'বো কুমারে,
আনিব পুণ্যের পথে, দাও অনুমতি।

ভীম। আশ্চর্য্য কহিছ কথা, সরলা বালিকা;
চাহেনা কুমার যারে, ফিরা'য়ে আনিবে
সেই! পঙ্কিল সরসী হ'তে পুনঃ তায়
করিবে উদ্ধার? বাতুল হলে কি তেজ?

ইন্দু। বল বাছা কি করিতে চাও দীল্লি যেয়ে।

তেজো। যথা কালে জানিবে সকলি। চাই সুধু
লহরারে লইতে সঙ্গিনী. অর্থ চাই
প্রয়োজন মত দীল্লি বাস কালে। আর
গোপনে রাখিতে যেতে দীল্লিতে আমায়
বিশ্বস্ত মানুষ চাই দুই চার জন।

ভীম। উদ্দেশ্য তোমাব তেজ, বুঝিতে নারিনু।

ইন্দু। বুদ্ধিমতী মা আমার। শুন প্রিয়তম,
যাহা চাহে করিবারে দাও অনুমতি,
কিন্তু মাগো, মনে যেন থাকে, তোমা বই
অরবিন্দ রাজাসন পাবেনা ভূঞ্জিতে।

তেজো। আশীর্ব্বাদ কর মাতঃ, পুরা'বো কামনা।

ভীম। লহরার সনে তেজ, করগে বিশ্রাম।

(তেজোময়ীর প্রস্থান)

যাই রাণি, রাজ কার্য্য রয়েছে পরিয়া।

ইন্দু। কি বুদ্ধি এঁটেছে তেজ বুঝিতে না পারি।
তেজস্বিনী বালা, হইবে সফল কামা।
যাহা চাহে, দিব তাহা, দেখুক অভাগী
পারে কিনা যেতে তা'র আকাঙ্খিত ধন।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দীল্লি-দেব বালার গৃহ।

সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ।

---

দেববালা। লহরা! আরে ছি! মালিনী এখন তুমি
মালিনি, শিক্ষিতা নর্ত্তকী রাখি' শিখিনু
যতনে মনোরম নৃত্য এতকাল।
রাখিয়া গায়িকা ভাল শিখিনু সঙ্গীত।
আজ ও মালিনী সখি, রহিবে কুমার
অসন্তুষ্ট, এতগুণ দেখিলে আমার?
(দর্পনে মুখাবলোকন পূর্ব্বক)
চিনিতে নারিবে তিনি দেখিলে আমায়
এ বেশে, এদেশে, কিবল মালিনি?
মানিয়েছে ছদ্মবেশ সুন্দর তোমায়;
কি সাধ্য তাঁহার, সখি, চিনিবে মালিনী।
কার্য্যক্ষেত্রে এখন নামিব একবার;
দেখ দেখি নৃত্যগীত শিখেছি কেমন।
(দেব বালার নৃত্য ও গীত)
দেখ্‌লো, দেখ্‌লো, দেখ্‌লো সই
নাচি আর গাই কতই রঙ্গে।
বল্‌লো, বল্‌লো, বুল্‌লো সই
মন মজে কিনা নয়ন ভঙ্গে।

মজা'ব তাঁহারে, মজিয়েছে যে
নিয়ে যা'ব তারে আপন সঙ্গে।

মালিনী। মরি! মরি! সখি নৈপুণ্যে তোমার।
রমণী আমি—তবু ভুলিয়েছ মোরে।
পুরুষের শক্তি কোথা অতিক্রমি যেতে
ও মোহন আঁখিঠার? ভুলিবে কুমার,
এতদিনে সুনিশ্চিত বুঝিলাম মনে।

দেববালা। আখণ্ডল পতি পিতা মম, একমাত্র
সন্ততি তাঁহার আমি, থাকে যেন মনে।
যাও, সখি, ভুলাইয়া কোনমতে আন
কুমারের সখা সেই ব্রাহ্মণ কুমারে।

মালিনী। আজ্ঞামত কাজ সখি, হ'বে সম্পাদিত।
যাই আমি পারি যদি ভুলা'তে ব্রাহ্মণে।

(প্রস্থান)

দেববালা। সহায় দেবতা হোন্ শুভকর্ম্মে তব।
মজিবে ব্রাহ্মণ সূত হেরি মাধুরিমা
মোহন রূপের তোর। জানে জগদীশ
ভাগ্যে মম আছে কোন্ ফল।
(দর্পনে মুখাবলোকন পূর্ব্বক গর্ব্বভরে)

মজিবে না

এরূপে ও কুমার আমার?

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অরবিন্দের বাগান বাড়ীর সম্মুখ-নির্জ্জন রাস্তা।

সময়-সন্ধ্যা

---

গেটের ধারে রসময় ; মালিনীকে দেখিয়া।

রসময়। অত তাড়াতাড়ি
যাও কার বাড়ী
ওলো রসবতি ?

মালিনী। ওসব খবরে
কাজ কি তোমারে
ওরে দুষ্টমতি ?

রস। (উঠিতে ২) রূপ দেখাইয়া
মন মজাইয়া
কটু কথা কেন কও ?

মা। রাস্তা আগুলিয়া
হা ক'রে বসিয়া
আমা পানে কেন চাও ?

রস। কোঁদল ছাড়িয়া
কহ ওলো প্রিয়া
কোথায় বসতি কর।

মা। সখটী তোমার
আঠার শিকার

রস। আরে ভাই, কোঁদল রেখে হাসি মুখে চাও।
মনটা আমার তোমার সঙ্গে, ফিরিয়ে দিয়ে যাও।
মা। মর্ বামুন, রসিকতা শিকেয় তু'লে রাখ্।
চেঁচিয়ে লোক কর্ব্বো জড় এখনি লাখে লাখ।
রস। ভারি মজা ; রসের ভাজা, রসবতী ধেড়ে।
পিয়া বল্‌লে কোস্‌কাপরে, মাত্তে আসেন তেড়ে।
মা। আবার ঠাকুর, ঐ কথা, শুন্‌তে নারি যাবে।
এই ডাকি—পাড়ার লোক, পিয়ে ফেল্লেরে !

(চিৎকার করণ)

রস। আরে থাম্ থাম্। আর কোন্ শালা তোকে প্রিয়া বলবে !
বল্লুম প্রিয়া, হ'লো "পিয়া" ! দূর হ' মাগি, বুড়ো ঘাগি !

মালিনীর প্রস্থানোদ্যোগ

(স্বগতঃ) মাগীটা কিন্তু বড্ড খপ্‌সুরাৎ ! এটাকে হাত ক'ত্তে পারলে, ঢের কাজ বাগান' যাবে। কোন বড় লোকের বাঁদী বোধ হচ্চে। বাড়ীতে, না জান, আরো কত পহেলা নম্বরের মাল আছে। ওকে ছাড়া হ'বেনা। (প্রকাশ্যে) ওগো শোন্ শোন্।
মা। আবার কি ঠাকুর ? আবার পিইতে চাও বুঝি ? এই চেঁচাই তবে !

রস। আরে না, না। সে সব কিছুই নয়। দুটো মিষ্টি কথা বলি, শোন্।

মা। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) মিষ্টিকথা! পেট্‌কামড়ি হবেনা ত?

রস। আরে না, তুইত নিরেট্ মুখ্যু দেখ্‌চি। বল্‌চিকি, কার বাড়ীতে থাক, কোথায় যাও, কেন যাও—

মা। কখন আস্‌বে, কি খাবে, আরো দু'দশটা ব'লে ফেল না।

বাপু! আমি ত আর ঘোড়ায় চড়ে আসিনি'যে, চটাপট্ উত্তর দেবো? একটা জিজ্ঞেস কর, উত্তর দি; আবার আর একটা।

রস। আচ্ছা তাই হো'ক! বল্ তোর নাম কি? থাকিস্ কোথা?

মা। তুমিত আচ্ছা শিংভাঙ্গা গোরু। আবার দুই কথা এক সঙ্গে? আমি কি দোনেলে বন্দুক'যে এক সঙ্গে দু' আওয়াজ কর্‌বো?

সি। আচ্ছা, একনেলেই হও বাছা। (একটু আস্তে) দোনেলে ও বট। তোর নাম কি?

মা। নাম? এই মালিনী।

রস। বাঃ, বেশত! বলি এই--মালিনি, কোথায় থাক?

মা। 'দূরহ' মিন্সে। আরে—মালিনী।

রস। আচ্ছা, মালিনি, কোথায় থাক ?

মা। আখগুলের রাজ কন্যার কাছে।

রস। তিনি কোথায় থাকেন ?

মা। আখগুল।

রস। তবে তুই এখানে কি ক'রে ?

মা। ওরে ঠাকুর, তিনিত এখন এখানে।

রস। হাঁ, তাই বল্ ; তাঁর বয়স কত, দেখ্‌তে কেমন ?

মা আবার দুই ! তুমি একেবারে কাণকাটা ! এক সঙ্গে দু' উত্তর কখন ও দেবোনা।

মা। এই ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

রস। সাবাস্, সাবাস্। এত বয়স একসঙ্গে হয় কি ক'রে লা ?

মা। এই ১৬, এই ১৭, এই ১৮ যার চোখে যেমন।

রস। দেখ্‌তে কেমন ?

মা। অত খবরে তোমার কাজ কি বাপু ? তুমিত আর ঘটকালি কর্ব্বেনা !

রস। তা যদি ঘটকই হই ?

মা। তবে নিজেই যেয়ে একবার দেখে এসনা কেন ?

রস। আমি গেলে কি দেখ্‌তে, পাবো ? কত লোক জন। শেষকালে পৈত্রিক প্রাণটাই বা হারাতে হয়।

মা। আরে ভয় নাই, আমার সঙ্গে এস।

রস। কেউ ধর্‌লে বল্‌বে কি ?

মা। আমার ভাইএর শালা।

রস দূবহ', মাগি।

মা। তবে থাক্ মিন্সে।

রস। আচ্ছা তাই হো'ক। তবে চল দুজনে।

মা। আয় পেছনে।

উভয়ের প্রস্থান।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বুন্দেল রাজান্তপুর-বিহার কানন।

---

ভীম। কতদিন গিয়েছে বালিকা, এখনও
ফিরেনা কেন? নাজানি কখন কোন্
নূতন বিপদ-বার্ত্তা পাইব মহিষি ?

ইন্দু। ভিত্তিহীন আশঙ্কা তোমার, প্রিয়তম।
সামান্যা রমণী নহে তেজোময়ী মোর।
আসিবে ফিরিয়া পুনঃ লইয়া কুমারে,
দুস্তর পঙ্কিল হ'তে উদ্ধারি তাহায়।
বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও রেখোনা নরেশ।

( পত্রহস্তে পরিচারিকার প্রবেশ )

কোথা হ'তে পত্র এল দেখ প্রিয়তম,
তেজোময়ী-হস্তাক্ষর দেখি মনে লয়।

ভীম (সোদ্বেগে) সন্দেহে কি কাজ ?

(পত্রাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক)

সত্য অনুমান প্রিয়ে

তব, দীল্লি হ'তে তেজোময়ী লিখেছে

লিপিকা, শুন মন দিয়ে।

(পত্র পাঠ)

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ ভীম সিংহ বাহাদুর সমীপেষু

বুন্দেল—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

পিতঃ, কত দিনে শ্রীচরণ দর্শন করিব, জানিনা। এত দিনে বোধ হয়, কুমার বাহাদুরকে গৃহে আনিতে পারিব। পূর্ব্বের পত্রেই বিস্তারিত জেনে থাকিবে। আমাদের দুইজনকে হারিয়ে, নাজান, তোমরা কত মনো কষ্টে আছ। মাকে আমার প্রণাম দিবে, তুমিও গ্রহণ করিবে। এখানে আমরা সকলেই ভাল আছি; শ্রীচরণ মঙ্গল বাঞ্ছনীয়। ইতি।

সেবিকা

তেজোময়ী।

(পত্রপাঠান্তে)

এতদিনে চোখ্ তুলে অভাগিনী প্রতি

চাহিলে কি দয়াময় ? (পরিচারিকার প্রতি)

কোথায় বাহক ?

পরি। মহারাজ। সভাগৃহে লভিছে বিশ্রাম।

ভীম। যাও ত্বরা করি, নিয়ে এস শীঘ্র তারে

( পরিচারিকার প্রস্থান )

বিশ্রাম মন্দিরে। চল রাণি, দূত মুখে

শুনিবে দীল্লির বার্ত্তা।

ইন্দু। চল প্রাণেশ্বর। (উভয়ের প্রস্থান)

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

### দীল্লি প্রমোদ কানন।

দেববালার নিকুঞ্জ-পথ মালিনী ও রসময়ের প্রবেশ।

---

মালিনী। চুপ্‌টিক'রে চ'লে এস কল্কি অবতার।

রস। রাণীর লোক দেখ্‌তে পেলে, কর্‌বে পগার পার।

মা। ভয়নাই, বেয়াই ঠাকুর, ভাইএর শালা।

রস। নষ্ঠামীতে তোর আমি হলেম ঝালা পালা।

মা। এখন কাজের কথা শোন ঠাকুর। ওই যে নিকুঞ্জ দেখ্‌তে পাচ্চো, ওরি ভিতর আমাদের রাজকুমারী বসে আছেন। আমি তাঁকে বল্‌বো যে এ আমার ভাইএর শালা। রসিকতা ক'রে ঠাট্টা কর্‌লে, চ'টোনা কিন্তু।

রস। ঠাট্টা কর্ব্বে ব'লে আবার যাচ্ছেতাই করোনা। আমিত আর খাটি শালা নই ?

মা। সে কি ঠাকুর ? খাটি শালা নওত কি ?

রস। হ্যাঁরে মাগি, আমি কি শালা ? তোর ভাই কি তবে সত্যি সত্যিই আমার বোন্ বিয়ে করেছে ?

মা। তা' নাহলে আর শালা হ'লে কেমন ক'রে ?

রস। আমার বড্ড রাগ হচ্চে, বল্‌চি,

মা। এই চেঁচাই তবে ?

রস। আরে না,না। তোর যা খুসী তাই বলিস্। ( একটু আস্তে ) মাগি, হাতে পরেছি, সুখটা ক'রে নে। "কণ্টকেরি বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায়" আমিও দিন পাবো তখন একবার বেয়ান্‌কে দেখে নেবো। আমি বাবা শক্তমানুষ।

মা। চুপ্, চুপ্ ঠাকুর। এই এসে প'রেছি,

[ নেপথ্যে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ]

রস। এ বীণার ঝঙ্কার কোত্থেকে আস্‌চেরে ?

মা। ভাল মিন্সে! ভাজা মাছটীও উল্টিয়ে খেতে জানেননা। ওগো ঠাকুর 'মশাই, এ বীণাবাদন নয়, এ আমাদের রাজ কুমারীর কণ্ঠস্বর !

রস। ( সবিস্ময়ে ) এ্যাঁ।

[ নেপথ্যে সঙ্গীত ]

পুরাও মনের সাধ, বাঞ্ছাপূর্ণকারি।
জনমত্বখিনী আমি ওহে বংশীধারি।
জনক-জননীদ্বয়ে শৈশবেতে হারাইয়ে,
পরের আলয়ে দিন যাপিতেছি হরি।
মুখ তু'লে চাও এবে মুকুন্দমুরারি।
ভাল যারে বাসি আমি, মন তাঁর জান তুমি,
অবহেলা করে (মোরে)মোছেনা নয়ন বারি।
মনের বাসনা মম পুরাও মুরারি ॥ (৪)।

( স্বগতঃ ) কুমার, একটীবার এমন কণ্ঠস্বর শুন্‌লে, তুমি পাগল হ'য়ে যেতে। ( প্রকাশ্যে ) সত্যি বল্‌তে কি মালিনি, এমন গান আর আমি কখনও শুনিনি।

(স্বগতঃ) এই টোব্ ধরেছে আর কি ? (প্রকাশ্যে) বেশীকথা ক'য়োনা ঠাকুর। এখানে দাঁড়াও একটু। আগে রাজকন্যাকে তোমার শুভাগমন বর্ত্তাটা দেই—তবেত তুমি যাবেরে, রেয়াই শালা। দূরহ্ মাগি।

[ মালিনীর প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ ]

এস ঠাকুর আমার সাথে
যাবে যদি জগন্নাথে ॥

( উভয়ের প্রস্থান )

## পটপরিবর্ত্তন।

প্রমোদ কানন, চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত সরোবর তটস্থ নিকুঞ্জকানন পুষ্পভূষা দেববালা সমাসীনা।

---

মা। আরে বেয়াই গোরু 32,723.
নমস্কারং কুরু
রাজকন্যাকে।

( অভিবাদনান্তর রসময়ের দণ্ডায়মান হওন

দেব। এই কি তোমার ভাইএর শালা ?

মা। ( ঈষদ্ধাস্যে ) আজ্ঞে, রাজকুমারি।

রস। (স্বগতঃ) মরণ আর কি ?

দেব। মালিনি, তোর বেয়াই, কাজেই আমারও তা
( রসময়ের দিকে চাহিয়া ) বসুন বেয়াই মশা
আপনার এখানে করা হয় কি ?

রস। ( স্বগতঃ ) তোমার বেয়াই হ'লে ত কাজই হ
ছিল। (প্রকাশ্যে) বুন্দেল-কুমারের সহচর আমি

দে। ঐ যার নাম অরবিন্দ ?

রস। আজ্ঞে হাঁ।

দে। বেয়াই মশাই, শুনেছি আপনাদের রাজকুমা
নাকি পরম সুন্দর।

রস। ( স্বগতঃ ) কুমারী তবে নেহাৎ অরসিকা নহেন
( প্রকাশ্যে ) আজ্ঞে হাঁ।

দে। আপনি কি "আজ্ঞে হাঁ" ভিন্ন কথাই জানেননা ?
(মালিনীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া) বলি মালিনী,
এমন বেয়াই কোথেকে নিয়ে, এলি ধ'রে.
কথাটি জানেনা কইতে, স্বধু লেজটি নারে।

মা। বেয়াই আমার বড্ড ভাল, কয়না কথা।
কাণ দুটী ম'লে দিলে পায়না ব্যথা।
(দু'হাতে দু'কানমলা)

রস। (অধোবদনে দাঁড়াইয়া,একটু আস্তে)
নরম হাতের কাণমলা, এও লাগে ভাল,
মনটী করে খুস্‌খুস্, মুখটি হয় লাল।

দে। (মালিনীর প্রতি, ঈষদ্ধাস্যে)
আর মলোনা প্রিয়সখি, শেষে যাবে ছিড়ে।
কানকাটা বেয়াই আমার ঘরে যাবেন ফিরে।
(রসময়ের প্রতি)
বেয়াই মশাই, রাত্রিবাসটা এখানে হ'বে কি ?

রস। আমি যে এখানে এসেছি, কুমার তা জানেনন
বিশেষতঃ বাসায় কিঞ্চিৎ প্রয়োজনও আছে।

দেব। প্রয়োজনটাও ব'লে ফেলুন না ;

রস। (মস্তক কণ্ডুয়ণ করিতে২) একটু গানবাজনা হবে

দে। শুন্‌চিস্, মালিনি, বেয়াই আবার গাইতেও
জানেন। (রসময়ের প্রতি) তবে একটা
গাওনা ভাই।

আজ্ঞে, আমি গাইতে পারিনা, আর সকলে গা'বে।

সেটি হচ্চেনা বেয়াই।

চোখ্ দুটী তোর মিট্‌মিটে, নাকটী তোর সরু
কাণ দুটী তোর বড় বড়, তুমি শঠের গুরু।
ভাল চাও ত মানে মানে ক'রে ফেল গান।
নইলে সখা, বড্ড জোরে ম'লে দেবো কাণ।

( মলিবার উদ্যোগ )

আপনার আর অত কষ্ট স্বীকার ক'ত্তে হবেনা।
এই গান করি।

ম'লোনা ম'লোনা সখি, কাণ
টুঙ্ক্ ক'রে মাথা ধরে, জ্'লে ওঠে প্রাণ।
কাকি দিয়ে নিয়ে এসে, কান মলো ক'সে ক'সে
পীরিতি কেমন তব বুঝিনা পরাণ। ৫।

আচ্ছা শালা, বহুৎআচ্ছা। ঐয়া, তোমার নামটীই যে জানিনে; তোমার নামটী কি ভাই?

আমার নাম রসময়।

র-স ম-য় ; রস-ম-য়; রস-ময়, ওঃ নামটা যেন কোথায় শু'নে থাক্‌বো! ( ক্ষণেকচিন্তিয়া ) এইযে হে মনে পরেছে
"রসভরা, রসময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল"।

রস। (ঈষৎক্রুদ্ধ হইয়া)

তোমার নাম কি ?

মা। মালিনী

রস। মালিবাড়ীর মালিনী; গ'ড়ে ফুলের মালা
যারে পায় তারে দেয়, ধ'রে তার গলা।

দে। (উচ্চহাস্যে) খুব জব্দ মালিনি।

মা। (হাসিয়া) তাইতে বলি বেয়াই আমার বড্ড গরু
শিংদুটী ছোট ছোট লেজ্‌টী সরু।

দেব। যা'ক্ ভাই বেয়াইর যখন অত দরকার তখন সই, আজি ওকে বিদায় ক'রে দাও। ওগো বেয়াই, তোমার রাজপুত্র গান শুন্তে বড় ভালবাসেন, দেখ্‌চি। কাল সন্ধ্যার পর তোমার ও তাঁর নিমন্ত্রণ রইলো। একটু গান বাজনা হ'বে। তবে আমি আসি এখন।

(প্রস্থান)

মা। চল্‌রে বামুন রেখে আসি গেটের বাইরে।
কাণ মলাটী ভুলে যেও, ভুলোনা আমারে।

(উভয়ের প্রস্থান)

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দেববালার নৃত্যশালা (কুঞ্জকানন)

নৃত্য ভূষা পরিহিতা দেববালা ও মালিনী।

---

মা। মরিকি মাধুরী তোর খেলিছে সর্ব্বাঙ্গে
সখি! কিছার তাঁহারে? সামান্য মানব
তিনি; আঁখি কোণে যদি হেরে দেবেন্দ্র
বারেক ও রূপরাশি তোর, তবে সখি,
ভূলিবে শচীর মুখ, সুন্দর স্বরগ।

দেব। প্রশংসা শিকেয় তু'লে রাখ সুবদনি
গয়ালা নিজের দধি বলে থাকে ভাল।
তা' ব'লে কি সব দই হয়লো তেমন?
দেখিলে আমায়, যদি কুমারের মন
সরিষা প্রমাণ টলে বুঝিব তখন
যথার্থ কহিয়াছিল মালিনী নর্ত্তকী।

মা। বামুন হয়েছে কিন্তু বড়ই নাকাল।

দেব। হইবে মিলন তব, শুন প্রিয় সখি।
মজেছে ব্রাহ্মণ সূত ওরূপ চটকে।
দু'দিন আসিলে হেথা হইবে শোধিত
স্বভাব তাহার—প্রেমের আস্বাদহীন
নিতান্তই নহে সেই জন।

মা। যাও সখি।

ঐ দেখ, দরওয়ান্ আসিছে হেথায়।

(শেলাম পূর্ব্বক দরওয়ানের প্রবেশ)

কি খবর বাবুলাল ?

দর। বুন্দেল কুমার

আর সহচর তাঁ'র, মাগিছে প্রবেশ।

মা। নিয়ে এস ত্বরা ক'রে। (দরওয়ানের প্রস্থান)

[দেববালার প্রতি] এবে দেববালা,

সংযত করিয়া যত হৃদয়ের বল

অদৃষ্ট পরীক্ষা কর।

দে। হইবে বিজয়ী

জানি ভালমতে। ঐ ঐ আসিছে কুমার।

[অরবিন্দ ও রসময়ের প্রবেশ)

দে। (সসম্ভ্রমে) আসুন কুমার।

মা। বসুন, এখানে।

[রাজপুত্রের দেববালার পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন]

মা। (রসময়ের দিকে চাহিয়া) ওহে বেয়াই—

চাহকি বসিতে তুমি, ফেলিয়া আমায় ?

[রসময়ের নত মুখে অবস্থান]

অর। সখাকি বেয়াই আপনার ?

মা। আজ্ঞে, যুবরাজ। বোনেরে ইহার বিয়ে

করেছে আমার ভাই, ইনি শালা তার।

[রসময়ের চিবুক উত্তোলন পূর্ব্বক]
কিবল বেয়াই, তুমি নারাজ সম্বন্ধে ?
[রসময় অধিকতর অধোবদন]

অর। নিকট আত্মীয়া তব রয়েছে এখানে।
তথাপিও সখা, তুমি বলনি আমায় ?
[illegible]-বিহীন গণ্য এ দোষ তোমায়।

মা। এবার করুন ক্ষমা—শাস্তি পর বারে।
(রসময়ের হাত ধরিয়া)
এসরে বেয়াই শালা—ব'সোরে এখানে।
(পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করান)

অর। পরম সৌভাগ্য মম হ'ল পরিচয়
আখণ্ডল রাজপুত্রি, আপনার সাথে

দে। বুন্দেল কুমার, এ সৌভাগ্য নহে তব।
সৌভাগ্য আমার। (মালিনীর দিকে চাহিয়
রজনী অধিক হ'লো

মা। কুমারের অনুমতি হ'লে নৃত্যগীত
আরম্ভিতে পারি ?

অর। অনুমতি কেন মম ?
নিমন্ত্রিত আমি—নিজ সময় বুঝিয়া
কর কার্য্য সমাধান।

মা। (উঠিতে ২) করি প্রণিপাত
বুন্দেল কুমার আর সখি দেববালা।
(মালিনীর মধু নৃত্য)

রস। (সহাস্যে] সঙ্গীত-বিহীন নৃত্য রোচেনালো মন—

মা। (হাত ধরিয়া) এসহে বেয়াই বাবু, দু'জনে মিলিয়া,
নাচি গাই তালে তালে করতালি দিয়া।

রস। (অতিব্যস্তে) নাচিতে জানিনা সখি, ক্ষমোলো
আমায়।

মা দিই ম'লে কাণ, শেষে মরিবে জ্বালায়।

রস। ম'লো নালো কাণ
উঠি আমি প্রাণ

( মালিনীর ও রসময়ের নৃত্যগীত )

উভয়ে। আরে আড় নয়নে চেও নালো জান্

মা। বিষমাখা তোর আঁখিঠার

র। কথায় তোর ক্ষুরের ধার

উভয়ে। মদনের পঞ্চবান হয়লো সুন্ধান।

র। ওলো, জানিস্ তুই কত ছলা

মা। হারে মূর্খ, আমি অবলা।

উভয়ে। ( ওলো ) অবলা সবলা হও হাতে পেলে প্রাণ। ৬

রস। বাহবা! বেশ, বেশ! ( দেববালার প্রতি )
সুশিক্ষিতা সখী আপনার।

দে। মন্দন'ন
সখাকুমারের।

মা। বৈবাহিক সনে দেবি,
নৃত্যগীত হ'লো সমাপন. নামিবে কি

আপনি আসরে ? কিম্বা একাকিনী আমি
সাধ্যমত কুমারের সন্তুষ্টিবিধান
রহিব করিতে ?

অর। ( স্বগতঃ ) অদ্ভুত, অদ্ভুত বটে !
রাজপুত্রী আপনি নর্ত্তকী ! ধন্য আমি,
ধন্য মম নয়ন যুগল !
[ অধোবদনে দেববালার অবস্থান ]

রস। আশীর্ব্বাদ করি তোরে মালিনী নর্ত্তকি !
ছাড়িয়া আমায় তুমি ধরেছ কুমারী।
রাজপুত্রি, নিবেদন চরণে তোমার
নামিয়া আসরে দাও বিশ্রাম আমায়।

[দেববালার আসন হইতে নামিয়া মালিনীর নিকট অবস্থিতি ও ( তাহার কাণে কাণে ) আগে একটা গান ক'রেনাও]

মালিনী ও দেববালার সঙ্গীত।

প্রণয়ের রীত্‌, সখি, কি জান কেমন।
যারে তুমি ভালবাস
যাহারে দেখিলে হাস
সেই বলে কালো, কালো, ফেলে নিষ্ঠীবন।
রাজার নন্দন কত
ত্যাজিয়া সুন্দরী শত
বারাঙ্গনা পদ হৃদে করেলো ধারণ।

তেজোময় দিনমণি
ভালবাসে কমলিনী
কালো ভোমরায় সখি করে সে যতন।
প্রণয়ের রীত্ সখি, কি জানি কেমন। ৭।

অর। আখণ্ডল-কুমারি! সত্যি বল্‌তে কি এমন মধুর সঙ্গীত পূর্ব্বে আর কখনও শুনিনি।

রস। কাল গান শুনে তখনি আমি মনে করেছিলেম, কুমার শুন্‌লে একেবারে অবাক্ হ'য়ে যেতেন। মালিনীও খুব বেশ গায় কিন্তু। (কটাক্ষপাত)

মা। ও ঠাকুর, প্রশংসার নাহি প্রয়োজন
আসরে নামিয়ে এনে করাবো নর্ত্তন।

রস। ক্ষমাকর রসবতী, মুখে দিলেম কাটি,
দুই সখীতে মিলে তবে নাচ পরিপাটী।

(দেববালার সঙ্গে উঠিতেং, মালিনী রসময়ের নাকনাড়া দিয়ে)

ভায়া আমার রসিক বড়
কথায় কথায় পদ্য পড়।

[দেববালা ও মালিনীর সঙ্গীত সহযোগে নৃত্য এবং সহসা নাচিতে২ ফুলবালাগণের প্রবেশ ও যোগদান]

রসের খেলা প্রেমের লীলা হলো সমাপন।
কালাচাঁদ গৃহে এবে কররে গমন।
গৃহেতে কুবুজা দাসী,
গলেতে লাগাবে ফাসী
শুন্‌লে পরে বৃন্দাবনে পুনরাগমন। ৮।

অর। চমৎকার! অতি চমৎকার! রাজকুমারি, রাত্
অনেক হ'লো, আমরা তবে আসি এখন।
মা। মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে অবশ্যই ভুল্‌বেন না।
র। সে কথা আর বল্‌তে?

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—দীল্লি, বুন্দেল কুমারের শয়ন কক্ষ।

সময় পূর্ণিমা-নিশি।

---

অর। (বিছানায় শুয়ে) মুক্ত বাতায়ন পথে, হাসিমাখা চাঁদ
উকি মেরে দেখিছে আমায়। কোন্ হেতু
গভীরবিষাদমাখা হৃদিবীণাতার
রহিয়া, রহিয়া, আজ উঠিছে জাগিয়া?
আখণ্ডল-পুত্রী দেববালা, হায়! কেন
ঘন ঘন জাগিছে মানসে? মহাভুলে
কি কাজ করেছি? নৃত্যগীতরসরঙ্গে
কুলবতী কামিনীরা নহে তো বঞ্চিত।
দূরহ দুশ্চিন্তা, আমি ঘুমুই এখন।
[পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া রাজ পুত্রের নিদ্রাচেষ্টা।]

---

[সহসা স্বপ্নবালকদিগের প্রবেশ ও সঙ্গীত সহযোগে নৃত্য-গীত। ]

(আমরা) আকাশে বসতি করি
(আমরা) ভুবন ভরিয়া ঘুরি,
যারে পাই তারে ধরি, খেলি নানা রঙ্গে।
(আমরা) ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারি
(আমরা) গড়িয়া ভাঙ্গিতে পারি
তালে তালে হেলেদুলে বেড়াই তরঙ্গে।
(আমরা) হাসিতে কাঁদিতে পারি
(আমরা) নাচিতে গাইতে পারি
হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই মিশে যাই অঙ্গে।
( স্বপ্ন বালকদিগের অন্তর্দ্ধান )

[সহসা আকাশ হইতে পুষ্পক রথে স্বপ্ন দেবীর অবতরণ
ও কুমারের শিয়রে অবস্থান।]

স্বপ্ন। নয়ন উন্মিলি দেখ্‌রে কুমার,
করেচিস্ কত বীভৎস ব্যাভার!
কালাগ্নি উগারি দুরন্ত নরক
চেয়ে আছে তোরে, দেখ্‌রে বালক।
কপালে আগুণ ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে,
করেতে ত্রিশূল নর-মুণ্ড গলে।
হাড়-মাস হীন, অহো কি ভীষণ!
দেখ্‌রে কুমার, দেখ্‌রে শমন।
(ঘুম ঘোরে কুমারের চিৎকার করণ)

দুষ্কার্য্য যতেক ত্যজিয়া এখনি
পুণ্য কর্ম্মে মতিদাওরে বাছনি।
অই দেখ বাছা জনক তোমার
পুণ্যকর্ম্ম করি ভূঞ্জিছে অপার
শান্তি সুখ যত দেবগণ সনে ;
যাপিতেছে কাল অতি হৃষ্ট মনে।
রূপবতী কত দেববালাগণ
কতমতে তার করিছে যতন।
আবার এদিকে দেখরে চাহিয়া,
কুকর্ম্ম জগতে তোমারে আনিয়া,
কতমত জ্বালা ভুঞ্জিছে তোমার
কুকর্ম্ম-সুহৃদ ব্রাহ্মণ-কুমার।
বিভীষণমূর্ত্তি যম-দূতগণ
আছাড়ি তাহারে করিছে পেষণ।

( কুমারের পুনঃ চিৎকার )

বুঝেছ এবে ভ্রান্তি আপনার।
কুলবতীগণ নহেত অসার।
নাচিতে গাইতে তাহারাও জানে,
অসমর্থা নহে প্রেম-আলাপনে।
বারাঙ্গনা-সঙ্গ ত্যজরে কুমার ;
জীবন হইবে শান্তি-পারাবার।

(সহসা স্বপ্ন দেবীর রথারোহণে অন্তর্ধান
ও কুমারের নিদ্রাভঙ্গ)

অর। ওঃ কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) স্বপ্ন কি? এর মূলে কি কোন সত্যই নাই? কি ভয়ানক নরক! কি ভীষণ যমদূত! রসময়ের আবার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! (ক্ষণকাল চিন্তা পূর্ব্বক) যা'ক্, বাস্তবিকইত কুলকামিনীরা রস-বিবর্জ্জিতা নহে। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তা'রাত পেশাদার নর্ত্তকীদের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন হয় না। দেববালাইত ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। (আবার চিন্তা করিয়া) কিন্তু তা'বলে আমি তেজোময়ীকে বিয়ে ক'র্ত্তে পারি না। তাকে যে আমি ভগ্নী সম্বোধন করেছি! (আবার চিন্তা) আখণ্ডল-কুমারীর যেমন রূপ, তেমন্ গুণ। ইনি আবার পিতৃমাতৃ-হীনা হওয়ায়, রাজ্যের একমাত্র অধি-কারিনী। (ভাবিয়া) এটা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র নয় কি? আমার দুষ্কর্ম্মের কথা যদি তিনি শু'নে থাকেন, আমায় ঘৃণাবই আর কি ক'র্ত্তে পারেন? (আবার চিন্তিয়া) কিন্তু তাঁর একয় দিনের ব্যবহার ত বড় ভাল—আশাপ্রদ নয়, তাই বা বলি কি ক'রে? একদিন মনে ক'র্ত্তেম একস্ত্রী নিয়ে সুখী হ'বো কি করে? কিন্তু কি ভুলই ভেবেছিলুম দেববালার ন্যায় স্ত্রীতে কোন্ অভাব আছে? (আবার চিন্তিয়া) বিয়ে যদি

করি ত একেই কর্ব্বো। (জানালায় উকি মেরে) রাত্ এখনও অনেক আছে। ব'সে ব'সে কি কর্ব্বো? একটু ঘুমুতে পারি কি না, দেখাযাক্।

[ পুনর্নিদ্রা চেষ্টা ]

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বুন্দেল—রাণী ইন্দুমুখীর বিশ্রাম ভবন।

রাজা ভীম সিংহের প্রবেশ।

---

ইন্দু। ( সসম্ভ্রমে প্রণাম পূর্ব্বক ) অসময়ে কেন হেরি
শশাঙ্ক বদন?

ভীম। সুসম্বাদ এনেছি মহিষি।

ইন্দু। ( ব্যস্তভাবে ) ফিরেছে কি
তেজোময়ী লইয়া কুমারে?

ভীম। বিনা অর্থ
বার্ত্তাবহ শুভবার্ত্তা দেয় কি কখন?

ইন্দু। (সহাস্যে) নৃপতি সাজিয়া দূত আসেনি কখনো
ভেটিতে আমায়। কেমনে জানিব বল
অর্থবিনা রাজদূত দেয় না বারতা!
ভাঙ্গিয়া বলরে দূত, কিবা তব আশ।

ভীম। (করযোড়ে) অভয় প্রদান যদি কর মহারাণি
নিঃশঙ্কে বলিতে পারি আকাঙ্ক্ষা আমার।

ইন্দু। দিলেম অভয় আমি, বল দূতবর,
কি চাহ আপনি।

ভীম। (জানু পাতিয়া) সুমিষ্ট অধর সুধা
ওচাঁদ-বদনি, চাই আমি ; অন্য অর্থে
অভিলাষ নাহিক আমার।

ইন্দু। (গম্ভীর ভাবে) বিষম সমস্যা
দূত, করিলে সৃজন। সাজে কিরে আমা—
রাণী আমি—চুমিতে দূতের মুখ ? চাহ
রাজ্য, রাজপদ বিনিময়ে এর, দিব
দিব দূতবর, বিনাবাক্যব্যয়ে।

ভীম। (যুক্ত করে) দেবি,
দোভাষী নহি গো আমি, রাজ্য রাজপদে,
নাহিক আকাঙ্খা মম, নাহি দিবে যদি—
করিবে নিরাশ যদি, আশা দিয়ে মোরে -
চলিলাম তবে আমি। (প্রস্থানোদ্যত)

ইন্দু। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) শুন দূতবর,
পুরা'বো বাসনা তব, কিন্তু মনে রেখো,
রাণী আমি,—কভূ হ'য়ো না বিস্মৃত যেন
মর্য্যাদা আমার। কর যাহা ইচ্ছা তব।

[ভীমসিংহের অগ্রসর হইয়া রাণীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন।]

ইন্দু। (কৃত্রিম ক্রোধে) এনহে ভদ্রতা দূত ! দিয়েছি
সম্মতি চুমিতে অধরে মম, আলিঙ্গিতে তোমা
বলি নি কখন ?

ভীম। (কৃত্রিম ভয়ে) করেছি অন্যায় রাণি,
দেহ শাস্তি যে হয় বিধান।

ইন্দু। (কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া) দেখ দূত,
করিলাম লঘু শাস্তি নূতন বলিয়া—
এখানে বসিয়ে থাক, নিকটে আমার।
সাবধান ভবিষ্যতে। বল বর্ত্তা এবে।

ভীম। (সহাস্যে) রাণী হ'য়ে দূতমুখে করিলে চুম্বন!
ছি! ছি! মহারাণি।

ইন্দু। (সহাস্যে) তোমার সদৃশ দূত
করিতে চুম্বন, রাজা, সতত প্রস্তুত
বুন্দেলেররাণী। এই আমি চুমি পুনঃ (চুম্বন প্রদান)

ভীম। শুন মহারাণি, এবে সম্বাদ তোমার।
দীল্লি হ'তে তেজোময়ী করেছে প্রেরণ
পত্রসহ দূত একজন। দেখ পত্র।

ইন্দু। (সলজ্জ ভাবে) ভুলিলে কি মহারাজ, করেছ বিবাহ
বিদ্যাহীনা রমণীরে?

ভীম। (অপ্রস্তুত ভাবে) ভূলি নাই রাণি।
ভবিষ্য সুখের আশে হয়েছি প্রমত্ত।
পড়ি আমি তবে। (পত্রপাঠ)

পিতঃ। তোমার ও পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে অনেক দূর কৃত কার্য্য হয়েছি ব'লে বোধ হচ্চে। এখানে একটা কথা ব'লে রাখি; তোমরা কাহারও নিকট রহস্য

ভেদ ক'রো না। কিন্তু আমার কথা মত কাজ ক'ত্তে ভু'লো না। যদি কুমার কোন রাজ কন্যাকে বিয়ে ক'রে বাড়ী ফির্তে চায়, তোমরা আপত্তি ক'রো না।" তোমাদিগকে নিশ্চিন্ত কর্ব্বার জন্য বল্‌চি, তোমাদের কোনও ভয়ের কারণ নাই। মাকে আমার প্রণাম দিও। নিজেও জানিবে: আমরা সকলেই ভাল আছি, তোমাদের মঙ্গল বাঞ্ছনীয়। ইতি সেবিকা—তেজোময়ী।

কি উপায়ে কার্য্য সিদ্ধি করিলা বালিকা
নারিনু বুঝিতে মহারাণি, ধন্য বালা!
ততোধিক ধন্য তার আত্ম-বিশ্বস্ততা।

ইন্দু। স্বীয় ক্ষমতায় গভীর বিশ্বাসী তেজ।
আদ্যাবধি ছিল তার নিশ্চিত বিশ্বাস—
হ'বে সে বিজয়ী রণে—জিনিবে কুমারে!
কৃত কার্য্যতার তার ইহাই সোপান।
অবহেলি' এহেন রতন মহারাজ
অন্য কামিনীরে যদি করা'তে বিবাহ
কুমারে, থাকিত দুর্ম্মোচ্য কালি মাখিয়া
সর্ব্বাঙ্গে বালক, ডুবিতে আপনি তুমি
কলঙ্ক সাগরে। করিলা উদ্ধার তেজ
বংশ আমাদের।

ভীম। তোমার বুদ্ধির গুণে
বাঁচিল কুমার, আর বাঁচিনু আমরা।

দিনমান অবসান-প্রায় মহারাণি।
বিহার কাননে যেয়ে চল কেলি করি
মহানন্দে মেতে। (উভয়ের প্রস্থান)

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শুক্লপক্ষ নিশি।

অরবিন্দের বাগান বাড়ীর সম্মুখস্থ নির্জ্জন ময়দান।

---

গান করিতে২ রসময়ের প্রবেশ।

চাঁদের মত মুখ খানা তোর, চাঁদের মত হাসি
না দেখ্‌লে জগৎ হারাই, দেখ্‌তে ভাল বাসি।
কলঙ্কী আকাশের চাঁদ
ঘটায় শুধু পরমাদ
জ্বালায় বিরাহনল, কাঁদায় দিবানিশি।
পক্ষান্তে তাহার হ্রাস
তুমি থাকো বারমাস
আলো করি হৃদাকাশ, ওলো মেঘ-মুক্ত শশি। ১০

[ ময়দানস্থ অশ্বত্থমূলে উপবেশন পূর্ব্বক ]

সেই স্বপ্ন দেখে অবধি কুমার তেমন ক'রে আর আমার সঙ্গে মিশেন না। তেমন ক'রে আর আদর করেন না। মূর্খ! মূর্খ! স্বপ্নের ভয়েই অস্থির! আরে এত বয়স হ'লো, কত স্বপ্ন দেখ্‌লেম্, এই হাড় ভাঙ্গলো,

ই মাথা ভাঙ্গ্‌লো, এই মাথাটা নীচু ক'রে পাহাড়ের
পর থেকে ফেলে দিলে ; কৈ একদিন ওত ভয় পাইনি।
মারের মত মূর্খ, বাবা, কোথাও দেখিনি। এমন ভীরু
াপুরুষের সঙ্গে আর মিশ্‌তে নেই। (দু'পদ গান করে)
মি যাবে মথুরায়, আমি বৃন্দাবনে। গোকুলে গোপের
ারী দেখিব নির্জ্জনে।—মালিনী বেটীর বড় রূপ।
াবার যেমন রূপ, তেমন যৌবন। তা'তে আবার
চ্‌তে গাইতে ও খুব পারে। আমি যেমনটী, বেটী ঠিক
মনটী-একচুল ও এদিক ওদিক নয়। রাজকন্যার
জকন্যাকি ? রাণীর সহচরী। টাকা ও খুব আছে,
শ্চয়ই ; ওকে অমনি না হো'ক, বিয়ে ক'ত্তে হবে।
ী নাচ গান রসিকতা, কথায় কথায় ছড়া বলা ভাল
সে। আমিও সে সব খুব পারি। তবু ও আমায় ভাল
বে না ? ইস্, বাস্‌তেই হবে! এই দেখনা আমি
ন নাচ্‌তে ও গাইতে পারি।

নৃত্য সহযোগে সঙ্গীত। সহসা মালিনীরপ্রবেশ ও
যোগদান ।)

আমি নাচিতে গাইতে পারি, আর পারি খেতে।
কথায় কথায় ছড়া বলি,
পারি দিতে গালা গালি,
াকমলাটী খেয়ে তার, পারি গো শু'তে।

পীরিত ক'রে দিলে লাথি
পারি নিতে বুক পাতি
ওগো পীরিতির ছলা আমি জানি ভাল মতে। ১১।

(মালিনীকে দেখিয়া)
হ্যারে মাগি, ভয় নেই, এলি দুপুর রাতে,
নাচিতে গাইতে এই পর পুরুষের সাথে?

মা। তোরে ঠাকুর, পুরুষ ব'লে গণ্যি ক'রে কে?
এখনি পালিয়ে যাবি রাঙ্গা চোখ দেখে!

রস। মুখ শাম্‌লে বলিস্ কথা রাগ হ'চ্চে ভারি,
মাঠের মাঝে দুপুর রেতে হ'বে জড়াজড়ি।

মা। পালাবার পথ পাবিনে, খেয়ে রুলের গুতা
জড়াজড়ি ক'ত্তে এসে হায়! ভেঙ্গে যাবি মাথা

রস। বেটীর গায়ে জোড় কত, ভাঙ্গ্‌বে আমার মাথ

মা। চেঁচাই যদি, আস্‌বে লোক, মার্ব্বে রুলের গু

রস। (একটু নরম ভাবে)
"ওলো মালিনী, রুলের গুতা মারবে কে?

মা। বামুন, তুমি না হয় আজ বেড়া'তে এয়েচ,
রোজ রাতেই আসি, 'আজ রাজকুমারীর
অসুখ করেছে, তাই তিনি আসেন নি। পা
ওলা চারদিকে পাহাড়া দেয়, আমি তেমন
'খুকিনই যে ফস্ ক'রে তোমার হাতে এসে'

রস। (স্বগতঃ) ফস্ ক'রে না এলে ও একটু

ঘস্‌তেত আসবে (প্রকাশ্যে) আচ্ছা মালিনি, একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি, উত্তর দিবেত !

মা। কি কথা ঠাকুর ?

রস। বেশী কিছু নয়। এই তোর বিয়ে হয়েচে ?

মা। (হাসিতে ২) কেন ঠাকুর ?

র। একটা ভাল বর আছে।

মা। নিজেই বুঝি ?

রস। (মাথা চুল্‌কাইতে২) তা-তা-তা'-হ'লেই বা দোষ কি ?

মা। (হাসিয়া) ইস্ তোমার যে বড্ড প্রেম দেখ্‌চি !

রস। সত্যি কি তোর বিয়ে হয়েচে মালিনি ?

মা। তা ঠাকুর, তুমি যদি কর, ত' হয়নি।

র। তবে আমায় বিয়ে কর্‌বি মালিনি ; (মালিনীর পৃষ্ঠে চড় মারিতে উদ্যত)।

মা। (ধমক দিয়ে) হ্যারে ঠাকুর, গাছে না উঠ্‌তেই, এক্ কাঁদি ?

র। (অপ্রস্তুতভাবে) কেন মালান, কেন অমন করে কথা কও ?

মা। ঠাকুর, আমার একটা কথা যদি রাখ, তবে তোমায় বিয়ে ক'ত্তে আমি খুব রাজী আছি।

রস। (সহাস্যে ব্যগ্র হইয়া) কি কথা মালিনী সখি ?

মা। এই--আমার কথা ছাড়া, এক পাও চল্‌তে পাবেনা আমি যা' বলি, তখনি তা' শুন্‌তে হ'বে।

রস। (একটু অগ্রসর হইয়া) সে কথা আর বল্‌তে
মালিনি! তুমি আমার গুরু মশাই, আর আমি
তোমার ছাত্র হয়ে, এক পায় ২৪ ঘণ্টা
দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। বাবা, তোমার যে রূপ, আর
যে গুণ, আর যে-যে-পশ্চাত্তাগ! ওসব পেলে
আর কোন্ শালা অন্যত্তরে যায়!

মা। আরে থাম, থাম, একে বারে খেপোনা। ত
আজ যাও; আমি আগে দেখ্‌বো, আর কো
দুস্টুমীকরনা, তবেত তোমায় বিয়ে কর্ব্বো
এখন আসি তবে। (প্রস্থান

রস। (গম্ভীর ভাবে পাদচারনার সঙ্গে গোপে চা
দিতেং)
এঃ, আমি, নাজান, কেমন সুন্দর! মালিনী বো
আমায় দেখে আগেই ভূলে ছিল। শালী কি
খুব হাত হ'য়েচে, আর হবেনা কেন? নাচ্‌তে ব
গাইতে বল, ছড়া বল্‌তে বল আমি নাপারি কি
ওর কথা ছাড়া এক পাও চল্‌তে পাবোনা
আচ্ছা, আগেত বিয়ে করি, পরের কথা পরে
এখন দুই দিন না হয় চুপ্‌ক'রে—বকঃ পরমে
ধার্ম্মিকঃ হ'য়ে থাকি। আজ আমার কি শুভ
দিন। কি শুভক্ষণেই আজ বেড়াতে এসেছিলাম
কার মুখ দেখে সই, পোহা'লো রজনী।

যে দিকে নয়ন মেলি,

দেখি সুধু কোনা কুলী।

আনন্দ-ফোয়াড়া দেখি দিগন্ত-ব্যাপিনী।

আকাশে হাসিছে অভ্র,

জগৎ হাসিছে শুভ্র।

হাসির লহরী সুধু দেখ্‌লো সজনি। ১২।

(গাইতে ২ প্রস্থান)

---

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দীল্লি ; দেববালার কক্ষ-সময় সন্ধ্যা।

---

দেব। (ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতে ২ জান্‌লায় উঁকি মেরে)

এখনি আসিবে যুবরাজ। জানি আমি-

মজেছে কুমার, পোষিছে হৃদয়ে আশা

দেববালা করিবে বিবাহ। কিন্তু যদি

কোন মতে,জানেন কুমার, নহি আমি

তেজোময়ী ছাড়া অন্যজন, তবে হায়!

হইবে নিষ্ফল মম সকল প্রয়াস।

তাই ভাবি যত শীঘ্র হয় সম্পাদন
বিবাহ-বন্ধন, তত মঙ্গল আমার।
(আবার উকি মেরে)
বিলম্ব দেখিয়া তাঁর কত ভয় মনে
ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাগি' পাইছে বিলয়।
অব্যপৃত মন যত দুশ্চিন্তা-আলয়।
(চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক, বাম ক'রে কপোল-
বিন্যাস পূর্ব্বক)

সঙ্গীত।

এখনো এলিনে আজ কেনরে কানাই!
হ'তেছে বিষম ভয়, বুঝিবা হারাই।
কামনা নাহিক মনে দেখ্‌বো সুধু দু'নয়নে
তাও কি পা'বোনা হায়! ওরেরে কানাই?
বারেক আসিয়ে হেথা যেও তব ইচ্ছা যথা।
দেখিব নয়নে (সুধু) ভালবাসা নাহি চাই।
পাতিয়া রেখেছি সন্ত হৃদয়-কোমলপদ্ম
ব'সোবা নাব'সো তুমি, এসরে কানাই।
হ'তেছে বিষম ভয়, বুঝি মারা যাই। ১৩।
(সহসা দ্বারোদ্ঘটন পূর্ব্বক কুমারের প্রবেশ)
অর। এনহে উচিত কাজ, অয়ি দেববালা
দেখিয়া সখারে তব—
দে। বিলম্ব এতেক
আজ কেন যুবরাজ, পারিকি জানিতে?

অর। অবশ্য জানিবে দেবি, কিন্তু আগে আমি
শুনিব মোহন গীত শ্রীমুখে তোমার।

দে। (নত মুখে)-তাই হো'ক, মনে যেন থাকে যুবরাজ,
বিলম্বের হেতু আমি চেয়েছি জানিতে।

সঙ্গীত।

ভালবাসি ব'লে কিহে উচিত কাঁদান ?
চাওনা আমারে তুমি তথাপি সন্তুষ্ট আমি,
দিনান্তে যদ্যপি পাই, বারেক দর্শন।
নাহিক কামনা কোন বাসনা হয়েছে লীন
দরশন আশে সুধু আছেহে জীবন।
ঈশ্বরের জীব ব'লে একটু (ও)কি মুখ তু'লে
চাবেনা আমায় তুমি, দিবেনা দর্শন ?
ইচ্ছা তব হয় যদি গালি দিও নিরবধি ;
সুমিষ্ট সম্ভাষ ব'লে করিব গ্রহণ।
তথাপি দিনান্তে নাথ, করি পদে প্রণিপাত,
রাগে দ্বেষে অনিচ্ছায় দিও দরশন। ১৪।

বলিবে কি যুবরাজ, কারণ এখন ?

অর। (নত বিষন্ন মুখে)-আসিয়া প্রত্যহ হেথা বাড়িছে আমার
হৃদয়ের অশান্তি-অনল।

দেব। (সবিস্ময়ে) যুবরাজ,
মনোভাব আপনার নারিনু বুঝিতে।

অশান্তি বাড়িছে যদি আসিয়ে হেথায়,
বলিনা আসিতে পুনঃ, বিদায় কুমার।

অর। কুপিতা হ'য়োনা দেবি, নাহি দোষ তব,
অশান্তির হেতু স্থধু মানস আমার।

দেব। ঘোর প্রহেলিকাবৎ জ্ঞান হয় মম
বাক্য আপনার। নিজের হৃদয়ে যদি
অশান্তির হেতু, কোন্ হেতু বাড়ে তবে
আসিলে হেথায়, হৃদয়-নিহিত তব
অশান্তি-অনল ? হয়েছে বাসনা মনে
শুনিতে কুমার, সব সুস্পষ্ট ভাষায়।

অর। (হস্তাঙ্গুলি খুটিতে ২) ক্ষম দেবি, লজ্জা মম করে বাক্যরোধ।

দেব। সুনিশ্চিত হেতু তবে আমি ?

অর। (নত মুখে, শুষ্ক কণ্ঠে) দেববালা—

দেব। বলিতে বলিতে কেন থামিলে আবার ?

অর। শুনিবে মালিনী মুখে। বিদায় এখন।

(কুমারের প্রস্থান)

দে। (নিরীক্ষণ করিয়া) যথার্থই চলে গেল ? অশান্তি হৃদয়ে !

অন্য কোন নারী বুঝি জ্বালায় তাঁহারে
আসিলে আমার কাছে ? তবে কি কুমার
সৌম্যমূর্ত্তি পরিয়াছে স্থধুই বাহিরে ?

মিথ্যাকি সখির কথা—প্রণয়িণী আমি ?
পুষি কি হৃদয়ে আমি মিথ্যা আশা তবে ?
(প্রস্থান)

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লী ; অরবিন্দের কক্ষ ;

---

রস। দেববালা-কুঞ্জে সখা, হবেনা গমন ?

অর। আজ আমি যাবনা তথায়, কিন্তু সখে
যেতে হবে তোমা,—মালিনীরকাছে
বলিবে আমার হ'য়ে গুটী দুই কথা।

রস। (স্বগতঃ)-দেববালা ছেড়ে পুনঃ, বুঝি, গেছেমন
মালিনী উপরে! ঠকা'বে নিতান্ত কিহে
দরিদ্রব্রাহ্মণে! (প্রকাশ্যে) কি হেতু কুমার, তব
অনিচ্ছা নূতন ? বিশেষতঃ, কতদিন
যাওনি সেখানে। পা'বে কষ্ট রাজপুত্রী।

অর। অবিদিত নহে সখা, তব, কত আমি
ভালবাসি তারে। জানিনা তাহার মন ;
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা স্নধু করিছে বর্দ্ধন
হৃদয় নিহিত মম অশান্তি-অনল।
বলিও প্রসঙ্গ ক্রমে মালিনীর কাছে
দেববালা আরাধ্যা দেবতা মম। সখে,

কঁরিও যতন পুনঃ জানিতে গোপনে
কোন্ ভাগ্যধরে দেব সঁপেছে হৃদয়।

রস। পালিত হ'বে সখে, আদেশ তোমার।
ভালবাসে রাজ-পুত্রী নিশ্চিত তোমায়।
নিষ্ফল সন্দেহে কেন পেতেছ যাতনা ?
ভাঙ্গিয়া হৃদয় বল, হ'বে সিদ্ধ কাম।

অর। স্বীয়মুখে কভু আমি পারিবনা সখে,
বলিতে তাহারে কত ভালবাসি তায়।
করেছি অনেক চেষ্টা পারিনি কখন :
রুদ্ধ হয় কণ্ঠ, শোণিত-প্রবাহ বহে
খরতর বেগে বদন মণ্ডল ব্যাপি'।
কিন্তু দীর্ঘকাল এভাবে কাটাতে সখে,
ক্ষমতা-অতীত ব'লে জ্ঞান হয় মোর।

রস। কথার প্রসঙ্গে আমি বলিব সখিরে
তাঁর, হৃদয় তোমার। যাইবকি এবে ?

অর। যাও সখে (রস ময়ের প্রস্থান) আমিও চলিনু
বহুদিন পরে নগর ভ্রমণে আজ। (প্রস্থান)

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দীপ্তি; কুঞ্জকানন-সরোবরে অবগাহন করিতে ২
দেববালা ও মালিনী।

---

গীত।

মৃদুল সমীরে হাসিছে সরসী,
তরঙ্গ উঠিছে ফুটি;
ঢেউ সনে ঢেউ করিয়া পীরিতি
করিতেছে ছুটো ছু'টি।
জীবনে জীবন হয়েছে মিলন,
বিদ্বেষ গিয়েছে উঠি।
হাসির প্রবাহ সবার পরাণে,
নাহি কুটীল ভ্রূকুটী। ১৫।

মা। দেববালা, এতদিনে পুরিল কামনা,
জেনেছ হৃদয় তাঁর। শুভদিন দেখি
সম্মিলিত হও এবে অন্তরে বাহিরে।

দে। উত্তরি' ভীষণ নদী, বাত্যাপ্রীতি-হত
মাঝি যথা তীরে আনি ডুবায় তরণী,
তেমতি বুঝিলো সখি, হই ব্যর্থকাম
করিয়া এতেক যত্ন, এত পরিশ্রম।
ব্রীড়া-বদ্ধ-মুখ যুবরাজ, লজ্জাশীলা
স্বভাবতঃ রমণী-মণ্ডলী। তবে সখি,

কেমনে হইবে, বল, বিবাহ-ঘটন ?

মা। এনহে যুক্তির কথা, শুন সুবদনি,
ত্যজ লাজ, হৃদয় কবাট তব কর
উদ্ঘাটন। (সহসা দণ্ডায়মানা পরিচারিকাকে
দেখিয়া)
কিসম্বাদ এনেছ নন্দিনি ?

পরি। বুন্দেল-কুমার-সখা, বেয়াই তোমার
মাগে দরশন তব।

মা। বলগে তাঁহারে
আদ্রবাস ত্যজি আমি যাইব সত্বর। (পরিচারিকার
প্রস্থান)।
(দেববালার প্রতি) বিধাতার অনুগ্রহে ঘটিল সুযোগ।
নিশ্চিন্ত হওলো সখি, করিব ঘটন
উভয়ের অচ্ছেদ্য মিলন।

দেব। যাওত্বরা,
বিবেচনা-মত কাজ করিও মালিনি।
পুরস্কার হ'বে তোর শুভ সম্মিলন
বৈবাহিক সনে।

মা। (উঠিতে ২) হ'বেনা করিতে তোর
ওলো লজ্জাবতি, ঘটকালি আমাদের। (প্রস্থান)

---

পটপরিবর্ত্তন।

দেববালার বৈঠকখানা।

রস। প্রণয়ের রীতি অভিমান। আমি তবে,
মালিনীর বিলম্ব দেখিয়া, থাকি শুয়ে
অভিমান-ভরে। প্রত্যাখিতে তারে পুনঃ
উঠাই নাকের ডাক, দেখি সে কি করে।

(তথা করন।)

(মালিনীর প্রবেশ।)

মা। ডপুর হ'য়ে প'রে প'রে ঘুমুচ্চ যে,
মানুষ কি বানর, বাবা, চিন্তে পারিনে।
(ধাক্কা দিয়ে) উঠরে বেয়াই শালা, কত ঘুমুবে ?
দেরীকল্লে, মালিনী, ওহে চ'লে যাবে।

রস। (ঘুমের ভাণকরে) কেও গুলজার ?

মা। রসো দেখাই বাহার। [কাণধ'রে টান।]

রস। [অপ্রস্তুত ভাবে উঠিয়া] কেও, মালিনী ?

মা। গুলজার্ কি তোমার ভগিনী ?

রস। [অধিকতর অপ্রস্তুতের ভাণ ক'রে] তোমার কথা,
মালিনী, বুঝ্‌তে পারিনে।

মা। (কৃত্রিম ক্রোধ সহকারে) খ্যাংড়া খেয়ে ন্যাংড়া
হ'য়ে দূরহ সেখানে।

রস। (অধিকতর মৃদুভাবে) আবার কি অপারধ হইল
চরণে।

মা। গুল্‌জার্‌ ভগিনী তোর, তবে নে মেনে।

রস। তা তা তা—

মা। এই মারি তবে ঘা।

রস। তা তা তা আচ্ছা, তাই হ'বে।

মা। কি হেতু এখানে আজ, বল্‌রে তবে।

রস। না হেরি ও চাঁদ বদন, (গুলো) বিধুমুখি,
জগৎ আঁধার দেখি শূন্য চারিদিক্‌।
রোচেনা আহার নিদ্রা, শান্তি হয় দূর।
তাইতে মালিনী, আসি প্রত্যহ হেথায়।

মা। প্রেম সাগরের তুমি মকর হাঙ্গর
দেখি। বিনা প্রেম-পাণি কি ক'রে বাঁচিবে—
তাই আস প্রেম-আসে আমার আশ্রমে!
প্রেমের বরুণ আমি নই কদাচন,
মিটিবেনা হেথা প্রেম-পিয়াসা তোমার,
যাও স্থানান্তরে, আমিও চলিনু কাজে।

রস। [স্বগতঃ] এদেখি অদ্ভুত কাণ্ড! হ য়েছে সম্মত
সে দিন, বরিতে আমায় বিবাহে, তবে
এ আবার কি? [প্রকাশ্যে] মালিনী, রাখিয়া রহ
মনোভাব খু'লে বল, কেন অভিমান?

মা। প্রেম-অভিমান নাহি জানি, আমি ওহে
সরলা বালিকা। বিবাহ করিতে পারি,
পিরিতি প্রণয় কিন্তু জানিনা ঠাকুর।

রস। ভালনা বাসিলে তুমি কেমনে করিবে
বিবাহ আমায়! আগে ভালবাসা চাই,
তবেত বিবাহ।

া। ভালবাসিলে কি তারে
বিবাহ করিতে হয়? কুমার তোমার,
তুমিই বলেছ, ভালবাসে দেববালা,
কৈ, তথাপিত তিনি চা'ন না কখনও
করিতে বিবাহ তাঁয়?

রস। কেমনে জানিলে?
কখনো দেখেছ সখি, কুমারের মন?
অস্থির কুমার তাঁরে করিতে বিবাহ;
লজ্জায় ফোটেনা মুখ, নতুবা দেখিতে
কোন্ দিন দু'জনের হ'ত সম্মিলন।

মা। সত্যি কি কুমার চায় বিবাহিতে তাঁরে?
[একটু অগ্রসর হইয়া, হাত ধরিয়া] চাহিনে করিতে বিয়ে
ভালবাসা আছে।
তুমিও তবে সখে, ভালবাস আমা?
চাহে সখী মোর বরিতে বিবাহে তাঁরে!
ভালবাসে তবে সখী? আমিও করিতে চাই
বিবাহ তোমায়, ভালবাসি তবে আমি?

রস। আমাদের দু'জনের হৃদয়ে হৃদয়ে
সত্যি, সত্যি আছে ভালবাসা।

মা। রসময়,

আচ্ছা, চাহে রাজবালা, চাহে যুবরাজ

বরিতে উভয়ে যদি, কি কারণে তবে

আজও হয়নি তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত বিয়ে?

রস। ফোটেনা লজ্জায় মুখ দুজনার কা'রো।

মা। তুমি বরকর্ত্তা, আমি কন্যাকর্ত্তা সেজে

তবে, এস, করি সঙ্ঘটন শুভদিনে

মিলন তাঁদের। কি বলহে সখে?

রস। বেশ।

তবে আমরা দু'জনে তাঁদের মতন

হই একত্রিত?

মা। আগে তাঁহারা দু'জনে

হোক্ সম্মিলিত, তবেত উচিত হয়

বিবাহ মোদের। এস, নাচি গাই

দু'জনে মিলিয়া আজ, মনের আনন্দে।

উভয়ের নৃত্য ও গীত।

প্রেম ক'রে যা'রা দেয়না ধরা,

আমরা ধরিয়ে দি।

আমরা দু'জনে, কত সঙ্গোপনে

সাঁঝের বেলায়, বনের মাঝে

তাদেরে মিলিয়ে দি।

কত সুযতনে, মিলাই দু'জনে

জানেনা জগৎ, জানে না কেউ,

আমরা পাহাড়া দি।

মা। শীঘ্র মোরা হ'ব সম্মিলিত, সখা মোর
যাও এবে গৃহে।

রস। ভু'লোনা আমায় সখি।
(দু'দিক দিয়ে দু'জনার প্রস্থান।)

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দেববালার গৃহ, ফুলশয্যা কক্ষ।

---

অরবিন্দ, দেববালা, মালিনী, রসময় ও সহচরিগণ।

মা। পুরেছে বাসনা কিহে, পেয়েছ কুমারী।
ভুঞ্জ সুখে সখা সুকোমল তনুখানি।
তদধিক সুকোমল প্রণয় প্রসুন।
(দেববালার প্রতি) বদন তু'লে নয়ন মেলে, চাও বিধুমুখি
জুড়াক্ তাপিত হিয়া, ওগো, জুরাক্ ওআঁখি।
(দেববালার অধর দংশন)

র। হইবে পূরণ মম বাসনা সকল
হেরিব যখন সই সখারে আমার
বদ্ধ ও কোমল-ভুজে।

। জুড়াক্ তাপিত প্রাণ আগে দেববালা।
হউক শীতল তার প্রেম-পোড়ামন।
(দেববালার মালিনীকে চিম্‌টি কাটন)।

(রসময়ের দিকে চাহিয়া) চুপ্‌টী ক'রে বকের মতন ব'সে
আছ কেন ?
কথাটী কওনা, কিন্তু নয়ন বাণ, হান।

রস। রূপের চটকে তোর লেগে আছে তাক্
বহিছে নিশ্বাস ঘন, হ'লো—হৃদি পূরে খাক্।

মা। প্রেমিক মানুষ তুমি ঢালি প্রেমবারি।
নিভাও হৃদয়ানল, আমিত তোমারি।
মিলেছে ভাল কুমারী কুমার
নাচি গাই, এস, আমিত তোমার।

[রসময় এবং মালিনীর নৃত্য সংযোগে সঙ্গীত।]

খুলিগেল আজ হৃদয় কবাট
. প্রেমের বাঁধন লাগিল এঁটে।
দেখ, দেখ সই, প্রেমিক প্রেমিকা
লাগালো, লাগালো লাগালো ওঠে
কহেনা প্রেমিকা কথাটি প্রেমিকে
নয়নে, নয়নে কদাপি জোটে।
চুপে চুপে মিলে হৃদয়ে হৃদয়
অধরে হাসির রেখাটী ফোটে।

রস। সহচরী সনে মিলি, কর নৃত্যগীত।
বিশ্রাম আমায় দাও, ওলো সুবদনি।

মা। তোমারে ছাড়িয়া আমি গাইতে কি পারি ?
নিতান্ত জেনহে প্রাণ, আমি যে তোমারি।

উঠ, উঠ, সখি সব, কর্‌তে হ'বে গান।
শুনিতে চেয়েছে আমার পিরিতি পরাণ।
[সহচরীদের সঙ্গে মিলিয়া মালিনী, রসময়ের
সঙ্গীত সহযোগে নৃত্য!]

মধুপিয়ে ভোম্‌রা বঁধু যেওনাকো চ'লে।
এনহে মালতী ফুল
নাহি এর সমতুল
নিত্য নূতন মধুপাবে বসা'লে ছলে।
নবীন সৌরভ এর
নাহি বঁধু, চম্পকের,
নাসিকা লাগিয়ে রেখো যাবে মন গ'লে।
কেমন ইহার রেণু,
সুশীতল হবে তনু
শান্তক'রে কামানল, যেওনাকো ফেলে! ১৮

রঃ। ঘুমে ঢুলু-ঢুলু কিম্বা আবেশে অকশ
আঁখি, দেখ সখা, কুমারী কুমার দুই
চল যাই এবে, ভুঞ্জুক ইহারা দোঁহে
মদন রাজার রাজ্যে সুখ শান্তি যত।

দে। যেওনা মালিনী সখি, ফেলিয়া আমায়।

মা! পেটে ক্ষিদা, মুখে লাজ, কাজ কি তাহায়।
(একদিক দিয়া মালিনী ও রসময়ের এবং
অন্যদিক দিয়া সহচরিগণের প্রস্থান।)

অর। এস তবে প্রাণময়ি, আমরা দু'জনে
মিটাই প্রাণের ক্ষিদা প্রেম আলাপনে। [শয়ন।]

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

### দীপ্তি মালিনীর কক্ষ।

---

মালিনীর গীত।

প্রেমে সই, বড় জ্বালাতন।
কখনো পোরেনা আশা মিটেনা কখনো তৃষা
যত পাই, তত চাই, সুধু আকিঞ্চন।
সাধ হয় বুকে রাখি নয়ন মুদিয়ে দেখি
আঁখি মেলি দেখি তারে, হয়না দর্শন। ১

[সহসা দেববালার প্রবেশ।]

দে। যথার্থ কহিলে সখি, সঙ্গীতের ভাষে।
ভাবিতাম আগে, মিটিবে প্রাণের তৃষা,
পেলে তাঁর প্রেম-আলিঙ্গন। এবে দেখি
বাহিরের আলিঙ্গনে মিটেনা পিয়াস
বুকের ভিতরে পু'রে রাখিতে পারিলে
বুঝি, মিটে সে যাতনা।

মা। প্রেমের নিয়ম
সখি, ঈদৃশ প্রকার, শান্ত যদি হ'ত
আকাঙ্ক্ষা-অনল প্রেম আলিঙ্গনে সুধু,

পবিত্র প্রণয় সুধা ধরাধাম হ'তে
যাইত বিলুপ্ত হ'য়ে। অসময়ে সখি,
মালিনী-কুটিরে কেন বিদ্যা-আগমন ?

দে। মালিনী কুটীর ভিন্ন গত্যন্তর নাস্তি,
অসময়ে সখি, তেঁই, দিই দরশন।
সুন্দরে মিলিয়ে এনে দিয়েছে মালিনী,
হইবে পরম তৃপ্তি এবিদ্যা সুন্দর,
মালিনীর গলে মালা দেখিলে কখন।

মা। বিরহ কাতরা সখি, হইনি এখনো।
কেন বল, পরহস্তে করিব অর্পণ
যে দু'দিন শান্তি সুখ আয়ত্ব আমার !
বুন্দেলে ফিরিয়ে গেলে, বিবেচনা মত
স্বামীরে আমার সখি, লইব বাছিয়া।

(সহসা অরবিন্দের প্রবেশ।)

অর। ক্ষম সখি, প্রিয়তমে, প্রবেশ আমার।

মা। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) অবারিত দ্বার, যুবরাজ, তুমি, যবে
প্রিয়-সখি মোর করেছে হৃদয় দান
বিহিত বিধানে তোমা, জগৎ সমক্ষে।

অর। এই মাত্র ফিরিয়াছে বুন্দেলের দূত
প্রিয়তমে, শুভদিন দেখি এবে চল
যাই রাজধানী। কতদিন দেখি নাই
পূতজনক জননী-পদ।

দেব। প্রিয়তম,
অমৃতে অরুচি কার ?
অর। ভাল হ'ত বুঝি,
সখাসনে মালিনীর হ'লে পরিণয় ?
দে। বিবাহ পাগ্‌লী সখী, আমাদের মত,
এখোনো হয়নি যুবরাজ ! যথাকালে
বুন্দেলে পৌঁছিয়া দিও বিবাহ এদের।
মা। পেয়ে সখী, যুবরাজ, বেড়েছে সাহস,
সখাসনে বিয়ে দিতে [illegible] এক দায়।
মনের মতন নাগর আমার, খুঁজে নেবো আমি,
যুবরাজ, সখারে করাও বিয়ে, পাত্র্যান্তরে তুমি
অর। আমি তবে প্রিয়তমে। (প্রস্থান।)
মা। করিলে অদ্ভুত কাণ্ড সখী তেজোময়ী !
চাহেনা যে জন, তাঁরে করিলে পাগল !
কুকর্ম্ম-নিরত জনে আনিলে সৎপথে !
দে। আগেই বলেছি তোমা, মন্দশীল ন'ন
যুবরাজ, মধুর স্বভাব তাঁর পেয়ে,
মন্দমতি সঙ্গিগণ নিয়েছে কুপথে।
চল শুনি যেয়ে, বুন্দেল-দূতের মুখে
বৃদ্ধ রাজরাণী কথা। আহা! কত দি
দেখিনি তাঁদের মুখ। পুণ্য শ্লোক তাঁরা।
মা। চল প্রিয় সখি। (উভয়ের প্রস্থান।)

---

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বুন্দেল, ইন্দুমুখীর শয়ন কক্ষ।

ভীমসিংহ ও ইন্দুমুখী।

ভীম। আশ্চর্য্য ঈশ্বর-লীলা! এক তেজোময়ী
দুস্তর নিরয়গামী কুমারে আমার
কি অদ্ভুত করিল রক্ষণ! ফিরিয়াছে
কুমারের মন, নর্ত্তকী গায়কী এবে
সযত্নে বর্জ্জন করে বালক আমার।
হইয়াছে প্রিয়তমা তেজোময়ী তার।
অদ্ভুত আশ্চর্য্যলীলা পরমেশ তব।

ন্দু। এতদূর সিদ্ধকামা হ'বে তেজোময়ী,
ভাবি নাই স্বপনেও কভু। প্রিয়তম,
বুঝিতে নারিনু আমি কেন তেজোময়ী
ছদ্মবেশী দেববালা, লহরা মালিনী
আজও সযত্নে আছে।

ম। শুন মহারানি,
আপনার স্বার্থ তেজ জানে ভালমতে,
করুক স্বেচ্ছায় কাজ; ক'রোনা বারণ।

কি জান, কখন কোন্ ঘটিবে আপদ!
এক কথা, প্রিয়তমে, বলিব তোমায়,
দেখহ বিচারি ভালমতে। দেখ রাণি,
রাজ্য ভোগ বহুদিন করেছি দু'জনে।
হ'য়েছে বয়স। কি জান কখন যম
নিয়ে যাবে পুরে তার, অন্ধকার পথে।
তাই বলি প্রদানি কুমারে রাজপদ,
পুণ্য কাশীধামে যেয়ে, আমরা দু'জনে
সংসার ভাবনা ত্যাজি নিয়োজিত করি
ধর্ম্মকর্ম্মে মতি।

ইন্দু। সুযুক্তি তোমার নাথ।
বুদ্ধিমতী কন্যা সমা পুত্র বধূ ডাকি,
জিজ্ঞাস তাহার মত। জানে তেজোময়ী,
তোমার আমার চেয়ে অনেক অধিক,
মতি গতি কুমারের। যদি বলেবালা
পারিবে করিতে পুত্র রাজ্য সুশাসন,
সত্বর প্রদানি তারে রাজ সিংহাসন
সংসার তেয়াগি চল যাই দুই জনে।

ভী। যাও তুমি নিয়ে এস পুত্রবধু তব। (রাণীর প্রস্থা
প্রজার রঞ্জন বড় কঠিন ব্যাপার।
অশক্ত কুমার যদি হয় সেই কাজে,
কাশীধামে বসি, যত পুণ্য কর্ম্ম করি,

হ'ব আমি হায়! অনন্ত নিরয় গামী।

(দেববালা সহ রাণীর পুনঃ প্রবেশ)

দেববালা, বুদ্ধিমতী পুত্রবধূ তুমি ;
জান তুমি ভালমতে কুমারে আমার।
রাজকার্য্য কত দুরুহ ব্যপার, নহে
অবিদিত তব। কহ শুনি এবে বালা,
রাজপদে সমাসীন হইলে কুমার,
পারিবে কি প্রজাবৃন্দ করিতে শাসন ?
রাজকার্য্যে অসমর্থ নহে যুবরাজ।
পারি কি জানিতে পিতঃ, কি হেতু এখন
করিলে এমন প্রশ্ন ?

শুন দেববালা,
লইয়া বিশ্রাম দোঁহে, ত্যজিয়া সংসার,
পূণ্যক্ষেত্র কাশীধামে যাপিতে জীবন
করেছি মনন এবে।

রয়েছে সময়,
পিতঃ, সম্মুখে তোমার এখনো অনেক।
পুত্র, পুত্র-বধূ করুক সঞ্চয় পূণ্য
তোমাদের চরণ পূজিয়ে, যেও তবে।
বুঝিতে পারনা, বাছা, সংসারে থাকিলে
বাড়ে স্বধু মায়া, করে চিত্ত আকর্ষণ
সুখময় পূণ্য-পথ হ'তে। ক'রোনা বারণ,

নিশ্চিন্ত করিয়ে বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী
সুখের সংসার পাতি থাক দুইজন।
আর এক কথা বাছা, বলিব তোমায়
কন্যাসমা লহরা আমার—ক'রো তারে
ভগিনী-আদর। খুঁজিয়ে সুপাত্র তারে
ক'রো সমর্পণ। যাও বাছা এবে।

(দেববালার প্রস্থান।)

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মালিনীর কক্ষ।

---

### মালিনীর গীত।

সুখ যদি চাও পিরিতি করিয়া
কামনা রেখোনা মনে।
নয়ন মেলিয়া,
দেখনা চাহিয়া,
কামনার প্রেম রহিয়া রহিয়া
পোড়ে তুষের আগুণে।
জলে কমলিনী,
শূন্যে দিনমণি,
ভালবাসে দোঁহে চাহিয়া চাহিয়া,
কামনা রাখেনা মনে।

( রসময়ের প্রবেশ ।)

রস। নিরজনে বসি, আপনার মনে কি গাহিছ সখি ?

মা। ধরা দিয়ে ধরা দেয় না আমার মন চোরা পাখী।

রস। পাখীটাত তবে অপ্রেমিক বড়, তোমারে কাঁদায় !

মা। কাঁদায় আমারে, চাহে সে অপরে, এষে বড় দায়।

বস। মিথ্যা কথায়, মালিনী রাগে জ্বলে গা।
চাইনা পরের পানে, তবু সে কথ ?

মা। জানি আমি রসময়, চাওনা এখন।
আগেত চাইতে তুমি, তাই জ্বলে মন।
কি ক'রে জানিব আর চাবেনা কখন ?

বস। তুমিছাড়া যত নারী ভগিনী আমার।
এখন হইল শান্ত হৃদয় তোমার ?

মা। বুঝিলাম এবে তুমি যথার্থ প্রেমিক,
প্রেমিক নওত সুধু, যথার্থ রসিক।

র। কতদিন আর তবে, এভাবে সহিব
দারুণ বিরহ-জ্বালা ?

মা। হ'য়ো না কাতর,
হ'বে শীঘ্র আমাদের শুভ সম্মিলন।
যাও এবে, আসিতেছে দেববালা হেথা।

রস। যাই আমি, আসিব আবার। প্রিয়তমে,
বিরহ-বিধুর বড় হয়েছে পরাণ। (প্রস্থান।)

মা। জগদীশ, তবে কিহে মুখ তুলে চাইলে।
ধীরে ধীরে সাধু পথে আসিছে ব্রাহ্মণ।

সম্পূর্ণ শোধিত হো'ক্ স্বভাব ত'হার ;
মিটাব বিরহ-ব্যথা প্রেম-আলিঙ্গনে।
এস এস প্রাণ-সখি! (দেববালার প্রবেশ।)

দে। দেখ্‌লো মালিনি,
সন্দেহ জন্মেছে মনে বড়ই দারুণ
কুমারের আচরণ দেখি। চিন্তাক্লিষ্ট
বদন-কমল তাঁর। হাসি নাই মুখে ;
সর্ব্বদা বিষণ্ণ মুখে, কি ভাবে বসিয়া।
প্রতারণা আমাদের পরেছে কি ধরা ?

মা। আপন মনের ভীতি মুখেতে তাঁহার
দেখিস্‌লো দেববালা, আছিল কুমার,
চিন্তাশূন্য ছিলমন। পেয়ে রাজপদ
ভাবেন এখন তিনি কেমনে হইবে
উন্নতি রাজ্যের, আর প্রজার রঞ্জন।
কে নে হইবে বল প্রফুল্ল বদন ?
ত্যজিয়া দুশ্চিন্তা সই, শোন মন দিয়ে,
গাই আমি গান।

জগতে খুঁজিলে পারেনা শান্তি,
শান্তি হৃদয়ে থাকে।
জগত ভুলিয়া,
নয়ন মুদিয়া,
চাহিলে হৃদয়ে, শুনিতে পাবে
"শান্তি" হৃদয় ডাকে। ২

দেব। সকলি যথার্থ সখি, কহিলে যে সব।
তথাপি হৃদয় মম, মানেনা প্রবোধ।
অব্যক্ত যন্ত্রণা দহে মানস আমার।
মা। ত্যজিয়া এসব চিন্তা দু'জনে মিলিয়া
বিহার কাননে চল করিগে সঙ্গীত। (প্রস্থান।)

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বুন্দেল,রাজা অরবিন্দের শয়নকক্ষ, রাত্রি।

---

অব। প্রতারিত হয়েছি নিশ্চয় ; তেজোময়ী
দেববালা সাজি, আর লহরা-মালিনী,
করেছে চাতুরি আমা সনে। দীল্লি হ'তে
বুন্দেলে ফিরিয়া যবে না হেরি তাদিগে
জিজ্ঞাসিনু মায়, কি জান-কেমন-ভাবে
কহিলা জননী, "পাইয়া সন্ধান তার
জনক জননী নিয়ে গেছে তেজোময়ী"
সেই দিন হ'তে সন্দেহ আমার মনে
লভেছে অঙ্কুর ; দেখিনু তখন আমি
তেজোময়ী দেববালা বিশেষ করিয়া।
সরল কেশের দাম তেজোময়ী শিরে,
দেববালা পৃষ্ঠে দোলে কুঞ্চিত কুন্তল
ঈষৎ শ্যামাঙ্গী তেজ, দেববালা গৌরী

ঈদৃশ পার্থক্য দোঁহে দেখিয়ে তখন
দৃঢ়তর হইল সন্দেহ। তবে আমি
সতত সতর্ক ভাবে করেছি সন্ধান
কথার প্রসঙ্গে কোন দেবী কি মালিনী
অতর্কিত ভাবে কভু প্রকৃত ব্যাপারে
করে কি সঙ্কেত। স্বকর্ণে শুনেছি কাল
দেববালা মালিনীকে ডাকিছে লহরা।
সন্দেহ গিয়েছে দূরে, হয়েছে প্রত্যয়—
দেববালা তেজোময়ী নহে দুইজন।
বলেছিনু জননীর কাছে কোন দিন
"তেজোময়ী ভগিনী আমার।" না জানিয়ে
এতদিন করিলাম সহবাস। হায়!
পাপের উপরে পাপ হইল সঞ্চয়।
করেছি সঙ্কল্প, গুরু প্রায়শ্চিত্ত করি,
করিব অজ্ঞাত পাপ খণ্ডন আমার।
(চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক, পত্র লিখিয়া।)
এই পত্র পড়ি, তেজ জানিবে সকল।
বিলম্বে ঘটিবে বিঘ্ন, চলিলাম তবে। (প্রস্থান।

( দেববালার প্রবেশ। )

দে। হয়েছে বিলম্ব নাথ, করিও মার্জ্জনা।
( ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক )
একি গৃহে নাই তিনি! গেলেন কোথায়!

ঘুমের ছলনা করি, বিছানায় শুই—
সহজে ক'বো না কথা। (কিয়ৎকাল নিদ্রিতের
ভাণ ক'রে, মাথা ঈষদুত্তোলন পূর্ব্বক।)
এখনো এল না?
(উঠিতে২) কখনো এমন কাজ করেনি প্রাণেশ।
(সহসা টেবিলের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া।)
ওকি, পত্র একখানা রয়েছে পরিয়া!
ও লিপিকা পাঠ করি, গেলেন কি তিনি?
পত্র পাঠ করিয়া। অবসন্নভাবে উপবেশন পূর্ব্বক।]
নিষ্ঠুর, হৃদয় ভেদী! [বিমর্ষভাবে উঠিয়া, এক-
ব[illegible]কাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ
পূর্ব্বক]
যাও নাথ, তুমি।
তেজোময়ী দুর্দ্দান্ত বালিকা। তুমি তার
হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা—সহজে কি
প্রাণেশ্বর, দিবে ছেড়ে তোমা তেজোময়ী?
ভ্রান্তি তব। পাঁতি পাঁতি খুঁজিব সংসার।
যেখানে যেমন ভাবে থাক হৃদয়েশ,
লইব বাহির করি! আনিব ফিরা'য়ে।
তোমার রাজত্বে তোমা বসা'ব আবার।
তার পরে তেজোময়ী নাহি চাও যদি,—
যাইব অরণ্যে, পূজিতে তোমার স্মৃতি।

পড়িয়া আবার তব নিষ্ঠুর পত্রিকা
রাখিব হৃদয়ে পূরি—দেবতার মত। (পত্র পাঠ)

"তেজোময়ি—প্রতারণা ধরা পরেছে। তুমি আমার বোন্; কেন অমন্ ক'রে আমাকে দুস্তর নরকের পথে আন্‌লে? আর সন্ধান ক'রো না। কল্লেও আর আমায় পাবে না। আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো, সুখে রাজ্য ভোগ কর।"

(পত্র বুকে পুরিয়া)
থাক্ লিপি হেথা ছায়া যথা তরুসনে।
[কালি কলম লইয়া]
লহরাকে লিখি—প্রাণাধিকা আমি তার।
বিরহে আমার আকুলা হইবে সই :
দেখা দিলে তারে, হইবে বিষম গোল।
[পত্র লেখা শেষ করিয়া]
চলিলাম সই,—ফিরা য়ে আনিতে পারি
প্রাণেশ্বরে যদি—আসিব আবার গৃহে।
নতুবা হইল শেষ সংসারের খেলা!
আশীর্ব্বাদ, জীবনের আরাধ্য দেবতা,
মাগী তব পদে, দরশন পায় যেন দাসী।
সন্ন্যাসিনী সাজি, হইব বাহির আমি—
রজনী অধিক হ'লো—বিলম্ব উচিত নহে আর।
(প্রস্থান।)

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সেই দৃশ্য।

---

মালিনী।

মা। হইল সকল শেষ ; কত আশা ছিল—
উত্তপ্ত মরুতে ক্ষিপ্ত বৃক্ষাঙ্কুর প্রায়
শুকা'য়ে অসার হ'লো ! রাজা অরবিন্দ,
রাণী তেজোময়ী, সুখের সংসার ত্যজি,
অলক্ষ্যে চলিয়া গেলে ! রাখি গেলে মোরে
বিষদিগ্ধ স্মৃতি নিয়ে রক্ষিতে রাজত্ব !
সখি, চিরদিন সঙ্গিনী তোমার আমি ;
রাখিয়া আমায় যেতে লাগিলনা প্রাণে ?
যাইবার আগে দিলে না দর্শন টুকু ?
রসময়ে বিবাহ করিয়া, ব'লে গেলে
ভূঞ্জিতে রাজত্ব ! [কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া]
মন্ত্রীবর বিশ্বস্ত প্রধান, সমর্পিয়ে
তাঁর করে রাজত্ব তোমার সখি, হ'ব
অনুগামিনী তোমার। (পরিচারিকাকে ডাকিয়া)
ডেকে আন মন্ত্রীবরে। (পরিচারিকার প্রস্থান)
রসময় শিখিয়াছে প্রকৃত প্রণয় ;
যাইবে আমার সাথে যেথা আমি যাই।
সংসার-সমুদ্রে তারে কর্ণধার করি,

ভাসাব এতরী মোর—ফিরা'তে সখীরে,
আনিতে ফিরা'য়ে তার হৃদয়ের রাজা।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

নমস্কার মন্ত্রিবর,——

মন্ত্রী। (অভিবাদন পুরঃসর) কি আদেশ দেবি ?

মা। নহে অবিদিত তব, ত্যজিয়া সুখের রাজ্য
রাজারাণী অলক্ষ্যে গিয়েছে চলি ; এই
পত্র সখী গেছে রাখি উদ্দেশ্যে আমার।

( পত্র প্রদান। )

ম। (পাঠ ক'রে) রাজার আদেশে রাণী পেয়েছিল রাজ্য
সে রাজ্যের অধিশ্বরী ক'রে আপনায়
রাজানুগামিনী হ'য়েছেন তিনি। এবে
ন্যায়ানুমোদিত রাজ সিংহাসন তব।
প্রজার পালন দেবি, কর আজ থেকে।

মা। রাজ্যে, রা সিংহাসনে কাজ নাই মোর।
প্রিয়তমা সঙ্গিনী হারা'য়ে, আমি কভূ
পাবনা হৃদয়ে শান্তি। তেঁই আপনাকে
করেছি আহ্বান। আপনার হাতে রাখি
প্রজার পালন আর রাজ্যের রক্ষণ
যেতে চাই আমি রাজরাণী অন্বেষণে।

মন্ত্রী। কি ফল হইবে, আমি বুঝিতে না পারি
যথা শক্তিইচ্ছা আপনার, দেবি, আমি

করিব পালন। কঠিন দায়িত্ব দিয়ে
স্কন্ধেতে আমার, বিলম্ব ক'রোনা দেবি।
পরমেশ অনুগ্রহে পাও যদি দেখা
রাজা কি রাণীর, পরম মঙ্গল তবে।
বিফল প্রযত্ন যদি, দুর্ভাগ্যে রাজ্যের,
হয় আপনার, বিলম্ব অধিক দেবি,
ক'রোনা বিদেশে তবে, আসিয়া রাজত্বে
তব ক'রো প্রজার পালন।

মা। শিরোধার্য্য
উপদেশ আপনার। করিব যতন আমি
ফিরিতে সত্বর রাজ্যে, রাজারাণী নিয়ে।
যান্ এবে। যথাকালে করিব আহ্বান।

(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

ভগবন্,কর আশীর্ব্বাদ, পারি যেন
পূর্ণকাম হ'তে। জনম দুখিনী সখী;
সুখ-সূর্য্যউদি, নাশিবেনা কভু কিহে
দুখ মেঘতার ?
আসিতেছে রসময়, কি সুন্দর মুখ;
সমস্ত সংসার জ্বালা ভুলি, ওই মুখে।

( রসময়ের প্রবেশ। )

এস, এস, প্রিয় সখে, তোমারি কারণে
ব'সে আছি আমি, যেন রাধা, কৃষ্ণ-ধ্যানে।

রস। রাধিকা ডাকিছে কৃষ্ণে ঘন ঘন ঘন,
শুনে প্রাণ উচাটন, কৈনু আগমন।
আমোদ আহ্লাদ সখি, নিয়েছে বিদায়,
শুনেছি যখন আমি রাজরাণী-বার্ত্তা।
বল শুনি কি কর্ত্তব্য কৈলে নির্দ্ধারণ ?

মা। এই তব ভালবাসা, এইত পীরিতি!
শুনিয়া পরের কথা মু'ছে ফেল স্মৃতি!
চাইনা তোমার প্রেম, চলে যাও তুমি।
খুঁজিয়া লইব প্রেম মনোমত আমি।
(মুখ বিবর্ত্তন ক'রে অবস্থিতি।)

রস। ত্যজ রোষ, প্রিয় সখি, ভুলিনি তোমায়,
তুমি প্রিয়তমা, প্রাণ সঁপেছি ত পায়।

মা। শুন তবে সখে, করেছি মনন আমি
প্রিয়সখী অন্বেষণে করিতে গমন।

রস। যাবে তুমি রাজ্য ছেড়ে, তবে—তবে—তবে—

মা। মন্ত্রীহস্তে রাজ্যভার সমর্পিয়ে আমি—

রস। সে কথা জানিতে নাহি চাহিলো সজনি।
কোথায় কেমনে যাবে জানিতে বাসনা।

মা। এই কথা ? একাকিনী যাবো আমি সখে।
এত প্রেম নাহি কারো মালিনীর প্রতি,
সুখের সংসার ত্যজি যাবে তার সাথে

রস। একথা ব'লোনা সখি, ভালবাসি আমি

রস। কেউ ধর্‌লে বল্‌বে কি ?

মা। আমার ভাইএর শালা।

রস দূর্‌হ' মাগি।

মা। তবে থাক্‌ মিন্সে।

রস। আচ্ছা তাই হো'ক। তবে চল দুজনে।

মা। আয় পেছনে।

উভয়ের প্রস্থান।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

বুন্দেল রাজান্তপুর-বিহার কানন।

---

ভীম। কতদিন গিয়েছে বালিকা, এখনও
ফিরেনা কেন? নাজানি কখন কোন্
নূতন বিপদ-বার্ত্তা পাইব মহিষি ?

ইন্দু। ভিত্তিহীন আশঙ্কা তোমার, প্রিয়তম।
সামান্যা রমণী নহে তেজোময়ী মোর।
আসিবে ফিরিয়া পুনঃ লইয়া কুমারে,
দুস্তর পঙ্কিল হ'তে উদ্ধারি তাহায়।
বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও রেখোনা নরেশ।

( পত্রহস্তে পরিচারিকার প্রবেশ )

কোথা হ'তে পত্র এল দেখ প্রিয়তম,
তেজোময়ী-হস্তাক্ষর দেখি মনে লয়।

ভীম (সোদ্বেগে) সন্দেহে কি কাজ?

(পত্রাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক)

সত্য অনুমান প্রিয়ে

তব, দীল্লি হ'তে তেজোময়ী লিখেছে

লিপিকা, শুন মন দিয়ে।

(পত্র পাঠ)

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ ভীম সিংহ বাহাদুর সমীপেষু

বুন্দেল—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

পিতঃ, কত দিনে শ্রীচরণ দর্শন করিব, জানিনা। এত দিনে বোধ হয়, কুমার বাহাদুরকে গৃহে আনিতে পারিব। পূর্ব্বের পত্রেই বিস্তারিত জেনে থাকিবে আমাদের দুইজনকে হারিয়ে, নাজান, তোমরা কত মনো কষ্টে আছ। মাকে আমার প্রণাম দিবে, তুমিও গ্রহণ করিবে। এখানে আমরা সকলেই ভাল আছি; শ্রীচরণ মঙ্গল বাঞ্ছনীয়। ইতি।

সেবিকা

তেজোময়ী।

(পত্রপাঠান্তে)

এতদিনে চোখ্ তুলে অভাগিনী প্রতি

চাহিলে কি দয়াময়? (পরিচারিকার প্রতি)

কোথায় বাহক?

পরি। মহারাজ! সভাগৃহে লভিছে বিশ্রাম।

ভীম। যাও ত্বরা করি, নিয়ে এস শীঘ্র তারে

( পরিচারিকার প্রস্থান )

বিশ্রাম মন্দিরে। চল রাণি, দূত মুখে

শুনিবে দীল্লির বার্ত্তা।

ন্দু। চল প্রাণেশ্বর। (উভয়ের প্রস্থান)

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক

### দীল্লি প্রমোদ কানন।

দেববালার নিকুঞ্জ-পথ মালিনী ও রসময়ের প্রবেশ।

---

ালিনী। চুপ্‌টিক'রে চ'লে এস কল্কি অবতার।

স। রাণীর লোক দেখ্‌তে পেলে, কর্‌বে পগার পার।

া। ভয়নাই, বেয়াই ঠাকুর, ভাইএর শখ্‌লা।

স। নষ্ঠামীতে তোর আমি হলেম ঝালা পালা।

া। এখন কাজের কথা শোন ঠাকুর। ওই যে নিকুঞ্জ দেখ্‌তে পাচ্চো, ওরি ভিতর আমাদের রাজকুমারী বসে আছেন। আমি তাঁকে বল্‌বো যে এ আমার ভাইএর শালা। রসিকতা ক'রে ঠাট্টা কর্‌লে, চ'টোনা কিন্তু।

রস। ঠাট্টা কর্ব্বে ব'লে আবার যাচ্ছেতাই করোনা। আমিত আর খাটি শালা নই ?

মা। সে কি ঠাকুর ? খাটি শালা নওত কি ?

রস। হাঁরে মাগি, আমি কি শালা ? তোর ভাই কি তবে সত্যি সত্যিই আমার বোন্ বিয়ে করেছে ?

মা। তা' নাহলে আর শালা হ'লে কেমন ক'রে ?

রস। আমার বড্ড রাগ হচ্চে, বল্‌চি,

মা। এই চেঁচাই তবে ?

রস। আরে না,না। তোর যা খুসী তাই বলিস্। ( একটু আস্তে ) মাগি, হাতে পরেছি, সুখটা ক'রে নে। "কণ্টকেরি বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায়" আমিও দিন পাবো তখন এক বার বেয়ান্‌কে দেখে নেবো। আমি বাবা শক্তমানুষ।

মা। চুপ্, চুপ্ ঠাকুর। এই এসে প'রেছি,

[ নেপথ্যে সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ]

রস। এ বীণার ঝঙ্কার কোত্থেকে আস্‌চেরে ?

মা। ভাল মিন্সে! ভাজা মাছটীও উল্টিয়ে খেতে জানেননা। ওগো ঠাকুর মশাই, এ বীণাবাদন নয়, এ আমাদের রাজ কুমারীর কণ্ঠস্বর !

রস। ( সবিস্ময়ে ) এঁ্যা।

---
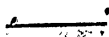
[ নেপথ্যে সঙ্গীত ]

পুরাও মনের সাধ, বাঞ্ছাপূর্ণকারি।
জনমদুখিনী আমি ওহে বংশীধারি।
জনক-জননীদ্বয়ে শৈশবেতে হারাইয়ে,
পরের আলয়ে দিন যাপিতেছি হরি।
মুখ তু'লে চাও এবে মুকুন্দমুরারি।
ভাল যারে বাসি আমি, মন তাঁর জান তুমি,
অবহেলা ক'রে (মোরে) মোছেনা নয়ন বারি।
মনের বাসনা মম পুরাও মুরারি ॥ (৪)।

(স্বগতঃ) কুমার, একটীবার এমন কণ্ঠস্বর শুন্‌লে, তুমি পাগল হ'য়ে যেতে। (প্রকাশ্যে) সত্যি বল্‌তে কি মালিনি, এমন গান আর আমি কখনও শুনিনি।

(স্বগতঃ) এই টোব্ ধরেছে আর কি ? (প্রকাশ্যে) বেশীকথা ক'য়োনা ঠাকুর। এখানে দাঁড়াও একটু। আগে রাজকন্যাকে তোমার শুভাগমন বর্ত্তাটা দেই—তবেত তুমি যাবেরে, বেয়াই শালা। দূরহ মাগি।

[ মালিনীর প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ ]

এস ঠাকুর আমার সাথে
যাবে যদি জগন্নাথে ॥

( উভয়ের প্রস্থান )

## পটপরিবর্ত্তন।

প্রমোদ কানন, চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত সরোবর তটস্থ
নিকুঞ্জকানন পুষ্পভূষা দেববালা সমাসীনা।

---

মা। আরে বেয়াই গোরু
নমস্কারং কুরু
রাজকন্যাকে।

(অভিবাদনান্তর রসময়ের দণ্ডায়মান হওন)

দেব। এই কি তোমার ভাইএর শালা ?

মা। (ঈষদ্ধাস্যে) আজ্ঞে, রাজকুমারি।

রস। (স্বগতঃ) মরণ আর কি ?

দেব। মালিনি, তোর বেয়াই, কাজেই আমারও তাই (রসময়ের দিকে চাহিয়া) বলুন বেয়াই মশাই, আপনার এখানে করা হয় কি ?

রস। (স্বগতঃ) তোমার বেয়াই হ'লে ত কাজই হয়েছিল। (প্রকাশ্যে) বুন্দেল-কুমারের সহচর আমি।

দে। ঐ যার নাম অরবিন্দ ?

রস। আজ্ঞে হাঁ।

দে। বেয়াই মশাই, শুনেছি আপনাদের রাজকুমার নাকি পরম সুন্দর।

রস। (স্বগতঃ) কুমারী তবে নেহাৎ অরসিকা নহেন। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হাঁ।

দে। আপনি কি "আজ্ঞে হাঁ" ভিন্ন কথাই জানেননা ?
(মালিনীর প্রতি কটাক্ষ ক'রিয়া) বলি মালিনী,
এমন বেয়াই কোথেকে নিয়ে, এলি ধ'রে,
কথাটি জানেনা কইতে, স্বধু লেজটি নারে।

মা। বেয়াই আমার বড্ড ভাল, কয়না কথা।
কাণ দুটী ম'লে দিলে পায়না ব্যথা।
(দু'হাতে দু'কানমলা)

রস। (অধোবদনে দাঁড়াইয়া,একটু আস্তে)
নরম হাতের কাণমলা, এও লাগে ভাল,
মনটী করে খুস্‌খুস্, মুখটি হয় লাল।

দে। (মালিনীর প্রতি, ঈষদ্ধাস্যে)
আর মলোনা প্রিয়সখি, শেষে যাবে ছিঁড়ে।
কানকাটা বেয়াই আমার ঘরে যাবেন ফিরে।
(রসময়ের প্রতি)
বেয়াই মশাই, রাত্রিবাসটা এখানে হ'বে কি ?

রস। আমি যে এখানে এসেছি, কুমার তা জানেননা
বিশেষতঃ বাসায় কিঞ্চিৎ প্রয়োজনও আছে।

দেব। প্রয়োজনটাও ব'লে ফেলুন না ;

রস। (মস্তক কণ্ডুয়ণ করিতে২) একটু গানবাজনা হবে

দে। শুন্‌চিস্, মালিনি, বেয়াই আবার গাইতেও
জানেন। (রসময়ের প্রতি) তবে একটা
গাওনা ভাই।

রস। আজ্ঞে, আমি গাইতে পারিনা, আর সকলে গা'বে।

মা। সেটি হচ্চেনা বেয়াই।

চোখ্ দুটী তোর মিট্‌মিটে, নাকটী তোর সরু
কাণ দুটী তোর বড় বড়, তুমি শঠের গুরু।
ভাল চাও ত মানে মানে ক'রে ফেল গান।
নইলে সখা, বড্ড জোরে ম'লে দেবো কাণ।

(মলিবার উদ্যোগ)

রস। আপনার আর অত কষ্ট স্বীকার ক'ত্তে হবেনা। এই গান করি।

ম'লোনা ম'লোনা সখি, কাণ
টুক্ ক'রে মাথা ধরে, জ্ব'লে ওঠে প্রাণ।
ফাকি দিয়ে নিয়ে এসে, কান মলো ক'সে ক'সে
পীরিতি কেমন তব বুঝিনা পরাণ। ৫।

মা। আচ্ছা শালা, বহুৎআচ্ছা। ঐযা, তোমার নামটীই যে জানিনে; তোমার নামটী কি ভাই?

রস। আমার নাম রসময়।

মা। র-স ম-য়; রস-ম-য়; রস-ময়, ওঃ নামটা যেন কোথায় শু'নে থাক্‌বো! (ক্ষণেকচিন্তিয়া) এইযে হে মনে পরেছে

"রসভরা, রসময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল"।

স। ( ঈষৎক্রুদ্ধ হইয়া )

তোমার নাম কি ?

।। মালিনী

স। মালিবাড়ীর মালিনী, গ'ড়ে ফুলের মালা

যারে পায় তারে দেয়, ধ'রে তার গলা।

দ। ( উচ্চহাস্যে ) খুব জব্দ মালিনি।

।। (হাসিয়া) তাইতে বলি বেয়াই আমার বড্ড গরু

শিংদুটী ছোট ছোট লেজ্‌টী সরু।

দেব। যা'ক্ ভাই বেয়াইর যখন অত দরকার তখন সই, আজি ওকে বিদায় ক'রে দাও। ওগো বেয়াই, তোমার রাজপুত্র গান শুন্তে বড় ভালবাসেন, দেখ্‌চি। কাল সন্ধ্যার পর তোমার ও তাঁর নিমন্ত্রণ রইলো। একটু গান বাজনা হ'বে। তবে আমি আসি এখন।

(প্রস্থান)

া। চল্‌রে বামুন রেখে আসি গেটের বাইরে।

কাণ মলাটী ভূলে যেও, ভূলোনা আমারে।

(উভয়ের প্রস্থান)

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দেববালার নৃত্যশালা (কুঞ্জকানন)

নৃত্য ভূষা পরিহিতা দেববালা ও মালিনী।

---

মা। মরিকি মাধুরী তোর খেলিছে সর্ব্বাঙ্গে
সখি! কিছার তাঁহারে? সামান্য মানব
তিনি; আঁখি কোণে যদি হেরে দেবেন্দ্র
বারেক ও রূপরাশি তোর, তবে সখি,
ভূলিবে শচীর মুখ, সুন্দর স্বরগ।

দেব। প্রশংসা শিকেয় তু'লে রাখ সুবদনি
গয়ালা নিজের দধি বলে থাকে ভাল।
তা' ব'লে কি সব দই হয়লো তেমন?
দেখিলে আমায়, যদি কুমারের মন
সরিষা প্রমাণ টলে বুঝিব তখন
যথার্থ কহিয়াছিল মালিনী নর্ত্তকী।

মা। বামুন হয়েছে কিন্তু বড়ই নাকাল।

দেব। হইবে মিলন তব, শুন প্রিয় সখি।
মজেছে ব্রাহ্মণ সূত ওরূপ চটকে।
দু'দিন আসিলে হেথা হইবে শোধিত
স্বভাব তাহার—প্রেমের আস্বাদহীন
নিতান্তই নহে সেই জন।

মা। যাও সখি।
ঐ দেখ দরওয়ান্ আসিছে হেথায়।
(শেলাম পূর্ব্বক দরওয়ানের প্রবেশ)
কি খবর বাবুলাল ?
দর। বুন্দেল কুমার
আর সহচর তাঁ'র, মাগিছে প্রবেশ।
মা। নিয়ে এস ত্বরা ক'রে। (দরওয়ানের প্রস্থান)
[দেববালার প্রতি] এবে দেববালা,
সংযত করিয়া যত হৃদয়ের বল
অদৃষ্ট পরীক্ষা কর।
দে। হইবে বিজয়ী
জানি ভালমতে। ঐ ঐ আসিছে কুমার।
[অরবিন্দ ও রসময়ের প্রবেশ)
দে। (সসম্ভ্রমে) আসুন কুমার!
মা। বসুন, এখানে।
[রাজপুত্রের দেববালার পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন]
মা। (রসময়ের দিকে চাহিয়া) ওহে বেয়াই—
চাহকি বসিতে তুমি, ফেলিয়া আমায় ?
[রসময়ের নত মুখে অবস্থান]
অর। সখা কি বেয়াই আপনার ?
মা। আজ্ঞে, যুবরাজ। বোনেরে ইহার বিয়ে
করেছে আমার ভাই, ইনি শালা তার।

[রসময়ের চিবুক উত্তোলন পূর্ব্বক]
কিবল বেয়াই, তুমি নারাজ সম্বন্ধে ?
[রসময় অধিকতর অধোবদ

অর। নিকট আত্মীয়া তব রয়েছে এখানে।
তথাপিও সখা, তুমি বলনি আমায় ?
মার্জ্জনা-বিহীন গণ্য এ দোষ তোমায়।

মা। এবার করুন ক্ষমা—শাস্তি পর বারে।
(রসময়ের হাত ধরিয়া)
এসরে বেয়াই শালা—ব'সোরে এখানে।
(পাশ্বস্থ আসনে উপবেশন করান)

অর। পরম সৌভাগ্য মম হ'ল পরিচয়
আখণ্ডল রাজপুত্রি, আপনার সাথে

দে। বুন্দেল কুমার, এ সৌভাগ্য নহে তব।
সৌভাগ্য আমার। (মালিনীর দিকে চাহিয়
রজনী অধিক হ'লো।

মা। কুমারের অনুমতি হ'লে নৃত্যগীত
আরম্ভিতে পারি ?

অর। অনুমতি কেন মম ?
নিমন্ত্রিত আমি—নিজ সময় বুঝিয়া
কর কার্য্য সমাধান।

মা। (উঠিতে ২) করি প্রণিপাত
বুন্দেল কুমার আর সখি দেববালা।
(মালিনীর স্বধু নৃত্য)

পেলেন কি দরশন নৃপতির তিনি?

মা। অত ব্যস্ত হ'য়ো না ব্রাহ্মণ। আহা! সখী
না জানে, কতেক ক্লেশ ভুঞ্জি অবশেষে
বৃক্ষমূলে তৃণাসনে করিছে বিশ্রাম।
ক্লান্তিদূর করি উঠুক আপনি রাণী,
তখন জানিতে পাবে সকল সম্বাদ।
এস বসিয়া জুড়াই দেহ দুই জনে,
মৃদুমন্দ সমীরণে শীতলিয়া কায়।

(উপবেশন।)

---

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বুন্দেল রাজান্তঃপুর—বিশ্রাম কানন।

পুষ্করিণী সোপানে মালিনী ও দেবাবলা।

সময়—সন্ধ্যা।

---

আকাশে হাসিছে শশী উজলিয়া দশদিশি
হৃদয় গগন মম আঁধারত নয় রে।
কৃষ্ণপক্ষ অবসানে হাসিয়া হৃদয় কোণে
শশাঙ্ক-লাঞ্ছন শশী হইল উদয় রে।
গিয়েছে মেঘের ভার বিদ্যুৎ খেলেনা আর
সুবিমল সুকোমল হাসিতেছে চাঁদ রে!
চকোরী সাজিয়া আমি সুধাংশুর সুধা চুমি
জগতের জ্বালা ভুলি কোথায় চলেছি রে। ২

মা। ফিরিবেন মহারাজা রাজধানী আজ।
বিশেষ সতর্ক করি দিয়েছি সকলে,
রাজাছাড়ি গিয়েছিলে কবে না রাজনে।
হও লো নিশ্চিন্ত সখি এতদিন পরে।

দে। আগেকার মত সখি, হৃদয় দেবতা
সোহাগ করিবে কিলো আমারে আবার?
পাইব সকল কিন্তু বড় ভয় মনে
পাব না হৃদয় বুঝি তাঁহার আবার।

মা। অশ্রু সম্বরণ কর ওলো বিনোদিনি।
সকল পাইবে তুমি, হবে না বঞ্চিতা
স্বামীর সোহাগে আর প্রেমের চুম্বনে।
ওই শুন তোপধ্বনি নগর দুয়ারে।
ঘোষিতেছে কাঁপাইয়া দিগ্‌দিগন্তর,
ভীম কণ্ঠে, রাজ আগমনবার্ত্তা। ঐ ঐ

দে। এখানে বসিয়া রব, দেখি মহারাজ
আমায় ডাকেন কিনা আপনা হইতে।
আসিতেছে রসময় হাসি হাসি মুখ।
জিজ্ঞাস বারতা এরে, কহিবে সকল।

রসময়ের প্রবেশ।

মা। হাসিমুখ, বাঁকা চোখ, রসিক নাগর,
কোথায় চলেছ তুমি, জিজ্ঞাসে সাগর;

র। পাঠাইলেন রামচন্দ্র সীতারে কহিতে

"সাগরের পারে আমি, শান্ত কর চিতে।"
ভাল হ'লো চেড়ী তোরে পাইনু সাক্ষাৎ ;
আঁচড়ে, কামড়ে তোরে খেদা'বো তফাৎ।

মা। ওরে হনুমান্. আমি সরমা সুন্দরী
রামের বন্ধুর পত্নী নহি ওরে চেঁড়ী।

দে। কহ সখে, কি উদ্দেশ্যে দিলে দরশন ?

র। আগমন বার্ত্তা দিতে পাঠালেন রাজা,
এখনি বিহারকুঞ্জে আসিবেন তিনি

মা। ওই দেখ, মহারাজ আসিছে হেথায়।

( অরবিন্দের প্রবেশ )

অব। প্রিয়তমে,
প্রিয় সখি, আমা করহ মার্জ্জনা দোঁহে।
ক্ষমা কর, কত কষ্ট দিয়েছি দু'জনে।

( রাণীর কাছে বসিয়া চুম্বন )

মা। ক্ষমা কেন চাহ মহারাজ ? দোষী মোরা ;
ক্ষমা তুমি কর আমাদের—

অর। ভু'লে যাও
পূর্ব্বকার ঘটনাসকল। প্রিয়তমে,
এই শুভদিন করিতে সুচির খ্যাত
করেছি মনন, আমি, এ মহাসুযোগে,
রসময়ে মালিনীকে করিব অর্পণ।

দে। উত্তম সঙ্কল্প নাথ, ভালবাসে দোঁহে,
এ সংযোগে সুখী হ'বে দুই।

অর। প্রিয়তমে,
মালিনীকে সম্প্রদান কর তুমি আজ,
শেষে শুভদিন দেখি মহা আড়ম্বরে,
করিব সম্পন্ন উদ্বাহ বন্ধন মোরা।
( মালিনীকে রসময়ের হস্তে প্রদান )
দুজনে মিশিয়া এবে কর নৃত্যগীত,
দেখিয়া পরম প্রীতি লভিব আমরা।

রস। লজ্জা ক'রে মালিনী লো হ'বে কিবা ফল!
সাগরের জলে মিশে থাকে নদীজল।
এস দু'জনে মিশিয়া নাচিয়া গাইয়া
আমোদে আহ্লাদে দূরে যাই লো ভাসিয়া।

---

গীত।

তোমারে দেখিতে আমি ভাল বাসি না।
তোমার চোখের কোণে হাসি লেগে আছে কেনে?
দেখিলে উদাস মন, দেখা দিও না।
তোমারে হাসিতে দেখি, জগত ভুলিয়া থাকি
আপনা ভুলিয়া যাই কাছে এস না। ২৫

দে। উত্তর ইহার তুমি দাও লো মালিনী।

মালিনীর গীত।

হাসিমাখা তোমার বদনখানি
জগত জীবনে মিশিয়া আছে।

সুনীল আকাশে ফেলিয়া নয়ন,
সুনীল সাগরে করি নিরীক্ষণ,
সর্ব্বত্র তোমার আভা রয়েছে।
শ্যামল ধরিত্রী, মন্দ সমীরণ
কুসুম সুরভি, কোকিল কূজন
সকলে তোমার কথা কহিছে।
পূর্ণিমা রাত্রিতে শশাঙ্ক কিরণ
প্রভাতের রাঙ্গা নবীন তপন,
সকলে তোমার কান্তি হরেছে। ২৬
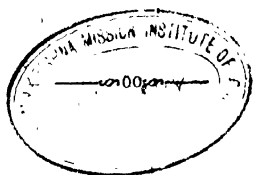
# রাজর্ষি-কুমার।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার মজুমদার প্রণীত।

উলুবেড়িয়া।

"উলুবেড়িয়া দর্পণ যন্ত্রে" শ্রীচুনিলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত;
এবং জেলা ময়মনসিংহ, ঈশ্বরগঞ্জ হইতে,
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০৮।

মূল্য ॥০ আট আনা।

# উপহার।

গাঁথি নিতি নিতি নব কবিতার হার,
যে হৃদে দুলাও সাধে দিয়ে উপহার,
সেই হৃদি-জাত এই "রাজর্ষি-কুমার"
অর্পিলাম, প্রিয়তমে, অঙ্কেতে তোমার।

## সঙ্কল্প।

—*—

থাকি আমি নিশিদিন ধূলায় খেলায় ;
ক্ষণেক্ষণে প্রাণ কোথা লুকায়ে পালায়।
অবশ রাখিয়ে মোরে ধূলা খেলা স্থানে,
প্রাণ কোথা ছুটে যায় অনন্তের পানে ;
অনন্ত আশার গান কোথা হতে আনে,
ঢালে তাহা চুপি চুপি খেলা-মুগ্ধ কানে।
চাহে গাহিবারে প্রাণ অনন্তের গান,
চাহে মাতাইতে তাহে জগতের প্রাণ!
অনন্ত গানের সূত্রে গাঁথি প্রাণ-হার
অনন্তের পদে দিতে চাহে উপহার।
নরকের জীব আমি নরকে মগন,
স্বরগের গান চাহি করিতে কীর্ত্তন!

———

# রাজর্ষি কুমার।

——::০০::——

## প্রথম সর্গ।

—০✱✱০—

(১)

"জগদীশ"—অকস্মাৎ বামা-কণ্ঠস্বর,
শত শব্দ ভেদি যেন ছুঁইল অম্বর।
অদূরে তাপসবালা, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা,
পরিহিত অৰ্দ্ধ জীর্ণ গৈরিক বসন
করে পূর্ণ কমণ্ডলু—উজ্জ্বলবরণ।

(২)

পুণ্য লাবণ্যের প্রভা—গৈরি আচ্ছাদন
পারেনা রাখিতে যেন করি আবরণ।
জটিল কুন্তলভার, স্কন্ধে বিলম্বিত তাঁর,
ভাতিছে তাহার মাঝে বদনমণ্ডল—
শৈবালে বেষ্টিত যেন ফুল্ল শতদল।

(৩)

প্রফুল্ল গম্ভীর-কান্তি দেবী ধীরে ধীরে—
হৃদে ইষ্ট নাম—যান আপন কুটিরে।
বিজনে বামার বাণি, শুনিয়া সে তপস্বিনী,
চকিতে কানন পানে ফিরায়ে নয়ন,
হেরিলা বিস্ময়ে দৃশ্য মানসমোহন।

(৪)

সুদূর ব্যাপিয়ে শোভে গহন কানন,
তাহার পশ্চাতে শোভে রক্তিম গগন।
ছিন্ন ক্ষুদ্র ঘনদল, ছাইয়ে গগন-তল,
কাননের পাশে তাহে সান্ধ্য-দিনমণি—
কামিনী-কুন্তলে যেন রক্ত-নাগ মণি।

(৫)

সম্মুখে শ্যামল ক্ষেত্রে একাকী বিজনে
সেথায় রমণীমূর্ত্তি—বসি ধ্যানাসনে—,
পরিহিত শুভ্র-বাস, আলু থালু কেশ-পাশ,
তাহার মাঝারে কিবা বিদ্যুতবরণ
আপন প্রভায় দীপ্ত সুঠাম বদন।

(৬)

গঙ্গার সঙ্গমে কৃষ্ণ কালিন্দীর জল,
তার মাঝে ভাসে যেন কনক কমল।
ভেদিয়া সে শুভ্রবাস, সেই লাবণ্যের রাশ,
বিদ্যুত বিভায় কিবা হতেছে স্ফুরণ,
ক্ষীণ কুয়াসায় যেন অরুণ-কিরণ।

(৭)

একাকিনী বামা সেই দৃশ্যপট-গায়
কানন প্রদীপ্ত করি লাবণ্য-প্রভায়,
তাকায়ে আকাশ পানে, যোড় করে—যেন ধ্যানে,
ক্ষণে ক্ষণে "জগদীশ" হতেছে স্বনন
বিমিশ্র কূজন মাঝে বাঁশীর মতন।

(৮)

ক্ষণেক একাগ্র মনে করি দরশন,
কৌতুহলে পূর্ণ সেই তাপসীর মন।
নীরবে ভাবিলা মনে, কেমনে বিজন বনে,
গৃহী-নারী একাকিনী হল উপনীত—
উদ্যান-প্রসূন কেন কাননে পতিত।

(৯)

ভাবি তিনি হইলেন ধীরে অগ্রসর
কে কামিনী এ কাননে জানিতে বিস্তর।
ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে, স্থির নেত্রে নিরখিয়ে,
সুধাইলা রমণীরে মধুর বচনে
"কে তুমি কামিনী একা বিজন বিপিনে?

(১০)

"ফুল্ল ফুলে—পরিমলে না পূরিতে সাধ—
কে দলিল,—ঘটাইয়ে অলির বিষাদ?
অঙ্গে নাই অলঙ্কার, চিহ্ন রহিয়াছে তার,
বাত-বিতাড়িতা যেন সুবর্ণ-বল্লরী
তরু-ছাড়া পুষ্প-হারা, ধরাপরে পড়ি।

(১১)

"সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু করি দরশন—
কোথায় রাখিয়ে পতি আইলে কানন?
সুন্দর নয়ন দুটি, কেমন রয়েছে ফুটি,
ঝরিছে নীরবে তাহে বিন্দু বিন্দু নীর—
কমল পলাশে যেন শরতে শিশির।

(১২)

"হৃদয়ে তোমার কিবা দারুণ বেদন ?
ইষ্ট নাম নিয়ে কেন করিছ রোদন ?
প্রীতি মাখা ও মুরতি, পুণ্যের উজ্জল জ্যোতিঃ,
খেলিছে বয়ানে তব,—হেন অঙ্গনার
সম্ভবে কি পতি হতে কভু পরিহার ?"

(১৩)

পবিত্র তাপসী মূর্ত্তি করি দরশন,
ভক্তিভরে বন্দি বামা যুগল চরণ,
বদন আনত করি, বিসর্জ্জিলা অশ্রুবারি,
নীরবে করিলা সিক্ত বসন, ভূতল,
আবরিল মুখ-শশী জলদ-কুন্তল।

(১৪)

কহিলেন পুন দেবী—"করি আশীর্ব্বাদ
লভ পুণ্য—পুণ্যবলে ঘুচুক বিষাদ।
কি তাপ হৃদয়ে বল, কেন ঝরে অশ্রুজল,
কাপুরুষ পতি তব হেন মনে লয়,
কঠিন পাষাণ বুঝি তাহার হৃদয় ?"

(১৫)

উত্তরিলা বালা ধীরে—"বলো না নিঠুর,
আমার দেবতা তিনি দয়ার ঠাকুর।
যাঁহার কার্ম্মুক-দাপে, দেবতা-গন্ধর্ব্ব কাঁপে,
তিনি কাপুরুষ ? যাঁর ভুজ বীর্য্যবলে
অগণ্য রাজন্যসহ ধরা করতলে,

(১৬)

"তিনি কাপুরুষ ? হেন বলো না তাঁহারে,
হৃদয় বিদরে তাঁর বৃথা তিরস্কারে।
পরদুঃখ হেরি যাঁর, ঝরে অশ্রু অনিবার,
বলো না বলো না, দেবি, তাঁরে নিরদয়—
জানি আমি সেই প্রাণ কত মায়াময়।"

(১৭)

বিস্ময়-স্ফারিত-নেত্রে গলিয়ে দেবীর
গড়াইল গণ্ডোপরি দুই বিন্দু নীর ;
কহিলা মধুরে দেবী,— "হেন পতিপদ সেবি
মর্ত্ত্যে স্বর্গ-সুখ ত্যাগি বল গো কি লাগি
যৌবনে বিরাগী হয়ে হলে গৃহত্যাগী।"

(১৮)

নীরবে করিলা নারী অশ্রু বরিষণ,
অধোদৃষ্টি, স্পন্দহীন যুগল নয়ন।
তাপসী কহিলা পুন, "যদি গো এতই গুণ
ভূপতি পতির তব, কেন বা তা হলে
আসি বনে ভাসিতেছ নয়নের জলে ?

(১৯)

"শুনেছি উত্তানপাদ ধরণী-ঈশ্বর
লক্ষ্মী বাণী দোঁহে প্রীতা তাঁহার উপর ;
তিনি কি গো তব স্বামী, বুঝিতে নারিনু আমি
বিধাতার কোন চক্রে মহিষী রাজার
ধরাসনে বসি কাঁদে বিজন মাঝার ?

(২০)

উত্তানপাদের জানি দুইটি ললনা,
কোন রাণী তুমি তাঁর--খুলিয়ে বলনা।
তুমি কি সুনীতি রাণী, রূপে লক্ষ্মী গুণে বাণী?
অথবা সুরুচি?—যাঁর যৌবন প্রভায়
বেঁধে চির-দাস-পাশে রেখেছ রাজায়।

(২১)

শুনিয়া সে তাপসীর করুণ বচন
ঝরিল দ্বিগুণ বেগে মাতার নয়ন;
হইল অস্ফুট ধ্বনি;— "অভাগী সুনীতি আমি—
সায়াহ্ন কালে যেন ভগ্ন ঝরার।
নিরখিলা দেবী সেই মূরতি আবার।

(২২)

নীরবে ডুবিল রবি পশ্চিম গগনে,
শেষ হাসি রেখে মুছি ধরার বদনে;
শোভিল হাসির ছটায়, শত জলদের গায়;
সুদূর গগনে থাকি যেন দেবগণ
সুদূরে কল্যাণ হেরি হরষে মগন।

(২৩)

ক্ষণেক ভাবিলা দেবী বিচিত্র সংসার—
মানবের লীলা, আর চক্র বিধাতার।
সস্নেহে কহিলা পরে, সুনীতির কর ধরে,
"উঠ এবে সমাগত তমিস্রা রজনী
সম্বরিয়া অশ্রু চল আশ্রমেতে ধনি।"

(২৪)

নীরবে উঠিয়ে রাণী ধীরে ধীরে ধীরে
চলিলেন অধোমুখে দেবীর কুটীরে।
শোভিলা তাপসী-পাশে, সুনীতি সে শুভ্রবাসে,
প্রবালে মুকুতা যেন হইল মিলন
অথবা কুন্দের সহ মিশিল রঙ্গন।

(২৫)

মৃদুল কম্পিত হল বনস্পতিগণ,
ঝরারিল শত পাখী মধুর কূজন;
যেন কি মঙ্গল গণি, করিলেক হুলুধ্বনি,
কাননে লুকায়ে যত বনদেবীগণ।
বহিলেক অনুকূলে মৃদুল পবন।

(২৬)

শুধাইলা কত কথা তাপসী রাণীরে—
নীরবে ভাসিলা রাণী নয়নের নীরে।
কহিলা করুণ স্বরে, শুনিব সকল পরে,
কাহিনী তোমার যত; সম্বর এখন
নয়নের নীর আর হৃদয়-বেদন।

(২৭)

হেরিলা বিষাদভরে আসন্ন-প্রায়
রাণীরে; হৃদেয় ভার বাড়িবে কথায়
ভাবিলেন তপস্বিনী। নীরব হলেন তিনি,
নীরবে চলিলা দোঁহে দেবীর কুটিরে
অদৃষ্ট—ভাবিয়ে রাণী, তাপসী—রাণীরে।

—০—

# রাজর্ষি কুমার।

—— ০✱০ ——

## দ্বিতীয় সর্গ।

—⊂✱⊃—

(১)

বিচিত্র চিত্রিত কক্ষে গবাক্ষের পাশে
অরুণবরণী রাণী রতন আসনে
বসি, তনু আবরিয়ে দীপ্ত স্বর্ণ-বাসে,
হেরিতে উদ্যান শোভা,—স্ফারিত নয়নে।

(২)

বিস্তৃত উদ্যান দৃশ্য নয়ন আবরি;
যতনে রক্ষিত শত তরু গুল্ম লতা,
হাসিয়ে কুসুম-ছলে, ভ্রমরে গুঞ্জরি
এ ওঁহারে কহে যেন প্রাণের বারতা।

(৩)

শ্যামল-শাদ্বল-ঘেরা চারু সরোবরে
মুদিত কুমুদ পাশে প্রফুল্ল কহ্লার,
সপত্নীর পরাভবে গরবে ভ্রমরে
প্রেমভরে আলিঙ্গন করে বারবার

(৪)

বিমল-ধবল-কান্তি মরালের দল
ধীরে ধীরে পদ্মিনীরে ঘেরিয়া খেলায়,
গরবের লীলাভরে তুলিয়া কমল
অলির প্রেমের খেলা কুমুদে দেখায়।

(৫)

কুসুম-রাজ্যের রাণী পদ্মিনীর লীলা
হেরিয়া সে বরাঙ্গনা বাতায়নে বসি,
নীরবে আপন মনে গরবে হাসিলা,
যেন তিনি পদ্মিনীর সমান রূপসী।

(৬)

হৃদয়ের যত ভার হরষ-উচ্ছ্বাস,
প্রকাশের তরে যেন উতলা হইয়া,
আঁখি ফিরালেন বামা এ পাশ ও পাশ,
হেনকালে দাসী এক পশিলা আসিয়া।

(৭)

হাসিয়া কহিলা রাণী "হেরলো কিঙ্করি,
কমলের কোলে অলি কেমন খেলায়,
কুমুদ রয়েছে যেন মরমেতে মরি—
সপত্নীর রূপে মুগ্ধ অলির হেলায়।"

(৮)

দাসী কহিলেক হাসি সন্তোষ-বচন,
"কুমুদিনী বিনোদনে চতুর ভ্রমর
কেন বা করিবে, দেবি, তেমন যতন?
রূপসী-সম্ভাষ পেলে কে চায় অপর?

(৯)

রমণীর মণি তুমি, রূপের ছটায়
বিমুগ্ধ নৃপতি, তুমি কণ্ঠহার তাঁর।
সপত্নী সুনীতি পাবে কেমনে তাঁহায়?
তুমি যদি প্রেম অঙ্ক করহ প্রসার।

(১০)

শুন দেবি, কত দিবা কত বিভাবরী
ভাবিয়াছি আমি শুধু তোমার কল্যাণ,
কত ভাবে নৃপতিরে বিমোহন করি,
তোমার যৌবনে তাঁর বেঁধেছি পরাণ।

(১১)

সুনীতি-অন্তরে সত্বা জেনেছি যখন
কত ভাবে কত চক্রে লইয়ে সন্ধান,
তখনি তাঁহারে ছলে পাঠাইতে বন
সরলে, তোমারে বুদ্ধি করেছিনু দান।

(১২)

যে বারতা নিয়ে আজ আসিয়াছি হেথা
শুন, দেবি, ভেবে দেখ আপনার মনে,
করেছি বারণ তব কি দারুণ ব্যথা—
সুনীতিরে পাঠাইয়ে কৌশলে কাননে।

(১৩)

কিঙ্করী বলিয়াছিল—পড়ে কি মা মনে?—
'সুনীতির গর্ভে যদি জনমে কুমার,
কি ফল বাঁধিয়া পতি নশ্বর যৌবনে,
রাজার জননী—আশা রবে না তোমার।'

(১৪)

সবে মাত্র মাসদ্বয় তখন সুনীতি
ধারণ করিয়া গর্ভে ছিল যে কুমার,
আজ শুনিলাম সেই পরশিছে ক্ষিতি—
কানন হইতে হেন এল সমাচার।"

(১৫)

হাসি-বিভাসিত সেই মহিষী-বদন
শুনিয়ে এতেক বাণি হইল মলিন,
শারদ-মিহির-দীপ্ত-প্রান্তর যেমন
সহসা জলদাগমে হয় প্রভাহীন।

(১৬)

"কি বলিলে ? সুনীতির জন্মেছে কুমার ?
কানন-বারতা হেথা কে আনিল আজ—
সুরুচির ভাগ্যাকাশে মেঘের সঞ্চার
হল বুঝি—অকস্মাৎ পড়িল এ বাজ !—"

(১৭)

কহিতে লাগিলা রাণী ;—রোষিয়ে কিঙ্করী
কহিলেক মহিষীরে আশ্বাস-বচন,
"বিষাদের অবসাদ, দেবি, পরিহরি,
চিন্তহ কেমনে ইষ্ট হইবে সাধন।

(১৮)

কিঙ্করী তোমার সদা আছে আজ্ঞাকারী,
সাধিবে পরাণ-পণে তোমার কল্যাণ,
অবলা-সুলভ তব কোমলতা ছাড়ি
করিতে হইবে প্রাণ কঠিন পাষাণ।

(১৯)

সুনীতিরে পাঠাইতে যখন কাননে
তোমারে মন্ত্রণা আমি করেছিনু দান,
তখন—পড়ে কি মনে?—এ অভাগী জনে
তিরস্কার করেছিলে বলিয়ে 'পাষাণ'।

(২০)

কত যুক্তি কত তর্কে তোষিয়ে তোমায়
সুনীতির নির্ব্বাসন-সাধন-কল্পনা—
করেছিনু স্থির। তুমি নতুবা রাজায়
সাধিতে পারিতে হেন দুরূহ সাধনা?

(২১)

পূর্ণ-গর্ভা তুমি, দেবি, দেবের কৃপায়
অবশ্য তোমার গর্ভে জন্মিবে কুমার,
বয়সে কনিষ্ঠ হেতু লঙ্ঘিয়ে তাহায়,
নিশ্চয় লভিবে সেই পুত্র রাজ্য-ভার।

(২২)

এবে এ সকল কথা বুঝাবার তরে
নাহি প্রয়োজন মোর করিতে প্রয়াস,
বুঝিছ আপনি ইথে কি হইবে পরে—
যদি নাহি থাকে স্থির সুনীতি-নির্ব্বাস।

(২৩)

মৃগয়া প্রবাসে রাজা মুনিগণ মুখে
প্রশংসা শুনেন সদা সুনীতি রাণীর,
লন সমাচার—রাণী আছে কিনা সুখে,
নীরবে মুছেন কভু নয়নের নীর।

(২৪)

কৌশলে যে অপবাদ করিয়ে রটন,
ঘটাইয়াছিনু তব সপত্নী-নির্ব্বাস,
ক্রমে বুঝি তাহা এবে হতেছে ক্ষালন
আবার হতেছে বুঝি প্রণয়ে বিশ্বাস!

(২৫)

নৃপতি বয়স্য সহ করেন মন্ত্রণা,
নবজাত পুত্র সহ সুনীতি রাণীরে
পুনঃ লইবারে, যদি লোকের গঞ্জনা
প্রজারঞ্জনেতে নাহি বাধে নৃপতিরে।

(২৬)

সন্দিগ্ধ প্রজার মন; তথাপি বাখানে
সুনীতির শান্ত-কান্তি; কেহ পুনরায়
চুপি চুপি কহে কথা অপরের কানে—
যেন মোরা ছলিয়াছি রাজারে মায়ায়।

(২৭)

কত যে কৌশলে আমি লইয়া সন্ধান
আনিয়াছি দিতে তোমা দারুণ সংবাদ।
সাধে কি ভাঙ্গিনু তব সুখের স্বপন
অকালে আকুলি, প্রাণে ঢালিয়ে বিষাদ?

(২৮)

সুনীতির নির্ব্বাসন রাখিবারে স্থির
আছে পন্থা, হতে হবে অটল পাষাণ,
ভাবের আবেগে কভু হইয়ে অধীর
ছেড়ো না সঙ্কল্প ভ্রমে হইয়ে অজ্ঞান।

(২৯)

প্রাকৃত জনের জেনো প্রবৃতি চঞ্চল,
সহজে পরের দোষ করয়ে বিশ্বাস,
প্রজার শ্রবণে আমি ঢালিব গরল
উগারি, সাধিবে তাহে সুনীতি-বিনাশ।

(৩০)

বাহিরে দেখাব লোকে সুনীতির শোক,
গুরুদোষে লঘুগুণ করিয়ে কীর্ত্তন,
যাহে দোষ বিশ্বাসিবে ভুলি প্রজালোক
এ উহারে কহি তাহে করিবে বর্দ্ধন।

(৩১)

নৃপতির চিন্তা সদা প্রজার রক্ষণে।
গোপনে পাঠায়ে চর লইয়ে সন্ধান
ক্ষান্ত হইবেন তারে করিতে গ্রহণ,
সুরুচির প্রেমে মুগ্ধ রহিবে পরাণ।”

(৩২)

নীরবে শুনিয়া রাণী উত্তরিলা ধীরে,—
“সন্তান কল্যাণ তরে করিয়াছি পণ,
সবে না পরাণে—পতি ফিরে সুনীতিরে
লইবেন,—তার পুত্র পাবে সিংহাসন।

(৩৩)

দারুণ ঈর্ষায় মন পুড়িছে পরাণ,
সপত্নীর সুখ তাহে করিব দহন।
অর্দ্ধ পথে আসি ফিরে কে করে প্রস্থান,
আত্ম কল্যাণের কর করিয়া বর্জ্জন?”

(৩৪)

রাণীর বচনে তৃপ্ত কিঙ্করী আবার
বলিলা ঈষৎ হাসি ওজস্বী বচন,
"আমার পরাণ পণে এ পণ তোমার
জানিও করিব দেবি অবশ্য পূরণ।

(৩৫)

আরও পন্থা আছে—যদি কর অনুমতি
হইবে কণ্টকহীন সে আশা তোমার,
আছে চর—পাঠাইয়ে কাননে সম্প্রতি,
সাধিবারে পারি নব-কুমার-সংহার।—"

(৩৬)

চমকিয়ে রাণী রোধি কিঙ্করীর বাণি
কহিলা—"এ পন্থা মোর নাহি প্রয়োজন;
সঙ্কল্প শ্রবণে প্রাণ কম্পিত, না জানি
কি হইবে হেন কার্য্য হইলে সাধন?

(৩৭)

দীন হীন ভাবে মম সপত্নী সুনীতি
বনবাসে যাপে দিন মুনিকন্যা সনে,
আমার ঐশ্বর্য্য কথা শুনি নিতি নিতি,—
পুত্রের সংহার তার কি কাজ সাধনে?"

(৩৮)

কিঙ্করী বিষণ্ন মুখে করিলা উত্তর
"হেরি নাই ভীরু মেয়ে তোমার মতন।
হেন কুসুমের সম কোমল অন্তর
লইয়ে করিতে চাহ শত্রু নির্য্যাতন।

(৩৯)
শত্রুর উপরে দয়া উপজে যাহার
সপত্নী বিজয়ে তার কি কাজ যতনে ?
ভুলে যে আপন ইষ্ট, কি কাজ তাহার
প্রয়াস সাম্রাজ্য ভোগে, বৈর নির্য্যাতনে ?

(৪০)
সসাগরা ধরণীর রাজার জননী
সে জনার ভাগ্যে কভু সম্ভবে কখন !
ভাবের উদয়ে, দেবি, যে জন অমনি
ভুলে ইষ্টযুক্তি, হয়ে আত্ম বিস্মরণ ?

(৪১)
কিঙ্করীর বাণি শুনি রাণী ধীরে ধীরে
ইঙ্গিতে বলিলা তারে হইতে নীরব,
স্তিমিত হইয়ে কর প্রদানিয়ে শিরে
চিন্তিলা শিশুর হত্যা চিন্তিলা বিভব।

(৪২)
ক্ষণেক নীরবে রহি কহিলা আবার
"সুরুচি হইতে নব শিশুর বিনাশ
হবে না সাধন—সাধ্য নাহিক আমার
পুরাই তোমার হেন রুধির পিয়াস।

(৪৩)
কি কাজ বধিয়ে শিশু সাধিতে সে কাজ—
বাক্যে যাহা সাধিবারে পার বুদ্ধি বলে।
বুদ্ধিমতী তুমি, বাছা, কেন হেন আজ
প্রকাশিতে চাহ মন্ত্র, সাধনের ছলে ?

(৪৪)

পারিবে কি নিজ করে করিতে সাধন
সুনীতির নবজাত শিশুর বিনাশ ?
নতুবা অপরে কার্য্যে করিলে প্রেরণ
ছয় কর্ণ ভেদি মন্ত্র হইবে প্রকাশ।—”

(৪৫)

এতেক কহিতে কথা চকিত শ্রবণে
শুনিলা কিঙ্করী যেন পদের সঞ্চার,
নীরব হইলা দোঁহে, তৃষিত-নয়নে
স্থিরনেত্রে লক্ষ্য করি প্রকোষ্ঠের দ্বার।

(৪৬)

অনুজ্জ্বল-বর্ণ-ভাতি যুবতী-মূরতি
ধীরে ধীরে উপনীত প্রকোষ্ঠের দ্বারে।
কহিলা রাণীরে “বার্ত্তা কহিলা নৃপতি
আসিবেন শীঘ্র, দেবি, তোমার আগারে।”

(৪৭)

যুবতী প্রদানি বার্ত্তা করিলা প্রস্থান,
কিঙ্করীরে রাণী চাহি দিলেন বিদায়,
“ভুলো না আপন ইষ্ট ভ্রমে, সাবধান!”
কিঙ্করী নির্গত হলো কহি ক্ষিপ্র-পায়।

(৪৮)

নিভৃতে ভাবেন রাণী ভাগ্য আপনার—
“রাজার মহিষী, হব রাজার জননী—
হবে না পূরণ হেন মানস আমার ?
সুনীতির পুত্রজাত—শ্রবণে অশনি!

(৪৯)

প্রাণের বল্লভে মম লইবে কাড়িয়া !
আমার পরাণে তাহা সহিবে কেমনে ?
কি ফল হইল তারে বনে বিসর্জ্জিয়া '
সুনীতিরে পুনঃ যদি আনেন ভবনে ?"—

(৫০)

চিন্তার লহরী তাঁর করিল ছেদন
গুরু-বপু-ভার-বাহী-চরণ-সঞ্চার ;
করিলা প্রকোষ্ঠ দ্বারে নয়ন-ক্ষেপন,
হেরিলা উজ্জ্বল দীর্ঘ কান্ত দেহভার।

(৫১)

বসিয়া মহিষী-পাশে কপোলে ধরিয়া
কহিলা নৃপতি, "বল কেন লো প্রেয়সি,
অমল কমল মুখে কালিমা ঘেরিয়া,
আবরি জলদজালে কেন রাকাশশী ?

(৫২)

হৃদয়-সাগরে কিবা ঝটিকা উচ্ছ্বাস ?
কালিমায় কলূষিত বদন চন্দ্রিমা,
পূরিল না চকোরের অমিয়-পিয়াস,
অমার আঁধারে কেন গ্রাসিল পূর্ণিমা ?"

(৫৩)

বরষিয়া অশ্রুবারি কহিলা মহিষী
"আদরে বিদার কেন অবলা-হৃদয় ?
তোমারে ভাবিয়া আমি মরি দিবানিশি,
স্বপনে ভাবনা মোরে ওহে নিরদয়।

(৫৪)

যত আশা ভালবাসা সুখ শান্তি জ্ঞান
সমস্তই ও চরণে করেছি অর্পণ,
বিদারি হৃদয় মম লও হে সন্ধান,
তোমা বিনা অন্য ধনে নাহি আকিঞ্চন।

(৫৫)

আঁধার হৃদয়ে মম উজ্জ্বল মাণিক,
সংসার-সাগরে মম তুমি-ধ্রুব-তারা,
জীবন তরীতে মম তুমি হে নাবিক,
দর্পণ-ফলক আমি—তুমি-তাহে পারা।

(৫৬)

দুঃখময় ধরা মাঝে পরশ-রতন,
সংসার সুবর্ণময় তোমার পরশে;
শুষ্ক আমি তোমা ধনে করিলে বর্জ্জন—
বাঁচে কি প্রসূন কভু বিসর্জ্জিয়ে রসে?

(৫৭)

তোমার প্রভায় দীপ্ত আমার নয়ান,
সে প্রভা বিহনে হায়! হয় হে মলিন,
কৃপা করি কর যদি তুমি প্রভা দান,
এ দাসী অধরে হাঁসি ফুটে নিশি দিন।"

(৫৮)

নরমণি নিজ করে করিয়ে মোচন
রাণীর নয়ন-নীর করিলা উত্তর,
"কেন প্রিয়ে, বল হেন দারুণ বচন,
কিবা দোষে দোষী আমি—কহলো বিস্তর।"

(৫৯)

কহিলেন রাণী পুনঃ—"বল প্রাণেশ্বর
কুলটা বলিয়ে যারে রটে সর্ব্বজন,
কাতর তাহার তরে তোমার অন্তর,
ভাবিছ তাহারে পুনঃ করিতে গ্রহণ ?

(৬০)

অসতীর পতি বলি জগতে ঘোষিবে,
প্রাণে প্রতিষ্ঠিত মম প্রেমের প্রতিমা –
হাসিয়ে কেমনে দাসী তোমায় তুষিবে,
গোপনে রাখিয়ে হৃদে বিষাদ-কালিমা ?"

(৬১)

উত্তরিলা নরপতি, "ক্ষম, প্রাণেশ্বরি,
জন্মিয়াছে সুনীতির কাননে কুমার।
নিরীহ নবীন শিশু ক্লেশ পাবে স্মরি,
ভাবিনু করিতে শুধু সাহায্য তাহার।

(৬২)

মহিষী বলিয়া তারে করিতে গ্রহণ
করিনি কল্পনা—কভু ভাবিনি স্বপনে ;
সন্তানের ক্লেশ, হায়, হয়ে বিস্মরণ
বিভবে ডুবিয়া আমি রহিব কেমনে ?"

(৬৩)

"বল দেখি, প্রাণেশ্বর," উত্তরিলা রাণী
"সুনীতি-সন্তান ধ্রুব তোমারি সন্তান ?
দীর্ঘকাল বনে বাস সুনীতির জানি
এ সন্তান তব ধ্রুব—কেন হেন জ্ঞান ?

(৬৪)

কুলটার পুত্র যদি তোমারি সন্তান
পুত্রহীন তুমি তবে হবে না কখন।
বিশ্বের কুলটা যত লইয়ে সন্ধান
স-সন্তানে আনি কর পুরীতে পালন।

(৬৫)

রাজার প্রধান নীতি প্রজার রঞ্জন—
তাও কি ভুলিলে এবে মোহে সুনীতির ?
লোক-নিন্দা পরিণাম হলে বিস্মরণ ?—
কুল-ধর্ম্ম ডুবাইতে চক্র এ বিধির ?"

(৬৬)

"ভ্রান্তি তব!"—উত্তরিলা গম্ভীর বদনে
নরেশ্বর, "মুগ্ধ আমি মোহে সুনীতির ?
ভুলিয়াছি কুল ধর্ম্ম প্রজার-রঞ্জনে ?
ভ্রান্তি তব! দুঃখ মোর! দুঃখ সুগভীর!

(৬৭)

হয়ে থাকি মুগ্ধ যদি প্রেমে কামিনীর—
একমাত্র তুমি সেই কামিনী-রতন;
লঙ্ঘে থাকি যদি বিধি আর্য্য-সুনীতির—
সুরুচির-তরে তাহা করেছি লঙ্ঘন।"

(৬৮)

"সুনীতি হইতে যদি সুরুচি দাসীরে
ভালবাস, প্রাণেশ্বর, কিসের কারণ
অজ্ঞাত পিতৃত্ব পুত্র সহ সুনীতিরে
আনিয়ে করিতে চাহ পুরীতে পালন ?

(৬৯)

কাননে জন্মেছে শিশু, থাকুক কাননে,
কি কাজ বনের ফুল উদ্যানে আনিয়া;
কানন-প্রকৃতি তারে পোষিবে কাননে
কানন-পোষণ-রস পুণ্য স্তন্য দিয়া।

(৭০)

যে পথে প্রকৃতি স্রোতঃ বহিছে যাহার
সেই ইষ্ট পথ তার—কেন নরপতি,
রোধি স্রোতে বৃথা তার ঘটাও বিকার?
সহজ-সৌন্দর্য্য-নাশ— প্রকৃতির ক্ষতি।

(৭১)

রাণীর ওজস্বী বাণি শুনি নরবর,
"ভাল, প্রিয়ে, ক্ষান্ত হও" বলি মৃতুস্বরে
চাহি প্রিয়া মুখপানে করিলা উত্তর;
ফুটিয়া উঠিল হাসি মহিষী-অধরে।

(৭২)

উভয়ে উভয় পানে রহিলা চাহিয়া,
প্রভাতে মিহির পানে সূর্য্যমুখী যথা—
মৃতুল মারুত শ্বাস রহিয়া রহিয়া
বহে ধীরে, নাহি ফুটে মুখে কোন কথা

(৭৩)

যেন দোঁহে দোঁহাকার বদন হেরিয়া,
উভয়ের হৃদয়ের গুহার মাঝারে
যত তরঙ্গের রেখা লইবে গণিয়া
মনে ভাবেন রাণী, মহিষী রাজারে।

——০*০——

# রাজর্ষি কুমার।

—::০০::—

## তৃতীয় সর্গ।

—০**০—

(১)

অগণ্য বিটপীরাজী উজ্জ্বল শ্যামল,
অগণ্য বিহঙ্গ তাহে করে কল কল,
মাঝে মাঝে হাসে ফুল, গুঞ্জরে ভ্রমর কুল,
প্রেমভরে কাঁপে দোঁহে মারুত হিল্লোলে—
বিহঙ্গ-সঙ্গীতে যেন তাল দেয় দুলে।

(২)

গায় পাখী সুমধুর সায়াহ্ন-সঙ্গীত,
দুলে তালে শ্যামতরু প্রেমিকের চিত
হাসে ফুল নাচে অলি, নাচে তালে লতাবলী,
সমগ্র প্রকৃতি মহাসঙ্গীতে বিব্রত,
পাখী ফুল অলি মিলি মধুর-সঙ্গীত।

(৩)

বনের পশ্চাতে বন অনন্ত অপার ;
তাহার পশ্চাতে দূরে সুনীল পাহাড়,
শোভে-নীল ভীমকায়— নীল আকাশের গায়,
নীল নীরধির-বক্ষ-অনন্ত-শয্যায়,—
যোগে মগ্ন বিষ্ণু যেন অনন্ত নিদ্রায়!

(৪)

হেন বনে স্থানে স্থানে তাপস কুটির

শাখি-শাখা অপসারি দেখায় সমীর।

বিটপী-বেষ্টিত-কুঞ্জে, মণ্ডিত-লতার পুঞ্জে,

ক্ষুদ্র কুটিরের দ্বারে অজিন-আসনে

বসি একাকিনী বালা বিষণ্ণ-বদনে,

(৫)

সেবিছেন তাপহারী সায়াহ্ন সমীর,

হেরিছেন একমনে লীলা প্রকৃতির ;

একদিকে বন গিরি, অন্যদিকে ধীরি ধীরি

অরণ্যেতে অস্তগামী আরক্ত মিহির—

প্রকৃতির হোলি-গানে ছড়ান আবির।

(৬)

অন্যদিকে কল্লোলিনী তুলিয়ে লহরী

মৃদুতানে গায় গান কাননে আবরি।

যেন কোন কুলবালা, বসন্তে বিরহ জ্বালা,

সহিতে না পারি কোনে আপনার মনে,

গাইছে বিরহ-গান অস্ফুট স্বননে।

(৭)

মধুর বসন্তকাল—পুলকিত ধরা,

হাসে সবে, গায় গান আপনা-পাসরা,

এ হাসির মাঝে বসি, গৃহী-প্রাণে কে তাপসী—

গৃহীর ভাবনা রাশি ভাবিছেন মনে,

একাকিনী কত কথা কহি ক্ষণে ক্ষণে।

(৮)

"ওহে বিশ্বপতি কেন করিলে সৃজন
অনন্তলীলার ক্ষেত্র এ বিশ্ব শোভন ?
অনন্ত আকাশতল, রবি চন্দ্র নিরমল,
কিবা মধুময় সাজে সাজায় তাহার
অগণ্য তারকা পাঁতি বিমল প্রভায় !

(৯)

কেন তাহে উড়াইলে কদম্বের মালা ?
কেন দেখাইলে তাহে বিজলীর খেলা ?
নানা বর্ণে কেন তায়, রঞ্জিত করিলে হায় ;
তার পাশে ইন্দ্রধনু করিলে অঙ্কন,
দেখাতে সুখের ছায়া কিসের কারণ ?

(১০)

কেন সাজাইলে পুনঃ সুষম উষায়
স্বরণ-বরণ ভাতি কুসুম ভূষায় ?
কেন হাসাইলে তারে, নীরবে পূরব দ্বারে
অরুণের পাশে,—রাখি আড়ালে ছায়ায় ?
ক্ষণিক প্রীতির ভাতি দেখাইলে হায় ?

(১১)

কেন বা শ্যামল সাজে তরুলতাগণে,
সাজাইলে ? যেন আহা কতই যতনে ?
কেন ফুটাইলে তায়, মোহন কুসুম হায় ?
কেন নিরমিলে অলি ? কিসের লাগিয়া
প্রসূনের সহ দিলে ভ্রমরের বিয়া ?

(১২)

কেন হেন নীলকায় রচিলে ভূ-ধর ?
কতই বিচিত্র শোভা তাহার উপর!
কল্লোলিনী কোলে ধীরে, সমীর মিহির নীরে
হাসির লহরী কেন তুলিল সুন্দর ?
তার পাশে হাসাইল শ্যামল প্রান্তর ?

(১৩)

কেন নিরমিলে পাখী বিচিত্র-রঞ্জিত ?
অনন্তের পথে তায় করিলে চালিত ?
হাসিময় বিশ্বমাঝে, সাজায়ে হাসির সাজে
এ অম্বর তলে দুঃখ পাপ তাপ দিয়া
কেন নিরমিলে বিধি মানুষের হিয়া ?"

(১৪)

ভাবনা বিভোর বালা—বাজিল শ্রবণে
শিশুর কোমল কণ্ঠ মধুর-নিক্কণে
অকস্মাৎ—"মা আমার",— তুলি বালা শিরো
চাহিলেন,—দিব্যকান্তি কুমার তাহার
মাগিছে সোহাগ যেন বলি "মা আমার"।

(১৫)

কৃষ্ণ-কেশ-দাম শিরে উজ্জ্বল বদন
আকর্ণ উজ্জ্বল কৃষ্ণ তাহে দুনয়ন,
বরণের ভাতি তার, চন্দ্রে করে তিরস্কার
সুদৃঢ় সুঠাম ছাঁচে কোমলতা ঢালা
দেহের জ্যোতিতে করে কানন উজালা।

(১৬)

গৈরিক-বসন-খণ্ডে বিমণ্ডিত কায়,
লোহিত চন্দন লিপ্ত মন্দারের প্রায়,
মুকুতা-দশন রাশি, রক্তিম অধরে ভাসি
লোহিত কুসুম গর্ভে তুষার-শোভায়—
থাকুক মায়ের প্রাণ—পথিকে ভুলায়।

(১৭)

মধুর-উজ্জ্বল-জ্যোতি কুমারের শিরে
কিবা কৃষ্ণ কেশ ধীরে কাঁপিছে সমীরে!
ক্রীড়ার কুসুম হাসে, এখনও সে কেশপাশে,
শোভিছে সুন্দর শিশু সম্মুখে মাতার,
বাজিছে মাতার প্রাণে ধ্বনি "মা আমার"।

(১৮)

স্নেহে বিগলিত-নেত্রে সুনীতি তখন
মৃণাল নিন্দিত কর করি প্রসারণ,
ইলেন স্ব-উরসে ফুল্ল-শিশু-আমরসে,
পদ্মমুখ নত করি চুমিলা বদন,
ঝরিল শিশুর গণ্ডে মাতার নয়ন।

(১৯)

সমীর-তাড়নে যেন ফুল্ল-শতদল
পরশিলে নত হয়ে অপর কমল,
ঞ্চিত শিশির তার, ঝরিল অমনি হায়,
সঞ্চিত একের পত্রে শিশিরের জল
উভয়ে করিল সিক্ত, উভয় শীতল,—

(২০)

উভয় হইলা তৃপ্ত উভয় পরশে—
উভয় হইলা সিক্ত যেন স্নেহ-রসে।
তৃপ্ত জননীর প্রাণ বক্ষে লয়ে স্ব-সন্তান,
তৃপ্ত শিশু জননীর সস্নেহ-চুম্বনে,
নীরবে ক্ষণেক স্বর্গ ভুঞ্জিলা দুজনে।

(২১)

সম্বোধিয়া জননীরে সুমধুর ভাষে
কহিল বালক—"মোরা কাননের পাশে
খেলিতে ছিলাম সবে,— কেহ মাগো উচ্চরবে
পড়ি বেদ, কেহ হোতা—বালির আহুতি
দিতেছিনু খেলা যজ্ঞে, কেহ পড়ি স্তুতি,

(২২)

কেহ বসি স্থির হয়ে মুদিয়ে নয়ন,
কেহ আনি পাতাফুল খুঁজিয়ে কানন,
কেহ সাজি বনফুলে, নেচে গেয়ে হরি বলে
বিভোর খেলায় মোরা ছিলাম সকলে,
কোথা হতে জনক আসিলা হেন কালে ;—

(২৩)

সেই যিনি আর বার আসিয়ে কুটীরে
আমায় নিলেন কোলে চুমিলেন শিরে,—
কি যেন হরিণ নয়, পৃষ্ঠটি অজিনময়,
তাহাতে বসিয়ে তিনি নেহারি সকলে
নামিয়ে আমায় ডাকি লইলেন কোলে ;

(২৪)

সুধাইলা বারবার তোমার বারতা
চাহিলা—আমায় নিতে জানি না মা কোথা,
আদরে বদন চুমে, নামায়ে দিলেন ভূমে,
ছুটিয়ে আইনু তাই বলিতে তোমায়,
কেন হেন ভালবাসে জনক আমায়?

(২৫)

তাঁহার কাপড় নয় তোমার মতন,
ময়ুরের পাখা যেন ঝলসে নয়ন,
হেরে বড় ইচ্ছাকরে, তেমনি কাপড় প'রে
তারি মত চড়ি অই হরিণের পরে—
কেমন হরিণ! ইহা নরে পিঠে করে!—"

(২৬)

শুনিয়ে নয়ন হতে দুই বিন্দু নীর
ঝরিল বাহিয়ে গণ্ড মাতা সুনীতির,
চাপিয়ে হৃদয়ে ধরে, সোহাগে চুম্বন করে
কহিলেন "বাছা মোর হরিণ এ নয়
ঘোড়া এর নাম, চড়ে রাজার তনয়।

(২৭)

তোমার জনক ইনি মোদের আপনা—
জনকে চিনেও বাছা এইটি জান না,
ইহাঁ হতে প্রিয় আর, নাই ভূতলে আমার,
তোমায় ছাড়িয়ে—ইনি তোমার আমার
আমি তুমি চিরদিন আপনা ইহাঁর।"

(২৮)

"জনক মোদের যদি এতই আপনা,
তাহলে তাঁহারে কেন এখানে রাখ না,
কেন যেতে দেও তাঁরে, দূর দেশ দেশান্তরে?
এখানে রাখিলে তাঁরে তাঁহার সহিতে
থাকিতাম আমি সদা খাইতে শুইতে;

(২৯)

আবার যখন তিনি আসেন হেথায়
রাখিব ধরিয়ে, যেতে দিবনা কোথায়;
শিশুর বচন শুনি, বরষিয়া অশ্রু পুনি
কহিলা জননী "বাছা তা হবার নয়
মোরা বনবাসী তিনি মহৈশ্বর্য্যময়!"

(৩০)

"তুমি বনবাসী আমি মহৈশ্বর্যময়"—
পশ্চাতে হইল ধ্বনি ঘটায়ে বিস্ময়,
নহে ইহা প্রতিধ্বনি, বিস্ময়ে হেরিলা রাণী
স্বামীর মুরতি আত্ম-চিত্ত নিবেদন,
পুলকে হৃদয়ে হোলো মৃদুল কম্পন।

(৩১)

সম্ভ্রমে উঠিলা রাণী ত্যজিয়ে আসন,
মাতৃকোলে শিশু চাহে চকিত নয়ন;
বলিতে লাগিলা ভূপ, "এতক্ষণ হয়ে চুপ
শুনেছি শিশুর উক্তি তোমার উত্তর,—
নীরব থাকিতে আর দিলে না অন্তর;

(৩২)

বনবাসী ধরণীর সম্রাট-তনয়,
রম্য-হর্ম্ম্যবাসী নিজে মহৈশ্বর্য্যময়!
তাপস-তনয় বেশে, কুমার কাননে ক্লেশে,
যাপিবে যামিনী দিবা, পিতার পরাণে
কতকাল সবে—হেরি আপন নয়নে!

(৩৩)

মানসে সঙ্কল্প আজি করিয়াছি স্থির,
নির্ম্মাণ করিব পুরে সুনীতি কুটির,
সে কুটিরে ধ্রুবধনে, রাখিব তোমার সনে,
উপবনে তপোবন করিয়ে স্মরণ
আরাধ্যের আরাধন করিবে সাধন।

(৩৪)

তোমারে কহিতে হেন নাহি অধিকার,
উপেক্ষা করেছি তোমা কত শতবার;
প্রজারঞ্জনের তরে, অন্তরে পাষাণ করে,
বিনা দোষে সাধ্বী সতী তুমি সুনীতিরে
রেখেছি কানন-বাসে এ পর্ণ কুটিরে।

(৩৫)

দুর্ব্বোধ্য বিধির চক্র বুঝে সাধ্য কার—
নহিলে কাননে কেন আমার কুমার?
জানি আমি তুমি সতী, তুমি মহা পুণ্যবতী
কিন্তু বিধি কিবা সাধ্য করিতে সাধন
ঘটালেন তব ভাগ্যে হেন নির্ব্বাসন!

(৩৬)

বিষয়ের বিষ-ময় পাপের পুরীতে
পুণ্যের প্রতিমা তোমা দিলে না থাকিতে,
যেন কোন মহীয়ান সাধ্য তরে ভগবান,
পুণ্য-শিক্ষা-দীক্ষা হেতু পুণ্য বন-ভূমে
এনেছেন রাখি আমা মায়া-মোহ-ঘুমে ;

(৩৭)

সে ঘুম ভেঙ্গেছে বুঝি—চক্র বিধাতার
ঘুরেছে আবার—তাই বাসনা আমার
রাখিতে পুরীর পাশে, তোমায় প্রাসাদবাসে,
দেখিব যখন ইচ্ছা কুমারে তোমারে,
হবে না মৃগয়া ছলে আসিতে কান্তারে।"

(৩৮)

শুনিলা সুনীতি যত কহিলা নৃপতি,
নীরবে গড়াল দুটী স্বচ্ছ-শুভ্র-মতি
সুগোল কপোল বহি, হেরিলা রাজেন্দ্র চাহি,
সুবর্ণ-কমল-দলে মুকুতা খচিত,
পাষাণ রচিত চিত করি বিগলিত।

(৩৯)

নৃপতি-নয়নে যেন দুই বিন্দু নীর,
বিগলিত হয়ে কোণে রহিলেক স্থির,
বাষ্পাবেগ-ভগ্ন স্বরে, কহিলা নৃপতি পরে
"শত অপরাধে অপরাধী তব ঠাঁই
ক্ষম, দেবি, কহ কথা—যাবে ত ? সুধাই

(৪০)

"মহারাজ, তব আজ্ঞা থাকিতে জীবন,
পারে কি করিতে দাসী কখন(ও) লঙ্ঘন?
কে হেন কামিনী আছে, স্বামীর চরণ কাছে;
যাপিতে জীবন নাহি করে আকিঞ্চন
পতির প্রাসাদ ছাড়ি কে চায় কানন?

(৪১)

অয়সে বাঁধিয়ে রাখ বাসনা যথায়,
অয়স্কান্ত বিনে সে কি অন্য পানে চায়?
চুম্বকে চুম্বিতে সাধ, কাটি কহিনুর বাঁধ,
সে মণির খনি পানে সদাই পরাণ—
কোটি বাঁধ কাটি চাহে করিতে প্রয়াণ

(৪২)

কিন্তু দেব! কেন চাহ শান্তির আগারে,
অশান্তি গরল ধারা পুন ঢালিবারে;
তোমার সুখের বাস, কেন করিবারে নাশ,
চাহ এ দাসীরে নিতে মহিষীর পাশে
বিসর্জ্জি সাধের তব সুরুচি-বিলাসে?

(৪৩)

পুরীতে থাকিলে আমি সুরুচি মহিষী,
ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে পুড়ি অহর্নিশি
সে অনলে, ভাবি তাই; তোমারে করিবে ছাই,
কেন তবে হেন কল্প মনে মহারাজ,
আপন ভবিষ্যনাশী করিতেছ আজ?

(৪৪)

আমার তনয় ধ্রুব বনের কুমার,
শিখেছে তাপস লীলা তাপস আচার,
শিখেছে তাপস রীতি, গাইবে তাপস গীতি
ফিরি বনে বনে বন-বিহঙ্গের প্রায়,
বনফলে গঙ্গাজলে পোষিব তাহায়।

(৪৫)

আনন্দে তাপস পুত্র কন্যাগণ সনে
বনফুল তুলি মালা গাঁথিয়ে যতনে,
এ উহারে পরাইয়া, কচি হাতে তালি দিয়া
নাচিয়ে খেলিবে সুখে কাননে কাননে
ভুলিবে অভাগী হেরি সুখের স্বপনে।

(৪৬)

তরুতলে তৃণদলে করিয়ে শয়ন
বাছা মোর সুখ-নিদ্রা করে আস্বাদন,
স্বপনে ও বনলীলা হেরে বুঝি; অনাবিলা
চিত্তবৃত্তি, জন্মে নাই বিলাস-বাসনা,
বিভব কাহাকে বলে এখনও জানে না।

[৪৭)

কেন হেন ধ্রুবে নিতে চাহ নিজ-বাসে—"
রোধিল রাণীর বাণি বালকের ভাষে
—"কেন মা নিবার মোরে, যাইতে জনক-ক্রো
তিনি ত মোদের, মোরা তাঁহার আপন
মোরে নিতে তাঁরে কেন কর নিবারণ?"

(৪৮)

অঞ্চলে অশ্রুর ধারা করিয়ে মোচন,
কহিলা সুনীতি পুত্রে করি সম্বোধন—
"শুন ধ্রুব, বাছা মোর, নিতে চান বহুদূর
গঙ্গার সৈকত হতে আরও বহুদূর
যাইতে বয়স তব হয় নি প্রচুর।"

(৪৯)

গঙ্গা সৈকতের ভূমি শিশুর হৃদয়ে
হইল উদয়,—শিশু কথা নাহি কয়ে
নীরবে দূরত্ব তার ভাবিলেক বারবার,
একদিন গিয়াছিলা কুশ আহরণে
সেই কষ্ট সেই দূর জাগিলেক মনে।

(৫০)

কহিলা সুনীতি পুনঃ চাহিয়ে রাজায়,
"যুকতি ছাড়িয়ে কেন ভুলিছ মায়ায়,
আসি এই দূরবনে, ভুলিলে সুরুচি ধনে
ভুলিলে কি, মহারাজ! উত্তম কুমার
হেরিয়ে বদনশশী আমার বাছার?

(৫১)

মৃগয়াতে খেলা তব—মৃগের উদ্দেশে,
আসিবে যখন দেব কানন প্রদেশে,
দাসী হেরি ও বদন, তুমি হেরি ধ্রুব ধন,
উভয়ের মনোবাঞ্ছা হইবে পূরণ,
কুসুমে চন্দ্রমা চন্দ্রে চকোর মিলন।

(৫২)

তোমার প্রসাদে দেব লভেছি যে ধন,
এ পর্ণ কুটিরে মম অমূল্য রতন,
এ নিধি অঞ্চলে যার, কিবা আর দুঃখ তার,
শত-তাপহারি মোর ধ্রুবের বদন,
হেরিলে শীতল হৃদি—শীতল নয়ন।

(৫৩)

অমৃত-বারিধি-নিধি বিধি করি দান,
বাঁচায়ে রেখেছে বনে এ পোড়া পরাণ,
তাহে যদি ও চরণ, পাই সদা দরশন,
তুচ্ছ স্বর্গ সিংহাসন—পুরী কোন ছার,
কানন-কুটির হয় বৈকুণ্ঠ আমার।

(৫৪)

হৃদয়ের যোগ্য যেই হৃদয় আসন,
প্রসন্ন হইয়ে তায় করেছ অর্পণ;
চরণ দর্শন মাগি, অপর কিছুর লাগি,
প্রয়াসী নহে এ দাসী; মহিষীর সনে
"সুখে আছ—সুখী হই শুনিয়ে শ্রবণে।

(৫৫)

প্রাণের কপাট আজ করি উদঘাটন,
ভস্মরাশি কেন তোমা করিছি অর্পণ,
হৃদয় শ্মশানে মম, প্রস্ফুটিত যে কুসুম,
তাহারি সৌরভে মুগ্ধ—অমিয়ে আকুল,
দেখাইনু ভস্ম কেন দেখাইতে ফুল।

(৫৬)

খুলি নাই কোন দিন প্রাণের অর্গল,
জানি না কি মন্ত্রে আজি হইয়ে বিহ্বল,
হৃদয়ের যত ব্যথা, পরাণের যত কথা
তোমারে কি জানি কেন কহিলাম আজ,
হইয়ে পাগল পারা—ক্ষম মহারাজ।

(৫৭)

ক্ষম দেব প্রগল্‌ভতা, ক্ষম এ দাসীর,
হেন প্রগল্‌ভতা কভু সমীপে স্বামীর
করি নাই এ জীবনে ;— ধ্রুবের ভবিষ্য মনে
কেন আজি অকস্মাৎ হইল উদয়,
ব্যাকুল করিল কেন এ দাসী-হৃদয়।

(৫৮)

দাসী ব'লে ক্ষম দেব !—" সুনীতি-বচন
রোধিয়ে কহিলা রাজা করিয়ে মোচন
আপন নয়ন নীর; দুই গণ্ডে সুনীতির
বহিল অশ্রুর ধারা, ধরা পানে চাহি
রাণী নিবারিলা বেগ হৃদয়-প্রদাহী।

(৫৯)

" যে করেছে তব ঠাঁই শত অপরাধ,
নির্ম্মল চরিত্রে দিয়ে বৃথা অপবাদ,
ক্ষম ভিক্ষা তার (ই) কাছে, বিষ-দষ্ট ক্ষমা যাচে
দারুণ দংশনকারী সাপের সমীপে,
মরিবে উত্তানপাদ লজ্জা আর পাপে—"।

(৬০)

"পুণ্যমুখে পাপ কথা কেন উচ্চারণ,"
উত্তরিলা রাণী রোধি রাজার বচন,
"আমার অদৃষ্ট দোষে, লোকে অপবাদ ঘোষে
ইথে আত্মনিন্দা কেন কর বার বার,
কামনা করিছ বৃথা মৃত্যু আপনার।

(৬১)

অতুল সম্পদ মম বিন্দু সিন্দুরের,
অমূল্য রতন অই বদন ধ্রুবের,
এ দুই থাকিতে মম, ভাগ্যবতী মম সম
ধরাতলে, বল দেব, কে আছে আবার,
লজ্জা পাপ বৃথা কেন চিন্ত আপনার?"

(৬২)

উত্তরিলা রাজা পুনঃ, নীরব সুনীতি
"গম্ভীর প্রশান্ত কান্তি সুধীরা প্রকৃতি
তোমা হেন রমণীরে, সাজায়ে গৈরিক চীরে,
বিনা দোষে বনবাসে করি বিসর্জ্জন,
কর্ত্তব্য পালিতে পাপ করেছি অর্জ্জন।

(৬৩)

মন্ত্রী সহ বার বার করিছি মন্ত্রণা,
পুনঃ তোমা লইবারে; প্রজার গঞ্জনা
ভাবি মন্ত্রী বারে বারে, বারণ করেছে মোরে—
প্রজার অপ্রীতি সদা রাজ্যের মরম
ধীরে ধীরে করে ক্ষয় কাষ্ঠে কীটসম।

(৬৪)

জীবনের মহাকেন্দ্র কর্ত্তব্য নরের ;
সেই কেন্দ্র রক্ষা নীতি মনু-তনয়ের ;
তাই তাহা রক্ষা তরে, তোমারে বর্জ্জন করে,
অর্জ্জন করেছি গুরু-পাপ-তাপ-রাশি
ধরা যথা রক্ষে কেন্দ্র ধরা-ধর নাশি।

(৬৫)

শুনিব না আর আমি মন্ত্রির মন্ত্রণা,
সহিব না আর পুত্র-বিরহ যন্ত্রণা,
শুনেছি শিশুর কথা, মরমে পেয়েছি ব্যথা,
তোমারে করিব তাই পুরীতে গ্রহণ
মরমের ব্যথা মম করিব বারণ।

(৬৬)

পুরী পাশে ভিন্ন বাসে রাখিব তোমায়,
শান্তিতে কাটিবে কাল ধর্ম্ম সাধনায় ;
পুরীর অশান্তি রাশ, বিষয়ের বিষোচ্ছ্বাস
পরশিতে পারিবে না তোমার নিবাস,
সুরুচি সংঘর্ষে নাহি জ্বলিবে হুতাশ।

(৬৭)

যাপন করিবে গৃহে তাপস-জীবন,
প্রজার অপ্রীতি কেন হবে উদ্দীপন ?
অনিন্দ্য-বিমল-প্রভা, কুসুম কানন-শোভা,
ধ্রুব মম সাজাইবে রাজার আগার
ধ্রুবে হেরি হবে মুগ্ধ পরাণ প্রজার।

(৬৮)

কানন-বিশুদ্ধি সহ মাধুর্য্য পুরের,
মিলিয়ে অপূর্ব্ব শোভা হইবে ধ্রুবের,
শিখেছে তাপস নীতি, শিখিবে রাজার রীতি
বিশ্বপ্রীতি সহ হবে সুনীতি মিলন
বিশুদ্ধ হীরার সহ মিলিবে কাঞ্চন।"

(৬৯)

নীরবে সুনীতি শুনি রাজার বচন
করিতেছিলেন মৌনে সম্মতি জ্ঞাপন,
হেনকালে দূর বনে; সান্ধ্য সমীরের সনে
সঙ্কেত শঙ্খের নাদ রাজার শ্রবণে
পশিল—বাজিছে শঙ্খ সঘনে সঘনে।

(৭০)

সুনীতির করে ধরি কহিলা নৃমণি,
"আসি এবে—দিব দেখা থাকিতে রজনী;
হেরি চারু ধ্রুবানন, প্রভাতে ছাড়িব বন।"
বলিয়ে চুম্বিলা গাঢ় স্নেহের আবেশে
সুষুপ্তি-শিথিল-শোভা ধ্রুবে গণ্ডদেশে।

(৭১)

সান্ধ্য তিমিরের মাঝে সুনীতি তখন
করিলেন দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন;
দেখিতে দেখিতে হায়, লুকাল সে দীর্ঘকায়
কাননের বিভীষণ তিমির মাঝারে;
অনিমেষ চাহি রাণী হেরিতে রাজারে।

(৭২)

সুষুপ্ত শিশুর কান্ত দেহ-যষ্টি-ভার
মিশিয়ে সে সুকোমল অঙ্কেতে মাতার ;
তাহে চন্দ্রকর ধারা, দিব্য অমিয়ের পারা
ঢালিছে, সমীর ভরে কাঁপি তরুগণ
করিতেছে ক্ষণে ক্ষণে সে ধারা ছেদন।

(৭৩)

সুবর্ণ-লতিকা বক্ষে রতন-প্রসূন,
শিশির সম্পাতে লীন—শোভিত দ্বিগুণ।
জাগিছে সহস্র ফুল, যুথিকা চামেলিকুল
অনিমিষে চাহি তারা করিছে দর্শন
সুবর্ণ লতিকা অঙ্কে প্রস্ফুট রতন।

(৭৪)

জাগিছে সহস্র তারা গগন-প্রসূন ;
তাহাতে জাগিছে অই চন্দ্রমা দ্বিগুণ ;
গাইছে পাপিয়া গান ; উঠিছে প্রণব তান ;
রতন-প্রসূন কেন প্রণবের তানে,
জাগে না পাপিয়া গানে, চন্দ্রিকা চুম্বনে।

(৭৫)

জাগে না পাপিয়া গানে রতন প্রসূন ;
জননী-লতিকা তাহে জাগিছে দ্বিগুণ।
মধুর পাপিয়া গান, মধুর প্রণব-তান,
ক্ষণে ক্ষণে জাগাইছে নিদ্রিত পরাণ,—
করিছে চন্দ্রিকা-লিপ্ত অধরে প্রয়াণ।

(৭৬)

শূন্য প্রাণে চাহে দেবী অন্তরীক্ষ পানে,
পূর্ণ প্রাণে হেরে শোভা ; প্রণবের তানে
পূর্ণ হতে পূর্ণতর, হৃদি ভুলি সে অম্বর
অবশ হইয়ে পড়ে অমির পাথারে,
বিগলিত অশ্রু গণ্ডে বহে দুই ধারে।

—০:::০—

# রাজর্ষি কুমার।

—— ::০০:: ——

## চতুর্থ সর্গ।

—০✱✱০—
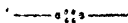
অভ্রভেদি শুভ্র সৌধ হাসিছে অরুণ করে ;
মাঝে মাঝে মহীরুহ দুলিছে সমীর ভরে ;
ভীষণ কালিমা রাশি হৃদয়ে লুকায়ে রাখি
হাসে তরু রবি করে—নাচে পুন থাকি থাকি ;
অন্তরে গোপনে রাখি বিষ-কীট নিদারুণ
দুলিয়ে দুলিয়ে ফুল হাসিতেছে পুনঃ পুনঃ ;
লুকায়ে লুকায়ে কেহ বিসর্জ্জিয়ে অশ্রুরাশি
বাহিরে দেখায় শুধু মধুর মৃদুল হাসি ;
সে হাসি হেরিয়ে অলি ভুলিয়ে ধরিয়ে তান
গুণগুণ রবে গায় কুসুমের গুণ-গান ;
ভাবে অলি—বুঝিয়াছে কুসুম চরিত রীতি
কুসুমে কেবলি হাসি—কেবলি অমিয় প্রীতি ;
যে তারে অমিয় রাশি আদরে করায় পান
অন্তরে কি বিষরাশি লয় তার কে সন্ধান ?
যেন সংসারের ছায়া দেখায়ে প্রকৃতি মাঝে
বিপুল নগর-দৃশ্য হাসিছে লুকায়ে লাজে।

আলোকেরে আলিঙ্গন করিয়া আঁধার রাশি
সংসারে দুখের কোলে খেলিছে তরঙ্গে হাসি !
ডুবিছে পশ্চিমাকাশে ম্লান মুখে পূর্ণশশী,
উদিছে পূরবে রবি লয়ে জগতের হাসি।
দূরদর্শী রবি-শশী দুইদিকে দূরে দূরে
কিবা ভিন্ন ভিন্ন ছবি হেরিছে হৃদয় পূরে ;
সুরুচির সুনীতির ভবিষ্য কি হেরি তারা
দুইদিকে ঢালে দোঁহে বিষাদ হাসির ধারা ?
বিস্তৃত প্রাসাদ কক্ষে সিংহাসনে নরপতি
উপবিষ্ট—স্থির দৃষ্টি সুরুচি বদন প্রতি ;
সুরুচি রতনময় সিংহাসনে, পাশে বসি—
অশ্রুসিক্ত নেত্র—যেন উষার মলিন শশী ;
রাজার বদনে মাখা বিষাদের কৌতূহল—
—কি বিষাদে পদ্মনেত্রে ছল ছল অশ্রুজল ?—
মহিষী কহেন কথা সম্বোধিয়া নরবরে
অজ্ঞাত-বিষাদ-পূর্ণ বাষ্পাবেগ-ভগ্ন-স্বরে,
"হেরিলাম, প্রাণেশ্বর, নিশীথ নিদ্রার ভরে
ভীষণ স্বপন এক, স্মরিয়া মরিছি ডরে—
এ রাজ-প্রাসাদ মাঝে অপূর্ব্ব জ্যোতির কণা—
তীক্ষ্ণ-তেজঃ মণি যেন ভাসে অনন্তের কণা
সহসা জ্বলিল,—অহো কি ভীষণ বৈশ্বানর !
ভস্মীভূত আমি, তুমি, ভস্ম কান্ত কলেবর !
উঠিল সে মহা অগ্নি অনন্ত অম্বর পানে ;
স্মরিলে সে মহাদৃশ্য আতঙ্ক উঠয় প্রাণে ;

সে মহা অনল রাশি বিলীন নীলিমাগায়
হইয়ে ধরিল দিব্য অপূর্ব্ব শিশুর কায় ;—
অপূর্ব্ব জ্যোতির মুর্ত্তি-অগ্নিময় সর্ব্বাঙ্গীন,
সপ্ত অগ্নি ঋষি তায় করিতেছে প্রদক্ষিণ !
ভস্মরাশি মাঝে আমি মরিয়ে হেরেছি তায়
বাসনা হইল যেন উঠিতে সে নীলিমায় ;
উঠিতে প্রয়াস করি—ভাঙ্গিলেক সে স্বপন ;
ভয়ে প্রাণ জড়সড়, বিষাদে মগন মন।
হেরিনু বাছনি মোর মধুর নিদ্রার কোলে
নীরবে ভুঞ্জিছে শান্তি নিঃশ্বাস তরঙ্গ তুলে।
স্বপন অলীক জানি তথাপি যে কেন প্রাণ,
কাঁদিয়া উঠিছে ভাবি উত্তমের অকল্যাণ ;
মনে যেন পড়ে মোর সেই জ্যোতির্ম্ময় শিশু
"মা, মা," বলি ডেকেছিল যাইতে তাহার পিছু,
বাছা মোর নিদ্রা ঘোরে উঠিল আমায় ডাকি
আবার নিদ্রার কোলে ডুবিল, নিরবে থাকি।
অহো সে ভীষণ দৃশ্য !—ভয়ঙ্কর অগ্নি রাশি,
জ্বলিয়া উঠিল যেন অনন্ত জগৎ গ্রাসি !
সে অগ্নির মহা দৃশ্য স্মরিয়ে এখনও আমি,
ভয়ে হই ম্রিয়মান ;—হে বিভু অন্তরযামী,
আমার বাছার যেন নাহি ঘটে অকল্যাণ,
তারে সুখে রেখে ভস্ম কর এই দেহ প্রাণ।
বলিতে বলিতে তাঁর বিগলিত অশ্রুধারা,
সুবর্ণ লতিকা হতে মুকুতা ফলের পারা ;

জড়াইল সে লতিকা বিশাল শালের গায় ;
প্রিয় পরশনে স্নিগ্ধ বিষাদ-তাপিত-কায়।
ক্ষণেক রাজার বক্ষে লুকায়ে বদন রাণী
তুলিলা নীরবে, শুনি স্বামীর সান্ত্বনা বাণি ;—
"অলীক স্বপন, প্রিয়ে, সুষুপ্তির ছেলে খেলা,
স্নায়ুর চালনে স্বতঃ উদ্ভূত ভাবের লীলা ;
মানবের মনে যত ছবির উদয় হয়
স্নায়ুর অবস্থা মাত্র জে'ন সেই সমুদয় ;
নিদ্রায় স্নায়ুর ঘটে নানাবিধ আবর্ত্তন,
নানা ভাবে নানা চিত্র হৃদে হয় দরশন।
স্বপনে অনল দৃশ্য কিছু নয় কিছু নয়,
উত্তম নহে সে শিশু ; বৃথা, প্রিয়ে, কেন ভয় ?
গুহ্য দৈব শক্তি কভু মানবের মন পটে
এঁকে দেয় ভবিষ্যের প্রতিবিম্ব—সত্য বটে ;
কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় শিশু অনন্তের পানে যাওয়া
অনন্ত উন্নতি-চিত্র ; নহে সে মৃত্যুর ছায়া।
অসীম সাম্রাজ্য ভোগ, ঐশ্বর্য্যের পূর্ণভাস,
উত্তমের ভবিষ্যৎ তব স্বপ্নে পরকাশ।
কল্যাণের চিত্রে কেন চিন্ত তার অকল্যাণ ?
বৃথা ভয়ে ভীত হয়ে হইতেছে ম্রিয়মান ?"
বিষাদ কালিমা লিপ্ত রাণীর বদন পর
ফুটিল হর্ষের ভাতি—মেঘ-মুক্ত শশধর।
"তাই বটে প্রাণেশ্বর,"—কহিতে লাগিলা রাণী
"ধরণী-সম্রাট হবে উত্তম, জানিত আমি,

দেবর্ষির কথা হৃদে উদয় হইল মোর—
বন বাসিনীর পুত্র হইবে তপস্বী ঘোর,
বাঁছা মোর পিতৃরাজ্যে রহিবেক প্রতিষ্ঠিত
ক্ষত্রিয় ধর্ম্মেতে রত মৃগয়া নিরত চিত
কি যেন মোহের ঘোরে ভুলিয়ে গেছিনু আমি
বাছার ঐশ্বর্য্য রাজ্য, দেবর্ষির দৈব বাণি।
তোমার ঔরসে, মম জঠরে জনম যার
সেই যোগ্য সসাগরা এই ধরা শাসিবার ;
ধ্রুব কি তোমার পুত্র? বল দেখি, প্রাণেশ্বর ;
সাম্রাজ্য শাসন শক্তি ধ্রুবে কি সম্ভবপর ?"
"কেন, রাণি, বৃথা কথা করিতেছ আলাপন
আমার সর্ব্বস্ব হবে উত্তমেতে সমর্পণ।
ধ্রুব মম পুত্র, তাহে কিবা ক্ষতি উত্তমের
রাজ্যধন সিংহাসন সব তব তনয়ের।
কতবার অঙ্গীকার করিয়াছি, তবু কেন
সন্দিগ্ধ হইয়ে আজ আবার বলিছ হেন ?"
বলিতে বলিতে নৃপ চাহি প্রিয়া মুখপানে,
হেরিলেন নেত্র তার নিবদ্ধ কুসুমোদ্যানে।
উদ্যানে ফিরায়ে আঁখি হেরিলা কুমারদ্বয়
চয়ন করিছে বাছি মনোজ্ঞ কুসুমচয়।
ধ্রুব ধীর মুগ্ধ যেন হেরিয়া উদ্যান-শোভা
কহে ভাই "দাঁড়াইয়া হের শোভা মনোলোভা।"
চঞ্চল উত্তম নাহি কর্ণপাত করি তায়,
তুলে ফুল, ছিঁড়ে ফেলে, অলির পশ্চাতে ধায়।

সুদৃঢ় গঠন, বর্ণ স্বর্ণভাতি উত্তমের ;—
ধ্রুব কোমলতা মাখা,—ভাতি চন্দ্র কিরণের,
ধ্রুবের মুরতি যেন ছাঁচে ঢালা চন্দ্রজ্যোতিঃ,
কঠিন সুবর্ণে গড়া উত্তমের সে মুরতি,
ধ্রুবের নয়ন স্নিগ্ধ কোমল উষার জ্যোতিঃ,
উত্তমের নেত্র তীক্ষ্ণ মধ্যাহ্ন রবির ভাতি,
উত্তমের তীক্ষ্ণতেজঃ সুবর্ণের প্রভাকর,
মনোহারী স্নিগ্ধ ধ্রুব অকলঙ্ক শশধর।
খেলে দোঁহে ফুলবনে হেরিয়া নৃপের প্রাণ
উল্লাসে আকুল, নৃপ রাণী-মুখ পানে চান ;
উত্তম সহসা ছুটে ধাইল প্রাসাদ পানে
কুসুম-শোভায়-মুগ্ধ ধ্রুবে রাখি উপবনে।
রক্ষকের বাক্যে ধ্রুব ধাবিত উত্তমে হেরে
ছুটিল প্রাসাদ পানে শোভন উদ্যান ছেড়ে।
উত্তম প্রাসাদে পশি করিলেন আরোহণ
প্রসারিত-পিতৃ-অঙ্কে—হাসিছে মাতার মন।
ধ্রুব তাহে নেহারিয়ে পিতার জানুতে ধরে,
চাহে নৃপ-মুখ-পানে, উঠিতে পিতার ক্রোড়ে
প্রকাশিলা অভিলাষ ; নৃপ ধ্রুবে ধরে হাতে
চাহিতেছিলেন যেন অঙ্কেতে তুলিয়া নিতে ;
অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাতে বিদ্যুল্লতা সমা রাণী
দাঁড়াইয়া কহিলেন তীক্ষ্ণ বজ্র সম বাণি,—
"ওকি, ধ্রুব, কি করিছ ? সম্রাটের সিংহাসন
কি সাহসে চাহ তুমি করিবারে আরোহণ ?

সসাগরা ধরণীর সম্রাট হইবে যেই,
অই সিংহাসন পরে বসিবার যোগ্য সেই।
সুনীতি করেনি কভু হেন পুণ্য উপার্জ্জন ;
তার গর্ভজাত পুত্র পাবে রাজ-সিংহাসন !
তুমিও করনি পূর্ব্বে উপার্জ্জন পুণ্য রাশি ;
পারনি জন্মিতে তাই সুরুচি জঠরে আসি।
জনমি সুনীতি গর্ভে সিংহাসনে অভিলাষ,
ছি ছি ছি শুনিলে লোকে করিবেক উপহাস।
যাও ফিরে কর গিয়ে আগে পুণ্য উপার্জ্জন,
জন্মিয়ে সুরুচি-গর্ভে পরে চেও সিংহাসন।”
কোমল শিশুর ক্ষুদ্র কোমল হৃদয় খানি
বিদীর্ণ করিল যেন সুরুচির বজ্রবাণি।
স্তব্ধ নৃপ ক্ষণকাল নিশ্চল তাঁহার কর,
নিবদ্ধ রহিল ধরি ধ্রুবের কোমল কর।
গম্ভীর বদনে শিশু চাহি পিতৃ-মুখ-পানে,
হেরিয়ে বিষণ্ন তাঁয়, নিলা নিজ কর টেনে।
বিষণ্ন বদনে পরে ভগ্নহৃদে ধীরে ধীরে
নির্গত প্রকোষ্ঠ হতে,—বারেক না চাহি ফিরে ;
দারুণ ক্ষোভের ভরে মাতার মন্দির পানে
চলিলেন, চারুমুখ রক্তিমাভ অভিমানে।
অনলের কণা সম ক্ষত্রিয় শক্তির কণা
তুমুল প্রলয় বুঝি করিবেক সংঘটনা।
তীক্ষ্ণবিষ ফণী যেন দলিত হইয়ে পায়,
বায়ু গর্ভে ঢালে ক্রোধ না পাইয়ে আহন্তায় ;

অবলা ভ্রমায় যেন দিশা বিহনে ফিরে,
ভুলায় ধৈর্য্য, বক্ষ শক্তির প্রয়োগ তরে।
আজি ক্রোধের বেগ মাতার মন্দির দ্বারে
ছাড়িলা, জলন্ত শিশু দীপ্ত শ্বাস অনিবারে।
কম্পিত অধর ওষ্ঠ, কম্পিত নাসিকা তার,
পীন পূর্ণ গণ্ড বহে অজস্র অশ্রুর ধার,
কথা নাহি সরে—ঘন রুদ্ধ ক্রন্দনের শ্বাসে।
হেরিয়ে জননী বেগে আসিলা শিশুর পাশে,
আদরে হৃদয়ে ধরে মুছায়ে নয়ন ধার,
শুধাইলা কেন, বৎস, অশ্রুঝরে বার বার?
কি বলেছে কে তোমায়? হেন সাধ্য আছে কার,
ধরামাঝে রুষ্ট বাক্যে তোমা করে তিরস্কার?
নিবারি ক্রন্দন বেগ ক্ষণেক নীরবে থাকি
মাতারে কহিলা ধ্রুব, অশ্রু ছলছল আঁখি,
"বিমাতার তীক্ষ্ণ বাক্য জনকের অবহেলা,"—
বলিতে বলিতে শিশু পুনঃ অশ্রু বিসর্জ্জিলা,
"আগে করি পুণ্যার্জ্জন জনমি জঠরে তাঁর,"—
বিমাতার ব্যঙ্গ-বাক্য সিংহাসন লভিবার
সুনীতি শুনিলা; দুটি নীরব অশ্রুর বিন্দু
ঝরিল—সুধায় সিক্ত রাণীর বদন ইন্দু।
কহিলা নন্দনে; "বৎস, করোনা ক্রন্দন আর,
শুনহ বচন মম সম্বরিয়ে অশ্রু-ধার;
সুরুচি বলেছে সত্য, সিংহাসন আরোহণ
পারেনা করিতে কেহ বিনা পুণ্য উপার্জ্জন।

যত্নবান হও, বাছা, লভিতে সে পুণ্য ধনে,
অনন্ত সম্পদ বদ্ধ পুণ্যময়-শ্রীচরণে।
পুণ্যময় ভগবানে যে জন লভিতে পারে,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য রাশি বদ্ধ থাকে তার দ্বারে।
দুর্ভাগা পাপিনী আমি ভজিতে নারিনু তাঁয়
তাই সে সুরুচি ভোমা এ হেন বলিতে পায়।
সুরুচি-বচন, বৎস, সদাই হৃদয়ে ধ'রে
উৎসর্গ করহ আত্মা পুণ্য উপার্জ্জন তরে;
ক্ষত্রিয়ের পুত্র তুমি প্রতিজ্ঞা করহ স্থির
পুণ্যলাভ বিনা মুখ দেখিবে না সুরুচির।
চেয়ো না প্রাসাদ পানে হেরো না সে সিংহাসন,
যতদিন পুণ্যধন নাহি হয় উপার্জ্জন;
পরের অর্জ্জিত ধনে প্রলুব্ধ যাহার মন
হীন হতে হীন সেই কাপুরুষ নরাধম।
প্রকৃত পুরুষ সেই যে জন আপন বলে
ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করে লভে কীর্ত্তি ধরাতলে।
পিতৃ-সিংহাসন আশা করি, বৎস, পরিহার
আত্ম-শক্তি বলে কর আত্মমান সমুদ্ধার।"
উদ্দীপিত শিখা সম সর্বত্র তেজঃ-পুঞ্জ শিশু,—
শুষ্ক বিস্ফারিত নেত্রে যেন বিশ্ব বিজিগীষু
হয়ে—মাতৃ মুখপানে চাহিয়ে কহিলা কথা,
"কেমনে লভিব পুণ্য—পুণ্যধন আছে কোথা?
কেবা সেই পুণ্যময় যাঁহার চরণ তলে
অনন্ত ঐশ্বর্য্য বাঁধা—দেও মা আমায় ব'লে;

যাইব যথায় মিলে অপূর্ব্ব এ পুণ্যধন,
লভিব আপন বলে পুণ্যময় সে চরণ।
চাহি না সে সিংহাসন, চাহি না পিতার ধন,
চাহি না পিতার অঙ্ক, সমাদর সম্ভাষণ,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য লাভ হয় যেই পুণ্য বলে,
হেন পুণ্য লভি কীর্ত্তি করিব এ করতলে।
এখনি যাইব আমি সে পুণ্যের সুসন্ধানে
লঙ্ঘিয়ে সাগর গিরি, মিলে পুণ্য যেই স্থানে।'
শুনিয়ে শিশুর বাণি সুনীতি কহিলা ধীরে,
"দুর্লভ সে পুণ্য-জ্যোতিঃ সংসার-পাপ-তিমিরে
জটাচীর-বিমণ্ডিত, হয়ে তৃণ হতে দীন,
যোগে বসি যেই পদ ভাবে ঋষি নিশিদিন,
সেই পুণ্যপদ বৎস সহজে কি পাওয়া যায়?
আমি পাপী কি জানিব সে পুণ্য আছে কোথায়!
বিজন বিপিন মাঝে ধ্যান মগ্ন মুণিগণ
করেন সন্ধান তাঁর—পান কি না দরশন।
তাঁরাই জানেন, বৎস, কোথা পুণ্যধন আছে,
স্থির হও এবে, সব জানিও তাঁদের কাছে।"
"হব না মা স্থির আমি—যাব মুণিগণ পাশে
অনন্ত সম্পদ-ময় সেই পুণ্য-পদ-আশে।
তাঁদের চরণতলে চাব ভিক্ষা পুণ্য ধনে;
শুধাইব কোন পথে যাব পুণ্য অন্বেষণে।"
"না বাছা," বলিলা রাণী, "নিবিড় কানন ভূমি
ঋষির আবাস;—তথা সমর্থ যাইতে তুমি

হও নি এখন ও, "—রোধি রাণীর বচন ধ্রুব
কহিলা "কেন মা হেন হতেছে আশঙ্কা তব ?
শান্তিময় সুখময় মনোহর তপোবন
তথায় যাইতে মোরে কেন কর নিবারণ ?"
"বাছা, পুণ্যধন কভু ক্ষণেকের সাধ্য নয়
বহু যুগ-ব্যাপি-তপে দুর্লভ সে পুণ্যময়।
রয়েছে সজ্জিত তব প্রাতরাশ-আয়োজন
স্থির হয়ে খাও, বৎস, পরে যেও তপোবন।"
শুনিয়ে রাণীর বাণি মাতৃ অঙ্ক পরিহরি
কহিলা গম্ভীরে শিশু মাতায় মিনতি করি,
"খাব না, মা, ক্ষুধা মম কোথায় হয়েছে লীন ;
কোথা পুণ্য—চাহে প্রাণ অন্য অন্নে ক্ষুধাহীন।
পুরী প্রান্তে তপোবনে যাব পুণ্য'অন্বেষণে ;
আসিতে বিলম্ব হলে, যেও তুমি সেই বনে।"
বলিয়ে মধুরকণ্ঠে কাঁপায়ে মাতার মন—
প্রতিজ্ঞা অঙ্কিত মুখে—করিলেন নির্গমন।
মন্ত্র-মুগ্ধ-প্রায় মাতা দাঁড়ায়ে মন্দির দ্বারে,
হেরিলা তনয়ে, ক্রমে লুকাইতে বনান্তরে।
ক্ষণেক সে পথ পানে চাহি অশ্রু-সিক্ত-মুখে,
ঊর্দ্ধে ফিরাইলা আঁখি যুক্তকর রাখি বুকে,
প্রাণের আবেগে রাণী কহিলেন "ভগবান্
তোমার প্রদত্ত ধনে তোমায় করিনু দান।
যে চায় আকুল প্রাণে তোমারে, হে বিশ্বপতি !
সে যেন তোমায় পায়"—সুনীতির এ মিনতি।

উৎসর্গ তোমার পদে, যে করে হে মন প্রাণ,
সে যেন গাইতে পারে শান্তিময় তব গান।
তোমার অনন্ত কৃপা বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে,
রক্ষে অরক্ষিতে যেন, সুনীতি পাপিনী যাচে।
দুই গণ্ডে দুই ধারা—সুনীতি আকুল প্রাণে,
কহিতে লাগিলা কথা, চাহি অনন্তের পানে।
শান্ত হও পুণ্যবতি, সম্বর ও আঁখিধারা ;
অঙ্কুরিত কল্পতরু ফলে তৃপ্ত হবে ধরা।

——::oo::——

# রাজর্ষি কুমার।

## পঞ্চম সর্গ।

প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড—অনন্ত গগন-তল,
আবরি নিবিড় স্থির বন-ময় ধরাতল।
শুভ্র প্রভাকর-করে হাসিছে অনন্ত নভঃ,
অনন্ত আঁধার ল'য়ে স্থির বনময় ভব।
অনন্ত আলোর কোলে খেলিছে অনন্ত ছায়া,
অনন্ত জ্ঞানের কোলে যেমন অনন্ত মায়া।
স্বর্গের হাসিতে মিশি ধরার আঁধার রাশি,
অনন্তের মহাভাবে প্রকৃতি উঠিছে ভাসি।
হেন বনে বিটপীর নিবিড় ছায়ায় বসি
স্তিমিত, মুদিত নেত্রে, অজীন আসনে ঋষি,
সারি সারি সপ্তজন ;—তরঙ্গিত শ্মশ্রুরাশি
দীর্ঘ রুক্ষ কেশদামে ওতঃপ্রোত গেছে মিশি,
হুত-ধূম-সমাবৃত জ্বলন্ত অনল প্রায়
ভাসিছে পুণ্যের তেজে উজ্জ্বল বদন তায়।
প্রেমের পুলক কভু বদনে উঠিছে ভাসি ;
হুত-বিন্দু-সমচ্যুত স্বেদ বিন্দু অশ্রুরাশি।

কভু বা বিহঙ্গ উড়ে নীরবে করিছে পান
স্বেদবিন্দু, অশ্রুবিন্দু, পরে গাইতেছে গান।
কভু বা আসিয়ে মৃগ অশ্রুসিক্ত শ্মশ্রুরাশ,
আঘ্রাণ করিয়ে, পুনঃ ভক্ষণ করিছে ঘাস।
কভু মৃগশিশু আসি শুইছে ঋষিরে ঘেঁসে,
লেহন করিছে কেহ ঋষির লম্বিত কেশে।
সহসা বীণার তান হরিনাম-গুণ-গান
যুগপৎ পরশিল যোগমগ্ন সপ্তপ্রাণ।
বৈদ্যুতিক দীপাধারে চতুর্দ্দশ শিখা প্রায়,
উন্মিলিত চৌদ্দনেত্র প্রদীপ্ত পুণ্য প্রভায়।
চৌদ্দনেত্রে একচিত্র--ঋষি-মূর্ত্তি দীর্ঘকায়, –
গৈরিক-বসনাবৃত তির্য্যক্ বক্ষার্দ্ধ তায় ;
দীর্ঘ বিলম্বিত শ্মশ্রু কম্পিত সমীর ভরে ;
স্কন্ধে ন্যস্ত দিব্য বীণা, ভূষিত কুসুম-স্তরে।
আকুলিত পরিমলে কিম্বা নামামৃত তরে ;
দুলিছে চঞ্চল অলি ঋষির বদন পরে।
অলির গুঞ্জন সহ বীণার ঝঙ্কার মিশি,
গানে প্রদানিছে তান—যে গান গাইছে ঋষি
নীরস ঋষির দেহে কিবা রসময় প্রাণ
বিগলিত প্রেমগানে,—বিগলিত দুনয়ান।
প্রেম মুগ্ধ সপ্তঋষি হেরিলা নারদে স্থির
বীণা করে হরিনাম গাইছেন কি গভীর।
পুলকিত ঋষিগণ, পুলকিত বনস্থল,
পুলকিত মৃগকুল, শুভ্রমেঘ, নভস্তল,

পুলকিত অলি, ফুল, পুলকিত বিহঙ্গম,
একই পুলকে পূর্ণ কি স্থাবর কি জঙ্গম।
ক্ষণেক ভুঞ্জিয়া সবে পুলকের সুধারাশি,
সুধাইলা সপ্ত ঋষি দেবর্ষিরে সম্ভাষি।—
'কি নব কল্যাণ এবে করিতেছ অনুষ্ঠান
কর্ম্মযোগে মহাযোগী? ত্রিলোকে রত কল্যাণ?'
কহিলেন অত্রি।—'কিবা কল্যাণ সংকল্প করি
অর্পিলা পবিত্র পদ এ বনে কহ বিস্তারি;"
কহিলা মরিচী।—'কোথা কাহার আড়ালে থাকি
কল্যাণের কর্ম্মজাল বিস্তারি জুড়ালে আঁখি?'
কহিলা অঙ্গিরা।—'দেব দানব গন্ধর্ব্ব নর
কাহার কল্যাণ তরে কোন দিকে অগ্রসর?'
পুলস্ত কহিলা।—'কারও ঘটেনিত অকল্যাণ?
প্রতিকার তরে তার পূত কি এ বনস্থান?'
কহিলা পুলহ।—'আজ করিলে পবিত্র বন
কি নব নামের ধারা করিবারে বিতরণ?'
কহিলেন ক্রতু।—শেষে বশিষ্ট কহিলা, "আর্য্য,
ব্রহ্মশক্তি প্রণোদিত সাধিতে কি প্রেম-কার্য্য
জুড়ালে নয়ন আজ প্রেম মূর্ত্তি প্রদর্শনে?
তৃপ্ত করিবারে লোকে কিবা সুধা আহরণে?'
"ভাষায় ছলনা কেন করিছ সপ্তর্ষি আজ,
আরোপ করিছ কেন এ দীনে বিভুর কাজ?
কে যোগী? কে করে কাজ? কি কল্যাণ অকল্যাণ?
কে করে কল্পনা শুভ?—নাম-সুধা-ধারা দান?

যাঁর প্রাণে প্রস্ফুরিত নামামৃত প্রস্রবণ,
বিশ্বময় নামামৃত করে পান সেই জন।
গায় পাখী নাম গান, বহে বায়ু নাম-ধারা,
বৃক্ষ-পত্রে ছত্রে ছত্রে হেরে হয়ে আত্মহারা
সুধাময় নামাক্ষর ; অন্তরীক্ষে রবি শশী
অগণ্য তারকা-মালা ঢালে নামামৃত রাশি।
যাঁর নাম সে বিলায় নামামৃত ভক্তজনে,
যে চায় সে পায় সুধা, শিশু যথা মাতৃস্তনে।
নাম সুধা দানে আর আছে কার অধিকার ?
ধনের ভিখারী পারে ধন কি বিতরিবার ?
অকল্যাণ ও কল্যাণ শুভাশুভ ভাবদ্বয়
মর্ত্ত্যের কল্পনা ; বিশ্ব অনন্ত মঙ্গলময়।
রুগ্ন শিশু মাতৃকরে তিক্তরস করি পান,
মাতায় ভাবয়ে শত্রু, ঔষধেতে অকল্যাণ।
যাঁর শক্তি তাঁর কাজ, ভ্রান্ত বলে আমি করি,
বিশ্বের অনন্ত কাজে কর্ত্তা সে অনন্ত হরি।
যোগী তিনি কৃপাময় অনুরক্ত ভক্তজনে,
কৃপাকরি ভক্তে যুক্ত করি লন তাঁর সনে।
অনন্ত ইচ্ছায় টেনে ইচ্ছা করি নিমগন,
বারিধি বারির বিন্দু করে যথা আকর্ষণ।
সে চিন্ময় মহাশক্তি অসীম বিশ্বের মাঝে
ত্রিগুণ ক্রিয়ায় ব্যক্ত—কে কর্ত্তা কাহার কাজে ?
রবি-শশী গ্রহ তারা যে শক্তির অনুগামী,
সে মহা-শক্তির বলে ভুবনে ভ্রমিছি আমি।

"আমি" অভিহিত যন্ত্র হরির হাতের মাঝে,
যথা ইচ্ছা হরি তাহে চালান বিশ্বের কাজে।
এ সকল তত্ত্বশিক্ষা তোমরাই দেও নরে ;
নারদে বঞ্চনা কেন বাক্যের ছলনা ক'রে ?"
নারদের বাক্য শেষে কহিলেন অত্রি মুনি,
"হরি-প্রেমামৃত-কথা ও পবিত্র মুখে শুনি
উথলে হৃদয় মাঝে আনন্দের পারাবার
ইচ্ছা হয় শুধাইয়া শুনি তাহে বারবার।
বল দেব জগতের কিবা ধর্ম্ম সমাচার
কবে হবে ভবে মহা কর্ম্মযোগ পরচার ?"
"উত্তানপাদের পুত্র সুনীতি-নন্দন ধ্রুব
হরিপদ অন্বেষণে বহির্গত, সেই শুভ
[illegible] সপ্তর্ষিরে এসেছি করিতে দান
আসিবে লইতে সেই হরিপদ সুসন্ধান।"
এতেক দেবর্ষি কহি বীণায় ধরিয়ে তান
প্রস্থান করিল গেয়ে দিব্য-হরি-নাম গান।
বশিষ্ঠ অত্রির পানে চাহি কহিলেন "কবে
তাপসের যোগ, গৃহে বিস্তৃত হইবে ভবে ?
যোগস্থ হইয়ে কবে গৃহস্থ ভবের কর্ম্ম
করিবেক হরিনামে,—একই পবিত্র ধর্ম্ম—
পবিত্র হরির প্রেমে অনুপ্রীত হবে ধরা ;
ধর্ম্মে কর্ম্ম, কর্ম্মে ধর্ম্ম, মিশি হয়ে যাবে হারা ?
কবে গৃহী সর্ব্ব কর্ম্ম উৎসর্গিয়ে সে চরণে
যন্ত্র সম ভ্রমিবেক ভবের কর্ম্ম সাধনে ?—"

অঙ্গিরা কহিলা "ইচ্ছাপূর্ণ হবে শ্রীহরির,
তাই বুঝি সমাগত শিশু পুত্র সুনীতির
অই যে আসিছে শিশু, কুসুম-কলিকা প্রায়
লুক্কায়িত প্রেম-মধু পিয়াইবে এ ধরায়।
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম শক্তি ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-ভাব
একাধারে মিলাইতে বুঝি এঁর আবির্ভাব!—
কহিতে কহিতে শিশু ঋষিগণ-সন্নিহিত,
অভিষ্ট-সাধন-আশা ম্লান-মুখে বিভাসিত।
দাঁড়াইয়া যোড় করে ঋষি সম্ভাষণ আশে,
অস্তগামী শশী যেন শুভ্র-চূড়-গিরি-পাশে,
শুধাইলা অত্রি 'বৎস, কে তুমি তনয় কার?
কি কাজে কানন মাঝে ভ্রম, কহ সবিস্তার।'
"উত্তানপাদের পুত্র সুনীতি জননী মম
ধ্রুব নাম—ধরা মাঝে দুঃখী নাই মম সম।
নির্ব্বেদ-দহনে দগ্ধ-হৃদয়ে এসেছি হেথা,
মুনির মঙ্গল মন্ত্রে নিবারিতে মর্ম্মব্যথা।"
ধ্রুবের বচন শুনি অত্রি কহিলেন পুনঃ,
"কেমনে পশিল কীট না ফুটিতে এ প্রসূন
শিশু তুমি, কি নির্ব্বেদ সম্ভবে হৃদয়ে তব?
শিশুর শীতল হৃদি তপ্ত? এ যে অসম্ভব!"
কহিলেন ধ্রুব—"আর্য্য, বিমাতা সুরুচি মোর,
জ্বলিছে তাঁহার বাক্যে এ হৃদে অনল ঘোর।"
হেরিছি অদ্ভুত আমি, অদ্ভুত শুনিছি কাণে—
প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বেদ শিশুর প্রাণে।

মধুর-মুরতি কিবা নবীন বালক-কায়া
প্রবীণে হারায় বাক্যে দৈবের অদ্ভুত মায়া!
কহ, বৎস, বিবরিয়া বিমাতৃ-পরুষ-বাণি,
মাগ কিবা প্রতিকার যুড়ি নব-পদ্ম-পাণি;
কোন্ লোকে কোন্ দেব ব্রহ্মা বিষ্ণু শূলপাণি
নিবাতে সমর্থ তাহা; দিব মোরা কারে আনি?
কহিলা গম্ভীরে শিশু—"পিতৃঅঙ্কে, সিংহাসনে
করেছিনু অভিলাষ ক্ষণ মাত্র আরোহণে;
বিমাতা সুরুচি তাহে মোরে করি নিবারণ,
নিন্দিলেন জননীরে,—আগে পুণ্য উপার্জ্জন
করি, পরে জনমিয়ে জঠরেতে পুনঃ তাঁর,
কহিলেন সিংহাসনে অভিলাষ করিবার।
জননীর নিন্দা-বাণি জ্বলিছে হৃদয়ে মম
বিমাতার অবহেলা প্রজ্বলিত শিখা সম।
অশ্রু-সিক্ত-মুখে মাতা বলেছেন প্রতিকার
বিমাতার সেই বাক্য লক্ষ্যে পুণ্য লভিবার।
অনন্ত সম্পদ রাজ্য অনন্ত ঐশ্বর্য্য আর'
বদ্ধ কোন পুণ্য-পদে লক্ষ্য সে পদ আমার।
সেই পুণ্য-পদ-পন্থা করিবারে অন্বেষণ
ছেড়েছি পিতার পুরী পশিয়াছি তপোবন।
সে পদ সন্ধান নাকি জানেন তাপসগণ,
ভিক্ষা সেই পদ—কৃপা করি কর বিতরণ।"
কহিলেন মুনি—"মোরা চির ভিক্ষু যেই ধনে
কি শক্তি মোদের, বৎস, সেই ধন বিতরণে?

যে পথে ভ্রমিছি মোরা সে পদ কামনা করে,
তোমায় দেখাতে পারি প্রচুর মুল্যের তরে।
অশ্রু-সিক্ত-নেত্রে শিশু কহিলা "নির্ধন আমি'
কোথা হতে দিব মুল্য ?—" "যখন জগত স্বামী
প্রসন্ন হইয়ে তোমা নিবেন অক্ষয় পদে,
দিও মুল্য সপ্তর্ষিরে বেঁধে রেখে সেই পদে।"
কহিয়া এতেক বাণি নীরব হইলা মুনি ;
"আদেশ ধরিনু শিরে" কহিলেক শিশু পুনি।
স্থির নেত্রে অত্রি চাহি শিশুর বদন-পানে
কহিলেন, "যেই তৃষা সঞ্চারিত শিশুপ্রাণে,
তৃপ্ত হবে সেই তৃষা—হরি-পদ-শান্তি-ধারা
নির্ব্বাপি নির্ব্বেদ প্রাণে খুলিবে প্রেম-ফুয়ারা।
যাও, বৎস, পশ্চিমেতে অদূরে হেরিবে নদী,
লঙ্ঘি তাহে হেরিবেক কালিন্দীর কৃষ্ণহৃদি,
কালিন্দীর তীর ধরি যাইবে পূরবে পুনঃ,
হেরিবে যেখানে তীরে কুসুমিত মধুবন,
তমালে বকুলে যথা করে মধু আলিঙ্গন,
কদম্ব কুসুমে অলি করে যথা গুঞ্জরণ,
রসালে ভুলিয়ে পুন নারাঙ্গী মুকুলে ধায়,
প্রকৃতির বাল্যলীলা যথায় বিহঙ্গ গায়,
যথা কল নিনাদিনী কালিন্দী রবির করে
কাল হৃদি আলোকরি গায় গান কলস্বরে,
চিরানন্দ কালিন্দীর পানে চাহি হাসে বন,
তীরে নীরে যেই থানে আনন্দের প্রস্রবণ,—

হেন মধুবনে বাছা, প্রকৃতির লীলা-স্থানে
রচিও আসন তব হরিনাম নিয়ে প্রাণে।
অনন্ত জ্যোতির জ্যোতিঃ সেই হরি ভগবান,
কণা মাত্র জ্যোতিঃ যাঁর লয়ে রবি জ্যোতিষ্মান।
যেই রবি জ্যোতিঃ মধ্যে মহান্ বিশ্বের লীলা
বিভাষিত। দৃশ্য বিশ্ব—আলো ও ছায়ার খেলা।
চিন্ময় মহান জ্যোতিঃ রূপে সেই ভগবান
অনুবিদ্ধ বিশ্বমাঝে,—অনন্ত বিশ্বের প্রাণ।
হেন ভাবে প্রাণরূপী অনন্ত সে ভগবানে
ডাকিবে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অদ্বিতীয় শক্তি জ্ঞানে।
বিশ্বের অতীত শক্তি যাহে বিশ্ব অনুস্যূত
মুহূর্ত্তে বিলীন শূন্যে হলে সেই শক্তি চ্যুত।
সুলভ আরণ্য ফলে পবিত্র যমুনাজলে
নিবারিবে ক্ষুধাতৃষা নিদ্রা যাবে তৃণদলে।
হরিনামে প্রতিষ্ঠিত যেখানে হেরিবে যাহা
হরি প্রেমে স্মরি সদা আদর করিবে তাহা।
দারু শিলা তরু হেরি হরিনামে প্রতিষ্ঠিত
স্মরিবে অন্তরে হরি হয়ে ভক্তি বিগলিত।
ক্ষুধায় কাতর, বৎস, তব কান্ত দেহ এবে
আশ্রমেতে চল তথা আরণ্য শ্রীফল খাবে।"
উঠিলা মহর্ষিগণ যোগাসন পরিহরি
চলিলা আশ্রমে ধীরে—বন বিভাসিত করি।
কি মহাশক্তিতে যেন অজ্ঞাতে শিশুর প্রাণ
অপার শান্তির জলে অজ্ঞাতে করিলা স্নান।

মন্ত্রমুগ্ধ শিশু ধীরে মুনিগণ অনুগামী,
চলিলা ভাবিয়া চিতে "সে পদ কি পাব আমি?"

# রাজর্ষি কুমার।

—৩০০৩—

## ষষ্ঠ সর্গ।

—০**০—

স্থির যমুনার বক্ষ, গতি অচঞ্চল
সে বক্ষের সজীবতা জানায় কেবল।
শোভিছে সায়াহ্ন সূর্য্য রক্তিম গগনে,
কাঁপিছে রক্তিম স্তম্ভ যমুনা জীবনে,
নীরবে যমুনা যেন করিছে জ্ঞাপন·
'শ্রীহরির জয়স্তম্ভ এ রবি শোভন'।
রবি-করে হাসি, চাহি অনন্তের পানে,
চলেছে যমুনা কোথা অনন্তের টানে;
যেখানে অনন্ত সহ অনন্ত মিলন,
বাসনা তথায় তার অর্পিবে জীবন।
তীরে স্থির বনরাজী, বিহঙ্গ কূজনে
পড়িতেছে স্তুতিমন্ত্র উচ্চ-উচ্চারণে।
নবীন পল্লবাবৃত কুসুমিত বন
যমুনার দুই তীরে শোভিছে কেমন!
উজ্জ্বল কালিন্দীনীর, কৃষ্ণ তার তীর
তাহার পশ্চাতে রক্ত সায়াহ্ন মিহির,

লোহিত-মিহির-দীপ্ত প্রান্ত গগনের,
উজ্জ্বল নিলীমা ব্যাপি উপরে তাদের ;—
সত্ত্ব রজঃ তমঃ যেন ধরার উপর,
বিগলিত একাধারে—দৃশ্য মনোহর !
হেন দৃশ্য হেরিতেছে শিশু একজন
যমুনার পর পারে—সিক্ত দুনয়ন।
কাঁদিয়ে কহিছে শিশু ব্যাকুল পরাণ,
" কেমন করুণা তব ? করুণা নিধান !
জপিতেছি তব নাম গাই তব গান,
মুনিমন্ত্র অনুসারে করিতেছি ধ্যান।
অর্পিয়াছি প্রাণ মন উদ্দেশে তোমার,
হলো না তথাপি দীনে কৃপার সঞ্চার ?
কৃপাময় হরি তোমা ভনে মুনিগণ,
কৃপা যদি ইহা তবে কাঠিন্য কেমন ?
অশুচি কি আমি, প্রভু, তাই দয়াহীন ?
আমার করুণ কণ্ঠ এতই কি ক্ষীণ ?
পশে না কি তাই, প্রভু, শ্রবণে তোমার ?
পাব না কি তবে সেই পুণ্য পদ আর ?
কেমনে হইব শুচি ? কেমনে ডাকিব ?
কে শিখাবে ? কার কাছে দীক্ষা ভিক্ষা নিব ?
সপ্তর্ষি ! ছলনা বুঝি করেছ আমায় !
ক্ষত্রিয়ের পুত্র জেনে ছলেছ মায়ায় !
তোমাদের উপদেশ করেছি পালন,
তবু ত সে পুণ্য পদ হ'ল না দর্শন !

হীন হতে হীন আমি দীন হতে দীন,
দয়ার দেবতা তাই আমায় কঠিন!—”
“দয়ার দেবতা তিনি নহেন কঠিন,”
চকিতে শুনিলা শিশু—হেরিলা প্রবীণ
অপূর্ব্ব মুনির মূর্ত্তি, শুভ্র জটাজাল,
তরঙ্গিত শ্মশ্রুরাশি আবরি বিশাল
গৈরিক-আবৃত বক্ষ, প্রফুল্ল বদনে
চাহিয়া শিশুর পানে, প্রেমাশ্রু নয়নে;
স্কন্ধে দিব্য বীণা তাহে অলির ঝঙ্কার,
ঘন ঘন চুম্বে অলি দিব্য-ফুল-হার।
বীণার মধুর তানে হরি নাম গানে
ধ্বনিত কাননভূমি; গীতি-মুগ্ধ প্রাণে
নিশ্চল-হরিণ-দল; কুজনের ধ্বনি
মন্দীভূত; স্থির ক্ষিপ্র-গতিশীলা ফণী।
সঙ্গীতের সুধাধ্বনি উঠিয়ে কাননে
প্রতিহত সুমধুরে যমুনা পুলিনে।
যেন তারা পেয়ে সেই সাধনার নাম
এ উহারে চেয়ে তাহে গাহে অবিরাম!
মধ্যেতে যমুনা সুপ্ত অনন্ত-শয়ানে
লজ্বিয়ে দ্রবিছে ধ্বনি শিশুর পরাণে।
বলিতে লাগিলা শিশু আকুলিত প্রাণে,
“এই কি সে দয়াময় প্রেমামৃত দানে
শিশুরে তোষিতে এবে দিলা দরশন!
অনন্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ণ ইহাঁরই চরণ!

উৎসর্গিত দেহ মন যে পদের তরে
কৃতার্থ করিবে প্রভু সে পদ বিতরে',
দেও পদ শিরে তবে"—বলিয়ে বালক
ভূমে পড়ি মুনিপদে স্থাপিলা মস্তক।
যথা তুঙ্গতরঙ্গিত কাদম্বের মুলে
শোভে নব-শশী-কলা পশ্চিম অচলে,
শোভে শিশু শুভ্র-শ্মশ্রু শুভ্র জটাজালে
রক্ত বস্ত্রে বিমণ্ডিত মুনি-পদ-তলে।
করে ধরে' পদ্ম-পানি কহিলেন মুনি,
"উঠ, ধ্রুব, সুনীতির নয়নের মণি,
কেন, বৎস, হরি-হারা ব্যাকুলিত মনে
শ্রীহরি-কিঙ্করে হরি ভাবিতেছে ভ্রমে।
নহি আমি হরি—হরি তোমার আমার
তোমায় আমায় তাঁর করুণা অপার!
ধন্য তুমি! এ শৈশবে হরি ধন আশে
করিছ কঠোর তপঃ দুঃসহ প্রয়াসে!
হরির উদ্দেশে কেশ যে করে চালন
নিষ্ফল প্রয়াস তার(ও) হবে না কখন!
শ্রীহরি চরণ স্মরি কেশ-কল্প স্থান,
যে করে লঙ্ঘন তার(ও) হইবে কল্যাণ!
দুঃসহ তপস্যা তব হইবে সফল
পাইবে অবশ্য তাঁর চরণ কমল!—"
দাঁড়াইয়া ধ্রুব সিক্ত-স্ফারিত-নয়নে
চাহিয়ে ক্ষণেক স্থিরে মুনি-মুখ-পানে

কহিলেন—"পূজ্যপাদ দেবর্ষি এখানে
তৃপ্ত করিছেন প্রাণ হরি গুণ গানে!
অতৃপ্ত আমার প্রাণ সেই পদ আশে,
কেমনে পাইব তায় শিক্ষা দিন দাসে।
সপ্তর্ষির উপদেশ ধরেছিনু শিরে,
ভজিলাম ভগবানে এ হৃদি মন্দিরে
কৃপাময় কৃপাকরি সে পুণ্য চরণ
দীনের হৃদয়ে কই করিলা অর্পণ?
উত্তরিল ঋষিবর, "কৃপাময় তিনি
যমুনা প্রবাহ যথা নিম্ন প্রবাহিনী
তেমনি বহিছে কৃপা; তৃণ সম দীন
হয়ে যেই ডাকে, কৃপা তাহার অধীন।
সর্ব্ব বিরহিত হয়ে অনন্য পরাণে
যে ডাকে তাঁহারে, তিনি কৃপাবারিদানে
করেন শীতল সিক্ত তাহার পরাণ,
বিশ্বময় হেরে সেই কেবল কল্যাণ।
অপূর্ব্ব আনন্দ রসে ডুবে তার মন,
অন্তরে বাহিরে বহে প্রেম প্রস্রবণ।"
শুনিয়ে কহিলা শিশু—"অনন্য হৃদয়ে
ডেকেছি তাঁহায় সর্ব্ব-বিরহিত হয়ে,
কেমন করুণ তাঁর না দিয়ে চরণ
অন্তরালে থাকি কোণ হেরেন ক্রন্দন!
এ রহস্য আমি শিশু বুঝিতে না পারি,
বুঝাও আমারে আমি শিক্ষার ভিখারী।

কহিলা নারদ—"বৎস, অনন্য হৃদয়ে
ডাক নি তাঁহারে সর্ব্ব-বিরহিত হয়ে।
জগতে আপনা পর যে করে গণন,
সঙ্কীর্ণ হৃদয় তার সঙ্কুচিত মন;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পতি মহামহীয়ান
সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে তাঁর নাহি হয় স্থান।
উদার হৃদয়ে তাঁর স্বতঃ আকর্ষণ,
চন্দ্রমার সাধ করে বারিধি চুম্বন।
গোপনে হৃদয়ে তব জাগিছে সতত
বিমাতার নির্য্যাতন ঐশ্বর্য্য সম্পদ;
সম্পদ হৃদয় যেই করি অধিকার,—
সে হৃদে হরির স্থান সম্ভবে কি আর?
বিমাতায় শত্রু'ভাব আশক্তি সম্পদে
যত দিন রবে, নাহি পাবে সেই পদে।
যাহার কৃপায়, বৎস, হরি পদে মতি,
তা হ'তে তোমায় আর কেবা দয়াবতী।
বিমাতায় শত্রু ভাব কর পরিহার,
উচ্চ হব,—যশোকীর্ত্তি করিব উদ্ধার,
হেন অহঙ্কার, বৎস, ক'রিয়ে বর্জ্জন,
অনন্য হৃদয়ে চিন্ত তাঁহার চরণ।
প্রাণরূপী ভগবান; বিশ্ব চরাচরে,
অনন্ত বিকাশ তাঁর ভূতলে অম্বরে।
অসীম ব্রহ্মাণ্ড তাঁর বিরাট মুরতি;
হরিময় সর্ব্বভূত; আত্ম পর মতি

শ্রীহরি-বিদ্বেষ, বাছা, জানিয়ে অন্তরে
হেরিবেক প্রেম-নেত্রে বিশ্ব চরাচরে।
মনের মালিন্য শুধু কাম অভিলাষ,
শুচি সেই যে করেছে তাহার বিনাশ,
যশো আশা, অহঙ্কার, বৈরনির্যাতন
প্রেমের অগ্নিতে কর আহুতি অর্পণ।
যাও, বৎস, প্রাণায়ামে নাহি প্রয়োজন,
একাগ্র ভকতি ভরে করগে সাধন।
মলিন দর্পণে যথা আলোকের রেখা,
উজ্জ্বল কিরণে কভু নাহি যায় দেখা,
দর্পণ ফলক পুন হইলে নির্ম্মল
বিম্বিত আলোক তাহে দেখায় উজ্জ্বল,
তেমতি বিশুদ্ধ প্রাণে সে জ্যোতির ছায়
বিশ্ব বিমোহন রূপে উজ্জ্বল দেখায়।
করগে সাধন, বৎস, করুণা-নিধান
তৃপ্ত করিবেন প্রেমে তোমার পরাণ।
ব্রহ্মাণ্ড হেরিবে প্রেম-লীলার প্রাঙ্গন,
প্রেম-সিন্ধু-জলে ডুবে তুলিবে রতন,
কোটি-প্রভাকর-কল্প সে রতন প্রভা,
মোহিত প্রেমিক হেরি রশ্মি-কণা-শোভা ;
হেরিবে জগৎ কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডিত,
মহাশক্তি সুদর্শন চক্র বিঘূর্ণিত ;
হেরিবে অনন্ত সেই চক্র সুদর্শন
লীলায় অনন্ত হরি করেন চালন ;

হেরিবে আপনা মগ্ন অনন্তের কোলে
ক্ষুদ্র বারিবিন্দু যথা বারিধির জলে।
যাও, বৎস, এক মনে করগে সাধন'
নিশ্চয় বাসনা তব হইবে পূরণ।"
বলিয়া ধরিল ঋষি হরিনাম গান,
ভূতলে পড়িয়ে শিশু করিলা প্রণাম।
সিঞ্চিয়ে অমৃত ধারা সে পুণ্য মুরতি
ডুবিলা অরণ্য মাঝে। যথা দিনপতি,
পশ্চিম আকাশে ধীরে তিমিরের মাঝে
ডুবিলা, রঞ্জিয়ে বিশ্বে গোধূলির সাজে।

——::00::——

# রাজর্ষি কুমার।

—০০—

## সপ্তম সর্গ।

—•✱✱•—

সুনীল অম্বর, শ্যামল কানন,
যেন এ উহারে করে নিরীক্ষণ ;
এ উহার শোভা করি দরশন
আপন আনন্দে আপনি মগন।
হাসে ফুল-ছলে অপার কানন,
শুভ্র অভ্র ছলে হাসিছে গগন ;
তৃপ্ত যেন নভঃ করি আলিঙ্গন,
কুসুমিত স্থির আনন্দ-কানন।
কুসুমে ভ্রমর করিছে চুম্বন,
ভ্রমরে কুসুমে গাঢ় আলিঙ্গন ;
তৃপ্ত যেন ফুল ভ্রমর-মিলনে,
তৃপ্ত যেন অলি ফুল-আলিঙ্গনে।
গায় শুধু অলি প্রেমের মিলন,
হাসে ফুল হয়ে আনন্দে মগন ;
ফুরায়েছে তার পিপাসার গান,
ফুরায়েছে তার ব্যাকুল আহ্বান।

গাইছে বিহঙ্গ আনন্দের গান,
তৃপ্ত ফলে ক্ষুধা, ফুলে সুধাপান।
আনন্দ গগনে হইছে মগন,
অপার আনন্দে আনন্দ কানন।
অদূরে যমুনা—স্থির শান্ত কায়া—
হৃদয়ে লইয়ে অনন্তের ছায়া।
নাহি আর তার তরঙ্গ গর্জ্জন,
নাহি ছুটাছুটি পূর্ব্বের মতন।
কত আশা লয়ে কতই উৎসাহে
ধাইত ব্যাকুলা কি দ্রুত প্রবাহে!
কি আনন্দ এবে হৃদয়ে তাহার,
স্থির, পেয়ে কিবা সাধন আশার!
স্থির শান্ত হেন আনন্দের মাঝে,
স্থির শান্ত শিশু সন্ন্যাসীর সাজে,
আনন্দে মগন তাহার পরাণ,
গাইছে আনন্দে আনন্দের গান।—
"আহা কি মধুর আনন্দ অপার,
শান্তির হিল্লোল প্রাণের মাঝার!
আমি নাই,—শুধু আনন্দ কেবল,—
অনন্ত আনন্দ গভীর অচল!
আনন্দে পূরিত নক্ষত্রের পুরী,
ধরাতলে বহে আনন্দ লহরী।
নাহি দিক্‌দেশ—নাহি কালক্ষণ,
চিন্ময় আনন্দ জ্যোতি অতুলন!

পূর্ণানন্দ-পূর্ণ অনন্ত অম্বর,
পূর্ণানন্দ-পূর্ণ বিশ্বচরাচর।
অনন্ত আনন্দ রাশির মাথার,
কেন্দ্রভূত এক ক্ষুদ্র অহঙ্কার।
ক্ষণে ক্ষণে কেন্দ্র হয়ে যায় হারা,
কেবল আনন্দ আপনা-পাশরা!
স্থির ধীর সেই আনন্দের রাশি!
স্থির সুধাময় এক পূর্ণ হাসি!
পূরিয়ে অন্তর পূরিয়ে বাহির,
এক অদ্বিতীয় অচল গভীর,—
অনন্তের অন্ত, অসীমের সীমা
মিলায়ে, দেখায় অপূর্ব্ব মহিমা!
ব্রহ্মাণ্ড পূরিত হাসিময় প্রাণ,
জাগ্রত প্রহরী মহাজ্যোতিষ্মান্!
চন্দ্র সূর্য্য তারা পাখী ফুল অলি,
এক প্রাণ সূত্রে গ্রথিত সকলি!
আনন্দ আনন্দ আনন্দ কেবল,
হাসির পাথার অনন্ত অচল!
নাহি জন্ম জরা নাহিক মরণ,
বিশ্ব পরিপূর্ণ এক সনাতন!
মহাকেন্দ্র এক অসীম শকতি,
অসীম জগৎ তাহার বিবৃতি।
মহাকেন্দ্রভূত মহাবীজ সেই,
অনন্ত জগতে বিকশিত যেই।

সেই কেন্দ্রে লীন অনন্ত জগত,
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম মহতে মহত।
যেই মহাবীজে অনন্তের লয়,
তাহাতে আবার অনন্ত উদয়!
জয় জয় জয় ব্রহ্ম শকতির,
জয় জয় জয় অনন্ত শান্তির,
জয় জয় জয় অনন্ত জ্ঞানের,
জয় জয় জয় অনন্ত প্রেমের।"
গাইতে গাইতে আনন্দের গান,
পূর্ণানন্দ-পূর্ণ বালকের প্রাণ।
ভেদিয়া গম্ভীর প্রণবের স্বর
উঠিয়া ব্যাপিল অনন্ত অম্বর।
প্রণবের ধ্বনি হইল উড্ডীন,
ধ্বনিতে জগত হইলেক লীন!
কোটি চন্দ্র তারা কোটি প্রভাকর,
কোটি কোটি বিশ্ব, বায়ু বৈশ্বানর,
লীন আজি এক গম্ভীর ওঙ্কারে,
মগ্ন "অহঙ্কার" আনন্দ মাঝারে!—
বাহিরে গম্ভীর প্রণবের ধ্বনি
অন্তর প্রণবে মিশিল অমনি।
"ধন্য আজি ধ্রুব রাজার কুমার,
তৃপ্ত ব্রহ্মানন্দে পরাণ তোমার।
আহা কি মধুর রূপের কিরণ,
যেন অকলঙ্ক শশাঙ্ক-বাঞ্ছন।

ভস্ম ভেদি’ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর,
দীপ্ত ব্রহ্ম-তেজঃ সে রূপ ভিতর।
ধন্য আজি পুণ্য আর্য্যাবর্ত্ত দেশ,
শ্রীহরির লীলা যথায় অশেষ।
জয় জয় জয় লীলাময় হরি,
তৃপ্ত আজি হেরি দুনয়ন ভরি,
শৈশব-সন্ন্যাসী অভিনব-লীলা,
প্রস্রুত সলিল ভিন্ন করি শিলা।
পূর্ণ ব্রহ্মতেজে ক্ষত্রিয় কুমার,
শত ঋষি নত চরণে ইঁহার!
মধুবন মাঝে মধু গীতি গাও,
হৃদয়ের সাধ আজিকে মিটাও।
হরিনাম আজি শিশু সহ মিশি
গাও প্রাণভরে’ তৃষাতুর ঋষি।
দ্যুলোক হইল ভূ-লোকে উদয়,
ক্ষত্রিয়-প্রদীপ্ত ব্রহ্ম তেজোময়।
বিলাস-ভবন, রাজ-সিংহাসন,
হরিনাম-সুধা-সিক্ত রাজ্যধন;
আহার, বিহার, বসন, ভূষণ,
হরিনাম-সিক্ত কামিনী-কাঞ্চন।
জপ সেই নাম, ধ্যান-মগ্ন প্রাণ—
হের বিশ্ব, উচ্চে কর নাম গান।
গাইতে গাইতে ডুবাও পরাণ,
ভুলে যাও বিশ্ব ভুলে যাও গান,

ভুলে যাও নাম, ভুল রে উপাধি,
ভাবেতে হউক ভাষার সমাধি।
চিন্ময় চিন্ময় চিদানন্দ সার
অনন্ত অসীম—কিছু নাই আর!"
এক বিশ্বে থাকি অন্য বিশ্ব গান,
দূরাগত যেন সঙ্গীতের তান—
শুনিলা সহসা সন্ন্যাসী-কুমার,
ফুটিল কমল নয়ন তাহার।
অপার শান্তির বিমল সিঞ্চনে
পরিস্নাত বিশ্ব ভাতিল নয়নে।
সুনীল সুন্দর গগনের গায়
হেরিলা অপূর্ব্ব কাননের ছায়;
তাহে দিব্য সপ্ত মুনির মুরতি
গাইছে গম্ভীরে হরিগুণ গীতি।
ক্ষণেক চাহিয়ে সন্ন্যাসী-কুমার
মুনিগণ-পদে করি নমস্কার
কহিলেন,—"অই চরণ কৃপায়
দীপ্ত এ হৃদয় অপূর্ব্ব প্রভায়,
হেরিতাম বিশ্ব নির্জীব নীরস—
রবি চন্দ্র তারা পূর্ণ বিহায়স;
হেরিতাম তরু, লতা, ফুল, অলি;
শুনিতাম কত বিহঙ্গ-কাকলি;
নীরস নির্জীব লাগিত সকল,
লাগিত কর্কশ জীব-কোলাহল।

কিবা নব রস করিলে সিঞ্চন,
সঞ্জীবিত হ'ল শিশুর জীবন।
হেরিলাম বিশ্বে সৌন্দর্য্য অশেষ,
পরিলা গগন কিবা নব বেশ!
চন্দ্রমা ভাস্কর তারকার পাঁতি
পূর্ণ করিলেক কিবা দিব্য ভাতি।
তরু গুল্ম লতা কুসুম-বিকাশ,
পূরিল বিমল কিবা নব হাস।
গাইল বিহঙ্গ মধুর সঙ্গীত,
গাইল মধুর সঙ্গীত সরিত।
অনন্ত জগতে কি যেন গোপনে
টানিল পরাণ প্রেম আকর্ষণে।
ছুটিল পরাণ অনন্তের পানে,
মোহিল হৃদয় অনন্তের গানে।
ব্যাকুল হইনু কি জানি কি লাগি,
সুপ্ত প্রাণ কেন উঠিলেক জাগি।
তোমরা করেছ প্রাণ-সঞ্জীবন
জীবনের গুরু—বন্দিছি চরণ।"
কহিলা সপ্তর্ষি রাজর্ষি-কুমারে
"বন্দ্য তুমি এবে; বন্দিছ কাহারে?
গাও প্রেমভরে হরি গুণগান,
তৃপ্ত সপ্তর্ষির হউক পরাণ।"
দাঁড়াইয়া ধ্রুব যুড়ি দুই পাণি,
গাইলা গম্ভীরে হরিগুণ বাণী।

বহিল অনীল, ঝঙ্কারিল পাখী,
হাসি-মাখা ফুল বরষিল শাখী ;
কাঁপিল লতিকা আরতি লীলায়;
ছুলি অলি কিবা স্তুতি-গীতি গায়।
ধ্রুবের সাধন হইল পূরণ,
প্রকৃতি করে কি সুখাভিনন্দন ?
"অনাদি অনন্ত সত্য সনাতন,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ তুমি পরাণ-রমণ।
মহাবীজ-রূপী পরম কারণ,
অনন্ত জগত করিছ সৃজন।
সূক্ষ্মতম যেই পরমাণু কণ,
শক্তি রূপে তায় করিছ ধারণ।
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম অনন্তে বিলীন,
স্থূল হতে স্থূল অনন্তে উড্ডীন,
ধরিতে তোমায় হারা হয় মন,
বর্ণিতে তোমায় হারায় বচন।
চিদানন্দ তুমি ব্যাপিয়ে ভুবন—
বায়ু, বৈশ্বানর, সলিল, গগন ;
তুমি রস-রূপী—করিছ পালন,
অনন্ত জগতে অনন্ত জীবন।
তোমা হতে স্বতঃ আনন্দ উদয়,
সে আনন্দে বিশ্ব হয়ে যায় লয়।
না জানে তোমায় নাহি হেন জন,
জেনেছে তোমায় কে আছে এমন ?

ছায়াময় বিশ্বে কারণ-কারণ
এক মাত্র সার তুমি একজন।
ধ্বনিছে জগত তোমার বিজয়,
তোমারই মহিমা মহা বিস্ময়।—"
প্রতিধ্বনি সম অদূরে মধুর
উঠিল ঝঙ্কারি সঙ্গীতের সুর,—
"তোমার মহিমা মহা বিস্ময়
গাইছে জগত তোমারই বিজয়।
লীলাময় হরি, এ লীলা তোমারি
দীপ্ত পূর্ণ ভাবে শিশুর হৃদয়!
তৃপ্ত দুনয়ান, তৃপ্ত এ পরাণ
ধন্য পুণ্য নাম, ধন্য দয়াময়!
পাষাণ বিদারি, স্নিগ্ধ শান্তি বারি—
ক্ষাত্র বীজে ব্রহ্ম অঙ্কুর উদয়।
গাও প্রাণ ভরি, নাম হরি হরি
সুধাসিন্ধু মাঝে ডুবাও হৃদয়।"
গাইতে গাইতে হরি গুণগান,
সিক্ত দেবর্ষির যুগল নয়ান।
সে মহা সঙ্গীত করিয়ে শ্রবণ,
বন্দিলেন ধ্রুব দেবর্ষি-চরণ;—
"অই পদ মম সাধনে সহায়,
সিদ্ধ আজ আমি ও পদ-কৃপায়।
ছুটিত পরাণ হইয়ে ব্যাকুল
হেরিয়ে প্রকৃতি;—পাখী, অলি, ফুল;

তারকা-ভূষিত তোরণের প্রায়—
নিশীথ-অম্বর হেরিয়ে কোথায়,
ব্যাকুল পরাণ যাইত ছুটিয়া,
কি যেন না পেয়ে আসিত ফিরিয়া;
আবার দিবায় অরুণ রঞ্জিত—
জলদের জালে অম্বর ভূষিত,
হেরিয়া ছুটিত অনন্তের পানে
পরাণ আমার কাহার সন্ধানে!
যমুনার ছবি খর-প্রবাহিনী
হেরি আকুলিত পরাণ অমনি,
কি যেন আনন্দে উঠিত মাতিয়া,
ছুটিত কোথায় কিসের লাগিয়া।
ব্যাকুলতা শুধু, অতৃপ্তি কেবল;—
কি ভাবে হইত পরাণ উতল!
অনন্ত জগতে—প্রকৃতির গায়
ফুটোন্মুখ যেন কোন্ ব্যক্ত ছায়,
না ফুটিয়া তায় হইত বিলীন;
'বিষাদে পরাণ হইত মলিন।
আনন্দের এক বিজলীর রেখা
বিকাশ উন্মুখ, যাইত না দেখা;
আশায় নিরাশা আনন্দে বিষাদ
করিত মলিন পরাণের সাধ।
অবসন্ন প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
যবে জুড়াইতে পারি নাই হিয়া,

তখন করুণা করিয়া আমায়
দেখাইলে পথ ; তোমার কৃপায়
আঁধার পরাণ লভিল কিরণ
সুবিমল, চির-শান্তি-নিকেতন।
সনাতন শুদ্ধ চিদানন্দ-ময়
শ্রীহরি-স্বরূপে পূর্ণ এ হৃদয়।
হরি-সখা তুমি গুরু এ দীনের
লও হে প্রণাম এই অধীনের।"
অশ্রু-সিক্ত-মুখে করি প্রসারণ
দীর্ঘ ক্ষীণ বাহু, দেবর্ষি তখন
"হরি ভক্ত" বলি ধ্রুবে ধরি বুকে
"তৃপ্ত হলো প্রাণ" কহিলেক মুখে।
উথলিল প্রাণে আনন্দ লহরী
কহিলেন ধ্রুব "জয় জয় হরি"।
আবার বহিল মধুর সমীর,
ধ্বনিল মধুর কুজন পাখীর,
বরষিল শাখী কুসুমের রাশি,
আরতি করিল ব্রততীরা হাসি।
নবীনে প্রবীণে গাঢ় আলিঙ্গন,—
সুধা সুধাংসহ—কিরণে কিরণ।
অরুণের কোলে তরুণ ভাস্কর,
সুমেরু শিখরে পূর্ণ সুধাকর।
কহিলা দেবর্ষি "সুনীতি-কুমার!
অই যে জননী জনক তোমার।—"

মন্ত্র মুগ্ধ প্রায় পশ্চাতে তাহার,
নীরব সুনীতি—দুটি স্বচ্ছ ধার
বহিছে সুগোল কপোল উপর,
সিক্ত করিতেছে হৃদয়-অম্বর।
তাঁহার পশ্চাতে ব্যাকুলিত প্রাণ
সুরুচি, পশ্চাতে তাঁহার সন্তান।
নীরব, নিশ্চল, বদনে বিষাদ,
পশ্চাতে নৃপতি সে উত্তানপাদ।
হেরিলা সুনীতি কুমার তাঁহার
সপ্তর্ষি বেষ্টিত—জ্যোতির আকার;
প্রাণের আবেগ রাখিতে না পারি
কহিলা করুণে,—"করুণা তোমারি,
অনন্ত জগতে আলোকে আঁধারে
সতত বর্ষিত অবিরল ধারে;
ধন্য দীন-বন্ধো! অরক্ষিত জনে
রক্ষিছ সতত কতই যতনে!
বাছনি আমার এ অরণ্য মাঝে
যাপিল যামিনী কিবা দিবা সাঁজে,
একাকী লইয়ে তব পুণ্য নাম,—
হেরিছি বাছার প্রফুল্ল বয়ান।
লও দয়াময়, কৃতজ্ঞতা দান—
পাপলিপ্ত দীনা সুনীতির প্রাণ।"
দেবর্ষির অঙ্ক করি পরিহার
বন্দিলেন ধ্রুব চরণ মাতার।

হেরিলেন তাঁর সজল নয়ন,
শুনিলেন শিশু মাতার বচন,—
"এস, বৎস, মোর কোলে একবার,
তপ্ত বক্ষ আজি জুড়াও আমার।"
সুনীতি ব্যাকুলা হইয়ে তখন
ধ্রুবে তুলি হৃদে করিলা ধারণ।
চুমিলা জননী শিশুর বদন,
ঝরিল নিরবে নিথর নয়ন।
ঝরিল নীরবে সুনীতির গায়,
কুসুম—তরুর আনন্দাশ্রু প্রায়;
উরঃ, শিরঃ, কেশ, পৃষ্ঠের উপর,
শোভিল সুন্দর কুসুমের স্তর।
কহিলেন,—"বাছা, ছাড়িয়ে আমায়
কেমনে কাটালে—কিবা সাধনায়—
এ সুদীর্ঘ কাল; ক্ষুধা তৃষ্ণা লয়ে
এসেছিলে বাছা তাপিত হৃদয়ে;
কেমনে, বাছনি, সে ম্লান বদন
কে করিল আজি প্রসন্ন এমন?
কে দিল মুছায়ে নয়ন তোমার
পিপাসায় বারি ক্ষুধায় আহার?"
কহিলেন ধ্রুব,—"অগণ্য জীবের
অন্ন দেন যিনি, তব তনয়ের
ক্ষুধায় আহার, পিপাসায় বারি
দিয়াছেন তিনি, অঙ্কেতে তাঁহারি

অজ্ঞাতে আমায় করিয়ে গ্রহণ,
করেছেন স্নেহে অশ্রু নিবারণ।'

সুনীতি—"এ ঘোর কাননে ভয় পেয়ে যবে
সিংহ ব্যাঘ্র আদি শ্বাপদের রবে,
কাতরে মাতারে করেছ আহ্বান,—
কে করেছে কোলে আশ্রয় প্রদান?

ধ্রুব—"নৃশংস আরণ্য শ্বাপদের প্রাণে
যিনি দেন মাতঃ আসক্তি সন্তানে,
সেই মাতৃশক্তি—চরাচরময়—
রক্ষিছেন স্নেহে তোমার তনয়।"

সুনীতি—শুনি হরি মম করুণ ক্রন্দন,
করেছেন বুঝি অঙ্কেতে গ্রহণ
দীনা সুনীতির নয়নের মণি
তোরে, ওরে ধ্রুব, প্রাণের বাছনি
স্মরিয়া তোমার পূর্ণ-চন্দ্রানন,
ঝরিয়াছে কত এ দুই নয়ন;
স্বপনের মত শুনি তব বাণি
চমকি চমকি উঠিয়াছে প্রাণি;
খুঁজিয়াছি বন, খুঁজেছি কুটির,
তপোবনে কত শত তপস্বীর;
মুনিগণ-মুখে আশ্বাস-বচন
পারে নাই হৃদি করিতে সান্ত্বন;

ফিরিয়ে মন্দিরে করি দরশন,
তোমার আহার, বসন, ভূষণ,
কত যে জ্বালায় জ্বলিয়াছে প্রাণ,
জানেন অন্তর-যামী ভগবান।
দেবর্ষির শুধু শুনিয়ে বচন,
আশায় এ দেহে রেখেছি জীবন ;
আকুল পরাণে করেছি যাপন
শত বর্ষ সম তব অদর্শন।—”
শুনিতে শুনিতে সুনীতি বচন,
হেরিলেন ধ্রুব—মলিন বদন
বিমাতা তাঁহার অদূরে—নিথর,
নয়ন যেমন তৃষিত চকোর,
কিবা নবশশী-সুধা-ধারা-পানে
পূর্ণ-উদ্বেলিত, সে ধারা বয়ানে।
মাতৃ-অঙ্ক হতে ধীরে অবতরি
করিলা প্রণাম পদ-যুগ্ম ধরি।
সুরুচি, কুমারে করিলেন কোলে,
দুই স্বচ্ছ ধারা শোভিল কপোলে ;—
কহিলেন,—“বৎস, আমার মতন
ধরাতলে নাহি পাপী কোন জন ;
পরাণ আমার কঠিন পাষাণ
এ তাপেও নাহি হলো শত খান !
ক্ষমেছ আমায়—এ পাপ-উরস
পবিত্র, পাইয়ে তোমার পরশ।

কিন্তু ঘোর তাপে জলিছে পরাণ,
তাহে শান্তি-ধারা কে করিবে দান ?
কহিলেন ধ্রুব—“ কেন, মাতঃ, হেন
আত্মনিন্দা করি করিছ রোদন ;
পুণ্য-স্পৃহা মোরে করেছিলে দান,
যাহে তৃপ্ত আজি তোমার সন্তান !”
দ্বিগুণ প্রবাহে সুরুচি-নয়ন
ঝরিল শুনিয়া ধ্রুবের বচন।
কহিলা সুরুচি বাষ্প-ভগ্ন-স্বরে,—
“ ভীষণ অনল জলিছে অন্তরে ;
যত দিন তোমা অই সিংহাসনে
না হেরি ভূষিত রাজ-আভরণে,
হৃদয়ের তাপ হবে না নির্ব্বাণ ;
হবে না শীতল এ তপ্ত পরাণ।
আসিয়াছি মোরা লইতে তোমায় ;
সাধ—সাজাইয়ে রাজাঙ্গ ভূষায়
বসাইব তব পিতৃ-সিংহাসনে,
জুড়াব হৃদয় জুড়াব নয়নে।”
কহিলেন ধ্রুব—“ কেন মা এমন
হইতেছে তব বৃথা আকিঞ্চন।
অনন্ত আনন্দে পূর্ণ মম প্রাণ,
চাহে না সম্পদ রাজ্য ধন মান।
তুচ্ছ বৈকুণ্ঠের তুঙ্গ সিংহাসন,
কোটি কুবেরের কোষ-পূর্ণ ধন ;

তুচ্ছ ত্রিলোকের সম্রাজ্য অটল ;
ব্রহ্মানন্দ কাছে তুচ্ছ এ সকল।
সুধা-সিন্ধু মাঝে মগ্ন যেই জন,
বটু-কূপ-জলে চায় কি কখন ?
ধূলি বালি আর পুতুল খেলায়,
যে অবোধ শিশু সেই সুখ পায় ;
প্রবীণ যে জন সে কি কভু চায়
শৈশব লীলায়, পুতুল খেলায় ?
রবি-চন্দ্র-তারা-খচিত সুন্দর,
অই যে অনন্ত-বিস্তৃত-অম্বর
আপন প্রাসাদ বলি যার জ্ঞান,
ক্ষুদ্র পুরী কেন চাবে তার প্রাণ ?
অনন্ত আকাশ-প্রাঙ্গনে লীলায়
স্বচ্ছন্দে যে পাখী করয়ে বিহার,—
বদ্ধ উপবনে, ক্ষুদ্র পিঞ্জরায়
সে বিহঙ্গ কভু বিহরিতে চায় ?—"
শুনিয়ে ধ্রুবের এ হেন বচন
সুধীরে কহিলা নৃপতি তখন,
"যাবেনা কি, বৎস, পাপের পুরীতে ?
ঘৃণা কি রে পাপ আসনে বসিতে ?—"
"না, পিতঃ," বলিলা কুমার প্রণমি,
"ঘৃণা পাপ কারে বলে নাহি জানি,
অবিচ্ছেদ সেই ব্রহ্মানন্দ-ধারা
আশঙ্কা—কি জানি হয়ে যাই হারা।—"

কহিলা দেবর্ষি—"কেন ভেদাভেদ ?
ব্রহ্মানন্দ-ধারা কে করিবে ছেদ ?
আসন, ভূষণ, রাজ্য, ধন, মান,
কানন, কুটির, মশান, শ্মশান,
প্রেমের অঞ্জনে অঞ্জিত নয়ান
ব্রহ্মাণ্ডে সকল(ই) নেহারে সমান।
যাও, বৎস, পুরে পুরাও মাতার
সামান্য বাসনা নিয়ে রাজ্য-ভার।
ধূলিময় দেহ দিয়ে ধূলি মাঝে,
সাধহ ধরায় ধূলি-খেলা কাজে ;
চিন্ময় আপনি থাকিবে সদায়
চিদানন্দময় ব্রহ্ম-সাধনায়।—"
ধ্বনিলা সপ্তর্ষি দেবর্ষির বাণি
" চিদানন্দে মগ্ন থাকিয়ে আপনি
জড় দেহে কর জগতের কাজ,
সিংহাসনে বসি নিয়ে রাজ-সাজ।"
কহিলেন ধ্রুব—" ধরিলাম শিরে
গুরুর আদেশ—যাব পুরে ফিরে।
কিন্তু যদি পিতা উত্তমের করে
রাজ-সিংহাসন অর্পণের তরে
করিয়া থাকেন কভু অঙ্গীকার,
সত্য-ভঙ্গ পাপ হইবে তাঁহার ;
আমি যদি করি তাহে আরোহণ
পিতৃ-পাপ কিসে হইবে ক্ষালন ?"

কহিলা নারদ—“পাপ পুণ্য জ্ঞান
কেন করে তব ব্রহ্ম-মগ্ন-প্রাণ ?”
উত্তরিলা ধ্রুব “সাজিয়ে সংসারী
কি শিখাব লোকে পাপ-পুণ্য ছাড়ি ?
ব্রহ্ম-মগ্ন প্রাণ দ্বন্দের অতীত ;
কিন্তু সাধিবারে সংসারের হিত,
সংসারের ভাব না করি গ্রহণ
সংসারে শিখাব কেমন সাধন ?—”
কহিলা সুরুচি উত্তমে তখন,
“যাও, বৎস, বন্দ ভ্রাতার চরণ।
তোমার উদ্দেশে জনক তোমার
অর্পিয়াছিলেন রাজ্য-ধন তাঁর ;
ভ্রাতার চরণে করগে অর্পণ
পিতৃ-দত্ত সেই রাজ্য সিংহাসন।”
মাতৃ-বাক্যে শিশু হয়ে অগ্রসর
বন্দিলেন ধ্রুবে। প্রসারিয়ে কর
ধ্রুব উত্তমেরে করিয়ে ধারণ
আবেগে করিলা গাঢ় আলিঙ্গন।
কহিলা উত্তম—“রাজ্য সিংহাসন
তোমার চরণে করিনু অর্পণ।”
বহিল অনিল, বিহঙ্গ কূজিল,
রাশি রাশি ফুল হাসিয়ে ঝরিল,
ঝঙ্কারিল বীণা, গুঞ্জরিল অলি,
ধ্বনিলেন “হরি” মুনির মণ্ডলী।

বীণায় হইল নামের ঝঙ্কার,
বহিল ধ্রুবের নেত্রে অশ্রুধার।

---

কে গায় নীরব গান প্রাণের ভিতরে,
প্রেমের লহরী কেবা তুলে প্রাণ ভরে'।
সঞ্জীবিত সেই গানে,— সে লহরী লাগে প্রাণে,
উদ্বেলিত প্রেম নেত্রে ঝরে থরে থরে,
প্রাণের ভিতরে হাসি, কে ফুটায়ে রাশি রাশি,
ভিতরে হাসির ঢেউ ছুটিছে বাহিরে।
"আমি" টুকু গলে' গিয়ে, ধরা দেয় ভাসাইয়ে,
অনন্ত জগৎ পশে "আমি"র ভিতরে,
"আমি" খুঁজে নাহি পাই, হাসি ছাড়া কিছু নাই,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি "হাসি" নৃত্য করে।
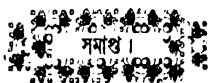
সমাপ্ত।

# সংসার-ধর্ম্ম ও বিষয় কর্ম্ম।

প্রথম খণ্ড।

রামপুর বোয়ালিয়ার জুয়েলার্স

হাজরা গুপ্ত এণ্ড কোম্পানির

স্বত্বাধিকারী

**শ্রীসারদাপ্রসাদ হাজরা চৌধুরী**

প্রণীত।

প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণের লভ্যাংশ জাতীয় ধনভাণ্ডার ও
বিদ্যা-মন্দিরের সাহায্যদানকল্পে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

**কলিকাতা,**

৯১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, অবসর প্রেস হইতে
শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৩।

মূল্য।৵০ ছয় আনা মাত্র।

# ভূমিকা।

সংসার-ধর্ম্ম ও বিষয় কর্ম্ম ঘটিত বৃত্তান্তের নূতনত্ব কিছুই নাই। ইহা নাটক নহে, নভেল নহে, নবন্যাস নহে, উপন্যাস নহে, ইহাতে হাসির ফোয়ারা নাই, কান্নার উচ্চরব নাই, নৃসংশের লোমহর্ষণ কাণ্ড নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অনেকে বলিতে পারেন, যদি নূতনত্বই নাই, হাঁসান, কাঁদান, প্রাণমাতান কার্য্য নাই, আশ্চার্য্য হইবার; অবাক হইবার বিষয় নাই, তবে ইহাতে আর থাকিল কি? এমন বাজে বই লিখিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য অবশ্য আছে। হাঁসান, কাঁদান, প্রাণমাতান, আশ্চর্য্য অবাক হইবার যে কিছুই নাই তাহা নহে। ইহাতে হৃদয়ের বেদনা আছে, ভালবাসার পরিণাম আছে, কর্ত্তব্যের পথ প্রদর্শন আছে, দুঃখের-চরম, সুখের আশা, ভক্তি, মুক্তি, স্নেহ, প্রণয়, সকল বিষয়েরই সার কথা আছে, এক কালে অসার নহে; অসার হইলে সংসার নাম হইবে কেন? পাঠক বলিতে পারেন, সংসার ত সকলেই করিয়া থাকেন, সংসার করিতে হইলেই বিষয় কর্ম্মও করিতে হয়; তবে সংসার-ধর্ম্ম ও বিষয় কর্ম্ম পুস্তকাকারে প্রকাশের ফল কি? ফল যে কি, তাহা বলিবার সাধ্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের নাই; কারণ ফল দাতা ঈশ্বর, তিনি ভিন্ন সফল নিস্ফল করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কর্ম্ম কর্ত্তা কর্ম্ম করিবার অধিকারী, ফল নির্ণয়ের অধিকারী নহেন। বিশেষতঃ হিন্দু শাস্ত্রে ফলের আশা করিয়া কোন কার্য্য করিলে আদরনীয় হয় না, নিজে কর্ম্ম ফল বাসনা করিলে তাহাতে তাহার পুনঃ পুনঃ বন্ধনই ঘটে, কর্ম্ম ফল ঈশ্বরে অর্পন করিলে কর্ম্ম-কর্ত্তা অনন্ত ফল প্রাপ্ত হন, এই জন্য হিন্দুগণ কর্ম্ম সমাপনের

পরই "এতৎ কর্ম্মফলম্ নমঃ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম-ফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন। আমিও ইহার কর্ম্ম-ফল ঈশ্বরে অর্পন করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলাম। তাঁহার ইচ্ছায় যদি ইহায় কোন সুফল ফলে তবে কৃতার্থ জ্ঞান করিব এবং কোন ফল না ফলিলেও তাহাতে কিছু মাত্র অনুতাপিত হইব না।

সংসার-ধর্ম্ম ও বিষয় কর্ম্ম গৃহী মাত্রেই করিয়া থাকেন, সেই সম্বন্ধে জ্ঞান ও কর্ত্তব্যাবধারণ যখন আপনা হইতে এবং পুরুষ পরম্পরা ক্রমে হইয়া আসিতেছে তখন তাহা পুস্তকাকারে কেন প্রকাশ করিতেছি? তাহার অবশ্য একটি কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক বোধ করি। সংসার-ধর্ম্ম সকলেই পালন করেন এবং বিষয় কর্ম্মেও সকলকে লিপ্ত হইতে হয় সত্য বটে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে সুশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, কেবল স্ব স্ব জ্ঞানের ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে কখনই সন্মার্গে অবস্থিত থাকিয়া সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন বা বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় না। সংসার-ধর্ম্ম ও বিষয় কর্ম্ম যখন অবশ্য করনীয়, তখন তাহা হইতে যাহাতে কোনরূপে পদস্খলিত হইতে না হয়, জন সমাজে নিন্দনীয় হইতে না হয় এবং কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি না ঘটে তদ্বিষয়ে শিক্ষা একান্ত আবশ্যক, এবং বাল্যকাল হইতে বিশেষতঃ যৌবনের প্রারম্ভে তদ্বিষয়ে সকলেরই লক্ষ্য রাখিয়া চলা আবশ্যক।

আর্য্য ঋষিগণ সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মহাভারতাদি পুরাণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মহাভারত অনন্ত রত্নের আকর, কথায় বলে, "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে" শুধু ভারতে কেন, আমি বলি পৃথিবীতেই নাই। মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ন্যায় প্রগাঢ় ধীসম্পন্ন মানব হিতকর মহাপুরুষ অন্য

কেহ কখন কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, শুনা যায় নাই, এবং ভবিষ্যতেও কেহ জন্মিবেন এরূপ আশাও করা যায় না। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি গৃহীর কার্য্য, কি উদাসীনের কার্য্য, কি অন্যান্য আশ্রমীর কার্য্য, সমস্ত বিষয়ের উপদেশ, উদাহরণ পূর্ণ সাহিত্য এক মহাভারত ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে প্রতীয়মান হয় না। মহাভারত যদি হৃদয়ের ঐকান্তিকতা সহ পাঠ করা যায়, এবং অন্তরের সহিত উপদেশ গুলি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে সংসার-ধর্ম্ম পালনে এবং বিষয় কর্ম্ম করণে অন্য কোনরূপ উপদেশের আবশ্যক হয় না। কিন্তু মহাভারত গ্রন্থ অতি বিস্তৃত, তাহা আয়ত্ব করা অর্থাৎ স্মরণ রাখিয়া চলা সকলের সাধ্যায়ত্ব নহে, বিশেষতঃ বালক এবং যুবকগণের তাহা পাঠ্য বলিয়া সমাদৃত হয় নাই,তাহা প্রবীণ ও বৃদ্ধগণের পাঠ্য রূপেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাহাতে বালক ও নবিন যুবাগণ সংসার ধর্ম্মের অবশ্য করনীয় বিষয় গুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং জীবনোপায় নির্ব্বাহ জন্য স্ব স্ব অভিপ্রেত বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তৎপক্ষে হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার উদ্দেশ্যে এই সংসার-ধর্ম্ম ও বিষয় কর্ম্ম নামক পুস্তক প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলাম।

এক্ষনে নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের দিকে লোকের লক্ষ্য কম হইয়াছে এবং হিতাহিত চিন্তা করিয়াও লোককে বিষয় কার্যে লিপ্ত হইতে দেখা যায় না। অনেকে যথাবিহীত কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করেন, এবং সন্মার্গ পরিত্যাগ করিয়া বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া জন সমাজে নিন্দনীয় ও পাতকী বলিয়া নির্ণীত হন। যাহাতে ঐ সকল পথভ্রষ্ট ব্যক্তির কথঞ্চিত চৈতন্যোদয় হয় এবং যদি কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে পারা যায় এই বিবেচনায়

নিজের তাদৃশ বিদ্যা বুদ্ধি না থাকা সত্বেও কেবল কতকটা ভুক্ত ভোগী হইয়া যৎসামান্য অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা কিছু জানিয়াছি এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের পথ অক্ষুন্ন রাখিবার প্রবল ইচ্ছা বশে বশীভূত হইয়া স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয়ে যাহা কিছু যুক্তি তর্ক উদ্ভব হইয়াছে, সেই অসম্পূর্ণ দুর্ব্বল উপকরণ দ্বারা ইহার কলেবর পরিপুষ্ট করতঃ ইহা সাধারণ সমক্ষে উপনীত করিতে লজ্জাবোধ না করিয়া নিলর্জ্জভাবে সাধারণের নয়ন গোচরে রাখিলাম। সুধীগণ হংসের সজল দুগ্ধ পানের ন্যায়, জলভাগ সদৃশ গ্রন্থকারের দোষের ভাগগুলি পরিত্যাগ করতঃ গ্রন্থ মধ্যে যাহা কিছু গুণ বা সার বস্তু লক্ষিত হইবে তাহাই গ্রহণ করিয়া এই বয়োবৃদ্ধ নূতন গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিলে চির কৃতজ্ঞ হইব।

সংসার ধর্ম্ম ও বিষয় কর্ম্ম পুস্তক খানি এক হইলেও ইহা পৃথক পৃথক দুইটি খণ্ডে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম খণ্ডে সংসারধর্ম্ম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিষয় কর্ম্ম এইরূপ পৃথক পৃথক ভাবে প্রচারের উদ্দেশ্য এই যে সংসার ধর্ম্মে মনুষ্যের ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও সমাজ নিয়ম এবং ক্রিয়া কলাপাদির বিষয় উল্লিখিত হইল। এই খণ্ডে আমার পরম স্নেহের ভ্রাতা বর্দ্ধমান কাল-নার মোক্তার শ্রীমান উপেন্দ্র লাল হাজরাচৌধুরীর দ্বারা উদ্বো-ধিত ও উৎসাহিত হইয়া তাহার ইচ্ছাক্রমে দেশের হিতের জন্য মানবের প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্বদেশ সেবার বিষয় মাতৃঋণ সম্বন্ধে যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, জৈন প্রভৃতি সার্ব্বজনীন সর্ব্ব-সাম্প্রদায়িক লোকের কার্য্যকারক, উপকারক ও পাঠ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। বিষয় কর্ম্ম মনুষ্যের জীবনোপায়

পন্থা সকল অবধারণ এবং তদ্বিষয়ক হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকল বর্ণিত হইবে। তাহা যদিও সকল সাম্প্রদায়িক এবং সার্ব্ব-জনিক উপকারক ও কার্য্য-কারক হইবে আশা করা যায়; কিন্তু অতি বৃদ্ধ গণের তাহা তত কার্য্যকর হইবে না। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিলে মূল্য ও অপেক্ষা-কৃত কম হইবে, যিনি যে খণ্ড লইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি তাহাই লইতে পারিবেন, কাহা-কেও বাধ্য হইয়া সম্পূর্ণ পুস্তক লইতে হইবে না।

আমি কৃতজ্ঞতা সহ জানাইতেছি যে আমার এই পুস্তক খানি লেখার কালে কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেকাংশ দেখিয়া দিয়াছেন, এবং লিখিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন, এবং আমার ভ্রাতা উপরোক্ত শ্রীমান উপেন্দ্র লাল পুস্তকের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন এবং কতক কতক সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। তাহার মন্তব্য অধিকাংশ গ্রহণ করিয়া সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি। কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীযুক্ত তারা পদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মাতৃঋণ বিষয়টি আগাগোড়া দেখিয়া দিয়া উৎসাহিত ও উপকৃত করিয়াছেন। তত্রস্থ উকীল শ্রীযুক্ত বারানশী রায় ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় ও কতক কতক দেখিয়া দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। রাজ-সাহীর উকীল শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মৈত্র এবং সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়দ্বয় ও কতক কতক দেখিয়া গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে বিশেষ রূপে উৎসাহিত করিয়াছেন।

আমি আক্ষেপের সহ জানাইতেছি যে অবসর সম্পাদক পুরোহিত-দর্পণ, জাহানারা, যোগরাণী প্রভৃতির লেখক সুপণ্ডিত

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুস্তকের ভ্রম সংশোধন ও প্রুফ দেখার ভার গ্রহণ করিয়া অনেকাংশে ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কার্য্যানুরোধে মুদ্রন সময়ে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া অন্তের উপর ভার দিবায় রীতিমত প্রুফ সংশোধন না হওয়ায় এবং মুদ্রাকরের ভ্রমে দুই চারিটি শব্দ পড়িয়া গিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে সামান্য ভুল থাকিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন করার ইচ্ছা থাকিল এবারে ভ্রম সংশোধন ও শুদ্ধাশুদ্ধ তালিকা দেখিয়া পাঠকগণ নিজ নিজ পুস্তক সংশোধন করিয়া লইবেন।

২য় বিষয় কর্ম্ম খণ্ডে এই কয়েকটি বিষয় সন্নিবেশিত হইবে যথা বাল্যশিক্ষা, কৃষি, বানিজ্য, রাজসেবা, ভিক্ষাবৃত্তি, জমিদারী, মহাজনি, চাকরি, ওকালতি, মোক্তারি, ডাক্তারি, কবিরাজী, অন্যান্য চিকীৎসা, শিক্ষকতা, দালালি আইন আদালত প্রভৃতি জীবনোপায় ও অবশ্য করনীয় যাবতীয় বিষয় কর্ম্মের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান, প্রণালী কার্য্য শিক্ষা প্রভৃতি যতদুর যাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা করা হইবে। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বর্ষের বর্ষাকাল ব্যতিরেকে তাহা প্রকাশে সক্ষম হইব না। পাঠকগণ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন। নিবেদন ইতি সন ১৩১৩ সাল বৈশাখ।

পুঃ এই পুস্তক মুদ্রণ শেষ হওয়ার পর বরিশাল ঘটিত অত্যাচার কাহিনী অবগত হওয়া গিয়াছে, অতএব তোষামোদকারী বা সত্যগোপনকারী বলিয়া গ্রন্থকারকে কেহ দোষারোপ না করেন ইহাই প্রার্থনা।

গ্রন্থকার—

# ভ্রম সংশোধন ও শুদ্ধাশুদ্ধ তালিকা।

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ পাঠ | শুদ্ধ পাঠ। |
|---|---|---|---|
| ১ | ১ | পুত্র, কন্যা | স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, কন্যা |
| ১ | ৫ | সে ব্যক্তি | যে ব্যক্তি |
| ৮ | ১০ | কার্য্যাবলিকে | কার্য্যাবালীকে |
| ৮ | ১৭ | বিয়া | দিয়া |
| ৯ | ৬ | উত্তরাধিকারী | উত্তরাধিকার |
| ১০ | ২১ | বৈবাহিকা | বৈবাহিক, বৈবাহিকা |
| ১২ | ২০ | অন্যান | অন্যান্য |
| ১৪ | ৯ | জ্যেষ্ঠাকে | কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠাকে |
| ২০ | ৮ | কন্য | কন্যা |
| ২০ | ১২ | যখন | এখন |
| ২১ | ১২ | ঘটাইত না | ঘটাইতে হইত না |
| ২৩ | ১ | আয় | আয় ব্যয় |
| ২৩ | ১৮ | তাহারা | যাহারা |
| ২৭ | ৬ | ইহা | ইচ্ছা |
| ৩২ | ২৩ | পৃথকান্নও | পৃথকান্নত |
| ৩৬ | ২৩ | পক্ষের | পক্ষে |
| ৩৬ | ২৪ | চেষ্টা করেন | চেষ্টা না করেন |
| ৩৯ | ৭ | সে শিক্ষার | যে শিক্ষার |
| ৬৫ | ৪ | বিশেষ | বিশেষতঃ |
| ৬৫ | ২৪ | জন্য | জনক |
| ৭১ | ১৬ | মন্ত্র | মাত্র |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ পাঠ | শুদ্ধ পাঠ। |
|---|---|---|---|
| ৭২ | ৬ | থাকিলেও | থাকিলেও |
| ৭৬ | ৭ | সমবয়ষী | সমবয়সী |
| ৭৬ | ১৬ | চরি | চারি |
| ৮৪ | ৮ | কেলব | কেবল |
| ৮৪ | ১৪ | বলিয়া তাহার | বলিয়া ঋষিগণ তাহার |
| ৮৪ | ২৪ | দিনাপায়োপুর | পুরাণাদি পাঠে |
| ৮৬ | ১১ | করিবার | করিবার |
| ৮৬ | ১২ | ঘটাইবার | ঘটাইবার |
| ৮৭ | ২০ | অসৎপ্রবৃত্তি এককালে | অসৎপ্রবৃত্তি যদি এককালে |
| ৮৭ | ২৪ | বিকাশ | বিনাশ |
| ৮৯ | ৭ | ইহাতে | ইহাও |
| ৮৯ | ২৩ | বেদ্যাধ্যায় | বেদাধ্যয়ন |
| ৯২ | ১৫ | সৈথিল্য | শৈথিল্য |
| ৯২ | ২০ | বক্তি | ব্যক্তি |
| ৯৩ | ৮ | জঘন্য | নগণ্য |
| ৯৩ | ২২ | অবং | এবং |
| ৯৬ | ১৫ | সংনিষম্যেন্দ্রিয় | সংনিযম্যেন্দ্রিয় |
| ৯৬ | ১৯ | তোমরা ঐরূপ | তোমরা কি ঐরূপ |
| ৯৭ | ১৮ | ব্রহ্ম | ব্রাহ্ম |
| ৯৯ | ১৪ | পাইলে | পাইতে হইলে |
| ১১৪ | ১ | তাহারাও | তাহারাত |
| ১১৫ | ১৯ | সঞ্চার | সঞ্চয় |
| ১১৬ | ৪ | উদ্যম, শীলতা | উদ্যমশীলতা |
| ১১৬ | ৬ | সঞ্চার | সঞ্চয় |
| ১১৬ | ২২ | স্তাবী | সম্ভাবী |
| ১১৭ | ২৪ | আরোও | আরোপ |
| ১১৮ | ৯ | স্বায়ও | স্বায়ও শাসন |
| ১১৯ | ১২ | যথা কামসেবা | অযথা কামসেবা |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ পাঠ | শুদ্ধ পাঠ। |
|---|---|---|---|
| ১২১ | ৪।৫ | ব্যহার | ব্যবহার |
| ১২২ | ২২ | আমরাও | আমরাত |
| ১২৩ | ১৯ | থাকিল | থাকিবে |
| ১২৩ | ২১ | আনিবে | আসিবে |
| ১২৪ | ১ | প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা | প্রকৃত প্রস্তাবে যদি আমরা |
| ১২৬ | ৬ | তাঁহারাও | তাঁহারাত |
| ১২৬ | ১১ | করিতে | করিয়া |
| ১২৬ | ১৯ | রাজা বলেন রাজকর্ম্মচারি | রাজা বা রাজকর্ম্মচারি বলেন |
| ১২৬ | ২২ | অনশাসনে | অনুশাসনে |
| ১২৮ | ২০ | পর্ব্বে | পর্ব্ব |
| ১২৮ | ২৩ | পশ্বাধম | পশ্বধম |
| ১২৯ | ১২ | রত্নপ্রাণ | রত্নপ্রসূ |
| ১২৯ | ২৪ | বৃদ্ধ | বৃন্দ |
| ১৩০ | ৫ | কতক | যুবক |
| ১৩০ | ৭ | শিক্ষিত ব্যবসায়ী প্রত্যেক | প্রত্যেক অশিক্ষিতব্যবসায়ী |
| ১৩২ | ১৭ | লোকালয়ের | লোকাচারের |
| ১৩৩ | ৮ | করাই সঙ্গত | করাই অসঙ্গত |
| ১৩৪ | ১৮ | সদুপদেশ ও ক্রিয়ানুবর্ত্তী | সদুপদেশ লইতে ও ক্রিয়ানুবর্ত্তী হইতে |
| ১৩৮ | ৬ | আশঙ্কায় | আকাঙ্ক্ষায় |
| ১৪৪ | ৪ | লোকে | লোক |
| ১৪৮ | ৭ | নিত্যাই | নিজেই |
| ১৪৮ | ১১ | দায়ীত্ব-কার্য্যে | দায়ীত্বজনক কার্য্যে |
| ১৫২ | ৩ | ক্ষত্রীয় | ক্ষত্রীয়া |
| ১৫৩ | ৭ | abultery | adultery |
| ১৫৫ | ৩০ | করিবে | করিবেন |

# সূচীপত্র।

১ম খণ্ড সংসার-ধর্ম্মে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি সন্নিবেশিত হইল।

# সংসার-ধর্ম্ম ও বিষয় কর্ম্ম।

—o:*:o—

## প্রথম খণ্ড।

—o:*:o—

### সংসার-ধর্ম্ম।

—o:*:o—

সাধারণতঃ পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ও ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গ লইয়া একত্রে একান্নে বসবাস করার নামই সংসার। উপরোক্ত সমস্ত স্বজনগণ সহ একত্রে বসবাস না ঘটিলেও উহাদের মধ্যে যাহাকে যাহাকে লইয়া, যে যে অবস্থায় সে ব্যক্তি সুখানুভব বা সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তাহাকে লইয়া বসবাস ও কালযাপন করাকেও সংসার নামে অভিহিত করা যায়। উল্লিখিত স্বজনগণ-বিহীন হইয়া কেহ যদি অপরের সহ সৌহার্দ্দবন্ধনে, কিম্বা প্রেমাসক্তিতে একত্র হইয়া বসবাস করে, তাহাকেও সংসার নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে, এবং যে কেহ সংসার-ভুক্ত-ব্যক্তিবৃন্দের সুখ-স্বচ্ছন্দতা, অশন, বসন প্রভৃতি ভোগ-বিলাস-

কার্য্য নির্ব্বাহের উদ্যোগ করেন, বা উপায় উদ্ভাবন করেন কিম্বা ভরণ-পোষণ করেন এবং অপরের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি মনোযোগী হন, বা অন্যের দ্বারায় নিজের ভরণ-পোষণ সাধন করেন, তাহাকেই সংসারী বলা যায়। যে ব্যক্তি স্বজনগণ-বিহীন হইয়া কিম্বা অন্যের সহ সৌহার্দ্দ ব্যতিরেকে, কেবল নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া, কিম্বা ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, ধনোপার্জ্জনে রত থাকিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহাকেও সংসারী বলা যায়। প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়া যদি কেহ দেব-সেবা উদ্দেশে, সাধু কিম্বা অতিথি অভ্যাগতের সেবা-বাসনায়, নির্দ্দিষ্ট স্থান অবলম্বন করিয়া. প্রতিগ্রহ বা অন্যরূপে অর্থ সঞ্চয় করিয়া গৃহীর কার্য্য সকল সম্পন্ন করেন, এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অর্থো-পার্জ্জন করেন, তাহাকেও সংসারী বলিলে কোন দোষের বিষয় হয় না।

সংসারে থাকিলে, সংসারের ভরণ-পোষণ, পুত্রাদির বিদ্যা-ভ্যাস, পুত্র-কন্যাদির বিবাহ প্রদান, পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ, অতিথি-সেবা, এবং ব্রত-নিয়মাদি নানা রূপ কার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়ো-জন হইয়া থাকে। অর্থ ব্যতিরেকে, কোন রূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় না। যখন অর্থভিন্ন সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন সংসারী ব্যক্তি মাত্রকেই অর্থের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থ উপার্জ্জনের পন্থাও বহুবিধ প্রকার আছে; তন্মধ্যে সন্মার্গে অবস্থিত থাকিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে যে অর্থ অর্জ্জিত হয়, তাহাই প্রকৃষ্ট। পণ্ডিতগণ. ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ সাধনই সংসারীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ত্রিবর্গ-মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই

জন্য যাহাতে ধর্ম্মের হানি না হয়, এই রূপ সতর্কতার সহিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, কামনানুরূপে পুণ্যজনক ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যয় করিতে পারিলেই ত্রিবর্গ সাধিত হয়।

---

## ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম কি প্রকারে রক্ষিত হয়, তাহাই অগ্রে স্থির করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে, জ্ঞান-লাভের প্রয়োজন। বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ না হইলেও জ্ঞান লাভ হয় না। অনেক স্থলে বিদ্যাভ্যাস ব্যতিরেকেও উপদেশ বলে জ্ঞান লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধি মার্জ্জিত ব্যতিরেকে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা তরঙ্গাকুল-সমুদ্রস্থিত ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় চঞ্চল থাকে। বাত্যা প্রবলবেগে যে দিকে তাহাকে চালিত করিতে ইচ্ছা করে, সেইদিকেই চালিত করিতে পারে; তাদৃশ জ্ঞান লাভ দ্বারা ধর্ম্মপথ দৃঢ় থাকে না।

সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাই নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা মনুষ্যের চতুরাশ্রম নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—১। ব্রহ্মচর্য্য—অর্থাৎ সংযম-ব্রতে ব্রতী হইয়া গুরু-শুশ্রূষা-পূর্ব্বক গুরু-গৃহে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস। ২। গার্হস্থ্য—অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া দারপরিগ্রহপূর্ব্বক পুত্রোৎ-পাদন, অতিথি অভ্যাগতের সেবা-শুশ্রূষা, যাগ-যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ-তর্পণ প্রভৃতি বিবিধ দৈব ও পিতৃ-কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক

গৃহ-কার্য্যে মনোনিবেশ। ৩। বানপ্রস্থ—অর্থাৎ পুত্রের প্রতি গৃহ-ধর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক বিষয়-বাসনা পরিশূন্য হইয়া বন্য ফল-মূলাদি ভক্ষণ করত ঈশ্বরোপাসনা করা। ৪। সন্ন্যাস—অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ-পূর্ব্বক যোগ-ধর্ম্ম আচরণ। এই চারিটি আশ্রম ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধেয়। ক্ষত্রিয়গণের তিনটি আশ্রম। যথা—১। ব্রহ্ম-চর্য্যের পরিবর্ত্তে অস্ত্র ও বিদ্যাশিক্ষা। ২। গার্হস্থ্য। ৩। বান-প্রস্থ। বৈশ্য ও শূদ্রগণের দুই আশ্রম—অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা ও গার্হস্থ্য; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সকল বর্ণেরই এক গার্হস্থ্য ধর্ম্মই অবলম্বনীয় হইয়াছে; কেন না, বিদ্যাশিক্ষা জন্য আশ্রমা-ন্তর—অর্থাৎ গুরুগৃহে বাস করা এখন আর প্রয়োজন হয় না; বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস একরূপ তিরোহিত এবং বিধি-নিষিদ্ধ হই-য়াছে। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের আশ্রয়-স্থান, অতএব সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি-শাস্ত্রে এই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রশংসা করি-য়াছেন। গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য বড় গুরুতর; যদি ন্যায়, ধর্ম্ম ও সতর্কতার সহিত এই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, তবে চতু-র্ব্বর্গ সাধিত হইয়া থাকে। সংসারী মানব-গণের সম্যক্ চেষ্টা দ্বারা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

---

## গৃহীর কর্ত্তব্য।

গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনেচ্ছু জনক, পুত্রাদির শিক্ষা-বিষয়ে যথাসাধ্য, যথোপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টা করিবেন; কিন্তু কেহই নিজের অবস্থা অতিক্রম করিয়া, প্রতিভা-বিহীন পুত্রাদির শিক্ষ

জন্য, অত্যধিক ব্যয় করিয়া, নিজে ঋণ-গ্রস্ত হইয়া, নিজের ও পুত্রাদির ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের বীজ রোপণ করিবেন না; পরন্তু যদি পুত্র প্রতিভাশালী হন, তবে নিজের ভরণ-পোষণোপায় রক্ষা করিয়া, পুত্রের মঙ্গলের জন্য সাধ্যাতীত ব্যয় করিলেও তিনি দোষভাগী হয়েন না, বরং যশোভাগী হইয়া থাকেন। যদি পুত্রকে বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী এবং অলস দেখেন, এবং শিক্ষকেরা তাহার বিদ্যার্জ্জনে সন্দেহ করেন, তাহা হইলে তাহাকে অল্প পরিমাণ—অর্থাৎ জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী বা কোন বাণিজ্যাদির উপযোগী বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া, সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত করিবেন; কিম্বা পিতা কৃষিজীবী হইলে, কৃষি-কার্য্যের শিক্ষা দান করিবেন। শিক্ষা দান কালে, কিম্বা শিক্ষিত হইলে, সর্ব্বদা তাহাকে সন্নীতি উপদেশ প্রদান করিবেন, সরল ব্যবহার এবং সত্যবাক্য-প্রয়োগ-বিষয়ে শিক্ষা দান করিবেন। পুত্র যাহাতে কোন রূপে কুলোকের সংসর্গে গমন না করে, এবং কোন রূপ অন্যায় ও অধর্ম্ম-মূলক কার্য্যে লিপ্ত হইতে না পারে, তৎপ্রতি সর্ব্বদা সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, এবং আবশ্যক হইলে শাসন-নীতিও পরিচালিত করিবেন।

---

## পিতৃ-মাতৃ-সেবা।

পুত্রাদির শিক্ষা ও বিবাহাদি প্রদান যেরূপ সংসারী গৃহস্থের কর্ত্তব্য। গৃহস্থের তদপেক্ষা বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য, পিতা এবং মাতার সর্ব্বদা সেবা-শুশ্রূষা করা, এবং নিয়ত তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করা। যাহাতে পিতা-মাতার মনে অনুমাত্র ক্লেশের

সঞ্চার না হয়, সর্ব্বদা সেইরূপ চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সংসারে সকল বস্তুই অনুকরণীয়, প্রধান ব্যক্তি যাদৃশ কার্য্য করে, অধমেরাও সেই পথ আশ্রয় করিয়া থাকে। পাঠক! যদি তুমি, তোমার পিতা-মাতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা না কর, তাঁহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য না রাখ, তবে তোমার পুত্রাদিও তোমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে না, কিম্বা তোমার আজ্ঞা পালন করিবে না; তাহা হইলে তোমার সংসার বিষময় হইবে; তাদৃশ সংসারে কোন রূপ সুখ লাভ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ যে পিতা হইতে তুমি এই পৃথিবী দর্শন করিয়াছ, যিনি নিজে বহুবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়াও তোমার সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তোমাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছেন বা তোমাকে কার্য্যক্ষম করিয়াছেন, তোমার বিবাহ দিয়া তোমাকে দাম্পত্য-সুখে সুখী করিয়াছেন; এবং যে মাতা তোমাকে দশ মাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়া অসহ্য কষ্ট ও যাতনা ভোগ করিয়াছেন, তোমার শৈশবে যিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তোমার বিষ্ঠা-মূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা তোমাকে স্তন্য-দান দ্বারা লালন-পালন এবং আহারাদি করাইয়া পরিপুষ্ট করিয়াছেন; সেই জনক-জননীর প্রতি সর্ব্বদা অনুরক্ত হওয়া, তাঁহাদের পদ-বন্দনা করা এবং তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করা, তাঁহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখা, তাঁহাদের অক্ষমতার সময় বিষ্ঠা-মূত্র পরিষ্কার করা, সেবা-শুশ্রূষা করা তোমার কি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? তুমি যদি জ্ঞানবান্ হও, ধার্ম্মিক হও, এবং অকৃতজ্ঞ না-হও, তবে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে জনক-জননীর সেবা-শুশ্রূষা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

# পুত্র-বিবাহ।

পুত্রবান্ গৃহীর পুত্র কৃত-বিদ্য হইলে কিম্বা বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হইলে, নিজের বংশ বিবেচনায় এবং নিজ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথা-সম্ভব ব্যয় বিধান দ্বারা সৎস্বভাব ও সৎকুল-জাত ব্যক্তির কন্যার সহ পুত্রের বিবাহ দিবেন। এক্ষণে পুত্রের বিবাহ দিয়া ধনাগম করা অনেকের উপায়ের পথ-স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তির তাদৃশ অর্থ গ্রহণ নিতান্ত নিন্দনীয়। শাস্ত্রে কন্যা-শুল্কের বিবিধ দোষ উল্লেখ হইয়াছে, পুত্র-শুল্ক সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই; এ জন্য অনেকে পুত্র-শুল্ক গ্রহণে দোষ থাকা স্বীকার করেন না, বা আপনাকে পাতকী বলিয়া মনে করেন না। শাস্ত্রে পুত্র-শুল্কের দোষ-গুণের উল্লেখ না থাকার কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পূর্ব্বে জনগণ পুত্রের বিবাহে কোনরূপ অর্থ-চুক্তি করিতেন না; কন্যার পিতা ইচ্ছা ও সামর্থ্যানুসারে কন্যা ও জামাতাকে যাহা কিছু যৌতুক প্রদান করিতেন, তাহাতেই সকলে সন্তুষ্ট হইতেন। বাস্তবিক পক্ষে কন্যা-শুল্ক-গ্রহণ যাদৃশ অন্যায় ও পাপ, পুত্র-শুল্ক-গ্রহণও সেইরূপ অন্যায় ও পাপ; কেন না, যেমন কন্যার বিবাহে জামাতা বা জামাতৃ-পিতার অনিচ্ছা-দত্ত ধন গ্রহণ করিয়া তাঁহার মনঃকষ্ট প্রদান ও অবস্থান্তর ঘটান যেরূপ গর্হিত; পুত্রের বিবাহে পুত্রবধূ বা তাহার পিতার অনিচ্ছাদত্ত ধন গ্রহণ করিয়া তাহার মনঃকষ্ট দেওয়া ও অবস্থান্তর ঘটান তাদৃশ গর্হিত। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, কন্যার পিতা জামাতৃ-পক্ষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে যাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। কেহ বা এরূপ ঋণভারে

আক্রান্ত হইতেছেন, যে অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইতেছেন। কেহ বা কন্যার বিবাহ দিয়া সম্বল-হীন হইয়া, পুত্রাদির শিক্ষা-দানে অসামর্থ্য হেতু, পুত্রকে মূর্খ করিতেছেন। এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও পুত্রের জনক পিশাচের ন্যায় বৈবাহিকের অর্থ শোষণ করিতেছেন। আবার অর্থের লোভে অনেক ব্যক্তি এরূপ অজ্ঞানান্ধ হইয়া পড়েন যে, অর্থহীন ব্যক্তির পরমাসুন্দরী সুশ্রী কন্যাকে ত্যাগ করিয়া অর্থবান্ ব্যক্তির অতি কদাকারা কুশ্রী কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রকে পরিতাপিত করিতেছেন। ঐরূপ কার্য্যাবলিকে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি প্রশংসা করিতে পারেন? পুত্র-বিবাহে অর্থ-লালসা থাকিলে, কখনই কুল-শীল রূপ-গুণ বিচার থাকে না, এবং তাহাতে জনকের কর্ত্তব্য কার্য্যও করা হয় না; অতএব মনুষ্যমাত্রেরই ঐরূপ পৈশাচিক কার্য্য ত্যাগ করা উচিত। কন্যার পিতার নিজ ক্ষমতার অনুরূপ ইচ্ছা-দত্ত যৌতুকাদিতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য।

যে পুত্র গুণহীন, জ্ঞানহীন, অলস এবং কর্ম্মকুশল নহে, তাদৃশ পুত্রাদির বিবাহ দিয়া, বংশ বৃদ্ধি করিয়া পুত্রের ভাবী বিপদ্ সৃষ্টি এবং নিজের স্কন্ধে ব্যয়-ভার বৃদ্ধি করাও যুক্তিসঙ্গত নহে; কিন্তু যদি বিবাহাদি না দিলে পুত্র লম্পট, পরস্ত্রী-গামী, চোর কি অন্য কোন অধর্ম্ম কার্য্যে লিপ্ত হইবে বিবেচিত হয়, তাহা হইলে বিবাহ দিয়া তাহাকে সর্ব্বদা শাসনে রাখা কর্ত্তব্য।

# কন্যা-বিবাহ।

পুত্রের সুশিক্ষা দান ও বিবাহাদি দেওয়া যেমন সংসারীর কর্ত্তব্য; সেইরূপ কন্যাকে যথাকালে সৎকুল-জাত সুপাত্রে অর্পণ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। পুত্রের বিবাহে যেমন বংশ-মর্য্যাদা ও নিজের অবস্থা বিবেচনায় ব্যয়-বিধান করা কর্ত্তব্য, কন্যার বিবাহেও সেই-রূপ করা কর্ত্তব্য। পুত্র ও কন্যা উভয়েই তুল্য স্নেহাস্পদ। হিন্দুগণ যদিও পুত্র-বর্ত্তমানে কন্যা বা তৎপুত্রাদিকে উত্তরাধিকারী হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও পিতৃকুল হইতে অবস্থা-নুরূপ কিছু না কিছু বিত্তাদি-প্রাপ্তি কন্যার পক্ষে আবশ্যক, এবং বাঞ্ছনীয়। পুত্র কন্যা যখন সমান স্নেহাস্পদ, তখন পিতারও কন্যাকে এককালে বঞ্চিত করিয়া, পুত্রকে সমস্ত অর্পণ করা অকর্ত্তব্য। তবে কন্যা যদি ধনবানের গৃহে গিয়া থাকে, এবং তাহার কোন অভাব না থাকে, এবং নিজের বা পুত্রাদির অভাব-যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে কন্যাকে কিছু না দিলেও পিতার কোন দোষের কারণ হয় না। কন্যা শাস্ত্রানুসারে পুত্র সত্ত্বে পিতৃ-ধনে অনধিকারিণী থাকায়, এবং কন্যা পর-গৃহে গমন করিলে পশ্চাৎ তাহাকে বিত্তাদি দেওয়া সহজ-সাধ্য হয় না, এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা সালঙ্কারা কন্যাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করার উপদেশ দিয়াছেন। সৎপাত্রে সালঙ্কারা কন্যা অর্পণ করিতে হইবে বলিয়াই কি পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাদৃশ কার্য্য করিবেন? ইহা কখনই যুক্তি-সঙ্গত নহে। কন্যা-বিবাহে অধুনা অনেকেরই বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। কেহ বা নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কন্যাকে সুখী করার জন্য অত্যধিক ব্যয় করিয়া

ধনবানের গৃহে কন্যাদান করেন। ধনবানের গৃহে কন্যাদান করিলেই যে কন্যা সুখী হইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই। ধনীর গৃহে কন্যাদান করার সময়, অনেকে পাত্রের বিষয় আদৌ বিবেচনা করেন না; ভাবেন, পাত্র যেরূপই হউক না কেন, কন্যার ত কখন অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট হইবে না, তাহাদের সে ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কারণ, পাত্র যদি বিচক্ষণ. জ্ঞানী এবং মিতব্যয়ী না হয়, এবং চরিত্রগত কোনরূপ দোষ থাকে, তবে সে যে অচির-কাল-মধ্যে নিজ বিভব নষ্ট করিয়া ফেলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আবার যে কন্যাকে সুখী করার চেষ্টায়, পিতা অত্যধিক ব্যয় করিলেন, সেই পাত্র অনুপযুক্ত হইলে এবং তাহার চরিত্র অযথা ইন্দ্রিয়-দোষে দোষী হইলে বা পান-দোষাদি-মত্ততা-গুণবালম্বী হইলে, সে কন্যারও কোন রূপ দাম্পত্য-সুখানুভব হয় না। তাহার জীবন বিষময় ও চিরদুঃখাবলম্বী হয়।

ধনবানের সহ কুটুম্বিতায় বাস্তবিক কাহারও সুখানুভব হয় না। ধনীর পুত্রবধূ বা ধনীর পত্নী, প্রায়ই দরিদ্র পিতৃ-গৃহে আগমন করেন না,. তাহাতে তাহার জননী, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি আত্মীয়াগণ চিরদুঃখিনী হইয়া থাকে; পিতাও যথা সময়ে, যথা নিয়মে তত্ত্ব-তল্লাস লইতে ও ব্যবহারিক দ্রব্যাদি পাঠাইতে অশক্ত হইলে প্রায়ই কন্যা, জামাতা এবং বিশেষতঃ বৈবাহিকা, তাহার প্রতি সতত অসন্তুষ্ট থাকেন; অনেকস্থলে এই সূত্রে বাক্যালাপ এবং যাতায়াত এককালে বন্ধ হইয়া যায়; তাহাতে মিত্রতার পরিবর্ত্তে শত্রুর ন্যায় আচরণ হইয়া পড়ে। অতএ

সকল অবস্থাতেই সমান অবস্থাপন্ন লোকের সহ বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

অধুনা তাহাতেও প্রত্যবায় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে পুত্র-শুল্ক প্রচলিত হওয়ায়, সমান অবস্থাপন্ন সৎপাত্রে কন্যাদান করা আর সহজ নহে। যাহারা পরসেবারত সামান্য বেতনের মসি-জীবী ব্যক্তি, কিম্বা যাহারা কেবল সামান্য জোত-জমি আশ্রয় করিয়া কৃষি ব্যবসায় দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন; এই রূপ গৃহস্থ-সংখ্যাই অধুনা বঙ্গদেশে অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের কন্যাদায়-অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হইতেছে। এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, জনকের নিজের বিভব-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেও এক সহস্র টাকার অধিক হইবে না; তাঁহার পুত্র যদি কিঞ্চিন্মাত্র ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন, তবে তিনি অনায়াসে অম্লানবদনে পুত্র-বিবাহে দেড় বা দুই সহস্র টাকা কন্যার জনকের নিকট দাবী করিয়া বসেন। আবার যাঁহার পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন, তিনি ত মনে মনে একটি ক্ষুদ্র-রাজ্য কামনা করিয়া বসিয়া থাকেন; কিম্বা রাজ-কন্যাকেই নিজের পুত্রবধূ কল্পনা করিয়া বসেন। আশা তাঁহার এই রূপই হয়, কার্য্যক্ষেত্রে ঘটনা হউক আর না হউক। এই রূপ স্থলে কেমন করিয়া লোকে সমান অবস্থাপন্ন সৎপাত্রে কন্যাদান করিবে? গতিকে কাহাকে কাহাকেও বাধ্য হইয়া প্রিয়তমা স্নেহের পুতলীকে মূর্খ-পাত্রে ন্যস্ত করিতে হয়। কেহ কেহ বা অন্নহীন ব্যক্তির গৃহে, কেহ বা আপনাপেক্ষা বংশ-মর্য্যাদায় হীন ব্যক্তির গৃহে, কন্যা দান করিতে বাধ্য হন।

ঐরূপ অবস্থায়ও যদি পাত্র বিচেনায় লোকে কন্যা দান

করে, তাহা হইলেও বিশেষ দোষের কারণ হয় না; কিন্তু কন্যার বিবাহে লোকে আজ কাল দিক্-বিদিক্ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন। ঐরূপ বিবেকহীন হওয়ার একটি প্রধান কারণ এই যে, পূর্ব্ব প্রথার পরিবর্ত্তন; পূর্ব্বে অষ্টম বর্ষ হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যাবিবাহের কাল নির্ণয় ছিল। যথা—"অষ্টমে চ ভবেদ্-গৌরী নববর্ষে চ রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা তদূর্দ্ধে চ রজস্বলা॥" অর্থাৎ পিতা অষ্টম বর্ষে কন্যাদান করিলে গৌরী-দানের ফল পাইবেন, নবম বর্ষে রোহিণী-দানের এবং দশম বর্ষে কন্যা-দানের ফল পাইবেন। তাহার উর্দ্ধ—অর্থাৎ একাদশ বৎসর হইতে রজস্বলা কাল; তখন আর কন্যা দানের ফল নাই। হিন্দু-শাস্ত্র-কারেরা বহুবিধ যুক্তি-তর্ক ও বিচার করিয়া এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। অধুনা পাশ্চাত্য-মতে শিক্ষিত অনেকেই বাল্য-বিবাহের দোষ দিয়া থাকেন; কিন্তু বাল্য-বিবাহ যে অত্যন্ত আদরণীয় এবং গৃহস্থের অত্যন্ত মঙ্গলজনক, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নহে। কেন না, বালিকার কাম-ভাব উদয়ের পূর্ব্বে সে যদি বিবাহিত হয়, এবং হিতাহিত জ্ঞানের ও বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের পূর্ব্বে সে যদি শ্বশুর-কুলে নীত হয়, তবে শ্বশ্রূ ও বৃদ্ধাগণের নিকট সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, এবং তাঁহাদের অনুশাসনে লজ্জা প্রভৃতি রক্ষা করিয়া, তাহাদের অনুকরণে স্বামী ভাসুর শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরু ও অন্যান মাননীয়গণের সম্মান ও সেবা শুশ্রূষা শিক্ষা করিয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ গৃহ-লক্ষ্মী হইয়া উঠে।

বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, এরূপ মঙ্গলের ও সুনীতি-পোষক কার্য্য আজকাল সমাজ হইতে তিরোহিত হইবার উপক্রম হই-

য়াছে। বয়স্থা এবং যুবতী বিবাহ যে অতিশয় নিন্দনীয়, এবং সকল দোষের আকর, তাহা অনেকে বুঝিয়াও বোঝেন না! শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, কন্যা বিবাহিত না হইয়া রজস্বলা হইলে, কন্যা-জনকের সপ্তম-পুরুষ পর্য্যন্ত নরকস্থ হয় এবং তাহার পিতৃগণ সেই রুধির পান করেন; এবং যে ব্যক্তি রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করে, তাহারও সপ্তম-পুরুষ নরকস্থ হয়। যুক্তি-অনুসারে দেখিলে স্ত্রী রজস্বলা হইলেই তাহার পুরুষ-সমাগমের ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা প্রবলা হইলে, এবং সুযোগ ও সুবিধা ঘটিলে, নায়ক-বিহীনা অবলা জাতী যে অপথে পদার্পণ করিতে পারে না, তাহা কেমন করিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে? দ্বিতীয়ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্ফূর্ত্তি হইলে স্বভাবতই লজ্জার ভাগ কম হইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ লজ্জা, সেই লজ্জাই যদি তাহার কম হইল, বা সে নির্লজ্জ হইল, তবে সে রূপ পুত্রবধূ বা পত্নী লইয়া গৃহস্থাশ্রমের শোভা সংবর্দ্ধিত হয় না।

হিন্দুদিগের গৃহস্থালী কেবল অবশ্য ভরণীয় পরিবারবর্গ লইয়া নহে। তাহাদের দেব-সেবা, অতিথি-সেবা, ব্রাহ্মণ-সেবা, গুরু-পুরোহিতের-অর্চ্চনা ও সেবা, পিতৃশ্রাদ্ধ, ব্রত-নিয়ম, এই সকল বিবিধ দৈব, পৈতৃক, ও ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য করিতে হয়। বালিকাবস্থায় শ্বশুরকুলে আসিলে, বয়োবৃদ্ধাগণের অনুকরণে, তাহারা স্বভাবতঃ ঐ সকল কার্য্যে ভক্তিমতী হয়; এবং অকপটে প্রাণপণে, শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে, সকলের সেবা সুশ্রূষা করিতে থাকে এবং করিয়াও আনন্দানুভব করে; কিন্তু বয়স্থা বা যুবতী অবস্থায় বিবাহিত হইলে তাহারা প্রায়ই বিলাসিনী হইয়া থাকে দেব, দ্বিজ, গুরু প্রভৃতিতে কিম্বা বৈদিক ও পৈতৃক-কার্য্যে

তাহাদের আদৌ আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকে না,সুতরাং ঐ সকল কার্য্য যাহাতে না ঘটে তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকে। এজন্য উহাদিগের কর্ত্তৃত্ব সময়ে দৈব ও পৈতৃক কার্য্য প্রায়ই বন্ধ হইয়া যায়।

বয়স্থা ও যুবতী বিবাহের দোষে, আর একটি বিষম অনিষ্টকর ও নির্দ্দয় কার্য্যের স্রোতে আজ কাল সমাজ বিশৃঙ্খল হইতেছে। পূর্ব্বে বাল্য-বিবাহের কারণে বাল-বধূগণ সকলের স্নেহ-ভাজন থাকায়, তাহারও সংসারিভুক্ত সকল দায়াদের সহ সদ্ভাব থাকিত; এবং ভ্রাতৃ-জায়ারা পরস্পর পরস্পরকে অন্তঃকরণের সহ ভাল বাসিত, জ্যেষ্ঠাকে ভক্তি করিত, জ্যেষ্ঠাও কনিষ্ঠাকে স্নেহ করিত সুতরাং বহুকাল পর্য্যন্ত সকলে আপন আপন সহোদর ও খুল্লতাত-পুত্রগণের সহ একত্রে একান্নে বাস করিতে পারিত। অনেক স্থলে প্রপিতামহ-বংশসম্ভূত জ্ঞাতিগণের সকলের পরস্পর একান্নে বাস হইত; এবং জ্যেষ্ঠানুক্রমে সকলেই সকলের শাসনাধীনে থাকিয়া পরস্পর ভালবাসায় পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিত।

বয়স্থা বিবাহের ও যুবতীর বিবাহের গুণে, এখন আর প্রায়ই দুই সহোদরে একত্রে একান্নে বাস করিতে পারিতেছে না। বয়স্থা হইয়া বিবাহ হইলে তাহারা প্রথমেই স্বামি-সহবাসে সুখানুভব করে, স্বামী ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি মমতা, স্নেহ, বা ভালবাসা জন্মায় না। সংসারে প্রবেশ করিয়াই তাহারা স্বামীকে এককালে আয়ত্ত করিয়া ফেলে; এবং ধনলিপ্সা স্ত্রীলোকের যে স্বভাবসিদ্ধ গুণ, সেই গুণে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া নিজের এবং নিজ পুত্র-কন্যাদির সুখস্বচ্ছন্দতা বাঞ্ছা করিয়া অপরের অনিষ্ট বাসনা করিয়া, পৃথকান্ন হইবার জন্য ক্রমিক

চেষ্টা করিতে থাকে। অনেক স্বামী স্ত্রীর বাক্য ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া, স্ত্রীর সন্তোষের নিমিত্ত অতি স্নেহ ও ভক্তির পাত্র কনিষ্ঠ কি জ্যেষ্ঠ সহোদরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পৃথকান্ন হয়েন। কেহ যদি স্ত্রীর বাক্যে আস্থা প্রকাশ না করিয়া পৃথকান্ন হইতে অনিচ্ছা করেন, তখন স্ত্রী নিয়ত চেষ্টা, ছল ও কৌশল দ্বারা তাহার ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, মাতা প্রভৃতির এরূপ দোষ সকল প্রতিপন্ন করান যে, স্বামী তাহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারেন না। অনেক স্থলে স্ত্রীর মতে মত না দিলে সংসারের এতাদৃশ অশান্তি উপস্থিত হয় যে, তাহা ক্রমে সকলেরই অসহ্য হইয়া উঠে।

স্ত্রী পৃথকান্ন হইতে ইচ্ছা করিলে স্বামী যদি তাহার মতে মত না দেন, তবে তাহাকে সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করিতে হয়; স্ত্রী প্রায়ই অসন্তুষ্ট থাকেন, সামান্য কারণে ঝগড়া হয়, সর্ব্বদাই ধিক্কার সহ্য করিতে হয়, বিবিধ চেষ্টা করিয়াও স্ত্রীর সন্তোষ সাধন করিতে পারেন না। স্ত্রী সর্ব্বদা রোদন-পরায়ণা হন, বিনা কারণে মৃত্যু ইচ্ছা প্রকাশ করেন, অন্যের প্রতি কোনরূপ ভাল-বাসা না দেখাইলেও, স্বামী অন্যকে ভাল বাসেন, তাহাকে ভাল বাসেন না, তাহার পুত্রাদিকে দেখিতে পারেন না, তাহারা মরি-লেই সুখী হন, ইত্যাকার বিবিধ শ্লেষমূলক বাক্য সর্ব্বদা প্রয়োগ করেন; সুতরাং স্বামীকে সংসারের শান্তি-বিধান-বাসনায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে পৃথকান্ন হইতে হয়। পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় এবং বহু পরিবার একত্রে একান্নে বাস করায়, পরস্পরের সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি পাইত। যদি কোন স্ত্রী দুষ্ট-স্বভাববশতঃ স্বার্থান্ধ হইয়া পৃথকান্ন হইবার ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে সে

সহসা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিত না। মনের ভাব প্রকাশ করিলে সে সকলের নিকট নিন্দনীয়া হইত; স্বামীও তাহার মতের পোষকতা করিতেন না; সুতরাং তাহাকে তাদৃশী ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইত। স্বামী তখন অনায়াসেই স্ত্রীর মত উপেক্ষা করিতে পারিতেন; কারণ বহু পরিবারের মধ্যগত থাকায়, তাহার অশন, বসন, আহার, বিহার প্রভৃতিতে কষ্ট ভোগ করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু অধুনা বয়স্থা বিবাহের গুণে প্রায়ই বহু পরিবারে একত্র বাস ঘটে না। সহোদর বা খুল্লতাত-পুত্র ভ্রাতার সহিত কদাচিৎ একত্র বাস ঘটে। সেরূপ স্থলে স্ত্রীর প্রতি অধিকাংশরূপে নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং স্ত্রীর ইচ্ছা সফলা না করিলে উপায়ান্তর নাই।

পূর্ব্বে মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী সকলের মাননীয়া ছিলেন। ভ্রাতৃজায়ারা ননদিনীর এবং বধূ শ্বশ্রূর আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকিতে পারিত না। মাতা এবং ভগিনীর সাক্ষাতে কেহ স্ত্রীকে সমাদর করিতে পারিত না; এজন্য মনুষ্য স্ত্রীকে ভাল বাসিলেও কার্য্যে স্ত্রৈণতা প্রকাশ করিতে পারিত না। এক্ষণে বধূগণ বয়োধিকা থাকা-প্রযুক্ত সংসারে প্রবেশ করিয়াই নিজের সংসার নিজে বুঝিয়া লন। ননদিনী এবং শ্বশ্রূ তাহার স্বামীর আত্মীয়া হইলেও, তাহার পক্ষে পর। পরকে নিজের সংসার দেখিতে দিবেন কেন? এজন্য নিজের সংসার নিজে দেখিতে আরম্ভ করেন। শ্বশ্রূ ও ননদিনী তাহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া, নিজেদের মান রক্ষা-বাসনায় সংসারের কর্ত্তৃত্ব হইতে বিরত হন।

আধুনিক স্ত্রীগণ স্বামীর সহ আলাপ হওয়ার কাল হইতেই স্বামীকে প্রকাশ্যরূপে অত্যধিক আদর যত্ন করেন; এবং বাহ্যিক

এত ভালবাসা দেখান যে, স্বামী সমস্ত কার্য্য ভুলিয়া গিয়া একমাত্র স্ত্রীকেই উপাস্য দেবতা-স্বরূপে অবলোকন করেন; সুতরাং স্ত্রী যাহা ইচ্ছা করেন, অবিচারিত ভাবেই তাহা সম্পাদিত হয়। স্বামীর ভ্রাতা বা ভ্রাতৃ-পুত্রাদিকে, যদি স্বামী কোন বস্ত্র বা আহার্য্য দান করেন; তাহাতে স্বামীর উপর যথেষ্ট ক্রোধ করেন, অভিমান প্রকাশ করেন; কিন্তু নিজের পিতৃকুলের ভ্রাতা, ভ্রাতৃ-পুত্র, ভগিনী, ভগিনী-পুত্রাদি ভিন্ন ভ্রাতৃবধূর সৈএর মায়ের জায়ের ধর্ম্ম-পুত্রাদিকেও অশন বসনে পরিতুষ্ট করিতে ক্ষান্ত হয়েন না। এইরূপ দেখিয়া শুনিয়াও স্বামী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। কারণ তিনি জানেন, স্ত্রী-দেবতাকে রুষ্ট করিলে তাহার আর সংসারে কোন সুখ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী-প্রাবল্যের ও পৃথকান্নের আর একটি কারণ হইয়াছে। সেটি চাকরী ব্যবসায়ীদের দ্বারাই সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা চাকরী করিতেন, তাহারা বিদেশে পরিবার লইয়া যাইতেন না, এবং লইয়া যাইলে নিন্দনীয় হইতেন। গৃহস্থ বধূগণও সমস্ত পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া, স্বামিসহ একা বিদেশে যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। যদি কেহ যাইতেন, তিনিও স্ত্রী-সমাজে আদরনীয়া হইতেন না। সুতরাং একত্রে একান্নে থাকা লোকের স্বভাবতই বাঞ্ছনীয় হইত। পৃথকান্ন হইলে বাটীতে পরিবার রক্ষার উপায় হইত না।

অধুনা বয়স্থা বিবাহের কারণে—অর্থাৎ চাকরী-উপজীবী কোন ব্যক্তি, বয়স্থা কন্যা বিবাহ করিলে, কন্যা স্বয়ং বা তাহার আত্মীয়গণ বিবাহ রাত্রেই বা তত্তৎক্ষেত্রে, পাত্রীকে চাকরীস্থলে লইয়া যাইবার জন্য, পাত্রকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া লন। পূর্ব্বে

পিতা, মাতা, ভগিনী বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট স্ত্রীঘটিত কোন কথাবার্ত্তা কেহ কহিতে পারিতেন না; এবং কহিতেও লজ্জা বোধ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে কালমাহাত্ম্যে স্ত্রীঘটিত কথাবার্ত্তা কহিতে কেহ সরম বোধ করেন না, এবং কহিতেও কোন বাধাবিঘ্ন মনে হয় না। এজন্য বিবাহের অত্যল্প সময় পরেই সপরিবারে বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাব উত্থিত হয়; এবং সকলেই তাহা অনুমোদন করেন। যাহারা সামান্য বেতনে চাকরী করেন তাহারাও ঐরূপভাবে পরিবার লইয়া বিদেশে যান; কিন্তু আয়ের অল্পতাহেতু কোনরূপে নিজের খরচ পত্র চালাইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত করিতে পারেন; তাহাতে বাধ্য হইয়া স্ত্রীকে অলঙ্কারাদি দিতে হয়। কেন না, অলঙ্কার না পাইলে স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকে না. একমাত্র স্ত্রীকে লইয়াই যখন বিদেশে আছেন, তখন তাহার অসন্তুষ্টিতে অশান্তি ভোগ করিতে হইবে। বিশেষ অন্যান্য চাকুরে প্রতিবেশীর যখন স্ত্রীর অলঙ্কার আছে, তখন তাহার স্ত্রী বিনালঙ্কারে অন্যের বাটীতে কিরূপে গমনাগমন করিবেন? সুতরাং নিজের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়াও তাহাকে স্ত্রীর অলঙ্কারাদি দিতে হয়। এদিকে নিজের ভরণ, পোষণ, স্ত্রীর আভরণ ইত্যাদি খরচপত্র করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয়; তবে তিনি যৌথ সংসারে কিছু পাঠাইলেন। উদ্বৃত্ত না হইলে পাঠাইতে পারিলেন না।

পারিবারিক সংসারভুক্ত স্ত্রী-পুরুষগণ তাহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাহারা ভাবিলেন, উনি স্ত্রীকে অলঙ্কার দিতেছেন, নিজে সঞ্চয় করিতেছেন, সংসারে কিছু দেন না। উহার সহ একত্র থাকিয়া আমাদের লাভ কি? স্ত্রীগণের

ঈর্ষা চিরকালই প্রবলা। তাহারা যদি অন্যকে অলঙ্কার পরিতে দেখিল, কাহারও ভাল কাপড় দেখিল, তবে ঈর্ষানলে পুড়িয়া মরিল। অন্যের ভাল দেখিতে না পারিয়া, নিজের অবস্থা না বুঝিয়াই তাহার সংস্রব ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইল। এই সকল কারণে অনেক পরিবারে পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে স্বামী উপায়ক্ষম হইলে, উপায়ক্ষম রহিত ব ক্তির সহিত, তাহার স্ত্রী কখনই একত্রে থাকিতে ইচ্ছা করে না। এই প্রথা বঙ্গদেশ অপেক্ষা মারবার দেশে আরও বেশী প্রচলিত।

যথাসময়ে কন্যার বিবাহ না দিয়া কন্যাকে বয়োধিকা করিলে, আরও কতকগুলি দোষের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। আজ কাল কেবল অর্থের জন্য, মানুষ এরূপ পশুভাবাপন্ন হইতেছে যে, তাহারা দয়া, ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল অর্থের দাসত্ব করিতেছে। অর্থের আশা বা অর্থের অভাব, এই দ্বিবিধ কারণেই মানুষ হতজ্ঞান হইতেছে। যদি বাস্তবিক সমাজ-শাসন থাকিত, ধর্ম্মের প্রাখর্য্য থাকিত, শাস্ত্রকারদিগের প্রাধান্য থাকিত, তাহা হইলে হিন্দু-সমাজ কখনই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিত না।

লোভ-পরতন্ত্র হইয়া পুত্র-শুল্ক গ্রহণে যাহারা সমাজকে উচ্ছন্ন করিতেছেন, তাহাদের প্রতিবিধানের পথ আশু কিছু দেখা যাইতেছে না। কেন না, আজ যিনি কন্যাদায়গ্রস্থ তিনি হয়ত বলিবেন যে, এই প্রথা যাহাতে রহিত হয় তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে করা উচিত ; কিন্তু, তিনিই আবার যখন কোন পুত্রাদির জনক-রূপে বিবাহ দিতে উপস্থিত হইবেন ; তখন তিনি মনেও ভাবিবেন না যে, কন্যাদায়গ্রস্থ ব্যক্তির কি সর্ব্বনাশ-কর মর্ম্মপীড়া

উপস্থিত! তিনি তখন যাহাতে নিজের কন্যাদায়ের মায় সুদ ক্ষতি পূরণ হয়, তাহারই চেষ্টা করিবেন। তিনি মনে একবারও স্থান দিবেন না যে, কে আমার ক্ষতি করিয়াছে? আমি কাহার নিকট ক্ষতি পূরণ লইতেছি? তিনি ভাবিয়াও দেখিবেন না যে, আমি এই যে ক্ষতি পূরণ লইতেছি, তাহা সমাজের মাথায় বোঝা চাপান হইতেছে। এই ক্ষতি পূরণের দায়ে তাহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাদির ধাস্তভিটা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া তাহারা পথের ভিখারী হইবে। যাহার কন্যা নাই কেবল পুত্র আছে, তিনি ত আনন্দে উৎফুল্ল। যদি কেহ তাহার নিকট পুত্র-শুল্ক রহিতের প্রস্তাব করেন, তিনি হয়ত মুখে প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন; কিন্তু মনে মনে কখনই সে মতের পোষকতা করিবেন না; অথবা মুখেই স্পষ্ট বলিবেন, ভায়া যখন আমার পালা পড়িয়াছে, আশু হস্তস্থিত মাণিক কখনই অতল সাগরে নিক্ষেপ করিতে, পারিব না। এই প্রথা সমাজ হইতে অন্তর্হিত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক; কিন্তু সেইরূপ ত্যাগ স্বীকার কয়জন করিতে পারিবেন? অতএব পুত্র-শুল্ক গ্রহণ-প্রতিকার আশু সুদুর-পরাহত।

যখন পুত্র-শুল্ক নিবারণের উপায় আশু দেখা যাইতেছে না। তখন কন্যাদায়-গ্রস্থ ব্যক্তি, কেন অকারণ কন্যাকে বয়োধিকা করিয়া রাখিয়া ধর্ম্ম-হানির ও সমাজ-বিপ্লবের বীজ রোপণ করেন? তিনি হয়ত বলিবেন, অর্থাভাব বশতঃ আমি যথা সময়ে কন্যা দান করিতে পারি না। কন্যা বয়োধিকা হইলেই কি তাহার অর্থাভাব মোচন হইবে? বরং কন্যা যতই বয়োধিকা হইবে, ততই তাহার চিন্তা বৃদ্ধি হইয়া, তাহাকে কাণ্ডা-

কাণ্ড জ্ঞানশূন্য পশু-ভাবাপন্ন করিবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অনেক দেখাইতে পারা যায় যে, কন্যা বয়োধিকা হওয়ায় এবং নিজের অর্থ-সঙ্গতি না থাকায়, অনেক পিতা অতি যত্নের সাধের পুত্তলি প্রিয়তমা কন্যাকে ষষ্ট বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের করে ন্যস্ত করিয়া হাতীর গলায় ঘণ্টা পড়াইয়া দিতেছেন। আবার কেহ বা সোণার প্রতিমা অতি সুন্দরী ললনা, সুপক্ক আম্রকে অতি কদাকার মসি-শ্রেষ্ঠ বর্ণসম কাকের করে অর্পণ করিতেছেন। কেহ বা নিজের উচ্চ মস্তক ভূমিতে পাতিত করিয়া, অতি হীন বংশে, অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিয়া সমাজে চির নিন্দনীয় হইতেছেন। যদি তাহারা সময় থাকিতে কন্যার বিবাহ-জন্য সচেষ্ট হইতেন, তাহা হইলে, তাহাদের এই রূপ ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে হইত না, এবং সাধের কন্যা-রত্নের চির বিষাদ ঘটাইত না, এবং নিজের মস্তক ভূমি-লুণ্ঠিত করিতে হইত না।

মনুষ্যের একটি প্রধান দোষ, তাহারা সময় থাকিতে প্রতীকারের চিন্তা করে না, যখন বিপদ্ ঘাড়ে চাপিয়া পড়ে, আর সরাইবার উপায় নাই, তখন বিবেক-হীন হইয়া নিতান্ত অন্যায় ও কদর্য্য কার্য্য দ্বারা বিপন্মুক্তির চেষ্টা করে। বিষয়-কর্ম্মেও লোককে এই রূপ বিবেক শূন্য হইতে দেখা যায়। অনেক চেষ্টা করিলে এবং সময় থাকিতে ঋণ শোধের উপায় বিধান করিলে, যৎসামান্য বিষয়-চ্যুত হইয়া ঋণ-দায় হইতে রক্ষা হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ মনুষ্য ত্যাগ স্বীকারে অনিচ্ছাবশতঃ শেষে বিষম বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। অনেককে দেখা গিয়াছে যাহার কোন আশা নাই, এবং ভবিষ্যৎ কোন উপায় দ্বারা ঋণ শোধ হইবার সম্ভবনা নাই; তিনিও নিরর্থক সময়-

পাত করিয়া এবং অধিকারস্থ সম্পত্তির কিয়দংশ ত্যাগেও অনিচ্ছুক হইয়া, অনিশ্চয় আশার বশে, বা তাচ্ছল্য প্রযুক্ত, রাজ ঋণ বা উত্তমর্ণ কৃত ঋণ পরিশোধ করেন না। শেষে ঋণ-দায়ে রাজাদেশে যখন সর্ব্বস্ব বিক্রয়ের উপক্রম হয়, তখন আবার কিয়দংশ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া রক্ষার চেষ্টা করেন। কেহ বা পুনরায় ঋণ করিয়া আশু প্রতীকারের পথ দেখেন. কিন্তু ঐরূপ যাহারা পুনরায় ঋণ করেন, বা ঋণ করিয়া আবার নিশ্চিন্ত থাকিয়া কাল হরণ করেন, তাহাদের ন্যায় বিবেক-হীন ব্যক্তির মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণই বৃথা! সময় থাকিতে, চেষ্টা করিলে অল্প সম্পত্তি ত্যাগে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারিত; এবং সেই অল্প ত্যাগের কারণ, অনেকের হয়ত অশন, বসনের কষ্ট হইত না, কিন্তু শেষে ঋণভার বৃদ্ধিজন্য অনেককে বাধ্য হইয়া অধি-কাংশ সম্পত্তি ত্যাগ করিতে হওয়ায়, তাহাদের অশন, বসনের কষ্ট উপস্থিত হয়। কাহারও বা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়; এবং কেহ কেহ বা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, তখন তাহার নিজ কার্য্য-জন্য পরিতাপ উপস্থিত হয়, কিন্তু পরিতাপ করিয়া কি হইবে? তখন ত সর্ব্বপথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব সকল অবস্থাতেই, সকল কার্য্যেই, মনুষ্যের নিজ হিতাহিত ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

---

## কন্যা বিবাহের বয়ঃক্রম নির্ণয়।

কন্যা দায়গ্রস্থ জনকেরও কন্যা বিবাহে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি, পর্য্যালোচনা করত নিজের অবস্থা, সম্মান, সমাজ-নিয়ম

এবং আয় পর্য্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করত কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

কন্যার বয়স ছয় কি সাত বৎসর হইলেই কন্যার নিমিত্ত সুপাত্র অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

কন্যার আট বৎসর বয়ঃক্রম হইলে বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য; যদি বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত আট বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে না পারেন; তবে নয় বৎসর বয়সে বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টার সহিত কন্যার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিহিত চেষ্টা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যদি বিশেষ কোন কারণে ঘটনা না হয়; তবে কন্যার দশ বৎসর বয়সে নিজের আহার-বিহারাদি সমস্ত সুখ ত্যাগ করিয়া অবিরত চেষ্টা দ্বারা যথা সম্ভব সুপাত্রে কন্যা অর্পণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। অন্ততঃ যদি কন্যা রুগ্ন কি কৃশ-কায় হয় তাহা হইলে তদূর্দ্ধ কিছুকাল অপেক্ষা করা চলে বটে, কিন্তু সবল, সুস্থকায় বা স্থূলাঙ্গী কন্যার বিবাহে কখনই দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে।

অনেকের মতে বার বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকার বিবাহ হওয়া উচিত নয়। তাহারা বালিকা-বিবাহও ভাল বাসেন না এবং যুবতী-বিবাহেরও পক্ষপাতী নহেন। তাহাদের মতে বিবাহ সময়ে, বিবাহ সম্বন্ধীয় কতকটা জ্ঞান, কন্যার হওয়া দর-কার। এবং বিবাহের পরে দম্পতী মিলনে, অধিককাল বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। যাহাদের বিবাহ হইলে ঘর চলে না, এরূপ অসহ্য-প্রবৃত্তি, এবং যাহারা হিন্দু-শাস্ত্র-বাক্যে আস্থা করেন না, তাহাদের পক্ষে দ্বাদশী কেন পঞ্চদশী, ষোড়শী, বিবাহেও ত

কোন হানি নাই; বরং আরও সুখকর। তবে যাহাদের হিন্দু-শাস্ত্র-বাক্যে আস্থা আছে, তাহারা কি প্রকারে ঐ মতের পোষকতা করিবে? একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, হৃষ্ট-পুষ্টা, বা স্থূলাঙ্গী কন্যার, দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে,—অর্থাৎ দশ বা একাদশ বৎসর বয়সেও রজো নির্গমন হইয়া থাকে। রজস্বলা হইলে পুনর্ব্বিবাহ বা স্বামি- সহবাসের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য মীমাংসা করা, এখন আর প্রয়োজন নাই; কেন না সহবাস-সম্মতি আইন পাশ হওয়ায়, দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে যখন সহবাস নিষিদ্ধ ও দণ্ডার্হ হইয়াছে, তখন তৎসম্বন্ধে তর্ক-যুক্তি দেখান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া কি হিন্দুগণ শাস্ত্রাদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ও পিতৃ-পুরুষের নরকার্হ কার্য্য করিতে পারেন? বিবাহ সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান, বিবাহ-কালে কন্যার থাকা আবশ্যক,—যাহারা তাহা বলেন; আট নয় বৎসর বয়সেও কন্যার সে, জ্ঞান জন্মিতে পারে। এখনকার বালিকাগণ অধিক চতুরা হয়, তাহাদের দেহজ উপাদানে কুলায় না বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত থাকে, নচেৎ তাহারা ঐ বয়সে স্বামি-সহবাস করিতেও পরাঙ্মুখিনী হইত না। দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য নহে, ইহা যদি সর্ব্ব-সম্মতি মতে ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বয়স্থা বা যুবতী বিবাহেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কেন না, এখনকার লোক সকল, এতই কার্য্য-শৈথল্য সম্পন্ন, যে ঠিক্ সময় উপস্থিত না হইলে, কেহ কোন চেষ্টা করেন না, প্রায়ই নিশ্চেষ্ট ভাবে হবে হইতেছে করিয়া কালাতিপাত করেন। বালিকা অবস্থাতে বিবাহ দিলে, কোন ক্ষতি বা নিন্দা নাই, এই নিয়ম প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও লোকে ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত

কন্যার বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন না। দ্বাদশ বৎসর বয়-সের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া অকর্ত্তব্য সিদ্ধান্ত হইলে, লোকে পূর্ব্বে কোন চেষ্টাই করিবে না; একাদশ বা দ্বাদশ হইতে, চেষ্টা আরম্ভ করিবে। সুযোগ, সুবিধা, সম্মান, অর্থ সঞ্চয় ইত্যাদি নানা কারণে বিলম্ব হইয়া শেষে পঞ্চদশ, ষোড়শ, অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে গড়াইবে না, ইহা কেমন করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইবে?

তাহাদের অভিপ্রায়,—অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ বৎসর বয়সের নিম্নে কন্যার বিবাহ না দেওয়া, এবং শাস্ত্র-বাক্যে ও সমাজের চক্ষে দোষ না ঘটে, এই রূপ একটি সাম্যবাদ প্রথা আমাদের দেশে চলা আবশ্যক বিবেচনা করি। কেন না, এখন যেরূপ অকাল-মৃত্যুর আধিক্য ঘটিয়াছে, তাহাতে একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, কন্যা বিবাহিতা হইয়া, ঐ সময়ের পূর্ব্বেই যদি বিধবা হয়, তাহা হইলে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের বড়ই মনঃকষ্টের কারণ হয়। অদৃষ্ট-বাদী হিন্দুগণ, অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া যদিও মনকে প্রবোধ দিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে সর্ব্বদিক্ রক্ষা হয়, এবং পিতাও কন্যাকে বয়োধিকা দেখিয়া, এককালে ব্যাকুল হইয়া না পড়েন, তাঁহার উপায় উদ্ভাবন করা কি কর্ত্তব্য নহে? প্রথাটি অতি সুন্দর, তাহা এক্ষণ মারবার ও পশ্চিম দেশে প্রচলিত আছে।

প্রথাটি এই,—কন্যা বয়স্থা হওয়ার পূর্ব্বে—অর্থাৎ পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়স মধ্যে, কোন ব্যক্তির পুত্রের সহ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া, বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত, পুত্র এবং কন্যার জনক, সামাজিক আচার, নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া, তত্ত্ব-তল্লাস-পূর্ব্বক বস্ত্র-অলঙ্কারাদি আদান প্রদান করিবেন, ইহাকে সাগাই

বলে। সাগাই হইলে পাত্র বা কন্যা একের মৃত্যু ভিন্ন, অন্য কোন কারণেই বিবাহ ভঙ্গ হইবে না। পাত্র বা কন্যা একের মৃত্যু হইলে, তখন অন্যের অপরের সহিত বিবাহের কোন বাধা হয় না। আমাদের দেশে বৈদিক-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় মধ্যে, সম্বন্ধ স্থির-বিষয়ে কতকটা ঐরূপ নিয়ম আছে বটে; কিন্তু তাহাদের কিছু বাড়াবাড়ি আছে; তাহাদের এ দিকে অতি শৈশবে এমন কি গর্ভ-সম্বন্ধ পর্য্যন্ত আছে, আবার পূর্ব্ব-সম্বন্ধ-কৃত পাত্রের মৃত্যু হইলে, কন্যা অন্য-পূর্ব্বা দোষে দোষীতা হয়; তাহার আর সমান বংশে বিবাহ হইবার উপায় নাই, অতি নীচ বংশে বিবাহ দিতে হয়। অন্য-পূর্ব্বা বিবাহকারী স্বামীও জন-সমাজে নিন্দনীয় হন, অনা-পূর্ব্বার হস্তের অন্ন-জলাদিও অপবিত্র বলিয়া অনেকে পান ভোজন করেন না। এই সকল নানারকম কঠিন ও কদর্য্য নিয়ম জন্য এখন সমাজপতিগণ প্রায়ই পূর্ব্বাহ্নে সম্বন্ধ স্থির-প্রথা রহিত করিয়া দিতেছেন। সাগাই বা সম্বন্ধ স্থির প্রথার যদি কন্যার সাত বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সময় নির্ণয় এবং একের মৃত্যুতে অন্যের বিবাহের কোনরূপ দোষ বা নিন্দা না থাকা, সাব্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ প্রথা পরিচালনই বিশেষ মঙ্গলকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেন না, সাগাই হইলে পাত্র-নির্ব্বাচনের জন্য, কন্যা-জনকের চিন্তা তিরোহিত হইল; তাহার যেমন অবস্থা হইবে, সেই রূপ ভাবে ব্যয় করিয়া বিবাহ দিলে পাত্রের পিতা আপত্তি করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে ক্রমে পুত্র-শুল্ক গ্রহণের প্রথাও রহিত হইয়া যাইবে। ঐরূপ সাগাই বা সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর বিবাহ হইতে যদি কাল বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলেও কন্যা-জন-

কের শাস্ত্রানুসারে কোন পাতিত্ব হয় না। যেহেতু শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য তিনি পালন করিয়াছেন; কন্যার পাত্র নির্ণয় করিয়া, পিতার কর্ত্তব্য-কার্য্য তিনি করিয়াছেন। অনেকে বন্ধু-বান্ধবতা-সূত্রে, বা সদ্ভাব বশতঃ পরস্পর কুটুম্বিতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু কার্য্য-কাল উপস্থিত হইলে অর্থের প্রলোভনে বা অর্থ-দানে অক্ষমতা-প্রযুক্ত, তাহাদের ইহা কার্য্যে পরিণত হয় না। যদি কম বয়সে সাগাই করা নিয়ম হয়, তাহা হইলে, ইচ্ছা-মাত্রেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়, অর্থের আকাঙ্ক্ষা বা মায়া তাহাতে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

যদিও সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে এই নিয়ম প্রচলিত হওয়া সহজ-সাধ্য নহে, তথাচ বিজ্ঞ এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উচিত যে, তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া, এই নিয়মের পোষক কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। এবং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় ও অনু-গত এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে এই নিয়মে কার্য্য করাইতে প্রবৃত্ত হন। পুত্র-শুল্ক আশু রহিত হওয়ার সম্ভাবনা যখন দেখা যাই-তেছে না, তখন যথা সম্ভব শুল্ক অবধারণ করিয়াও সাগাই-প্রথা চালান উচিত। কম বয়সে সাগাই হইলে, পুত্র কৃতবিদ্য হইবেন কি না, পাত্র-জনকেরও এবিষয়ের কতকটা সন্দেহ থাকে, এজন্য শুল্কের পরিমাণ বেশী না হওয়াই সম্ভাবনা। সাগাই কালে যে শুল্ক অবধারিত হইবে, তাহার অধিকাংশ বা সমস্তই কন্যাভরণ বলিয়া স্থির রাখা আবশ্যক, তাহা হইলে সাগাইয়ের পর হইতে বিবাহ-কাল-পর্য্যন্ত, ক্রমে ক্রমে তিনি (কন্যাজনক) তাহা পূরণ করিয়া দিলে, আর বিবাহকালে তাহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে বা দায়-গ্রস্ত হইতে হইবে না। সাগাই-কালে অঙ্গীকৃত অর্থ

বা অলঙ্কার প্রদান সম্বন্ধে, বিবাহের সময়, কন্যা-জনকের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা হইবে, ইহা কোন চুক্তির সর্ত্ত না থাকিলেও সকলেই যেন তাহার সিদ্ধান্ত মনে মনে জানিয়া রাখেন।

কন্যার জনক প্রথমতঃ সমাজের ব্যবহারের "প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এবং নিজের আয়-ব্যয়ে মনোনিবেশ করিয়া, যদি সমান অবস্থাপন্ন, বা নিজ হইতে উচ্চবংশে সুপাত্রে কন্যা দান করিতে সক্ষম হন, তাহাই করিবেন। উচ্চবংশে দিতে না পারিলে, সমান-বংশে সুপাত্রে কন্যা দিবেন। যদি সমান-বংশ এবং সুপাত্রে দেওয়া নিতান্ত অবস্থার প্রাতকূল হয়, তবে অপেক্ষাকৃত হীন বংশে সুপাত্রে কন্যা অর্পণ করিবেন; কিন্তু কোন অবস্থাতেই কেহ কুপাত্রে, কিম্বা নিতান্ত নীচবংশে কন্যা দান করিবেন না। যেহেতু পণ্ডিতগণ সুপাত্রে কন্যা দানই প্রশস্ত বলিয়াছেন। "যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষাঃ কিং ধনেন কুলেন বা" এই যে মহাবাক্য চির প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা অতীব সমীচীন; কেন না, পাত্র সুবোধ এবং সচ্চরিত্র না হইলে, কন্যার কখনই সুখলাভ হয় না। পাত্রের চরিত্রে দোষ থাকিলে, বা পাত্র নির্ম্মম, নির্দ্দয়, ক্রোধী, কিম্বা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইলে, কন্যার দুঃখ, কষ্ট এবং যন্ত্রণা চিরস্থায়ী হয়; এবং অনেক সময়, তাঁহার জীবনের প্রতিও সশঙ্ক থাকিতে হয়; সুতরাং পাত্রের অবস্থা বিবেচনা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সুপাত্র নির্ণয়ও সহজ-সাধ্য নহে। কন্যার বয়স হইতে পাত্রের বয়স আট হইতে এগার বৎসর অধিক হইলেই সুখকর হয়,—অর্থাৎ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে, যদি ষোড়শ বর্ষীয় পাত্রে ন্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে কন্যার বয়ঃক্রম যখন ত্রয়োদশ বর্ষ হইবে, তখন পাত্র

একবিংশ বৎসরে পড়িবে, তখন তাহার বুদ্ধির অনেকটা পরিপক্কতা হইবে, বিদ্যাভাসও অধিক পরিমাণে হইবে; স্ত্রী-পুরুষের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা হইবে, এবং পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিয়া, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সাংসারিক কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইবে। তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক—অর্থাৎ নয়, দশ বা একাদশ বৎসর ব্যবধান হইলে [illegible] শুভ ফল ফলিতে পারে;—অর্থাৎ ত্র[illegible]াদশ বর্ষীয়া কন্যার দ্বাবিংশতি, ত্রয়োবিংশতি বা চতুর্ব্বিংশতি[illegible] বর্ষ বয়স্ক পতি হইলে, দাম্পত্য-সুখের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে [illegible] কারণ, পাত্রের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে বা পাত্র বি[illegible]শষরূপ জ্ঞান[illegible] হইলে, স্ত্রীর সুখ-স্বচ্ছন্দতার [illegible]তে তাহার সমধিক যত্ন হয়, এবং স্ত্রীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি হয় না। যদি স্বামী সদ্ব্যবহারী ও সুশীল হন, এবং স্ত্রীর প্রতি সমধিক যত্নবান্ হন, তবে তাহার স্ত্রীও তাহার প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিমতি হইয়া, তাহার সেবা-শুশ্রূষার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন; সুতরাং তাহাদের সংসার অত্যন্ত সুখময় হইয়া উঠে।

আবার যদি সমান বা এক, দুই কি তিন বৎসর বয়ঃক্রমের ন্যূনাধিক্য রাখিয়া বিবাহ সম্পন্ন হয়; তাহাতে অনেকগুলি দোষের কারণ অনুমান হয়। যেহেতু ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যার যদি ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষ বালকের সহ সম্মিলন হয়, তবে সেই অপক্ক-বুদ্ধি-কালে তাহারা দাম্পত্য-সুখ আস্বাদন করিয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিতে শিখিয়া, ক্রমে তদ্গত চিত্ত হইয়া প্রায়ই বালকের বিদ্যাভাসে শিথিলতা জন্মায়। অনেকানেক বালকের আর বিদ্যানুরাগ থাকে না;

বিদ্যাভাসে রত থাকিলেও অনেকের উন্নতি সাধন হয় না; কারণ, চিত্তের লক্ষ্য যদি এক-পথাবলম্বী হয়, তবে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে; কিন্তু চিত্ত দুই বা ততোধিক পথের পথিক হইলে, কোন পথেই সুচারু-রূপে গমন করিতে পারে না। তখন যে পথ সহজ ও সুগম বলিয়া বোধ হয়, সেই পথেই গমন করিতে তাহার ঐকান্তিকী বাসনা জন্মে। বিদ্যাভাস অপেক্ষা দাম্পত্য-সুখাস্বাদন পরম সুখকর বিবেচনায়, ভবিষ্যৎ বিষয়ে আদৌ চিন্তা না করিয়া, অনেকে বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করত সংসারে প্রবেশ করে। কেহ কেহ বিদ্যাভ্যাসে উন্নতিলাভ করিতে না পারায়, নিজ অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক বিদ্যাভাসে নিষেধিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করে। দৈবাৎ কেহ কেহ ঐরূপ ক্ষেত্রেও বিদ্যাভ্যাসে কৃতকার্য্য হইয়া, ভবিষ্যৎ সুখের পথ আবিষ্কার করে বটে; কিন্তু তাদৃশ বালকের সংখ্যা বড়ই কম।

ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যার সহ সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ বা বিংশ বৎসর বয়স্ক বালকের সম্মিলনও অনেকটা পূর্ব্বোক্ত দোষের আকর বটে; কিন্তু তাহারা বিদ্যাশিক্ষায় অনেকটা অগ্রসর হয়, আবার কেহ কেহ ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিতে শিখে, কাহারও বা বিদ্যানুরাগ প্রবল থাকায়, সে আর স্খলিত হইতে চায় না। বিদ্যার্জ্জনা ত্যাগ করিলেও কথঞ্চিৎ বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করায়, তাহারা একবারে জীবনোপায় রহিত হইয়া পড়ে না, বা অকাল-কুষ্মাণ্ডরূপে পরিগণিত হয় না; কিন্তু বাস্তবিক মনুষ্য-পদবাচ্য হয় না, বা কোনরূপ উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করিতে সক্ষম হয় না।

ঐরূপ সমবয়সে বা অত্যল্প বয়ঃক্রমের ইতর-বিশেষে কন্যা

দান করিলে, যে কেবল পাত্রের বিদ্যাভ্যাসের ব্যাঘাত থাকায়, তাহা নহে।" ঐরূপ বিবাহে আরও অনেক গুলি দোষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অল্প বয়স্ক বালক-বালিকার পরস্পর সদ্ভাব ও ভালবাসা উৎপন্ন হওয়ায়, তাহারা প্রণয়-স্রোতে অধীর হইয়া যায়; এবং পরস্পরের সুখ-চেষ্টায় আগ্রহাতিশয় জন্য, পিতা, মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকে অতিক্রম করিয়া, সাংসারিক ধন গ্রহণ করিয়া, স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় বহুবিধ কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। তৎকারণে ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির কলহাদি উৎপন্ন হইয়া, পরস্পরের ভেদ সম্পাদিত হইয়া সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়া যায়। যাহার কিঞ্চিন্মাত্র পিতৃ-বিভব থাকে, সে ঐরূপ অবস্থায় আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে আলস্যে কাল-যাপন করিয়া এমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, শেষে তাহার কার্য্য-ক্ষমতা রহিত হইয়া যায়; এবং পিতার অভাবে পিতৃ-বিভব রক্ষা-করণে অসক্ত হইয়া, শেষে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহেই কষ্ট ভোগ করে। আবার কেহ কেহ বা স্ত্রীর প্রেমে পড়িয়া বিদ্যানুশীলন ছাড়িয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া ক্রমে অসৎ-সংসর্গে পতিত হয়; তখন নিজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর বয়োবৃদ্ধি ও যৌবনান্ত দেখিয়া কুরূপা ধারণা করিয়া পরকীয়া-রতি আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে; ক্রমে পান-দোষ প্রভৃতি বহুদোষে দোষী হইয়া এককালে নর-পশু-রূপে প্রতীয়মান হয়; তখন, যে প্রেয়সীর ভালবাসা ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধানের কারণে, পরম ধন বিদ্যাকে পদ দলিত করিয়াছে, সেই প্রেয়সী বিবিধ কষ্টে পতিত হইলেও আর তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে না।

বিদ্যাভাব

পশ্চিম-দেশবাসী মারবারী সম্প্রদায়ের মধ্যে, সমবয়স এবং যৎসামান্য বয়ঃক্রমের ইতর-বিশেষে, বিবাহ প্রথা চলিত আছে। অনেকস্থলে পাত্র অপেক্ষা কন্যার বয়স কিঞ্চিৎ অধিকও হইয়া থাকে; ঐরূপ বয়ঃক্রম-অসামঞ্জস্য বিবাহ-হওয়ায়, ঐ সম্প্রদায়ে অধিকাংশ ধনবান্ থাকিলেও বিদ্যাশিক্ষার বড়ই অভাব দেখা যায়। বালকের বুদ্ধি-বিকাশের পূর্ব্ব হইতে প্রেমাস্বাদে চিত্ত মগ্ন হওয়ায়, তাহারা আর বিদ্যাশিক্ষায় আদৌ মনোযোগী হয় না। তবে ঐ সমাজে পান-দোষ বা অন্য কোন দোষাবহ বিলাসের কার্য্য আদৌ প্রচলিত না থাকায়, এবং ঐ সকল নিতান্ত ঘৃণাস্পদ কার্য্য বলিয়া নিন্দনীয় থাকায়, এবং অসৎ-সংসর্গ বিরল থাকায়, কেহ সহসা কোন অনিষ্টোৎপাদনে সক্ষম হয় না, বা সমাজ-কলঙ্করূপে পরিগণিত হয় না। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য অধিক মাত্রায় প্রচলিত থাকায়, সকল অবস্থাতে সকলেই, কিছু না কিছু ব্যবসায় কার্য্য পরিদর্শন বা ব্যবসায়-মূলক কথাবার্ত্তায় কালাতিপাত করায়, সকলেরই ব্যবসায়-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। কেহ এককালে অকর্ম্মণ্য বা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের অনুপযুক্ত হয় না। পরন্তু ঐরূপ অবৈধরূপ বয়ঃক্রমে বিবাহ হওয়ায়, পরস্পর যুবক-যুবতীর বয়স, বুদ্ধি-লঘুতা, বিলাস ভাব প্রভৃতি চিত্ত-বৃত্তি গুলি এক হওয়ায়, স্বেচ্ছাচারীতার প্রবলতা ঘটিয়া উঠে; এবং তজ্জন্য পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি আত্মীয় গুরুজন বা স্নেহাস্পদ ব্যক্তির সহ একযোগে একান্নে বাস, উহাদের সম্প্রদায়ে অতি কম হইয়া পড়িয়াছে। ভ্রাতার সহ ভ্রাতার পৃথকান্নও একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। পরস্পর একান্নে না থাকা যেন উহাদের চিরন্তন

প্রথা। তাহাত সকলে আচরণ করিবেই করিবে। থাকায়, স্থলে বা অধিকাংশ রূপেই দেখা যায় যে, পুত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সহ পৃথকান্ন হইয়াছে। পিতা যদি বিমাতৃ-পরিণেতা হন, তবে তাহার সহিত কেহই একান্নে থাকিবে না।

উহারা পৃথকান্ন-সম্বন্ধে সিদ্ধ হস্ত হইলেও, উহারা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে জানে। পৃথকান্ন হইলেও, যৌথ-কারবারাদি সমস্ত একত্র পরিচালিত করিয়া ধনাগমের পথ পরিষ্কার রাখে; কিন্তু বঙ্গদেশবাসিগণ পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা না করায়, যৌথ-কারবার বা এজমালী সম্পত্তি, একত্রভাবে রক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং পৃথকান্নের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিভব বিভাগ করিয়া লইয়া আয়ের খর্ব্বতা ও ব্যয়ের ভাগ বৃদ্ধি করত ক্রমে ধনাগমের পথ রুদ্ধ করিয়া দরিদ্রতার সৃষ্টি করে।

অনেকের মতে, কতকগুলি পরিবার একত্রে একান্নে অধিক কাল বাস করা অকর্ত্তব্য। তাহারা বলেন, ঐরূপ একান্নে থাকিলে তন্মধ্যে অনেকে অপরের উপর নির্ভর করিয়া, চেষ্টা-শূন্য হইয়া আলস্যে কাল কাটাইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং সকলের সমবেত চেষ্টা না থাকায়, পরিবারের ক্রমোন্নতির বাধা জন্মিয়া যায়। পৃথকান্ন হইলে সকলেরই নিজ নিজ স্বাধীন চেষ্টা অবলম্বন হয়; এবং সকলেই অর্থাগমের উপায় অবলম্বন করায়, ক্রমে সমাজ হইতে দুঃখ দূরীভূত হয়। ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিগণ, এবং মারবারী প্রভৃতি পশ্চিম দেশবাসিগণ, ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করায়, তাঁহারা প্রায়ই বঙ্গদেশবাসী অপেক্ষা ধনশালী হইতেছেন।

পশ্চিম-দেশবাসী মারবারী প্রভৃতি সম্প্রদায়, এবং ইংরাজ

বিদ্যাভ্যা—
...ত পাশ্চাত্য জাতিগণ, যে স্ব স্ব স্বাধীন চেষ্টাবলম্বী হওয়ায় ধনাগমের পথ প্রশস্ত করে. তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহারা যে পৃথকান্নের কারণেই স্বাধীন চেষ্টা অবলম্বন করে, ইহা অভ্রান্ত রূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্যগণের স্বাধীন চেষ্টার প্রধান কারণ, তাহাদের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র ধনাধিকারী হইবে, অন্য পুত্রের পিতৃধনে অধিকার নাই। ইহাতে পিতা-মাতাও পুত্রগণের যাহাতে স্বকৃত উপার্জ্জনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাহার জন্য বিদ্যা ও কার্য্য-কুশলতার পক্ষে পুত্রাদির যাহাতে সুশিক্ষা হয়, তাহারই সমধিক উপায় অবলম্বন করেন। পুত্রগণও তাহাদের অল্প জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে, নিজের ভবিষ্যৎ পরিণাম জানিতে পারিয়া মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস বা কার্য্যকারিতা বিষয় শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। বিশেষ ঐ সমাজে বিবাহ-প্রথা পাত্র-কন্যার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর থাকায়, এবং কন্যার নাবালিকা সময়ে,—অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের নিম্নে বিবাহ প্রচলিত না থাকায়, পাত্রগণ প্রায়ই উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করেন না। কন্যারাও পাত্র স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত বটে কি না, তাহা বিবেচনা না করিয়া, তাহার সহ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না। এবং বিবাহ-পরেও পাত্রকে তাদৃশ কার্য্যে অনুপযোগী দেখিলে বা অন্য কোন রূপ দোষ দেখিলেই, বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলে। উপরোক্ত উভয় কারণে ঐ সম্প্রদায়ে স্বাধীন চেষ্টা ও ধনাগমের পথ প্রকৃষ্ট হইয়া পড়ে। মারবারী সম্প্রদায়ের মধ্যে আমোদ প্রমোদ বা অসৎ-সংসর্গ বিরল থাকায়, এবং অধিকাংশ

ব্যক্তির নিয়ত ব্যবসায় বা কার্য্যকারিতা বিষয়ে চেষ্টা থাকায়, তাহাদের সংসর্গ ও উপদেশানুসারে সকলেই চেষ্টাবান্ হইয়া ধনাগমের পথ প্রশস্ত করে।

পিতৃধনে ভ্রাতৃগণের সকলের সমান অধিকার থাকায় এবং পিতা, মাতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির অত্যধিক স্নেহ ও মমতায় কালাতিপাত করায়, বঙ্গবাসিগণ, অধিক মাত্রায় আলস্য-পরতন্ত্র ও চেষ্টা-শূন্য হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যাহাতে পুত্র বা কনিষ্ঠ ভ্রাতাদি আলস্য বা অকর্ম্মণ্যভাবে কালযাপন না করে, তৎপক্ষে প্রত্যেক অভিভাবকেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মনে মনে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিলেও, কার্য্যক্ষম করিবার জন্য মনের ভাব গোপন রাখিয়া, মৌখিক তাড়নাদির দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পথ দেখা কর্ত্তব্য। একান্ন-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ যদি বাস্তবিক ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এবং পরের উপর নির্ভর করিয়া কালাতিপাত করা, নিন্দনীয় ও লজ্জাস্কর ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত, এবং সকলে স্ব স্ব ক্ষমতার অনুরূপ চেষ্টা করিয়া একত্রস্থিত সংসারের উন্নতি চেষ্টা করিতে শিখিত, তাহা হইলে সেই সমবায় চেষ্টায়, একত্রস্থিত সংসারের যেরূপ উন্নতি হইত, এবং ধনাগমের পথ যাদৃশ প্রশস্ত হইত, পৃথকান্ন হইয়া পৃথক চেষ্টায় তাদৃশ হইত না। কেন না পৃথকান্ন হইলে অপেক্ষাকৃত ব্যয়ের মাত্রা অধিক হয়, সুতরাং উন্নতির মাত্রাও কমিয়া যায়।

একত্রে একান্নে থাকিলে স্ব স্ব স্বাধীন চেষ্টায় বাধা ঘটে বলিয়াই কি বঙ্গদেশবাসিগণ পরম স্নেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভ্রাতৃ-পুত্র প্রভৃতিকে অক্ষম বা সংসার-প্রতিপালনে অনুপযুক্ত

জানিয়াও, তাহাদিগকে পৃথকান্ন করিয়া দিয়া, তাহাদের কষ্ট দেখিতে পারেন ? অপরের কন্যা স্ত্রীগণের তাহাতে কষ্টানুভব না হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু পুরুষ যদিও বিশেষ কোন কারণে বাধ্য হইয়া ঐরূপ কার্য্য করেন বা ঐরূপ কার্য্য ঘটনায় বাধা দিতে সক্ষম না হন, তত্রাচ তাহাতে যে তিনি কোন কালে সুখানুভব করেন না বা মনে মনে চিরযন্ত্রণা ভোগ করেন, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য। বঙ্গদেশবাসী সংকুলজাত, সদ্গুণশালী, সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ, দশজন আত্মীয় স্নেহাস্পদ বা ভক্তির আস্পদ ব্যক্তির সহ একত্রে একান্নে থাকিয়া, কোন প্রকারে সামান্য ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়াও যাদৃশ সুখানুভব করেন, পৃথকান্ন হইয়া অত্যধিক ধনার্জ্জন করিয়া ইচ্ছানুরূপ ভোগ-বিলাসে কালাতিপাত করিলেও তাদৃশ সুখানুভব করিতে পারেন না।

যদিও একত্রে একান্নে বাস বঙ্গদেশবাসিগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়, তত্রাচ যাহাতে সমাজের ক্রমোন্নতি হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। যদি একত্রে একান্নে থাকিয়া সকলেই নিজ নিজ সামর্থ্যানুরূপে চেষ্টা করিতে রত হয় এবং সকলেই সংসারের উন্নতির প্রতি মনোযোগী হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত সুখকর হয়। যাঁহারা পরিশ্রম দ্বারা কৃষি-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের পক্ষে একত্রে একান্নে থাকিয়া পরস্পর চেষ্টায় ক্রমোন্নতির পথ পরিষ্কার হয় এবং শ্রমজীবী কৃষি-সম্প্রদায়ের ঐরূপ একত্রে একান্নে থাকিয়া চেষ্টা করাও একান্ত কর্ত্তব্য। মসিজীবী বা বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর পক্ষের যদি সকলে সামর্থ্যানুরূপ চেষ্টা করেন, পরিবারভুক্ত অপর ব্যক্তির

পদোন্নতি দেখিয়া, নিজের ক্ষমতানুরূপ নিম্ন পদের কার্য্য করিতে অপমান বোধ করেন, বা ঔদাস্য প্রকাশ করেন, কিম্বা অনর্থক অলসভাবে কালযাপন করেন, সে স্থলে স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়াও তাদৃশ ব্যক্তির ভবিষ্যৎ শুভ কামনা করিয়া তাহাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া উচিত। যদি পৃথক্ করিয়া দিলে তাহার অশন-বসনের কষ্ট উপস্থিত হয়, তখন বরং কিছু সাহায্য করাও কর্ত্তব্য; তবু তাহাকে একত্র রাখিয়া অকর্ম্মণ্য বা অলস করা, কখনই কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ ক্ষেত্রে যে একেবারেই পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে, তাহা নহে। প্রথমতঃ ঐ সকল ব্যক্তিগণকে নীতি-শিক্ষা দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ পরিণাম দেখাইয়া দিতে হইবে, তৎপরে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক সুস্থকায় ব্যক্তির নিকট হইতে তাহাদের ক্ষমতানুরূপ একটি মাসিক বৃত্তি গ্রহণের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ঐরূপ কার্য্যে যদি সকলের সন্তোষ বা সমবায় চেষ্টা থাকা বিবেচিত হয়, তবে সংসার যাহাতে সহসা বিচ্ছিন্ন না হয়, এইরূপ একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম করা কর্ত্তব্য। সংসারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তির অধীনতা সকলেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। তিনি যদি কোন অবৈধ বা অসঙ্গত কার্য্য করিয়া ভেদ-নীতির পথ পরিষ্কার করেন, তবে তদপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহাকে বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিতে পারিলে করিবেন; অন্যথা তাঁহার হস্ত হইতে কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইবেন। যদি পরস্পরের বিশেষ মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, চেষ্টা দ্বারা পুনর্মিলনের সম্ভব না থাকে, এবং সাংসারিক কার্য্য-কলাপে পরস্পরের ঔদাস্য উপস্থিত হয়, তবে সংসার একত্রে একান্নে রাখিতে চেষ্টা করিয়া সংসারের অবনতি

করা অপেক্ষা, পরস্পর পৃথকান্ন হইয়া স্ব স্ব স্বাধীন চেষ্টা করা এবং আপন আপন উন্নতি কামনা করত সমাজের ক্রমোন্নতির পথ পরিষ্কার করা ভাল।

স্নেহবান্ আস্থাবান্ সদয় হিন্দুর পক্ষে দেব, পিতৃ ও অতিথি-সেবা ও পূজার্চ্চনাদি এবং আত্মীয়, স্বজন ও কুটুম্বভরণাদি, এবং ঐহিক ও পারলৌকিক কার্য্য যাদৃশ সুখকর, কেবল মাত্র নিজের ও নিজ স্ত্রী-পুত্রাদির ষোড়শোপচারে উদর-সেবা তাদৃশ সুখকর হয় না। বহু পরিবারে একত্র থাকিলে, ঐ সকল কার্য্য যেমন অনায়াসে পরমাহ্লাদে সুসম্পন্ন হয়; পৃথকান্ন হইয়া একাকী সংসার-পথে বিচরণ করিলে, ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান বহু আয়াস-সাধ্য এবং বহু ব্যয় বাহুল্য হইয়া উঠে। অনেক স্থলে সুসম্পন্ন হওয়ারও বাধা ঘটে। আত্মীয় বন্ধু সকলের সহিত সৌহার্দ্দ ভাবের অভাব বশতঃ ঐ প্রকার কার্য্য করিতে অনেকে অপারগ হইয়া পড়েন।

---

## কন্যার শিক্ষা।

যে হিন্দু-পরিবারের একত্রে একান্নে বাস বিশেষ সুখকর, ও একান্ত বাঞ্ছনীয়, আজকাল বয়স্থা বিবাহের এবং অসামঞ্জস্য বয়সে বিবাহের প্রচলন হওয়ায় ও স্ত্রী শিক্ষার অভাবে, সেই হিন্দু-পরিবার স্নেহ-মমতা শূন্য পিশাচের আকর-স্থান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। স্ত্রী-শিক্ষা বলিলে অনেকে হয়ত বুঝিবেন, বালিকাদিগকে ইংরাজী বাঙ্গালায় উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারিণী বা সঙ্গীতানুরাগিণী করিলে, তাহার শিক্ষার কার্য্য হইল।

ঐরূপ শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না; বরং তাহাকে কুশিক্ষা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। কেন না, সে শিক্ষায় সমাজের চিরন্তন রীতি-নীতির বিপর্য্যয় হয়; গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অভাব হয়; আমোদ প্রমোদ এবং বিলাসিতার স্রোত প্রবল হয়; এবং নিজের স্বামী পুত্র ভিন্ন স্বামি-কুলের অন্য আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা বা স্নেহ হয় না। সে শিক্ষার প্রসাদে হিন্দুর স্ত্রী, হিন্দু ধৰ্ম্ম ও হিন্দু ভাবের অনুকূল গৃহ-লক্ষ্মী-রূপে প্রতীয়মানা না হইয়া, অহিন্দু-ভাবাপন্না ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম-জ্ঞান শূন্যা স্বেচ্ছাচারিণী পত্যনুশাসিনী নিলর্জ্জা নৃত্য-গীত-রতা বিদ্যাধরী ভাবে প্রতীয়মানা হয়; সে শিক্ষা কখনই হিন্দু-স্ত্রীর পক্ষে সুশিক্ষা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

অনেক পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষীত ব্যক্তি হয়ত, ঐরূপ নাটক নভেল ও সঙ্গীত-চর্চ্চানুরাগিণী স্ত্রী পাইলে কৃতকৃত্য হন এবং জন্ম-জন্মান্তরের নিজ এবং পিতৃ-পিতামহ-জনিত তপস্যার ফল বলিয়া মনে করেন। পয়সা ব্যয় করিয়া থিয়েটার দেখা, বাইজীর গান শুনা, খেমটা-নাচ দেখা, সার্কাস্ দেখা অপেক্ষা, এই সমস্ত কাৰ্য্য বিনা পয়সায় গৃহে বসিয়াই একমাত্র স্ত্রীরত্নে সমস্ত রত্ন পাইয়া অনেকে পরমানন্দ অনুভব করেন। কিন্তু আস্থাবান্ হিন্দু, বা হিন্দু-সমাজস্থ ব্যক্তিগণ, তাদৃশ শিক্ষীতা স্ত্রী ইচ্ছা করেন না। হিন্দুর স্ত্রী-শিক্ষা বলিলে, বুঝিতে হইবে, যে স্ত্রীর স্বামি-সেবায় অনুরাগ, শ্বশুর শ্বশ্রূ ও গুরুজনের প্রতি পরম ভক্তি; দেবর ও পুত্রাদির প্রতি পরম স্নেহ, দেবতা ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি, দৈব এবং পিতৃ-কাৰ্য্যে পরম শ্রদ্ধা, অতিথি-অভ্যাগতের

প্রতি যত্ন, অন্ধ আতুর খঞ্জ প্রভৃতি উপায়াক্ষম ভিক্ষুকের প্রতি দয়া, এবং নিজের আদৌ সুখ ইচ্ছা না করিয়া পারিবারিক এবং অপর সকলের সেবা-শুশ্রূষায় সর্ব্বান্তঃকরণে যত্ন আছে, সেই রমণীই শিক্ষিতা হইয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাভ্যাস থাকুক আর নাই থাকুক, তিনিই শিক্ষিতা স্ত্রী বলিয়া পরিগণিতা হইবেন। যদি বিদ্যাভ্যাস থাকে, তবে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে মনোযোগী হইবেন।

হিন্দুর স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস থাকিলেও, তিনি কখনই যেন রহস্য-প্রদ লজ্জা ধর্ম্মের হানিকর নাটক নভেলাদি পাঠ করিয়া, নিজের চরিত্রের অপকর্ষতা সাধন না করেন। স্ত্রীগণের চরিত্র অতি কোমল, তাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণেও দৃঢ়-চিত্ত নহে। বিদ্যাভ্যাস-চর্চ্চা থাকিলে অশ্লীল বা রহস্যপ্রদ পুস্তকাদি পাঠে চিত্ত-বিকার ঘটে, অথবা প্রেম-রসোদ্দীপক উপন্যাসাদি পাঠে মনে অসদ্ভাবের উদয় হয়, কিম্বা পত্রাদি দ্বারা অন্যের নিকট নিজ কুভাব প্রকাশ করে, বা তাহা পরিপোষণের পন্থা অবিষ্কার করে, এই আশঙ্কায় মধ্যে সমাজ হইতে স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ধর্ম্ম ভাবের আধিক্য বশতঃ স্ত্রীগণ অসদ্ভাবাপন্ন হইতেন না বলিয়াই, পূর্ব্বে বিদ্যানুশীলন-চর্চ্চা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বে যবনাধিকারের কাল হইতে এবং মধ্যে মধ্যে হিন্দুদিগের বিভিন্ন রূপ ধর্ম্মের ধর্ম্ম-প্রচারকের মত-দ্বৈধতায় ধর্ম্ম-বিপ্লব ঘটায় লোক-সকল-মধ্যে ধর্ম্মভাবের অনেকটা শিথিলতা হওয়ায়, সমাজ-পতিগণ স্ত্রীর বিদ্যানুশীলন রহিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে উপরের উল্লিখিত মত সংসার-কার্য্যে শিক্ষিতা করিয়া সংসারের সুখ বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন।

এক্ষণেও অনেকের মতে হিন্দু-স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস নিন্দনীয়; কিন্তু আজকাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে এবং মানবগণ যেরূপ অল্পায়ুঃ হইতেছেন, এবং লোক সকল যেমন চিরপ্রবাসী হইতেছেন, তাহাতে স্ত্রীর কথঞ্চিৎ মাতৃভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কেন না, স্বামী প্রবাসী হইলে তাহাকে পত্রাদি পাঠান বা আগত পত্রাদির উত্তর দেওয়া, নিজে লেখা পড়া জানিলে যেরূপ সহজ ও সুখের হয়, অন্যের নিকট পড়ান বা লেখান তাদৃশ সন্তোষকর হয় না। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে বিশেষ গোপনীয় কথা লিখিতে পারেন, এবং স্ত্রীও স্বামীকে বিশেষ গোপনীয় সংবাদ জানাইতে পারেন, তাহা অপরের নিকট লেখান বা পড়ান উচিত নয়; সুতরাং সেই সকল সংবাদ আদান-প্রদান একরূপ বন্ধ থাকে; কিম্বা আদান-প্রদান হইলে লজ্জা বা ক্ষতিকারক হইয়া উঠে। আবার অনেক পতির অকাল-মৃত্যুতে নাবালক পুত্রাদি থাকিলে, সমস্ত বিষয়-ভার স্ত্রীর উপর পতিত হয়। স্ত্রী লেখা পড়া জানিলে বিষয় সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান রাখিতে পারেন। স্ত্রীর বিদ্যাচর্চ্চা না থাকিলে, সম্পূর্ণ অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। আজ কাল লোক সকল চরিত্রহীন হওয়ায়, কাহারও উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারা যায় না। অবলা স্ত্রীলোককে ঠকাইয়া অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে, কেহই পশ্চাৎপদ হয় না। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, সহায়হীনা রমণী, আপন ভ্রাতা বা পিতার উপর বিষয় কার্য্য সমর্পণ করিয়াও বঞ্চিতা হইয়াছেন। অতএব নিজের আয়ের ব্যয়ের যথার্থ হিসাব বা অনুসন্ধান রাখিতে পারা যায়, তদুপযুক্ত মাতৃভাষা শিক্ষা করা এক্ষণে স্ত্রীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ কার্য্য যে কেবল বিদ্যা বলেই সাধিত করিবেন, তাহা নহে;

স্বামী বর্ত্তমানে সকল কার্য্যে অনুসন্ধান রাখিলে এবং যৎ সামান্য বিদ্যাচর্চ্চা থাকিলেই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে।

পূর্ব্বে পিতৃ-গৃহে থাকিয়া বালিকাগণ মাতা প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধা-গণের অনুকরণে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহাদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া দেব-দ্বিজ-গুরু-সেবাদি এবং দেবার্চ্চনা অতিথি-সেবা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, এবং উপদেশ বাক্যে সুশিক্ষিতা হইয়া, বাল্যাবস্থাতে শ্বশুরকুলে নীত হইলে পর, তথায় অনায়াসেই সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যশোভাগিনী হইতেন। এক্ষণে বালিকার বিদ্যানুশীলন কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, বালিকা পিতৃ-কুলে থাকা কালে কেবল পুস্তক পাঠ করা ভিন্ন অন্য গৃহ-কার্য্য করেন না, এবং বৃদ্ধাগণের কোন বাক্যাদি গ্রাহ্য করেন না; সুতরাং তাহারা সাংসারিক কার্য্যে অনভিজ্ঞ হন এবং অনভ্যস্ত থাকিয়া যান। এখনকার কন্যা-জননীগণই যখন বয়স্থা হইয়া বিবাহিত হইয়াছেন, এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার হিন্দু-ভাবে শিক্ষিতা নহেন, তখন কন্যাগণকে কোন সন্নীতি শিক্ষা দিতে তাহারা পারগ হন না, এবং শিক্ষা দিবারও কোন চেষ্টা করেন না। বাস্তবিক যদি পূর্ব্বের ন্যায় বাল্য-বিবাহ ও স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তবে সংসার কত সুখের হয়। অতএব সমাজস্থ ব্যক্তি সকলেরই যাহাতে পূর্ব্বপ্রথা পুনরাবর্ত্তিত হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

# পাত্র নির্ণয়।

কিরূপ বয়সে কন্যা পাত্রের সংযোগ করা উচিত, তাহা বলা হইল। এক্ষণে কিরূপ পাত্রকে সুপাত্র বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে, তাহাই বলা প্রয়োজন হইতেছে। পাত্রের স্বভাব, কুল, শীল, বিদ্যা এবং বুদ্ধি, এই কএকটি বিষয়ই লক্ষ্য করা দরকার। প্রথমতঃ স্বভাবের বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিতে হইবে; কেননা, স্বভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হয় না। "স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জায়তে কদাচন। অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" "স্বভাব না যায় মলে, কয়লা ( ময়লা ) না যায় ধুলে" স্বভাব মন্দ হইলে, সংশোধন হওয়া বড়ই সুকঠিন; এজন্য পাত্রের স্বভাব পরীক্ষা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যে হেতু পাত্র যদি ক্রোধী কিম্বা কর্কশ-বাক্য-প্রয়োগী অথবা উদ্ধত বা অবিনয়ী কিম্বা ক্রূরচিত্ত হয় এবং সরল ও বিশ্বাসী না হয়; তবে তাদৃশ পাত্র কখনই সুপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ঐ পাত্র মহাধনশালী, মহাবিদ্বান হইলেও তাহাকে কন্যা দান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ঐ রূপ পাত্রে কন্যা দান করিলে, কন্যার কখনই সুখ লাভ হইবে না, এবং নিজেরও সন্তোষ সাধন হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কি কারণে কন্যার সুখলাভ হইবে না, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিতে হইলে পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। বিষয়,-গুলি এক একটি করিয়া অনুধাবন করিলে, সকলেই ইহার ভবিষ্যৎ ফল অনুমান করিতে পারিবেন। ঐ সকল দোষের কোন একটি দোষ পরিলক্ষিত হইলে, সেরূপ পাত্রকে পরি-ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কুল সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে, পাত্র যে কুলে জন্মিয়াছেন, তাহা জন-সমাজে হেয় হইলে, অথবা সেই কুল কন্যা-জনকের কুল হইতে অত্যধিক নীচ হইলে, কিম্বা সেই কুলের লোক সকল সতত পাপ-কার্য্য-কারী হইলে, বা সেই কুলে কোন জাতিগত অথবা স্ত্রী-ঘটিত অপবাদ-গ্রস্থ হইলে, তাদৃশ কুলে কন্যা দান করা সাধুজন-বিগর্হিত কার্য্য; এজন্য সচ্চরিত্র এবং সদাশয় কিম্বা সম্মানী ব্যক্তি কোন ক্রমেই সেই কুলে কন্যা দান করিবেন না। যদি পাত্র অন্য সকল গুণে গুণবান্, ধনবান, বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্ও হন, তত্রাচ তাদৃশ কুলে কন্যা দান করা কর্ত্তব্য নহে। কেন না, সেই কুলে কন্যা দান করিলে, কন্যা-জনক জন-সমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় হইবেন; এবং কন্যাও সুখলাভে সমধিক অধিকারিণী হইবেন না। উপরি-উক্ত দোষ-সকলের মধ্যে কোন দোষই বর্জ্জনীয় নহে।

শীল সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে, পাত্রের চরিত্রগত ভাবের অনুসন্ধান করিতে হয়,—অর্থাৎ পাত্রের চরিত্রে কি কি দোষ আছে, তাহা নির্ণয় করিতে হয়। চরিত্রগত দোষ সহসা অনুমান করা যায় না, কিন্তু কন্যা দানের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা, কন্যা-জনকের অবশ্য কর্ত্তব্য। পাত্র যদি লম্পট হয়, কিম্বা পরস্বাপহারী অথবা পান-দোষ বা অন্য মত্ততা-দোষে দোষী হয় কিম্বা মিথ্যাবাদী হয়, তবে তাদৃশ পাত্রে কন্যা দান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যদিও চরিত্রগত দোষ কালে সংশোধন হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সংশোধন যে হইবেই তাহার নিশ্চয় কি? উত্তরোত্তর বৃদ্ধিও ত হইতে পারে; অতএব পাত্রকে দুশ্চরিত্র দেখিয়া বা জানিয়া, কখনই

কন্যা দান করা কর্ত্তব্য নহে। সেই রূপ পাত্রে কন্যা দান করিলে কন্যার দুঃখের আর সীমা থাকে না, এবং নিজেরও সর্ব্বদা মনঃকষ্ট উপস্থিত হয়।

বিদ্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে, পাত্রের বিদ্যানুরাগ কিরূপ, এবং তাহার বুদ্ধি-বৃত্তি কেমন, এই দুইটিই বিবেচনা করিতে হইবে। যদি বিদ্যানুরাগ থাকে, এবং বুদ্ধি-বৃত্তি নিতান্ত কর্ম হয়,—অর্থাৎ কোন বিষয় সহজে বুঝিতে পারে না বা ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার সেই বিদ্যানুরাগ কোন কার্য্যের হয় না; কারণ, বুদ্ধির অল্পতা জন্য সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। বুদ্ধি স্থূল বা অল্প হইলে, বাল্যের যে বিদ্যানুরাগ, তাহা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইয়া যায় এবং পরে সে কোন কার্য্যেরই হয় না। তাদৃশ পাত্রে কন্যা দান করা কর্ত্তব্য নহে। যাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ আছে এবং বিদ্যানুরাগ নাই, তাদৃশ পাত্রও কখন বিদ্বান্ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-শালী যদি অসদ্ভাবাপন্ন না হয়, এবং বিদ্যানুরাগী না হইয়াও যদি কোন কার্য্য বা আলোচনা বিষয়ে উদ্যমশীল হয়, তবে সে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহে ক্ষমবান্ হইবে, ইহা ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কন্যা-জনকের যদি সমধিক উচ্চাশা না থাকে, তবে তাদৃশপাত্রে কন্যা দান করিলে তাহাকে অসুখী হইতে হয় না। যাহার বিদ্যানুরাগ নাই এবং বুদ্ধিও স্থূল, কেবল অভিভাবকের অত্যধিক যত্ন ও চেষ্টার কারণ বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তাদৃশ পাত্রে কখনই কন্যা দান করিবেন না। কেন না, বালকের প্রতি অভিভাবকের যতই যত্ন চেষ্টা হউক না কেন, সে বালক কখনই বিদ্বান্ হইতে পারিবে না।

পাত্রের বিদ্যাভ্যাস হইতেছে, অভিভাবকের চেষ্টা আছে, কিম্বা কতক দূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহা দেখিয়া কন্যা দান করিলেই, কন্যা-জনকের কর্ত্তব্য পালন করা হইল না। পাত্রকে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া, পাত্রের উৎসাহ, বুদ্ধি এবং অভিভাবকের আন্তরিক যত্ন ও আর্থিক অবস্থা, এই গুলি সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, পাত্রের বিদ্যা শিক্ষার বাধা ঘটনার সম্ভাবনা না থাকা বিবেচিত হইলে, পরমাহ্লাদে কন্যা দান করা যাইতে পারে।

সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করার আরও একটা কারণ হইয়াছে। কেন না, আজ কাল পুত্র-শুল্ক প্রচলিত হওয়ায় অনেকে পুত্রাদিকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও এবং বালকের বিদ্যাভ্যাস হইবেনা, নিজ জ্ঞানে জানিয়া বা শিক্ষকাদির নিকট পরিজ্ঞাত হইয়াও, কেবল মাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থার্জ্জন করিবার বাসনায় বিবাহকাল পর্য্যন্ত পুত্রকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত রাখেন। নিজ ইচ্ছা সফল হইলেই, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বা অত্যল্প সময় পরেই পুত্রের বিদ্যাভ্যাস বন্ধ করিয়া দেন। বিবাহের পড়া পড়িয়া লইতে হইবে, এই রূপ শিক্ষা দিয়া অনেক জনক-জননী নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অলস পুত্রাদিকে বিদ্যালয়ে রাখিবার চেষ্টা করেন, ইহা স্বতঃ পরতঃ অনেকেই দেখিয়া আসিতেছেন। বিদ্যালয়ে নিযুক্ত থাকার জন্য, যে বালককে বিবাহ-পণ এক সহস্র মুদ্রা দিতে হইল, বিদ্যালয় চ্যুত থাকিলে তাহাকে পাঁচ শত মুদ্রা দিয়া কন্যা-জনক বিবাহ দিতেন কি না সন্দেহ। পূর্ব্বে সম্যক্ বিবেচনা করিলে কন্যা-জনকের অনর্থক কতক গুলি অর্থ ব্যয়িত হইত না এবং তাহাকে বঞ্চিত হইয়া মনঃকষ্ট ভোগ করিতেও হইত না।

বুদ্ধি সম্বন্ধে অধিক কথা আর বলিবার কিছুই নাই। কারণ, বিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে তাহা বিশদ রূপে বলা হইয়াছে; তবে পাত্রের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ কি স্থূল তাহাই পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধি পরীক্ষায় সহজ সহজ বিষয় কিঞ্চিৎ প্রকারান্তর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি মাত্র প্রশ্নের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা,—সমান পরিমাণ টাকায় এক সের দরে ঘৃত কিনিয়া, তিন পোয়া দরে বিক্রয় করিলে এবং তিন পোয়া দরে কিনিয়া এক সের দরে বিক্রয় করিলে, লাভ হইবে কি লোকসান হইবে?" এই প্রশ্নটি স্থূল-বুদ্ধি-সম্পন্ন বালককে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিবে লাভ লোকসান কিছুই হইবে না; কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী বালক লাভ হইবে বলিয়া অনায়াসে উত্তর প্রদান করিবে। অতএব বালকের বুদ্ধি পরীক্ষা করিতে হইলে, যাহা দেখিতে সহজ বোধ হইবে, এবং চিন্তা না করিলে প্রকৃত উত্তর হইবে না, এই রূপ সরল বা কূট প্রশ্ন করিয়া বুদ্ধির পরীক্ষা করিতে হইবে। বিদ্যা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া বিদ্যা বুদ্ধির একত্রে পরিচয় গ্রহণ করিলে আর অন্যরূপ পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না।

পাত্রের স্বভাব, কুল, শীল, বিদ্যা, বুদ্ধি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইল, কিন্তু যথা সময়ে চেষ্টা না করিলে এবং সময় থাকিতে বিবাহের উদ্যোগী না হইলে, কেহই সম্যক্ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন না। অতএব কন্যা বিবাহে আলস্য বা ঔদাস্য প্রকাশ না করিয়া, সময় থাকিতে পাত্র-নির্ণয়ে যত্নবান্ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। যিনি পাঁচ প্রকার বিষয়ের সমস্ত দোষ গুলি ত্যাগ করিয়া কন্যা দান করিতে

অক্ষম হইবেন, তিনি তন্মধ্যে যে সকল দোষযুক্ত পাত্রকে কন্যার বিবাহ দিলে নিজের অতিশয় খর্ব্বতা কিম্বা কন্যার ভাবী সুখস্বচ্ছন্দতার বিশেষ হানি না হয়, সেই রূপ বিবেচনা করিয়া কন্যা পাত্রস্থ করিবেন। যদি বয়ঃক্রম সামঞ্জস্য রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার দোষশূন্য পাত্রে কন্যা দান করা তাহার একান্ত অসুবিধা-জনক হয়, কিম্বা ক্ষমতার বহির্ভূত হয়, তবে তিনি বয়ঃক্রমে অত্যল্প ইতর-বিশেষ রাখিয়াও কন্যা দান করিতে পারেন; কিন্তু পাত্র ইচ্ছা করিলে বিদ্যাভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে, এরূপ কোন সম্ভাবনার কারণ অনুমান হইলে, কখনই সে প্রকার বয়ঃক্রমাল্পতায় বিবাহ দিবেন না। ঐরূপ স্থলে পাত্রের অভিভাব-কের অবস্থা, স্বভাব, অনুশাসন ও যত্নের বিষয়, বিশেষ পর্য্যা-লোচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। বরং সর্ব্ব প্রকার সদ্‌গুণ শালী ধনবান, বা উপার্জ্জনক্ষম গুণবান এবং বুদ্ধিমান্ বয়োধিক কিম্বা দ্বিতীয়বার দার-গ্রাহী ব্যক্তিকে কন্যা দা[ন] করিবেন, কিন্তু তত্রাচ দোষযুক্ত পাত্রকে বা বিদ্যা বুদ্ধিহী[ন] অথবা অক্ষম পাত্রে কখনই কন্যা দান করিবেন না। দ্বিতীয়বা[র] দারগ্রাহী বয়োধিক পাত্র প্রকৃত পক্ষে কন্যার বিশেষ পছন্দনী[য়] হয় না; কিন্তু পাত্র যদি জ্ঞানবান্, উপার্জ্জনক্ষম বা অর্থশালী হন এবং স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহারী হন এবং অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ন[া] হন, তাহা হইলে কন্যার মনোরঞ্জনে সক্ষম হইয়া কন্যাকে সুখী করিতে পারেন। বয়োবৃদ্ধ পাত্র—অর্থাৎ যাহার ইন্দ্রিয়-বৃত্তি শিথিল হইয়াছে কিম্বা স্ত্রীর প্রতি অসদ্ব্যবহারী, অথবা যিনি স্ত্রীকে অত্যন্ত কঠোর শাসনে রাখিতে ইচ্ছুক, তাদৃশ কোন প্রকার বয়োধিক পাত্রকে, কদাচ সবিবেচক ব্যক্তি কন্যা দ

করিবেন না। তিনি যদি সাক্ষাৎ ধনেশ্বরও হন, এবং সমাজের শীর্ষস্থানেও অধিরোহণ করেন, এবং তাঁহার কুল যদি সর্ব্বোৎকৃষ্টও হয়, তত্রাচ তাঁহাকে দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য। কেন-না, তাদৃশ ব্যক্তিকে কন্যা দান করিলে, কন্যা কখনই সুখলাভ করিতে পারিবে না।

স্ত্রীজাতিকে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে দেওয়া উচিত নহে। স্ত্রীর উপর শাসন সংরক্ষণ কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু স্ত্রীকে কিরূপ ভাবে শাসনে রাখিলে, স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারে না এবং স্বামী-স্ত্রীতে মনের অকৌশল ঘটে না, কিম্বা পরস্পরের কাহারও কষ্টের কারণ হয় না, তাদৃশ উপায় বিধান করিতে অনেকেই জানেন না। কেহ কেহ বা স্ত্রীকে প্রহারাদি করিয়া, কিম্বা প্রহারের বিভীষিকা দেখাইয়া শাসনে রাখিতে চেষ্টা করেন, তাদৃশ চেষ্টা যে নিতান্ত গর্হিত, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রহার করিলে, বা স্ত্রীর প্রতি নিয়ত কর্কশবাক্য কহিলে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা সমস্তই অন্তর্হিত হয়; তখন তাহাদের মধ্যে প্রায়ই কলহ উৎপন্ন হয়। আহার বিহারের সুখ তিরোহিত হয়, সংসারের সর্ব্বদা অশান্তি উৎপন্ন হইয়া পরস্পরের মন চিরবিষাদে পরিণত হয়। সদ্বংশজাতা এবং জ্ঞানবতী ও ধর্ম্মভীরু স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্যান্য স্ত্রীগণ প্রবলা হইয়া প্রায়ই স্বামীর শাসন-বহির্ভূত হইয়া পড়ে। স্বামীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া অনেকে স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহ আশ্রয় করেন, এবং কেহ কেহ বা স্বামীর কুল পর্য্যন্ত কলঙ্কিত করিয়া, কুলটা হইয়া দেশান্তর গমন করেন। হিন্দুশাস্ত্রকারেরাও [illegible] স্ত্রীকে কায়িক দণ্ড দানের ব্যবস্থা করেন

নাই। স্ত্রী দুশ্চারিণী হইলেও তাহাকে এককালে পরিত্যাগ করিতে হইবে, কি কায়িক দণ্ড বিধান করিতে হইবে শাস্ত্রে এমন নিয়ম নাই। (স্ত্রীর কলঙ্ক রটনা হইলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির গোপন অনুসন্ধানে সত্যাসত্য নির্ণয় করা উচিত এবং যদি স্ত্রীকে প্রকৃত অপরাধিনী বলিয়া প্রতীতি জন্মে তবে তাহাকে প্রথমতঃ ধিক্কার দান বা নীতি-বাক্যের দ্বারা এবং ধর্ম্ম উপদেশ দ্বারা কুপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করা উচিত, কিন্তু কুলোকের চক্রান্তে পড়িয়া বাহ্যিক কোন সামান্য কারণকে গুরুতর বিবেচনা করিয়া স্ত্রীর প্রতি কঠোর ব্যবহার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রীর চরিত্রে বৃথা দোষারোপ করিলে বা তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলে ফল বিপরীতই হয়, অর্থাৎ অনেক সময় স্ত্রী প্রকৃত দোষী না থাকিয়া মিথ্যা-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া, জনসমাজে নিন্দনীয়া হওয়ায়, এবং স্বামীর নিতান্ত ঘৃণার পাত্রী ও বিরাগভাজন হইয়া হয় প্রাণ পরিত্যাগ করে, না হয় নিজ ইচ্ছাবশে কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইয়া স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করে। স্ত্রীর কুৎসা রটনা হইলে, বা স্ত্রী কুপথগামিনী হইয়াছে ধারণা হইলে, তাহা যাহাতে জনসমাজে প্রচারিত না হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীকে দোষী বলিয়া প্রকাশ্যভাবে তাহার শাসন করিতে গেলে, বা প্রহারাদি কায়িক দণ্ডে দণ্ডিত করিলে, স্ত্রীর চরিত্র সংশোধন প্রায়ই হয় না; অধিকন্তু নিজের মান, সম্ভ্রম, বংশগৌরব সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।) স্ত্রীর গাত্রে হস্তার্পণ অর্থাৎ স্ত্রীকে প্রহার করণ, সকল শাস্ত্রে, সকল সমাজেই বিগর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে। স্ত্রীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার বা স্ত্রীকে প্রহার করিলে ইংরাজ-সমাজে

বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবার প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া নির্ণীত হয়।

স্ত্রীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে স্ত্রী স্বামীর শাসনানুবর্ত্তিনী থাকেন, স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারেন না, তাহা কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করা আবশ্যক হইতেছে। স্ত্রীর চিত্তগত ভাব, বয়স এবং প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া, স্ত্রীকে সাধ্যানুরূপ আদর, যত্ন, ভালবাসা দেখাইয়া প্রথমতঃ স্ত্রীকে আপন আয়ত্তাধীন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন সময়েই স্ত্রীর বাক্য অলঙ্ঘ্য বিবেচনায় অবিচার্য্য ভাবে তাহার মতের পোষকতা করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণীর ভাবে কার্য্য করিতে চাহিলে, বা স্বামীর সমাজের, রীতির, বা কর্ত্তব্য কার্য্যের অন্যথাচরণ করিতে চাহিলে, প্রথমতঃ তাহাকে নীতি-বাক্য দ্বারা বুঝাইতে হইবে. তাহাতে যদি তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারা যায়, তবে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া অল্প-কালের জন্য তাহার সহ বাক্যালাপ বন্ধ করা, বা তাহাকে একা রাখিয়া অন্যত্র গমনের ভয় দেখান, কিম্বা দুই এক দিনের জন্য তাহাকে শয্যায় গ্রহণ না করিয়া তাহাকে শাসনে বা স্বমতে আনা কর্ত্তব্য। তাহাতেও যদি তাহাকে তাহার মত হইতে ফিরাইতে না পারা যায়, বা অন্য অনর্থ বা অশান্তি উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে তখন অন্যের অসাক্ষাতে নানারূপ শ্লেষমূলক বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে হইবে।—অর্থাৎ স্ত্রীসমাজে যেরূপে তিনি নিন্দনীয়া হইতেছেন, তদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবতী আছেন, অথচ তাহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তিহীনা, স্বামীর সুখ-স্বচ্ছন্দতায় তাহার লক্ষ্য যত্ন আছে, অথচ তাহাকে কষ্টদায়িনী এইরূপ নানাপ্রকার বাক্যের দ্বারায় তাহার ক্ষোভ

উপস্থিত করিলে, তখন অভিমান-ভরে তিনি রোদন-পরায়ণা হইবেনই হইবেন। কেননা, স্ত্রীজাতি চিরাভিমানিনী. কখনই অভিমানমূলক বাক্য সহ্য করিতে পারেন না। ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহার জেদ, বিলাসিতা বা অন্যান্য ভাব সমস্তই তিরোহিত হইবে; তখন তাহাকে নানারূপ সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধিত করিয়া নীতিমার্গের দ্বারায় বুঝাইলে কখনই স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারিবেন না। কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া জ্ঞানহারা হওয়া, কোন বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্টা, হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্যা, তাহাদিগকে কৌশলে ও বুদ্ধিবলে যদি বশীভূত করিতে না পারা যায়, তবে কঠোর শাসনে কখনই শাসিত রাখা যাইতে পারে না, এবং তাহাতে কখনই সুখশান্তি স্থির থাকে না। যে সংসারে সুখ এবং শান্তি নাই, সে সংসার অপেক্ষা অরণ্যও সুখের নিলয়।

কন্যা-বিবাহের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি একপ্রকার বিবৃত করা হইল। এক্ষণে বিবাহের ব্যয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আবশ্যক। সকল কার্য্যেই মনুষ্যের নিজ আয় ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। কেননা, যিনি আয়ের ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিবেচনা না করিয়া, ব্যয়ের কার্য্য উপস্থিত হইলেই অবস্থাতিরিক্ত ব্যয় করেন, তিনি পরিণামে দুঃখভাগী হন। কন্যাকে সুপাত্রে ন্যস্ত করা এবং কন্যার সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া, কন্যা-জনকের অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, তাই বলিয়া নিজ ও পুত্রাদির ভবিষ্যদ্দুঃখের বীজ বপন করিয়া সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া কখনই

কর্ত্তব্য নহে। কন্যার বিবাহ কালে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিলেই যে কন্যা-বিষয়ে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়, কিম্বা কন্যার সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে আর কন্যা-জনককে দৃষ্টি রাখিতে হইবে না, বা দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন নাই, এরূপ নহে। পুত্র-পৌত্রাদির সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে যেমন চিরকাল দৃষ্টি রাখিতে হয়, তেমনি কন্যা ও দৌহিত্রাদির সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য রাখাও অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কন্যা ও দৌহিত্রাদির ভার অপরের উপর ন্যস্ত থাকায় কাহাকে তদ্বিষয়ে ব্যাকুলিত হইতে হয় না। অনেক সময় ধনশালী বা গুণবান্ পাত্র দেখিয়া বিবাহ দিলেও, কন্যার দুরদৃষ্টতা বশতঃ জামাতা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অশন বসনের কষ্ট পায়; সে সময় কন্যার পিতা মাতাকে তাহাদের সাহায্য করিতেই হয়। কিন্তু যদি কন্যার বিবাহকালে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করার কারণ, ঋণভারে ভারাক্রান্ত হইয়া কিম্বা বিভবচ্যুত হইয়া নিজ ও পুত্রাদির ভরণ পোষণ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করিতে না পারা যায় কিম্বা কোন রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেও অন্যকে সাহায্য করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা না থাকে, তখন তুমি সেই কন্যা ও দৌহিত্রাদির কষ্ট দেখিয়াও নিজ অক্ষমতাহেতু, কষ্ট মোচন করিতে পারিবে না। কিম্বা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া কষ্ট মোচন করিতে চাহিলেও, তোমার পুত্রাদি তখন তোমাকে তাহাদের সাহায্য করিতে দিবে না; তাহারা বলিবে, তুমি কন্যার বিবাহে অত্যধিক ব্যয় করিয়া ঋণ সৃষ্টি করিয়া বা বিষয়-চ্যুত হইয়া আমাদিগকে কষ্ট-সাগরে নিপাতিত করিয়াছ, আর কখনই আমাদের মুখের অন্ন তাহাকে দিতে দিব না। তুমি তাহাদের কষ্ট মোচন করিতে না পারিলে, বা কষ্ট মোচন করণে বাধা

পাইলে, তোমার মনে পূর্ব্বকৃত কার্য্যের আক্ষেপ হইবে এবং কন্যা ও দৌহিত্রাদির অবস্থা ভাবিয়া কোন রূপ শান্তি লাভ করিতে পারিবে না।

যে সকল কার্য্য সংসারীর দায় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে—অর্থাৎ কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়, এই সকল কার্য্যে ব্যয়ের একটি সীমা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। যদি আয়ের অনুপাতে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা না যায়, তাহা হইলে কখনই সংসারের উন্নতি হয় না। আয়ের অনুপাতে ব্যয় না করিয়া, অত্যধিক ব্যয় করিয়া অনেকেই ঋণজালে জড়িত হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়ায়। পশ্চিম দেশী পারসী সম্প্রদায়ে এই জন্য একটি নিয়ম অবধারিত হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে কেহ পুত্র-কন্যাদির বিবাহ নিজের এক বৎসর কালের আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারিবেন না। এক বৎসরের আয় বলিলে, এক বৎসরের মধ্যে যত টাকা উপার্জ্জন হইবে, তাহা নহে। এক বৎসরের উপার্জ্জন মধ্যে অশন বসনের ব্যয় বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহাই বার্ষিক আয় বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গদেশবাসিগণের ঐরূপ একটি নিয়ম করা উচিত। কিন্তু এদেশে পরস্পর সহানুভূতি না থাকায় এবং পুত্র-শুল্ক প্রচলিত থাকায়, নিয়মবদ্ধ হওয়ার আশা করা যায় না। পরন্তু প্রত্যেক সংসারীরই ঐ নিয়ম লক্ষ্য করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করা কর্ত্তব্য।

পারসী সম্প্রদায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যরূপ আয়ের মাত্রা অধিক আছে, এ জন্য তাহাদের ঐ নিয়মে কার্য্য করায় বিশেষ কোন অসুবিধা বা মনঃকষ্ট দায়ক হয় না। কিন্তু বঙ্গবাসিগণ

সেই নিয়মে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন না। কেন না, বঙ্গবাসী অনেকেরই যখন বার্ষিক আয় দ্বারায় কেবল অশনের ও বসনের সংকুলান হয় না, তখন তাহারা পুত্র-কন্যা-বিবাহে বা পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে কেমন করিয়া ব্যয় করিতে পারেন? অথচ ব্যয় না করিলেও কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। অতএব বঙ্গবাসিগণ যদি এইরূপ নিয়মে কার্য্য করেন যে, এক বৎসর মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ যত টাকা আয় হওয়া সম্ভব, উর্দ্ধ সংখ্যায় সেই সমগ্র টাকা ব্যয় করিবেন, অতিরিক্ত কোন ক্রমে ব্যয় করিবেন না। ঋণ দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে সেই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিলেও অন্যায় হয় না; ফলতঃ কার্য্য উদ্ধার করিয়া তাহার এইরূপ চেষ্টা থাকা আবশ্যক, যাহাতে তিনি নিজের অশন-বসনের সংকীর্ণতা অবলম্বনপূর্ব্বক দুই বা তিন বৎসরের মধ্যে তাহা পূরণ করিয়া লইতে পারেন। যাঁহার সঞ্চয় আছে, তাঁহার কথা পৃথক্, তিনি ঐ প্রকার করিলে যখন দায়গ্রস্থ হইবেন না, তখন নিজ ইচ্ছানুসারে কিছু কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় করিলেও দোষভাগী হন না; পরন্তু অধিক ব্যয় করাও তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। কেননা, তাহা হইলে নিয়ম থাকিল না। নিয়ম না থাকিলে কোন কারণে না কোন কারণে অধিক ব্যয় করিয়া, তিনিও হয়ত দায়গ্রস্থ হইতে পারেন। অনিয়ম ব্যয় না করিয়া বরং যাঁহার সঞ্চয় আছে বা যিনি সমধিক সক্ষম, তিনি বিবাহের পর, সময় সময় কন্যা ও দৌহিত্রাদিকে অর্থ বা আভরণাদি দিয়া তাহাদের সন্তোষ সাধন এবং নিজের স্নেহ বা ভালবাসার তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন।

যিনি অশন বসনের সঙ্কীর্ণতা করিয়া বা বিবিধ চেষ্টা দ্বারাও

বার্ষিক ব্যয় বাদে আয় করিতে এক কালে অশক্ত, তিনি কন্যা-পুত্র-বিবাহে বা পিতৃ-মাতৃদায়ে ঋণ না করিয়া বরং কথঞ্চিৎ বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ করিবেন। তত্রাচ কখনই ঋণ করিয়া সর্ব্বস্ব নষ্ট করিবার পথ আবিষ্কার করিবেন না। যদি তৎকালে তাদৃশ বিক্রয়াদি যোজনা না করিতে পারেন, এবং ঋণ করিয়াই কার্য্যোদ্ধার করিতে হয়, তবে কার্য্যোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রে অস্থাবর, তদভাবে পরে কথঞ্চিৎ স্থাবর সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া ঋণ শোধ করিবেন। কিন্তু কখনই অনিশ্চয় আশার বশবর্ত্তী হইয়া ঋণ স্থির রাখিয়া সর্ব্বস্বান্তের পথ প্রশস্ত করিবেন না।

হিন্দুসম্প্রদায়-ভুক্ত বা হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-শাস্ত্রে আস্থাবান্ ব্যক্তির পক্ষে বাল্য-বিবাহ বা বাল্য সম্বন্ধ উপকারী এবং কর্ত্তব্য বটে, এবং উপরি লিখিত উপদেশ সকল মানিয়া চলাও আবশ্যক বটে। কিন্তু যাহারা অন্য-ধর্ম্মাবলম্বী কিম্বা যাহাদের হিন্দু-ধর্ম্মে বা হিন্দুর শাস্ত্র-বাক্যে আস্থা নাই এবং যাহাদের মতে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মনোমিলন ব্যতিরেকে বিবাহ হওয়া অনুচিত কিম্বা যাহাদের সমাজে স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ নিষিদ্ধ, বা বিবাহ-কালে স্ত্রীর কবুল করা— অর্থাৎ সম্মতি দেওয়া আবশ্যক, তাহাদের পক্ষে বাল্য বিবাহ বা বাল্য সম্বন্ধ উপকারক বা কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত নহে। তাহাদের পক্ষে যুবতী বিবাহই প্রশস্ত। পরন্তু, যাঁহারা হিন্দু-সমাজে থাকিবেন, হিন্দুর আচার-ব্যবহার মত কার্য্য করিবেন, অথচ হিন্দু-শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলিবেন না, তাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল বা উদ্ভট মত-প্রকাশকারী ব্যক্তির মতানুসারে, সমাজ মধ্যে শাস্ত্র-বাক্যের অননুমোদনীয়

কোন কার্য্য চলিতে দেওয়া কাহারও উচিত নহে। তাহা যদি যুক্তি-তর্কে বিশেষ সমাদৃতও হয়, তাহাও পরিহার করা কর্ত্তব্য। কেন না, ঐরূপ মত চালাইতে গেলে, তাহা সর্ব্বসম্মতি মতে চলে না, অধিকন্তু সমাজের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম এবং যশ ও সম্মানের হানি হইয়া মনঃকষ্টের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। বিবাহের বয়ঃক্রম ব্যতিরেকে অন্যান্য যে সকল বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সকল সম্প্রদায় সকল সমাজেরই উপকারে আসিতে পারে; অতএব সকলেরই ঐ সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া চলা আবশ্যক।

---

## অতিথি-অভ্যাগত-সেবা।

সংসারীর পক্ষে পুত্রাদির শিক্ষা দান, পুত্র-কন্যার বিবাহ, পিতৃ-মাতৃ-সেবা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য হইলেও, আরও কএকটি কার্য্য অবশ্য করণীয় বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। তাহারও বিবরণ সন্নিবেশিত করা আবশ্যক। যাহার সহিত যৌনসম্বন্ধ দ্বারা আত্মীয়তা, কিম্বা প্রণয়-সঞ্চারে বান্ধবতা হইয়াছে; তাদৃশ কুটুম্বগণের সমাদর, যত্ন ও তত্ত্ব তল্লাস করা বা ভালবাসা এবং স্বগৃহে উপস্থিত হইলে, সাধ্যানুরূপ আপ্যায়িত আদর যত্নপূর্ব্বক ভোজনাদি করাইয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধন করা সকল সংসারীরই কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। অধিকাংশ সংসারীই তৎপক্ষে সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন। যদিও কখন কখন কাহাকে কাহাকে কদাচিৎ ঔদাস্য-জনিত বা আলস্য-পরতন্ত্রতায় কিম্বা শ্রদ্ধাহীনতায় অথবা স্বভাব দোষে, তৎকার্য্যে সমধিক সচেষ্ট দেখা যায় না; তত্রাচ তদ্বিষয়ে

বিশেষরূপে যুক্তি তর্ক দ্বারা বর্ণনা করার আবশ্যক বোধ হইতেছে না। কেন না, ঐ কার্য্যটি দান, প্রতিদান, 'ও সদ্ভাবরূপ বিনিময়বিষয়ক ভদ্রতা ও শিষ্টাচার ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; যেহেতু আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতি কুটুম্বগণের প্রতি সদ্ব্যবহার না করিলে, তাহাদের নিকট সদ্ব্যবহার পাইবার আশা নাই। পরন্তু সৎস্বভাব ও সদ্গুণশালী, ধর্ম্মশীল ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, অন্যে তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলেও তিনি সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন এবং গৃহাগত অসদ্ব্যবহারী কুটুম্বাদিকেও বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা সাধ্যানুরূপ আদর আপ্যায়িত করিয়া, ভোজনাদি করাইয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিবেন। কখনই তাহাদের অসদ্ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ভক্তির ত্রুটি করিবেন না। কারণ, অসদ্ব্যবহারীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে, তাহারও তদনুকরণে সদ্ব্যবহার শিক্ষা হইয়া ক্রমে ক্রমে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দতার বৃদ্ধি হইয়া পরম সুখের আকর হইয়া উঠে। কিন্তু যদি অসদ্ব্যবহারীর প্রতি অসদ্ব্যবহারই করা হয়, তবে পরস্পর অসৌজন্য ভাবের ও মনোমালিন্যের বৃদ্ধি হইয়া সুহৃদ্ মিত্রাদির সহিত আততায়ী শত্রুর ন্যায় ব্যবহার হইয়া অতিশয় দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। যাহাদিগকে লইয়া সংসারে আমোদ-প্রমোদ, হর্ষ, আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে, যাহাদের বিপদে দুঃখানুভব এবং সম্পদে সুখানুভব করিতে হইবে, তাহাদের সহ অসদ্ভাব বা মনোমালিন্য রক্ষা করা কখনই কোন জ্ঞানী এবং সদাশয় ব্যক্তির বা অপর কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

অতিথি অভ্যাগতের সেবা শুশ্রূষা এবং ভিক্ষাদানাদি কার্য্য সংসারীর একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা সকল

ধর্ম্মকার্য্য অপেক্ষা এই কার্য্য সমধিক প্রতিপালনীয় এবং পারলৌকিক বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অতিথি পূজিত না হইলে কিম্বা প্রকৃত ভিক্ষুক বৈমুখ হইলে, তাহারা গৃহস্থের সমস্ত পুণ্য হরণ করিয়া লইয়া যান এবং সেই গৃহস্থ দীর্ঘকাল নিরয়গামী হয়েন, শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু-গৃহস্থ যদি ভিক্ষুকও হন, তবে তিনি সেই ভিক্ষালব্ধ বস্তু হইতেও সর্ব্বাগ্রে অতিথিকে অর্পণ করিয়া তবে নিজে ভক্ষণ করিবেন। হিন্দু-শাস্ত্রকারদিগের মত যে অতিশয় আদরণীয়, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পাপ-পুণ্য-বিষয়ক অনুশাসনগুলি সকলের এবং সম্প্রদায় বিশেষের স্বীকার্য্য না হইলেও যুক্তি-মূলে যাহা সৎ এবং কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা কেহই অস্বীকার বা অনাদর করিতে পারেন না।

অতিথি এবং অভ্যাগত শব্দ যদিও একার্থ-বাচক, তত্রাচ অতিথি বলিলে বুঝিতে হইবে, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হওয়া যায় নাই এবং যাহার সহিত কোনরূপ সংশ্রব নাই; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোজন-লালসায় যিনি আলয়ে আসিয়াছেন, তাহাকেই অতিথি বলা যায়। অভ্যাগত বলিলে বুঝিতে হইবে, যাহার সহ বিশেষ সম্বন্ধ নাই কিন্তু কুটুম্ব জ্ঞাতি বা বান্ধবাদির সম্বন্ধে সংশ্রব বা পরিচয়াদি দ্বারা কিছু কালের জন্য আশ্রয় বা ভোজনাদি বাসনায় যিনি আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাকেই অভ্যাগত বলা যায়। অতিথি মধ্যে যাঁহাদের ভোজনাদির সংস্থান এবং সঞ্চয় নাই, একের স্থানে এক দিন বা এক বেলা, অন্যের স্থানে অন্য দিন বা অন্য বেলা ভোজন নিষ্পন্ন করিয়া ধর্ম্মানুমার্গে পরিভ্রমণ করেন বা ধর্ম্ম-

চর্চ্চায় কালাতিপাত করেন, তাঁহাদিগকেই প্রকৃত অতিথি বলা যায়। অভ্যাগত মধ্যে যাঁহারা সসম্বল বা সঞ্চয়ী অথবা গৃহস্থ বটেন, কিন্তু সময়ের তাড়নায় উপযুক্ত আশ্রয়-স্থানাভাবে কিম্বা ভোজনাদির নিতান্ত অসুবিধা বিবেচনায় কোন প্রকার সূত্র অবলম্বন করিয়া পরিচর্য্যাদি প্রদানপূর্ব্বক অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, বা অন্যের আলয়ে ভোজনাদি করেন, তাহারাই প্রকৃত অভ্যাগত-পদবাচ্য। ভিক্ষুক বলিলে যাহারা ভরণ-পোষণের অন্যোপায়বিহীন হইয়া বা কার্য্যকরণে অক্ষমতা প্রযুক্ত যাচ্ঞা করেন, এবং যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনপূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযোগী বস্তু প্রাপ্ত হইলেই প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, সঞ্চয়ের অভিলাষ করেন না, তাহাদিগকেই প্রকৃত ভিক্ষুক বলা যায়।

ঐ প্রকার অতিথি, অভ্যাগত বা ভিক্ষুককে যদি সাধ্যসত্বে সেবা শুশ্রূষা বা ভিক্ষা দানাদি না করা যায়, তাহা হইলে বাস্তবিকই অধর্ম্ম হয়। কেন না, গৃহস্থ-আশ্রম সকল আশ্রমের আশ্রয়স্থল। গৃহস্থ যদি ঐ সকল অভাবযুক্ত ব্যক্তির আশা না পূরণ করেন, বা তাহাদিগকে আশ্রয় না দেন, তবে তাহারা কাহার উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিবে? কিম্বা দুঃখ কষ্ট হইতে উপশম প্রাপ্ত হইবে? অনেকের মতে মনুষ্যের স্ব স্ব পরিশ্রম-লব্ধ ধনের উপর নির্ভর করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত। কাহারও অন্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবন কাটান উচিত নয় এবং কাহাকেও ঐ কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যদিও ঐরূপ পরামর্শ যুক্তি-সঙ্গত বটে কিন্তু তাহা কেবল গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তির প্রতি খাটে, অন্য আশ্রমীর পক্ষে খাটে

না। কেন না, যদি সকলকেই নিজের উদরান্নের জন্য ব্যগ্র থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারায় অন্য কোন কার্য্য হয় না এবং ধর্ম্মাচরণ করা মনুষ্যের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। যিনি সংসার-বিরাগী, কেবল ধর্ম্মাশক্তি জন্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, বা যিনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া মানবের মঙ্গল বিধান করিতে নিযুক্ত আছেন, সেই সকল ব্যক্তিকে উদরান্নের জন্য যদি পরিশ্রম করিতে হয় বা কোন বিষয়-কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়, তবে ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের আশক্তি কমিয়া যায়, যেহেতু নিশ্চিন্ত হইয়া তাহারা ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না, ভরণ-পোষণাদির জন্য তাহাদিগকে চিন্তিত থাকিতে হয় এবং বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়, বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হইলেই মানবের চিত্তবৃত্তি চঞ্চল হইয়া উঠে, এজন্য ধর্ম্মাশক্তি স্থির থাকে না। কোন বিষয়ে চিত্তের দৃঢ়তা না হইলে কখনই তাহা সুসম্পন্ন হয় না। নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মাচরণ না করিতে পারিলে কেহই ধর্ম্মালোচনায় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন না। তাহা হইলে সংসারে ধার্ম্মিক ব্যক্তির ক্রমশই অবনতি হইয়া ধর্ম্মালোচনার অভাব হইয়া পড়ে। আবার যাহার অন্য উপায় নাই, কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সামর্থ্য নাই বা সংযোগের অভাব, কিম্বা যিনি দৈবক্রমে সম্বলহীন হইয়াছেন, তাদৃশ লোককে যদি কেহ আশ্রয় না দেয়, বা ভোজনাদি না করায় বা ভোজ্য বস্তু প্রদান না করে, তবে তাহাদের অনশনে ও অনাশ্রয়ে প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। ঐরূপ কার্য্যে সকলেই ব্রতী হইলে,—অর্থাৎ কাহাকেও কেহ আশ্রয় না দিলে, কিম্বা ভোজনাদি না করাইলে, বা ভিক্ষাদি প্রদান না করিলে স্বার্থপরতার প্রাবল্যে এই জগত নির্দ্দয়, নির্ম্মম ও নৃশংসভাবে পরিণত

হইয়া এককালে অধর্ম্মের লীলা-ভূমি হইয়া উঠে; তখন মনুষ্যের সুখশান্তি তিরোহিত হইয়া যায়। এইজন্য হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা বিশেষ গবেষণা দ্বারা, চতুরাশ্রম নির্ণয় করিয়া প্রত্যেক আশ্রমের কার্য্য সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং সর্ব্বল আশ্রমের আশ্রয়স্থলস্বরূপ গৃহস্থাশ্রমকে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

অতিথি ভিক্ষুক প্রভৃতি অন্য আশ্রমী ব্যক্তিগণকে আশ্রয় দান, অশন বসন প্রদান ও ভিক্ষা দানাদি কার্য্য গৃহস্থগণের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া সংসারিগণ তাহা স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে নিষ্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যে এক্ষণে লোকের আস্থা কমিয়া আসিতেছে, ঐরূপ অনাস্থা যে কেবল গৃহিগণের স্বভাব ও শিক্ষা দোষে ঘটিতেছে তাহা নহে, আজকাল অতিথি অভ্যাগত ভিক্ষুকের মধ্যে অনেকেই ভণ্ড হইয়া পড়িয়াছেন। ছল কৌশল দ্বারা গৃহস্থকে ভ্রমে পাতিত করিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা অনেকেই করিয়া থাকেন, এজন্য গৃহস্থেরও ভক্তি শ্রদ্ধার অভাব হইতেছে। বাস্তবিক যাহাকে ভণ্ড বলিয়া বিশ্বাস করিবার বা ধারণা করিবার বিশেষ কারণ জন্মাইবে, তাহাকে ভিক্ষা-দানাদি না করিলে কোন অধর্ম্মাচরণ করা হয় না, বরং দানাদি না করাই কর্ত্তব্য। কেন না, অপাত্রে দান করা বা দয়া করা কখনই উচিত নহে। হিন্দু-শাস্ত্রকারদের মতে অপাত্রে দান করিলে দাতার স্বর্গ না হইয়া নরক হয়। তবে পাত্রাপাত্র জ্ঞানে অসমর্থ হইলে, প্রত্যাখ্যান করা অপেক্ষা দান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু ঐরূপ ক্ষেত্রে, যদি প্রকৃত দানের পাত্রকে ক্ষমতা সত্ত্বে প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে তাহা অন্যায় কার্য্য করা হয় এবং তজ্জন্য অধর্ম্মেরও আবির্ভাব হয়। ঐ কারণে

পূর্ব্বে হিন্দু-গৃহস্থগণ বিশেষতঃ হিন্দু-রমণীগণ অতিথি ভিক্ষুককে কোন ক্রমে বৈমুখ করিতেন না। তাহাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই উৎকৃষ্ট। কেন না, প্রকৃত ব্যক্তিকে আহার্য্যাদি না দেওয়া অপেক্ষা দুই একজন ভণ্ড ব্যক্তিকেও প্রকৃত বোধে আহার্য্যাদি দিয়া সন্তোষ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে গৃহস্থের তাদৃশ ক্ষতির কারণ নাই, কিন্তু প্রকৃত ব্যক্তিকে বৈমুখ করা আদৌ কর্ত্তব্য নহে। আধুনিক আইন-কর্ত্তাদের মত এই যে, সন্দেহ স্থলে দোষী ব্যক্তি যদি অব্যাহতি পায় তাহাও শ্রেয়; কিন্তু নির্দ্দোষ ব্যক্তি যেন কোনক্রমে দণ্ড প্রাপ্ত হয় না।

---

# ঋণত্রয়।

—:*:—

## পিতৃ-ঋণ।

পিতৃকার্য্য করা হিন্দু-সংসারীর একটি কর্ত্তব্য কার্য্য। পিতৃ-কার্য্য বলিলে পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী প্রভৃতি সপিণ্ড এবং স্বগোত্র প্রভৃতি পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে যে পারলৌকিক কার্য্য করা হয়, তাহাকেই পিতৃকার্য্য বলে। হিন্দুদিগের কএকটি কার্য্য ঋণস্বরূপে উল্লেখিত হইয়াছে, যথা পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, এবং দেবঋণ। এই তিনপ্রকার ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করা—অর্থাৎ এই তিন ঋণ শোধ দেওয়া হিন্দু-গৃহস্থের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। পিতৃঋণ, দার পরিগ্রহপূর্ব্বক সন্তানোৎপত্তি, পিতৃ, পুরুষের পারলৌকিক কার্য্য ইত্যাদি।

ঋষিঋণ, বেদাধ্যয়ন দীক্ষা এবং শাস্ত্র-বিহিত বাহ্যিক কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠান ইত্যাদি। দেবঋণ, দেবোদ্দেশে যজ্ঞাদি নিষ্পন্ন এবং দেবার্চ্চনা প্রভৃতি। ঐ সকলকে ঋণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, যেমন ঋণ পরিশোধ না করিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ অব্যাহতি পায় না ও ঋণ যেমন অবশ্য পরিশোধ-নীয়; তাদৃশ হিন্দু-গৃহস্থের ঐ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া, শাস্ত্রকারেরা ইহাকে ঋণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঋণ থাকিলে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে যেমন সকলেই সচেষ্ট থাকেন; ঐ সকল কার্য্য ঋণ বলিয়া উল্লেখিত হওয়ায়, তাহা সম্পাদন-পূর্ব্বক ঋণ শোধ করিতে সকলেই সচেষ্ট থাকিবেন, এই উদ্দেশ্যে উহাদিগকে ঋণ বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। উহাদিগকে ঋণস্বরূপে নির্ণয় করার আরও প্রকৃষ্ট কারণ আছে। যাঁহারা পরকাল মানেন, তাঁহাদের পক্ষে পিতা মাতার পারলৌকিক কার্য্য না করিলে কখনই কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। পিতা মাতা বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করা, সেবা পূজা করা আবশ্যক; (কারণাদি পিতৃ-মাতৃ-সেবা প্রস্তাবে উল্লেখিত হইয়াছে) পিতা মাতার পরকালে যদি তাঁহাদের সদ্গতি-বাসনায়, পারলৌকিক কার্য্য শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দানাদি না করা হয়, তবে কর্ত্তব্য পালন হয় না।

যে পিতা মাতা দ্বারা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া গিয়াছে, এবং যাঁহাদের অনুগ্রহে যত্নে সুখ-স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হইয়া বিদ্যা শিক্ষা ও বিবাহাদি করিয়া এবং বিত্তাদি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করা যাইতেছে এবং যাঁহাদের পারলৌকিক কার্য্য করিয়া

ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে সংসারী বাধ্য আছে; তাহা কি সংসারীর ঋণ বলিয়া পরিগণিত হইবে না? অবশ্যই হইবে। অতএব অনুরাগ ও ক্ষমতানুসারে সেই ঋণ শোধ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। বিশেষ পিতা মাতা প্রধানতঃ পারলৌকিক কার্য্যের আশা ও ভাবী কল্যাণ কামনা করিয়াই সন্তান ইচ্ছা করিয়া থাকেন; এমতাবস্থায় যাঁহাদের মনে কিঞ্চিন্মাত্রও পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি থাকিবে, তাঁহারা যদি পরকাল বিশ্বাস নাও করেন, তত্রাচ তাঁহাদিগের পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ-তর্পণ এবং পিতা মাতার উদ্দেশ্যে দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না, পরকাল যে নাই, ইহা নিঃসন্দেহরূপে কেহ কখনই প্রতিপাদন করিতে পারিবেন না। পরকাল থাকিলে এবং পিণ্ড ও দানাদি দ্বারা সদ্গতি ঘটনা হইলে, তাহার পুত্রোচিত কর্ত্তব্য কার্য্য করা হইল; আর পরকাল না থাকিলে বা পিণ্ড কিম্বা দানাদি দ্বারা পিত্রাদির সদ্গতি ঘটনা না হইলে যদিও তাহার কিঞ্চিৎ অর্থ-হানি হইল বটে, কিন্তু সেই অর্থে যখন স্বজাতি, কুটুম্ব, দীন, দরিদ্র, ক্ষুধাতুর প্রভৃতি অনেকের ভোজন-ব্যাপার নিষ্পন্ন হইল এবং দানাদি প্রাপ্ত হইয়া অনেকে উপকার বোধ করিল, তখন তাহা তাহার বৃথা হইল না; বরং পিতৃ-মাতৃ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য অবশ্যই অন্তঃকরণে কথঞ্চিৎ আনন্দোদয় হইবে। যাঁহারা হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, কিম্বা যাঁহারা হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন, অথবা যাঁহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদেরও পিতা মাতার প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার কারণ পিতৃ-মাতৃ-কৃতজ্ঞতায় পিতৃ-মাতৃ নাম উল্লেখে সামর্থ্যানুসারে সাধারণ হিতকর কিম্বা দেশের মঙ্গল জন্য কার্য্যে অর্থ প্রদান করা অথবা দীন দুঃখীকে বিতরণ করা

কর্ত্তব্য। ঐ প্রকার অনেক ব্যক্তিকে পিতৃ-মাতৃ-উদ্দেশে কূপ বা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় খনন, বিদ্যালয় চিকিৎসালয় শিল্পাগার স্থাপন, দুঃখী অক্ষম প্রভৃতির পরিপোষণাগার প্রভৃতি দেশের ও সাধারণ হিতকর বিবিধ কার্য্য করিতে কিম্বা দরিদ্র-অনাথদিগকে অন্ন-বস্ত্রাদি বিতরণ করিতে দেখা গিয়াছে। যাহারা সামর্থ্যসত্বে ঐরূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া, পিতৃ-ধনাদি প্রাপ্তে কেবল নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতায় কালাতি পাত করে, তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ এবং পরস্বাপহারী চোর বলিলেও অন্যায় কার্য্য হয় না।

পিতৃঋণ হইতে উদ্ধার হইবার প্রথম সূত্র দার পরিগ্রহণ, এবং পুত্রোৎপাদন। কেন না, পুত্র যদি অকৃতদার অবস্থায় বা পুত্রোৎপাদনের পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হয়, তবে পিতা মাতার জল-পিণ্ড লোপ হয়, কিন্তু দারপরিগ্রহণ এবং পুত্রোৎপাদন করিয়া পুত্র লোকান্তরিত হইলে পুত্রের পুত্র কিম্বা তৎপুত্রাদির দ্বারা পিতা মাতার জল-পিণ্ডাদি মুখ্য এবং ভাবী পারলৌকিক কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবার বাধা ঘটিবে না। হিন্দুদিগের পুত্র-পৌত্রাদি দ্বারা বংশ রক্ষা না হইলে যে পিতৃগণ অধোগতি প্রাপ্ত হন; তাহা আর অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, মহাভারতের আদিপর্ব্ব জরৎকারু-উপাখ্যান পাঠে সকলেরই তাহা প্রতীয়মান হইবে। দার পরিগ্রহ সম্বন্ধে এখন আর কাহাকেও উপদেশ দিতে হইবে না; কারণ, আজ কাল মানব মাত্রেই ঐহিকের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য উন্মত্ত। দার পরিগ্রহ ব্যতিরেকে ঐহিক সুখ-সম্ভোগ হয় না, এজন্য সকলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এক্ষণে কন্যাদায় প্রবল হইয়া উঠায়, কাহাকেও আর বিবাহের জন্য ব্যগ্র হইতে হয় না। একে অন্যকে বহু সমাদর ও

সাধ্যসাধনা এবং অর্থাদি প্রদান করিয়া, বিবাহের জন্য কন্যা দান করেন। তবে হীন অবস্থাপন্ন কুলগৌরববিহীন ব্রাহ্মণ বা অন্য জাতি যাহাদের মধ্যে কন্যা-শুল্ক গ্রহণ প্রচলিত আছে, তাহাদের কাহারও কাহারও অর্থ প্রদানে অসঙ্গতি বশত বিবাহ কার্য্যে বাধা বা বিলম্ব ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জরৎকারুর ন্যায় কাহাকেও বিবাহ করার জন্য প্রবৃত্তি দিতে হয় না কিম্বা অনুরোধ উপরোধ করিতে হয় না; বিবাহ করার জন্য সকলেরই অন্তঃকরণে সমধিক চেষ্টা সর্ব্বক্ষণই বলবতী থাকে, সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই সকলে চেষ্টা সফল করিয়া লয়।

বিবাহ হইলে আজ কাল স্ত্রী-সহবাসের আধিক্য বশতঃ অল্প সময় মধ্যেই বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল, পুত্র-কন্যাদি অধিক মাত্রায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ জন্য পারলৌকিক জলপিণ্ড সংরক্ষণ ব্যাপারে আর কাহাকেও সমধিক চিন্তাযুক্ত হইতে হয় না। যদিও কাহারও কাহারও অদৃষ্ট দোষে পুত্রাদি উৎপন্ন হইতে বিলম্ব বা বাধা ঘটে, কিন্তু এক্ষণে প্রায়ই লোকে স্ত্রীর পুত্রোৎপত্তির প্রকৃষ্ট কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই পুনঃ দার পরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপত্তি করেন এবং নিজের ঐহিক সুখের কণ্টক-বৃক্ষ স্থাপন করেন। অনেক স্থলে, উভয় পত্নীই ফল-প্রসূ হইয়া তাহাকে আনন্দে উদ্বেল এবং ভীষণ যন্ত্রণায় যাতনাযুক্ত করিয়া, তাহার সুখ দুঃখের চরম সীমায় উপস্থাপিত করে। দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিয়াও, কেহ কেহ নিতান্ত দুরদৃষ্ট বশতঃ পুত্র-সুখে সুখী হয় না, বরং সপত্নী-কলহ উত্থাপিত হইয়া তাহার জীবনকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে। কেহ বা এক পত্নী বর্ত্তমানে সখ করিয়া, কেহ বা পত্নীর সহ সামান্য কথান্তর বা

বচসা করিয়া, দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিয়া নিজের সুখচন্দ্রকে একবারে অস্তমিত করিয়া ফেলেন। তখন তাহার সখ শোকে পরিণত হয়। পুত্রোৎপত্তির অভাব বা অন্য কোন কারণে সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কাহারও পত্নী বর্ত্তমানে পত্ন্যন্তর গ্রহণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। তবে যদি প্রথমা পত্নীর সন্তান-সম্ভাবনা এক কালে না থাকে, কিম্বা তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া বংশ রক্ষা বাসনায় স্বামীর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন, অথবা হর্ষ সহকারে স্বামীকে দার পরিগ্রহ করণে অনুমতি করেন, তবে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলে কাহাকেও দোষী বা অসুখী হইতে হয় না। কিন্তু তাদৃশ স্থলেও জ্যোতির্ব্বিদের পরামর্শ লইয়া পুত্রোৎপত্তির আশা থাকিলে দার পরিগ্রহ করিবেন, অন্যথা কোন প্রকারেই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়া নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতার হানি করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। তাদৃশ স্থলে পৌষ্য-পুত্র বা পালক-পুত্র গ্রহণ করিয়া পিতৃ-পুরুষের জলপিণ্ড রক্ষা কিম্বা ধন মান রক্ষা কল্পে মনোযোগী হওয়া এবং লালন পালনাদি কার্য্যের দ্বারায় পুত্র-সুখানুভব করা কর্ত্তব্য।

পুরুষগণের পত্নী অবর্ত্তমানে পত্ন্যন্তর গ্রহণ বিধি-সম্মত আছে এবং তাহা নীতি-বিরুদ্ধও নহে। কেন না, স্ত্রী না থাকিলে সংসারী ব্যক্তির সংসারে কোন সুখ থাকে না, তাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষণ্ণ এবং অন্যমনস্ক থাকে। চিত্তের ভাবান্তর ঘটিলে সাংসারিক কার্য্যকলাপও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ক্রমে কার্য্য-শিথিলতা ও মনের ঔদাস্য ঘটিয়া সংসারকে অরণ্য ভাবিয়া চিত্তসুখ এককালে তিরোহিত হয় এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানেরও অভাব হইয়া পড়ে। পুরুষ যখন সংসারের কর্ত্তা, সংসারের

ইষ্টানিষ্ট উন্নতি অবনতি তাহারই উপর নির্ভর করে, তখন তাহার চিত্ত দুঃখিত হইলে বা তিনি চেষ্টাশূন্য অথবা তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাব হইলে, সংসারে সুখের অভাব বশতঃ সংসার দুঃখময় হইয়া উঠে। পুরুষ যদি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ না হন এবং তাহার পুত্রাদি স্নেহের বস্তু—অর্থাৎ তাহাকে সংসার-বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, এমন স্নেহ মমতার বস্তু বা পিতৃ-কুলের জলপিণ্ড সংস্থানের কেহ না থাকে, তবে তাহার পত্নী-বিয়োগ হইলে তিনি দার পরিগ্রহ করিতে পারেন। তাহার দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহণ কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বস্তুতঃ পুরুষ যদি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ হন, কিম্বা তাঁহার পুত্রাদি স্নেহের বস্তু বর্ত্তমান থাকে, এবং পত্ন্যভাবে দীর্ঘকাল আহার ব্যবহারাদির কষ্ট সহ্য করিতে না হয়, তবে তাহার কখনই পুনঃ দার পরিগ্রহণ করিয়া একটি বালিকার চিরবিষাদের এবং পুত্রাদির ভাবী সুখস্বচ্ছন্দতার হানিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। নিজের অত্যল্পকাল সুখভোগ-বাসনায় বা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থ লালসায়, অবলা বালিকার সুখ স্বচ্ছন্দতার হানি করিয়া তাহাকে চির দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করা এবং পুত্রাদির অমঙ্গলের সূত্রপাত করা কখনই কোন বুদ্ধিমান্ বা ধর্ম্মাশক্ত ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে পারে না। একমাত্র স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ভিন্ন কোন সহৃদয় ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য সুখকর বা হিত জনক বলিয়া অনুমোদন করিতে পারেন না।

---

## ( দ্বিতীয় পতি গ্রহণ। )

হিন্দু-স্ত্রীগণের পত্যন্তর গ্রহণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, এবং সম্নীতি-বিরুদ্ধ। অতএব তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অধুনা অনেকের মতে ঐ কার্য্য হিন্দু-পুরুষদিগের স্বার্থান্ধতা এবং স্ত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ তাৎপর্য্য না থাকা সিদ্ধান্ত হয়। ঐরূপ যাঁহারা ধারণা করেন, তাঁহারা বাস্তবিক ভ্রান্ত। হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা এবং সমাজ-পতিগণ বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, এবং সর্ব্বদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এবং সমধিক তর্ক-যুক্তি অবলম্বন না করিয়া, কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ বা প্রচলিত করেন নাই। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে, সমাজের বন্ধন স্থির থাকে না, এবং অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। হিন্দুর বিবাহ, হিন্দুর দায়-তত্ত্ব, সমস্তই বিধবা-বিবাহের প্রতিকূল ভাবে পরিণত। হিন্দুর বিবাহ কেবল স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ নহে, হিন্দুর স্ত্রী সহধর্ম্মিণী নামে অভিহিত। সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়স্বরূপিণী। হিন্দু যে কোন কার্য্য করেন, তাহাতেই ধর্ম্মের সংযোগ আছে। ধর্ম্মের সংস্রব ব্যতিরেকে হিন্দুর কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। হিন্দু-স্ত্রী-পুরুষের যে সংযোগ, কেবল ইহকালের নয়, পরকাল পর্য্যন্ত তাহাদের পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধ থাকে; ইহা তাহাদের বিশ্বাস এবং ধর্ম্ম মত। হিন্দু-স্ত্রী অগ্রে মরিলে তিনি পতির অপেক্ষা করিয়া থাকেন। পতি স্ত্রীর পাপ-পুণ্যের অর্দ্ধভাগী এবং স্ত্রী পতির পাপ-পুণ্যের অর্দ্ধভাগিনী। এই জন্য স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গী বলে। যে স্ত্রী পুরুষের সহধর্ম্মিণী এবং অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, তাহার দ্বিতীয় পতি করিবার

অধিকার কোথায়? এবং যিনি একের অর্দ্ধাঙ্গিনী, তিনি অন্যের অঙ্গে অঙ্গ মিশ্রিত করিতে পারিবেন কিরূপে? কেন না, স্বামী ও স্ত্রীতে পরস্পর মিলিয়া একটি অঙ্গ। স্বামীতে তাহার অঙ্গের অর্দ্ধেক গিয়াছে, স্বামী-হীনা স্ত্রীলোক মাত্রেই অর্দ্ধাঙ্গিনী। এখন নিজের অর্দ্ধ অঙ্গ অপরের সহ মিশাইলে পূর্ণ অঙ্গ হইল না; যেহেতু পূর্ব্ব স্বামীর সহগামী বা অধিকৃত অর্দ্ধাঙ্গ বাদ দিলে নিজের অর্দ্ধাঙ্গ পর স্বামীর অঙ্গে মিশ্রিত করিলে দেড় অঙ্গ হইল, তাহার অর্দ্ধেক ধরিলে তাহার ¾ অঙ্গ এবং পর স্বামীর ও ¾ অঙ্গ হইল। পূর্ণ অঙ্গ ব্যতিরেকে অঙ্গহীন ব্যক্তির কোন কার্য্যে অধিকার নাই। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের একটি পুরুষ ভিন্ন দুইটি পুরুষকে এক কালে আশ্রয় করিবার ক্ষমতা বা নিয়ম কোন শাস্ত্রে বা সম্প্রদায়ে নাই। হিন্দু স্ত্রীর পতির মৃত্যু হইলেও যখন পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধ লোপ হয় না এবং কেহ কাহারও ত্যক্ত বলিয়া পরিগণিত নহে, তখন অন্য পতি আশ্রয় কখনই হইতে পারে না। আর একটি কথা, হিন্দুদিগের দান-দ্রব্য দাতা একবার মন্ত্র দান করিতে পারেন; একবার দান করিয়া তিনি তাহা আর প্রতিগ্রহণ করিতে পারেন না, এবং দান করিলেও তাহাতে আর দাতার অধিকার থাকে না, তাহা গৃহীতারই ধন বলিয়া প্রতিপন্ন। কন্যাকেও এক বার ভিন্ন দ্বিতীয় বার দান করিবার কন্যা-জনকের অধিকার নাই। কন্যা-দানব্যতিরেকে হিন্দুর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। হিন্দুর স্ত্রী তাহার পতির সম্পত্তি, তাহাকে দান করিবার অধিকার অপর কাহারও নাই।

এই রূপ তর্ক হইতে পারে যে, হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে স্বামিধনে স্ত্রী অধিকারিণী হয়। স্বামীর অন্য কোন দান প্রাপ্ত সম্পত্তি

যদি থাকে, তাহাতে যখন স্ত্রীর অধিকার বর্ত্তে, তখন সে নিজে যখন তাহার স্বামীর দানপ্রাপ্ত সম্পত্তি, তখন তাহাতে তাহার নিজেরই অধিকার হইল। অতএব সে ইচ্ছামত অপরকে আপনাকে দান করিতে না পারিবে কেন? স্বামীর অভাবে পতিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার হয় বটে; কিন্তু পুত্রাদি থাকিলে স্ত্রীর অধিকার হয় না। পুত্রাদি থাকিলেও ঐ তর্ক খাটিল না। অতএব পুত্রবতী বিবাহিত হইতে পারিলেন না। পুত্রাদি না থাকিলেও পতির ত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব অর্থাৎ দান বিক্রয়ের স্বত্ব নাই, কেবল উপস্বত্ব ভোগ করিবার স্বত্ব আছে। স্ত্রী দেহ-সম্পত্তি, তাহাতে তাহার উপস্বত্ব কি হইবে? সেই দেহ রক্ষা জন্য ভোজনাদি ব্যাপার যাহা নিষ্পন্ন করিতে হইবে, তাহাই তিনি করিতে পারেন। নিতান্ত কুৎসিত ভাবে যদি কেহ তর্ক করেন যে, পতির সম্পত্তি বলিয়া যখন নিজের দেহ তিনি পাইয়াছেন, তখন তাহা অন্যকে ভোগ করিতে দিবার তাহার অধিকার না থাকিবে কেন? স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর স্বামীর স্বর্গার্থ ভিন্ন অন্য প্রকারে দান করার অধিকার নাই। যথা দায়ভাগ "বন্ধ্যা বিধবানাধিকারিণী ততঃ ভর্ত্তৃ-স্বর্গার্থে কিঞ্চিদভিদ্দাতব্যম্" নিজের দেহ অন্যকে দান করিলে তাহাতে স্বামীর স্বর্গ নাই, অতএব তাহা দানেরও তাহার ক্ষমতা নাই। বিশেষতঃ হিন্দু-স্ত্রী, স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি নহে, স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার, স্বামী যাহা ত্যাগ করেন নাই তাহাতে তাহার অধিকার নাই। স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দান না করিলে কখন বিবাহ হইতে পারে না।—অর্থাৎ স্ত্রী বিবাহিত হইলে স্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও তাহাতে অধিকার থাকে না। যখন

স্ত্রীতে অন্তের সত্ব আছে, তখন পর স্বামী তাহাতে সত্ত্ব স্থাপন করিতে পারেন না।. সত্ত্ব স্থাপন না হইলে কখনই তাহা বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বিবাহ ব্যতিরেকে দেহ কাহাকেও ভোগ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না, বা কেহ ন্যায়ানুসারে তাহা ভোগ করিতে পারেন না। হিন্দু-স্ত্রীদিগের কোন কালেই স্বাধিনতা নাই,তাহারা বাল্যে পিতামাতার, যৌবনে পতির এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের শাসনে থাকিবে, এই রূপই চির নিয়ম আছে। অতএব স্বামীর অন্য সম্পত্তিতে তাহাদের অধিকার জন্মিলেও নিজ দেহের উপর তাহাদের কোন কারণে আধিপত্য নাই, এজন্য তাহা অন্যকে ভোগ করিতে দিবার তাহাদের অধিকার নাই। ঐ রূপ অধিকার দেওয়া হইলে, জারজ-সন্তান উৎপন্ন হইয়া সমাজ এক কালে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত।

হিন্দুগণের বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য পুত্র উৎপন্ন করা। পুত্র উৎপন্ন না হইলে পিতৃ-পুরুষগণের জল-পিণ্ড রক্ষার কারণ হয় না। এই জন্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনম্" হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে পুত্র শব্দের তাৎপর্য্য'পুতত্রৈ—অর্থাৎ পুত নামা নরক হইতে যিনি ত্রাণ করেন, তিনিই পুত্র। পুত্র উৎপন্ন না হইলে পিতৃগণ পুত-নামক নরকে অবস্থিতি করেন। ঔরস, ক্ষেত্রজ, কানীন, দত্তক প্রভৃতি যে কয় প্রকার পুত্র, পিতৃগণের ত্রাণ করিতে পারেন, তন্মধ্যে পর-ক্ষেত্রে উৎপন্ন পুত্রের উল্লেখ নাই ; ঔরস বলিলে, স্বক্ষেত্রে বীর্য্য-স্থাপনে যে পুত্র উৎপাদিত হয়, তাহাকেই ঔরস-পুত্র বলিতে হইবে। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু প্রভৃতি ব্যাসের ঔরসে, বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে জন্ম লইয়া-

ছিলেন, এবং যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডুর ক্ষেত্রে, ধর্ম্ম ইন্দ্র প্রভৃতির দেবগণের ঔরসে জন্মিয়া ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রাদি বিচিত্র-বীর্য্যের ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুর উদক দানে ও শ্রাদ্ধাদি করণে অধিকারী হইয়াছিলেন। ঋষি ও দেবের ঔরসে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, ঋষিত্ব বা দেবত্ব প্রাপ্ত হন নাই, বা তাহাদের পিণ্ডাদি দানেও অধিকারী হয়েন নাই। বিধবাকে বিবাহ করিলে তাহা শাস্ত্র সম্মত না হওয়ায় এবং বিধবা রমণীতে পূর্ব্ব-স্বামীর সত্ব লোপ না হওয়ায়, তাহা পর-ক্ষেত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; অতএব তাহাতে বীর্য্যাধান করিয়া যে পুত্র হইবে, তাহা পর-স্বামীর পিতৃ-কুলের জল-পিণ্ড-সংরক্ষণের অধিকারী হইবে না। আবার সেই পুত্র যাহার ক্ষেত্রে উৎপন্ন, তাহারও জল-পিণ্ডের অধিকারী হইবে না। কেননা, কাম-বাসনা ব্যতিরেকে কেবল বংশ রক্ষা বাসনায় পতি কিংবা শ্বশ্রূর কর্ত্তৃক নিয়োজিতা রমণীর অপরের ঔরসে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাই ক্ষেত্রজ পুত্র। এক্ষণে দেখা গেল, বিধবা বিবাহের দ্বারায় যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা পূর্ব্ব-স্বামী বা পর-স্বামী কাহারও পারলৌকিক কার্য্যের অধিকারী নহে।

শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি তর্ক ছাড়িয়া দিলেও ন্যায় ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু-বিধবাগণের বিবাহ হওয়া উচিত কি না দেখা কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি পরাশর বচন অবলম্বন করিয়া বিধবা বিবাহ দানে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং তৎপোষকে অনেক যুক্তি-তর্ক অবলম্বন করিয়া বিশদভাবে সমালোচনাপূর্ব্বক বিধবা বিবাহের পক্ষপাতি হইয়াছিলেন। তাদৃশ জগদ্বিখ্যাত প্রগাঢ় বুদ্ধি-সম্পন্ন কৃতবিদ্য পণ্ডিতের মতের বিরুদ্ধে

সামান্য যুক্তি-তর্ক সহ উপস্থিত হইয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করা এই বিদ্যা-বুদ্ধি-হীন অজ্ঞ লেখকের পক্ষে নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। কিন্তু যখন লেখনী-চালনে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে, তখন স্বল্প-জ্ঞান-জনিত মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারা যায় না।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যং বিধীয়তে॥

এই পরাশর বচন অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের সানুকূলে দণ্ডায়মান হন। এবং যুক্তি বলে প্রমাণ করেন যে, যে সকল স্ত্রীর আদৌ স্বামি-সহবাস হয় নাই, তাহাদের দ্বিতীয় বিবাহ না হওয়া নিতান্ত অন্যায়। তাঁহার ঐ যুক্তিটি অতীব প্রশংসারই এবং প্রকৃত দয়ারও কথা, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ঐ সকল দুর্ভাগ্যবতী স্ত্রীদিগের অবস্থা ভাবিলে প্রকৃতই মহা পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়। উহাদের বিবাহ হওয়া শাস্ত্রানুসারে বাধা ঘটিলেও যুক্তি ও ন্যায় মূলে হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য,তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু এই হিন্দু-সমাজের রীতি নীতি বড়ই শৃঙ্খলা-পূর্ব্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে; ইহা কোন রূপে বিশৃঙ্খল হইতে দিলে আর শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না। শাস্ত্রাদেশের অনুশাসনে এই শৃঙ্খলা সুরক্ষিত আছে। শাস্ত্রাদেশ অমান্য করিয়া কোন অভিনব যুক্তি বলে ইহার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে তখন যথেচ্ছাচারের স্রোতে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া সমাজ এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইবে। তখন সকলেই স্ব স্ব মত অবলম্বন করিয়া সমাজের বক্ষে পদাঘাত করিতে থাকিবে। তজ্জন্য হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম রীতি-নীতি সমস্তই লোপ পাইবে এবং হিন্দু ও অহিন্দুর বিশেষত্ব থাকিবে না।

পতি-সহবাস-বঞ্চিতা বিধবা রমণীর বিবাহ প্রস্তাব যদিও অত্যন্ত সারগর্ভ এবং ন্যায়ের চক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়াও বিবেচিত কিন্তু তত্রাচ তাহা প্রচলন করা যাইতে পারে না। কেননা, যদি ঐরূপ ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে যাহাদের স্বামি-সহবাস হইয়াছে, তাহারাও বলিবে, আমাদের স্বামি-সহবাস হয় নাই; ক্রমে তাহাদের বিবাহ আরম্ভ হইলে, আবার তাহাদের সমবয়স্কা বা যাহাদের এক বা দুইটি সন্তান হইয়াছে, তাহারাও বিবাহ-প্রার্থিনী হইবে; কিংবা তাহাদের পিতা মাতা কন্যার অল্প বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দয়া-পরবশ হইয়া তাহাদেরও বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইবেন। অনেক যুবক রূপ-যৌবনান্বিতা সুন্দরী যুবতীকে সন্তানবতী দেখিলেও বিবাহ করিতে উদ্‌গ্রীব হইবে। তখন ক্রমে ক্রমে প্রৌঢ়া, প্রবীনা ও বৃদ্ধা সর্ব্ব রকম বিধবা বিবাহই প্রচলিত হইবে। এক একটি যুবতী বা প্রৌঢ়া তখন ক্রমে ক্রমে পাঁচ সাত বা দশটি পতিকে পাণি দান করিয়াও মনের ক্ষোভ মিটাইতে পারিবে না। তখন একটি স্ত্রীর চরি পাঁচটি সন্তান হইলে তাহার হয়ত তিন চারিটি জনক হইবে। এখন যেমন সহোদরগণ সকলে একত্রে পরমাহ্লাদে কাল-যাপন করে, তখন আর তাহা হইবে না। অনেক সময় সহোদরে সহোদরে পরিচয় থাকিবে না, এবং স্নেহময়ী জননী অনেক সময় অতি শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া অন্যত্র গমন করিবেন। শিশুর পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণেও অনেক গোলযোগ ঘটিবে। তখন সুখ-স্বচ্ছন্দতা তিরোহিত হইয়া সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে।

অনেকে হয়ত বলিবেন, যখন বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত

দেখা যাইতেছে, তখন সেই প্রকার শাস্ত্র-সম্মত রূপে বিবাহ-কার্য্য চালাইলে সমাজ-শৃঙ্খল ভঙ্গ হইবে না।—অর্থাৎ যে বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত হইবে, তাহাই চলিবে; যাহা হইবে না, তাহা চলিবে না। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, হিন্দুদিগের শাস্ত্র বহুবিধ এবং শাস্ত্রকর্ত্তাদের মতও বিভিন্ন। তবে সময়ে সময়ে এক এক জন মহাত্মা বহুবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সেই সময়ের সমাজের উপযোগী বিধিগুলি বিধিবদ্ধ করিয়া সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বে মনু, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, বেদব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ সেই রূপ সমাজ-হিতকর কার্য্যে শাস্ত্র পুরাণাদির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তৎসভাসদ পণ্ডিতগণ এবং কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশে পূজ্যপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় যেরূপ বিধিপ্রণয়ন ও বিচার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারেই এক্ষণে এতদ্দেশে হিন্দু দিগের সমস্ত কার্য্য-কলাপ নিষ্পন্ন হইতেছে। যদিও মহামুনি পরাশর স্ত্রীগণের দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের পক্ষপাতী হইয়া ঐরূপ বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সর্ব্বজন-সমাদৃত হয় নাই, এবং সমাজে প্রচলিত হয় নাই। কোন স্ত্রীগণের ঐ রূপ দ্বিতীয় বিবাহ হওয়া কোন শাস্ত্র-পুরাণাদিতে পরিচয় পাওয়া যায় না। পরাশরাত্মজ মহামুনি বেদব্যাসও ঐ মত সমীচীন বলিয়া বোধ করেন নাই; কেননা তৎপ্রণীত মহাভারতাদি গ্রন্থে ঐরূপ কোন কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভারতযুদ্ধে এবং অন্যান্য যুদ্ধে অনেক বালিকার পতি-বিয়োগ ঘটিয়াছিল; কিন্তু কাহারও দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছে এরূপ কোন কথার আভাসমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং বিধবা বিবাহ যে প্রচলিত ছিল না, তাহা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১স্কন্ধে অর্জ্জুনোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকে অনেক আভাস পাওয়া যায় যথা—

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৬
যদ্যপ্যেত ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়ং কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয় কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন॥ ৩৮
কুলক্ষয়ে প্রনশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৩৯
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া॥ ৪১
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪২
উৎসন্নকুলধর্ম্মানাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৩

মহানুভব অর্জ্জুনের উক্তিতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, কুল-পুরুষগণের ক্ষয় হইলে কুলধর্ম্ম নষ্ট হইয়া কুল-স্ত্রীগণ দুষ্টা হয় এবং তৎকারণে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। যদি বিধবা বিবাহ সমাজের প্রচলিত নিয়ম হইত, তাহা হইলে কুল-স্ত্রীগণ দুষ্টা হইবার কথা উল্লেখিত হইত না এবং বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কথাও উল্লেখ

হইত না। কেননা, পতির মরণে স্ত্রীগণ অন্য পতি আশ্রয় করিতে পারিলে দুষ্টা হওয়ার বা বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কোনই কারণ ছিল না। বিশেষতঃ বিধবা বিবাহ যে প্রচলিত ছিল না, তাহার প্রকাশ্য প্রমাণ ভারতযুদ্ধের ষোড়শ বৎসর পরে, যখন মহামুনি ব্যাস যোগবলে ধ্যানে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে তাহার মৃত পুত্রাদির দর্শন করান, তখন মহামুনি কৃপা-পরবশ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতা-বলম্বিনী পতিপরায়ণা বিধবা স্ত্রীগণকে পতি সহ অনুগমনে অনুমতি প্রদান করিলে, নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া অনেকই পতির অনুগামিনী হইয়াছিলেন। মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্ব্ব।

বিধবা বিবাহের নিয়ম প্রচলিত থাকিলে, তাহা আর পরে লোপ হইবার কোন কারণ ছিল না। যেহেতু দ্বাপর-যুগ অপেক্ষা কলি-যুগে লোকের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি পরিপোষণের লালসা অধিক। বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিপোষণে—অর্থাৎ কাম-সেবার সাধারণতঃ সকলের পক্ষে সহজ উপায় ছিল; তাহা কখনই রহিত হইত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিধবা বিবাহ প্রচলন হওয়া সচ্ছাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে এবং সমাজেরও মঙ্গলকর হইতে পারে না। মহামুনি পরাশরের মত কখনই উচ্চ সম্প্রদায় মধ্যে গৃহীত হয় নাই, তবে হীনবর্ণ অন্ত্যজ জাতি বা নিকৃষ্ট শূদ্রাদির মধ্যে যে এখনও বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতেছে, তাহা ঐ পরাশর-মত অবলম্বনে, কি স্বেচ্ছাচারিতা ভাবে চলিতেছ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

কেহ কেহ বা এরূপ বলেন যে, হিন্দু-সমাজ-নেতা পুরুষগণ নিতান্ত স্বার্থপর। তাহারা নিজে দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার রাখিলেন, আর স্ত্রীগণ স্বামি-সহবাসে এক কালে বঞ্চিতা থাকিলেও

তাহাদিগকে দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার দিলেন না; ইহা নিতান্ত স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরুষের দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ না হইলে সংসারের যে সকল অসুবিধা এবং বংশরক্ষাদি যে সকল ঐহিক পারলৌকিক কার্য্যের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষ পুরুষের দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ হইলে সমাজের বিশৃঙ্খলতা হয়না। কিন্তু স্ত্রীগণের দ্বিতীয় পতি গ্রহণে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্টহয়। পরন্তু স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় পতি পরিগ্রহ না হওয়ায় সাংসারিক বা সমাজ-সংক্রান্ত কোন বাধা বিঘ্ন ঘটে না বরং অনেকাংশে সংসারের উপকার সাধিত হয়। যাঁহাদের সংসারে বিধবা মাতা ও বিধবা পিতৃ-স্বসা এবং বিধবা ভগিনী প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, সেই বিধবাগণের দ্বারায় সাংসারিক কার্য্যের কত আনুকূল্য, উন্নতি, ও মঙ্গল সাধিত হয়। স্ত্রীর পুনর্বিবাহ না হওয়ায়, যুবতী-গণের সমূহ মনঃকষ্টের কারণ বলিতে হইবে, কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা বিধবাগণের পক্ষে যেরূপ নিয়ম করিয়া গিয়া ছেন, তাহা সম্যক্ রূপে প্রতিপালিত হইলে তাহাদের চিত্তে উত্তরোত্তর ধর্ম্ম ভাবের আধিক্য হইয়া, চিত্ত উন্নত হইলে আর কাম-সেবা প্রভৃতি অতি জঘন্য সুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ যে পশুভাবের প্রবৃত্তি তাহা তীরোধান হইয়া পড়ে।

পতির সহমরণ, স্বামীর শোক নিবারণের একটি প্রকৃষ্ট উপায় যেহেতু হিন্দুর পতি পত্নীর যখন জীবন মরণের সহায়, তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ধরাধামে বাস করা বাস্তবিক দুঃখপ্রদ। অবশ্যই যাহারা পতিব্রতা, পতিকে পরম গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, এবং পতির প্রাণের সহ যাহাদের প্রাণের

বিভিন্নতা নাই, পতিই যাহাদের সর্ব্বস্ব, তাদৃশ স্ত্রীগণই সহমরণের অধিকারিণী। পূর্ব্বে যাঁহারা সহমৃতা হইতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সহমরণে যাইতেন। কোন কালে কাহাকেও কেহ বল-প্রয়োগ করিয়া সহমরণে সংযোগ করে নাই। রাজাদেশে যদিও সহমরণ-প্রথা রহিত হইয়াছে, তত্রাচ ব্রহ্মচর্য্যাদির এবং ব্রত নিয়ম প্রভৃতি বিধবাগণের রীতি-নীতি প্রচলিত আছে এবং ধর্ম্মাঙ্গ কার্য্য করণে তাহাদিগকে যে রূপ প্রবৃত্তি দেওয়া আছে, তাহা যথা-নিয়মে সমাচরিত হইলে, তাহারা রতি-সুখে বঞ্চিতা হইলেও তাহাদের প্রবৃত্তি ধর্ম্মানুমার্গে প্রধাবিত হওয়ায়, তাহদের তাদৃশ কষ্টানুভবের কারণ থাকে না।

বিধবা বিবাহ সংসারের এবং সমাজের কিরূপ অনিষ্টকর, তাহা উল্লেখিত হইয়াছে। যখন শাস্ত্র এবং যুক্তিতে প্রতিপন্ন আছে যে "ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং তজেৎ॥ অর্থাৎ কুলের মঙ্গলের জন্য এক জনকে ত্যাগ করিবে, গ্রামের মঙ্গলের জন্য কুল তাগ করিবে, দেশের কল্যাণহেতু গ্রামত্যাগ করিবে এবং আপনার মঙ্গল জন্য পৃথিবী ত্যাগ করিবে। "এমতাবস্থায় সমস্ত হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বিগণের সমাজ ও সংসারের মঙ্গল কামনায় দশটা বিশটা বা শতটা বিধবা নারী যে বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবে না, তাহার কারণ কি? কিংবা তাহাদিগকে রতি-সুখে বঞ্চিত রাখায় সমাজিক পুরুষগণের কেবল স্বার্থপরতার পরিচয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় না; অথবা তাহারা নিন্দাভাজনও হইতে পারেন না।

হিন্দুর সমাজের পক্ষে বিধবা বিবাহ প্রয়োজনীয় বা উপকারক-

নহে। কিন্তু যাহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী এবং হিন্দু-শাস্ত্র-বাক্যে এবং সমাজ-নিয়মে যাহাদের আস্থা নাই এবং হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি যাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব এবং ঐহিক সুখই যাহাদের পক্ষে পরম সুখ বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের পক্ষে বিধবা বিবাহ সুখকর বা কল্যাণ দায়ক হইতে পারে। যে সকল বিধবা স্ত্রীর চিত্তে ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা নাই, যাহাদের চিত্ত কামপূর্ণ, যাহারা কোন মতেই চিত্তদমনে সক্ষম নহেন, তাঁহাদের পক্ষে অন্য পতি মনোনীত করিয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া বা তদ্রূপ সমাজে প্রবেশ করিয়া বিবাহিত হইয়া কাল যাপন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সমাজ বা জাতীয় অনুরোধে মনোভাব অপ্রকাশ করিয়া কাহারও সহ গুপ্ত প্রেমে আবদ্ধ হইয়া ভ্রূণ-হত্যাদি মহাপাপের পথ আবিষ্কার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। এবং সমাজিক পুরুষগণের কর্ত্তব্য যে, কোন বিধবা স্ত্রীকে বিপথ গামিনী দেখিলে, এবং ধর্ম্মোপদেশে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া পাপ-কার্য্যের স্রোত হইতে সমাজকে নিষ্কলঙ্ক রাখা উচিত। যে সকল পুরুষ প্রলোভন দ্বারা বা নানারূপ ছল কৌশল দ্বারা অবলা বিধবাকে বিধবা-ধর্ম্ম-পালনে বাধাদিয়া পাপ কার্য্যে লিপ্তকরে এবং ভ্রূণ-হত্যাদির কারণ উৎপন্ন করে, সেই সকল লোকের ন্যায় সমাজ-কলঙ্ক বা মহাপাতকী আর জগতে নাই; তাহাদের মুখ দর্শন করিলে পাপ অর্শে। সমাজস্থ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য যে, অবলা-পথভ্রষ্ট বিধবাকে শাসনের পূর্ব্বে অগ্রে ঐ রূপ সমাজগ্লানিকারক পাপাত্মার সমুচিত শাস্তি বিধান করাই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে বিধবা-ধর্ম্ম পালনে আর বিশেষ কোন রূপ গ্লানি বা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

—:*:—

# ঋষি-ঋণ।

---

ঋষি-ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কএকটি কার্য্য করা আবশ্যক। তন্মধ্যে বেদাধ্যয়ন ও দীক্ষা এই দুইটি প্রকৃষ্ট। বেদাধ্যয়ন ও দীক্ষা ঋষি-ঋণ বলিয়া কেন পরিগণিত হইল, তাহা জ্ঞাত না হইলে, তদাচরণে অনেকের শ্রদ্ধা না হইতে পারে; এজন্য তৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আবশ্যক।

এই জগতে ধর্ম্মকে সর্ব্বতো ভাবে রক্ষা করার জন্য ঋষিগণের সৃষ্টি হইয়াছে। ঋষিগণের কার্য্য মানব সকলকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান এবং সদাসর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত থাকা ও অধার্ম্মিক-পক্ষাবলম্বনকারিগণের শাসনোপায় নির্দ্ধারণ করা ইত্যাদি বহুবিধ শাস্ত্রালোচনা ও জ্ঞান-মার্গের পথিক হইয়া জগতের মঙ্গল বিধানে রত হওয়াই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। যাহাতে জনগণ ধর্ম্মাচরণ করিয়া অজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করে ইহা তাঁহাদের সমধিক চেষ্টা ছিল বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারা যে স্বার্থসাধন বাসনায় কোন কার্য্যকরিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহারা যে রূপ দীনভাবে কাল যাপন করিতেন এবং সুখস্বচ্ছন্দতায় তাহাদের যে রূপ বিরাগ নিস্পৃহা ছিল, এবং তাঁহারা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য ও নদীকূলাশ্রয় করিয়া যাদৃশ কষ্ট স্বীকারে পর্ণ-শালায় বসবাস করিতেন, এবং ফল-মূলাদির উপর নির্ভর করিয়া জীবনযত্রা নির্ব্বহ করিতেন, তাহাতে তাঁহারা যে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কোন কার্য্য

করেন নাই, কেবল ধর্ম্মসংস্থাপনের কামনায় কার্য্য করিতেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এই পুস্তকের প্রথমেই উল্লেখিত হইয়াছে যে, ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন এবং বিদ্যালাভ দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ না হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। জ্ঞান বলিলেই পরমার্থ অর্থাৎ ঈশ্বরবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকেই জ্ঞান বলে; তদ্‌ভিন্ন অন্য জ্ঞান, ইতর জ্ঞান বলিয়া নির্ণিত এবং অজ্ঞান নামেই বিহিত। জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। কেলব বর্ণ পরিচয়কে বিদ্যা শিক্ষা বলে না, যে বিদ্যা শিক্ষায় বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা বলে। উপরোক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ঈশ্বরবিষয়ক যে বুদ্ধি, তাহারই যাহাতে বিকাশ হয়, এই রূপ বিদ্যাশিক্ষা করা প্রয়োজন। বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে ঐপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা অন্য প্রকারে হইতে পারে না। বেদ অনেকের পক্ষে দুর্ব্বোধ বলিয়া তাহার শাখা প্রশাখা এবং তন্মূলক অনেক উপনিষদ্ পুরাণাদির প্রণয়ন করিয়া বিদ্যার্থী ও সংসারী মানবের সুখপাঠ্য ও জ্ঞান লাভের সদুপায় করিয়াছেন। বেদ দুর্ব্বোধ বলিয়া এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, গুরুগৃহে বাস করিয়া নিয়ত গুরু-সেবাপরায়ণ হইয়া একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন না করিলে বেদে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। এজন্য স্ত্রী ও শূদ্রগণকে তদধ্যয়নে অধিকার প্রদান করেন নাই। যদিচ ক্ষত্রীয় প্রভৃতি দ্বিজগণকে বেদে অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে বটে কিন্তু ধনুর্ব্বেদ আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি কএকটি শাখা প্রশখা ভিন্ন সম্যক্ রূপে বেদালোচনা করিবার অধিকার এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন, অপর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। কিন্তু দিলা পাঠ্যে পুর

সকলেরই অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। বেদ পাঠে সকলে সম্যক্ রূপে সাফল্য লাভ করিতে পারে না।—অর্থাৎ বেদ পাঠ করিয়াও অনেকের চিত্ত সন্দেহ বা বিতর্কজনিত নিশ্চয়াবধারণে অক্ষমতা হেতু ঈশ্বরবিষয়ে এবং ধর্ম্মের দিকে আশক্ত না হওয়ায়, বিশেষতঃ স্ত্রী, শূদ্র এবং বেদানুশীলনে অসমর্থ ব্যক্তির ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তি, বা ধর্ম্মাশক্তি জন্য, সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণার্থ দীক্ষা গ্রহণের ব্যবহার করিয়াছেন।

দীক্ষা গ্রহণের তাৎপর্য্য কি? তাহা কথঞ্চিৎ বর্ণনা না করিলে, ঋষিঋণ কি কারণে পরিশোধনীয় তাহা পরিব্যক্ত হয় না। সাধারণতঃ মানবের মন অতি চঞ্চল, দৃঢ় রূপে আবদ্ধ না থাকিলে তাহাকে স্থির রাখা যায় না। যেমন ঘোর তিমিরাবৃত নিশায় পথিক প্রকৃত পথাবলোকনে অসমর্থ হইয়া, অপথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে, যদি কেহ তাহাকে একটি আলোক প্রদর্শন করায়, তবে পথিক যেমন সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া লোকালয়ে যাইবার জন্য সচেষ্ট হয় এবং অনন্য লক্ষ্য হইয়া কেবল মাত্র আলোক লক্ষ্য করিয়া গমন করায়, পরমোল্লাসে লোকালয়ে যাইতে পারে। সেই রূপ প্রকৃত পথাবলোকনে অসমর্থ, সংসাররূপ ঘোর তিমিরাবৃত রজনীস্থ মানবগণ মনোরূপ পথিককে অপ্রকৃত পথে ভ্রমণে নিরস্ত করিবার কারণ, ঋষিগণ ঈশ্বরোপাসনারূপ দীক্ষালোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। অনন্য লক্ষ্য হইয়া ঐ আলোক অবলম্বন করিয়া গমন করিলেই জ্ঞানানন্দ লাভ করিয়া পরমোল্লাসে ধর্ম্মরূপ লোকালয়ে গমন করিতে পারে। যেমন স্রোতস্বতী-তীরে কোন উচ্চ উর্ব্বর ভূমিতে জল সংযোগ করিতে হইলে, দৃঢ় বন্ধনে স্রোতস্বতীর জলকে বন্ধন করিয়া

স্রোতোবেগ ফিরাইয়া তবে উচ্চ ভূমিতে জল সংযোগ করিতে হয়, তেমনি ঋষিগণ স্রোতস্বতীর জলের ন্যায় চঞ্চল মানব-মনকে দীক্ষারূপ বন্ধনে বাঁধিয়া তাহার গতি ফিরাইয়া ধর্ম্মময় ক্ষেত্রে জল দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দীক্ষা-প্রথা প্রচলন করিয়া ঋষিগণ মানবের মনকে যদিচ্ছা ভ্রমণে নিরস্ত করিয়াছেন এবং মানবগণকে তাহাদের উপাস্য বস্তু দেখাইয়া দিয়াছেন। যদিও ব্রহ্মবস্তু এক, তত্রাচ হিন্দু-দিগের শাস্ত্র সকল বহুবিধ এবং বহু প্রাচীন যুগযুগান্তর হইতে প্রচলিত হইয়া আসায় এবং ভগবানও সময় সময় পৃথিবীর মঙ্গল এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্য অংশ বা শক্তি সঞ্চার দ্বারা নানা রূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিবার এবং শাস্ত্রকারেরাও অলঙ্কার এবং স্তুতিশয়োক্তি বর্ণনা দ্বারা ভাবান্তর ঘটাইবার কেবল বেদাধ্যয়ন বা পুরাণাদি পাঠ বা শ্রবণ দ্বারা কখনই অভীষ্ট দেবতা স্থির করিয়া নিজ কল্যাণের পথ প্রশস্ত করিতে কেহ সক্ষম হইতে পারিত না। নানা জনের নানা মত উপস্থিত হইয়া, ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্মভাব প্রভৃতির অভাব ও বিশৃঙ্খল হইয়া, নাস্তিকতা প্রভৃতির মাত্রা অধিক হইয়া জগতে এক কালে ধর্ম্মের পথ কণ্টকিত হইয়া পড়িত।

হিন্দুদিগের যে বহুদেবতা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও বিনা কারণে নহে; যদিও ঈশ্বর এক, তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ, তত্রাচ ভূপতি যেমন নিজ রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার ও কার্য্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ অমাত্য ও বলাদির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তেমনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ ঈশ্বর, জগতের কার্য্য

সকল সুশৃঙ্খলা রূপে নিষ্পন্ন করিবার জন্য নিজ শক্তি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ দৈবতা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নৈসর্গিক কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিজে নির্লিপ্ত ভাবে সর্ব্বান্তর্যামিরূপে বিরাজ করিতেছেন। জনগণের প্রবৃত্তি এক নহে এবং একই উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কেহ পৃথিবীতে বিচরণ করে না। কেহ ভোগ কামনা করেন, কেহ ধন কামনা করেন, কেহ পুত্র কামনা করেন, কেহ হিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থের কামনা করেন,কেহ অপরের অনিষ্ট কামনা করেন, কেহ অহিংসারূপ ধর্ম্ম কামনা করেন, কেহ মোক্ষ কামনা করেন। কিন্তু এই সকল ব্যক্তিরা যদি স্ব স্ব প্রবৃত্তি-অনুসারে ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হন, তাহা হইলে এই সংসারে দয়া, মায়া, ক্ষমা, ধৃতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল লোপ হইয়া, সংসারে হিংসা, লোভ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি অসদ্‌গুণের বৃদ্ধি হইয়া, জগত এক কালে বিনাশোন্মুখ হইয়া পড়ে; এই জন্য ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া কতক পরিমাণে কামনা সাধন করিবার উপায়-স্বরূপে দেবোপাসনা প্রভৃতি যাগযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দেবতাকে পৃথক্ পৃথক্ কামনা সিদ্ধির ফল-দাতাস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং সকল কার্য্য ধর্ম্মের সঙ্গে সংস্রব করা হইয়াছে। কেন না, ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মকার্য্য করিবার একটী উদ্দেশ্য থাকে; কিন্তু অসৎপ্রবৃত্তি এক কালে ত্যাগ করিতে না পারে, তবে ধর্ম্মানুমোদিত অসৎপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য যে ইতর দেবতাদিগের উপাসনা বিহীত হইয়াছে, তাহাই আচরণ করিবে। তৎপর ক্রমে ধর্ম্মের ভাব চিত্তে দৃঢ় হইলে, তখন অসৎপ্রবৃত্তির বিকাশ হইয়া তাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া ভগব-

চিন্তায় সন্নিবেশিত হইবে। ক্রমে ক্রমে লোক সকলকে ধর্ম্ম-মার্গে উন্নীত করিবার জন্য বিবিধ দেবতা ও বিবিধ দেবোপাসনা প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

ঐ প্রকার বিবিধ মার্গ সৃষ্টি করিয়াও ঈশ্বর ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তাঁহাকে বিধর্ম্মিগণের দমন জন্য এবং ধর্ম্ম রক্ষার কারণে সময়ে সময়ে স্বয়ং বা অংশাবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে; ইহা সকল ধর্ম্ম এবং সকল সম্প্রদায়কে স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, হিন্দুদিগের দশাবতার শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব, ম্লেচ্ছদিগের যিশু এবং মুসলমানদিগের মহাম্মদ প্রভৃতি ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

> অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
> প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬
> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

কামনানুরাগী জনগণ স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া পুত্র-কলত্র এবং ধনাদি বাসনার জন্য দেবতার উপাসনা করে। কিন্তু ভক্তি-পূর্ব্বক যে ব্যক্তি যে দেবতারই উপসনা বা আরাধনা করুক, ভগবান্ তাহাকেই সেই দেবতা-বিষয়িণী ভক্তি প্রদান করেন। দেবতারাধনা দ্বারা বাঞ্ছিত ফল লাভের আশা করিলে, দেবতা সকল ঈশ্বরের শক্তি বিশেষ বলিয়া ঈশ্বরই তাহার ফলদাতা হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৭ম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ২০
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২

ভগবান্ ইহাতে বলিয়াছেন যে, দেবতারাধনার ফল বিনশ্বর এবং সামান্য দেবভক্তগণ দেব-লোকে এবং আমার ভক্তগণ আমার সমীপে গমন করিবে। আমি অব্যক্ত, প্রপঞ্চাতীত লোক সকল আমার অব্যয়-স্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া আমাকে মনুষ্যাদি সামান্য ভাবে অনুমান করে। আমি মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সকলের নিকট প্রকাশ হই না, এই জন্য মূঢেরা আমাকে আত্মবিহীন ও অবিনশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭ম অধ্যায়,—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫

যখন ঋষিগণ দেখিলেন যে, কামনাসিদ্ধির জন্য দেবোপাসনা ধর্ম্মের সঙ্গে সংযোগ করায় ধর্ম্মভাবের আধিক্য হইবে বটে, কিন্তু বেদাধ্যায় বা পুরাণাদি পাঠ বা শ্রবণে কোন মতেই মানব নিজের কল্যাণকর পথাবলম্বন করিতে পারিবে না। যদিও বেদ-

পুরাণাদি পাঠ বা শ্রবণে জ্ঞানের উৎকর্ষ হইবে, তত্রাচ নানাবিধ উপাসনা-মার্গ ব্যবস্থিত থাকায়, লোকে প্রবৃত্তি-অনুসারে বিবিধ মার্গে ধাবিত হইবে; প্রকৃত পরিত্রাণের উপায় কিছু হইবে না। তখন তাঁহারা মানবের শ্রেয়স্কর এবং ভিন্ন প্রকৃতির অনুযায়ী ঈশ্বরের পঞ্চ মূর্ত্তির—অর্থাৎ শিব, শক্তি, সূর্য্য, গণপতি ও বিষ্ণু এই পঞ্চ উপাসনার পথ প্রকৃষ্ট স্থির করিয়া দীক্ষা-প্রথা ও কর্ণধারের প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ভগবান্ রুদ্রদেব স্বয়ং তন্ত্র-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া মানবের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। অনেকে বলিতে পারেন, ঈশ্বর যখন এক, তখন পঞ্চ মূর্ত্তির উপাসনার কারণ কি? ঈশ্বর এক তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু মানবের প্রকৃতি এক নহে, পরস্পর বিভিন্ন; ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোককে একই প্রকার উপদেশ দিলে, তাহা কখনই সুফলদায়ক হয় না। কারণ, একের চিত্ত এক প্রকার বস্তুতে আকর্ষিত, অন্যের চিত্ত অন্য প্রকার বস্তুতে আকর্ষিত। কাহারও লবণ-রস সুখাদ্য, কাহারও বা তিক্ত-রস সুখাদ্য, কাহারও অম্লরস, কাহারও কটুরস, কাহারও কষায়-রস সুখ-সেব্য বলিয়া অনুমিত হয়; তেমনি সকলেরই চিত্তভাব পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুভাবিত। এবং এই যে পঞ্চভূতাত্মক দেহ, তাহাও ঠিক এক উপাদানে গঠিত নহে; কাহারও দেহে সত্ত্বগুণ প্রবল, কাহারও দেহে রজোগুণ প্রবল, কাহারও বা তমোগুণ প্রবল। কাহারও দেহে তেজ ও শক্তি বেশী, কাহারও বা দেহ তেজো হীন ও ভয়াধিক্য, কেহ উগ্র, কেহ নম্র; এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে একরূপ পথের পথিক করা সহজ সাধ্য নহে। বিশেষ দেহের উপর গ্রহ-নক্ষত্রাদির কমবেশী আধিপত্য থাকা-

বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিগণকে একই উপাস্য বস্তু নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, কখনই সমাজের শান্তি বিধান হয় না। হিংসা শূন্যতা এবং সর্ব্বজীবে সমদয়া যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সকলেই যদি ঐ ধর্ম্ম আচরণ করে, তাহা হইলে কখনই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। কেননা, রাজ্য জনপদ সকল রক্ষা করিতে হইলে, বিপক্ষগণের এবং দস্যু প্রভৃতির হস্ত হইতে লোক সকলকে রক্ষা করিতে হয়; তখন ঐরূপ ধর্ম্মাচরণ করিলে, কখনই লোকরক্ষা করা চলে না। যেহেতু হিংসাধর্ম্মে প্রবৃত্তি না থাকিলে, কখনই দস্যু হইতে লোক বা বিপক্ষ-সেনা হইতে রাজ্য রক্ষা করা হয় না এবং মাংসাদি ভক্ষণ না করিলে, দেহের বলবীর্য্য অধিক হয় না, তামসিক আহার ব্যতিরেকে অধিক ক্রোধাদির সঞ্চার হয় না, ক্রোধ না জন্মাইলে দস্যু বা শত্রু নিবারিত হয় না। এই জন্য প্রকৃতি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ উপাসনা-পথ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহার দেহে শক্তির আধিক্য বেশী আছে, তাহাকে হিংসাধর্ম্মাবলম্বিনী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শাক্ত, এবং যাহার দেহে তেজের অংশ বেশী আছে, তাহাকে রুদ্র—শিব-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শৈব, এবং যাহার দেহে সূর্য্য ও শনি গ্রহের আধিক্য বেশী, তাহাকে সূর্য্য-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সৌর, এবং ধনরত্নাদি প্রাপ্তি যাহার ঐকান্তিকী বাসনা, তাহাকে বিঘ্ন নাশন সিদ্ধিদাতা গণপতি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গাণপত্য এবং যাহার দেহে সত্ত্ব গুণ প্রবল, হিংসাধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই, এবং দয়ার ভাগ অধিক, তাহাকে অহিংসাত্মক বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বৈষ্ণব; এই পঞ্চ প্রকার

উপাসকের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে রাশি বিচার করিয়া দীক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল।—অর্থাৎ যাহার চিত্তে যেরূপ ভাবের আধিক্য ঘটিবে—অর্থাৎ যিনি যে উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন, তাহাই নির্ণয় করিয়া দীক্ষা দেওয়ার রীতি নীতি ছিল। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ বিচার-শক্তি না থাকায় এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের অবির্ভাবের পর হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আধিক্য হওয়ায়, এতদ্দেশে বংশানুক্রমিক একই রূপ উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, এবং তদ্দৃষ্টান্তে শাক্ত ও অন্যান্য সম্প্রদায়ও বংশানুক্রমিক একরূপ উপাসনা-প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন

মানবগণ যৌবনাগমে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, ইহাই প্রাচীন মত। কেননা, সংসারী হইবার পূর্ব্বে বা সম-সময়ে যদি মানবকে তাহার উপাস্য দেবতা চিনাইয়া দিয়া ধর্ম্মের দিকে তাহাকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হয়, তাহাহইলে তাহার আর অধর্ম্মে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। আজকাল অনেকে দীক্ষা গ্রহণে শৈথিল্য করেন, এবং কেহ বা আদৌ দীক্ষা গ্রহণ করেন না; তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কাহারও হাতধরা জিনিষ নহেন যে, তিনি (কর্ণ-ধার) ধরাইয়া দিলে বা দেখাইয়া দিলে, দেখিতে বা ধরিতে পারিব, নচেৎ পারিব না, ইহার কারণ কি? ঈশ্বর কাহার একচেটিয়া নহেন বা ঈশ্বর কোন বক্তিবিশেষের আয়ত্ত বা অনায়ত্ত নহেন। তাহা ঠিক; তিনি ভক্তের ভগবান্ বটেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঈশ্বরবাদ বিষয়টি এত জটিল এবং দুর্ব্বোধ যে তাহা তর্কে মীমাংসা হইতে পারে না, এবং ঈশ্বরোপাসনা-বিষয়ক পথ এতই দুর্গম যে, প্রকৃত প্রস্তাবে কেহ ঐ

পথের পথিক করিয়া না দিলে, কখনই ঈশ্বরোপাসনায় সিদ্ধি বা আনন্দ-লাভ করিতে পারা যায় না। হিন্দু ভিন্ন অন্য ধর্ম্মা-বলম্বী, যাঁহাদের গুরু-করণ-প্রথা নাই, কিংবা যাঁহারা গুরু-করণের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, দীক্ষার প্রয়োজনই বা কি এবং কর্ণধার গুরুরই বা আবশ্যকতা কি? ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ, বক্তৃতা শ্রবণ কিংবা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরকে ধ্যান করিলেই হইল, তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার, তাঁহার আবার পত্র, পুষ্প, ফল, জল, চাউল, ঘৃত এই সকল অবস্তু দ্রব্যাদির প্রয়োজন কি? ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনারই বা কি প্রয়োজন? তাঁহাদের যুক্তি অবশ্য অকাট্য। ঈশ্বর নিরাকার নির্ব্বিকার বটেন এবং উপচার-দ্রব্যাদি দিলে তিনি সন্তোষ হইবেন, নচেৎ হইবেন না, তাহারও কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই। উপচার-দ্রব্যাদি প্রদান সাধকের ভক্ত্যাধিক্যের প্রমাণ ভিন্ন ঈশ্বরের তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির হেতু নহে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, তাঁহারা যে ভাবে উপাসনা করার কথা বলেন, তাহার কি তাঁহাদের কেহ উপদেষ্টা আছেন? না আপনা হইতেই ঐ পথ আবিষ্কার হইয়াছে? উপদেষ্টা থাকিলে তিনত গুরু হইলেন। আর উপদেষ্টা না থাকিলে, যিনি ধর্ম্ম পুস্তক প্রনয়ন করিয়াছেন, যিনি বক্তৃতা করিয়াছেন বা যাঁহাদের অনুকরণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তাঁহারাও গুরু হইলেন। তবে ঋষিগণ বেদাধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিতেছেন এবং পুরাণাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছেন এবং দীক্ষাদানে উপাস্য দেবতা দেখাইয়া দিতেছেন, তাঁহারা গুরু বা কর্ণধার না হইবেন কেন?

ঈশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন তিনি নিরাকার হইলেও সাকার হইতে পারেন এবং সাকার হইলেও নিরাকার হইতে পারেন। পাঠক যদি নিরাকারবাদী হও, তবে তোমার কাছে তিনি নিরাকার; কিন্তু আমার কাছে তিনি সাকার। পরন্তু হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া অকপটে বল দেখি, তুমি নিরাকার ভাবিয়া কি পরমানন্দ লাভ করিতে পার? নিজ অল্প জ্ঞানে যত দূর অনুমান করা যায়, তাহাতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবল অন্ধকার বা একটা পিঙ্গল বর্ণ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি কেহ তেজোময় পদার্থ বা কোন আকার অনুমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিরাকারত্ব না থাকিয়া সাকারত্ব ঘটিয়া গেল। আর উত্তম রূপে ভাবিয়া দেখ, আমি তাঁহার সাকার মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া বা হৃদয়মধ্যে কল্পনা করিয়া লইয়া, গুরু-দত্ত প্রণালী অবলম্বনে পত্র পুষ্প ফল জল নৈবিদ্য প্রভৃতি অর্পণ করিয়া পরম ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম বন্দনা স্তব স্তুতি করিয়া আমার কত আনন্দ উদ্ভব হয়। ঈশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন আমার ভক্তি এবং ভালবাসার জন্য তিনি কি প্রতিমাতে আবির্ভাব হইতে পারেন না? কিংবা আমার হৃদয়পটে আমার কল্পিত আকার ধারণ করিতে পারেন না? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন,—

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১

হে পার্থ! যাহারা যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যসকল যে ভাবেই ভজনা করুক না কেন, সকলেই আমার ভজনা

মার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে। হয়ত পৌত্তলিক বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করিতে পার, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, আমরা কি পুতুল পূজা করি? প্রতিমাতে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহাকে আবাহনপূর্ব্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় পূজা সমাপন ও তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিই। প্রতিমাই যদি পূজা করিতাম, তবে আবাহন বা বিসর্জ্জন কিছুই করিতাম না। মন্ত্র-পূত বিসর্জ্জনের পর প্রতিমা কতক্ষণ গৃহে থাকে, কিন্তু আর ত তাহার পূজা করি না। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নিত্য পূজা করি বটে, কিন্তু তাঁহারও স্থাপনিক প্রতিষ্ঠার সময় ঐ রূপ আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিতে হয়। তাঁহাকে বিসর্জ্জন করি না বলিয়াই নিত্য নিত্য ভক্তিভরে পূজা করি।

তোমরা বল দেখি, বড় লাট কিংবা সেনাপতি বা অন্য কোন্ ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ বা সম্মানী ব্যক্তি কিংবা রাজার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর কেন? তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কিংবা তাহার অনুগ্রহ লাভের আশা অথবা তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন, এই উদ্দেশ্যে কর কিনা? সামান্য মানবের সন্তোষসাধন, অনুগ্রহ লাভ, বা সম্মানের জন্য তোমরা যদি তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপন করিতে পার; তবে আমরা সেই বিশ্বরাজ্যের অধিপতি পরম কারুণিক পরমেশ্বরের বা তাঁহার অংশ-শক্তির মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাইতে এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভের আশা করিতে পারিব না কেন? তোমরা পূজা কর না, আমরা পূজা করি। তুমি যাঁহার মূর্ত্তি স্থাপন কর, তিনি সীমাবদ্ধ, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা নাই, তাঁহার সম্মুখ ভিন্ন অন্য দৃষ্টি নাই, পরোক্ষ-ভোজনের ক্ষমতা নাই। কিন্তু আমরা

যাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করি, তিনি অসীম, অনন্ত, সর্ব্বচক্ষুষ্মান্, দামোদর, তাঁহাকে যেখানে যে কেহ পূজা করিলে, তিনি সকলই জানিতে পারেন এবং দেখিতে পান ; যেখানে যে কেহ আহার্য্য দান করেন, তাহাতে তিনি তৃপ্তি সাধন করেন, এবং ভক্তের প্রতি সর্ব্বদা কৃপা করেন। তোমাদের উপাসনায় এবং আমাদের উপাসনায় অনেক প্রভেদ। তুমি যে ভাবে ঈশ্বরোপাসনা কর, যদি বাস্তবিক নিজে নির্ব্বিকার নিরহঙ্কার সর্ব্বত্র সমদর্শী পূত এবং মানাপমান, স্তুতি-নিন্দা, লাভালাভ, জয়াজয়, শত্রুমিত্র, হর্ষবিষাদ, সমস্ত এক ভাবিয়া ও অব্যক্ত ঈশ্বরের চিন্তা কর, তাহা হইলেও তোমরা সম্যক্ সুখী হইতে পার কি না সন্দেহ। কারণ, তোমাদের উপাসনা অত্যন্ত দুঃখ কর। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১২শ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

প্রকৃত প্রস্তাবে তোমরা ঐ রূপ আচরণ করিতে পারিবে? তোমরা সম্মানী। নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে কি সমান আসনে বসাইতে পারিবে? কেহ গালাগালি দিলে কি সহ্য করিতে পারিবে? অর্থের সঙ্গে লোষ্ট্রের কি সমান জ্ঞান করিতে পারিবে? তাহা পারিলেও উপাসনা গুরূপদেশ এবং শাস্ত্র-বিধি বহির্গত হওয়ায়

াহা আদরণীয় হইবে না। কেননা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১৬শ
ধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন সংসিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

আবার ১৭শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

অশাস্ত্রবিহীতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপোজনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫
কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬

আর আমরা যে উপাসনা করি তৎসম্বন্ধে ১২শ অধ্যায়ে
ভগবান্ কি বলিয়াছেন দেখুন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

সে যাহা হউক, দীক্ষা না করিয়া কয় জন ব্যক্তির ধর্ম্ম ভাব
প্রবল হইয়াছে। আজ কাল অনেককেই দেখা যায় দীক্ষাও
গ্রহণ করেন না এবং কোন ধর্ম্মালোচনাও নাই; নাটক, নভেল,
বা অন্যান্য পুস্তক পাঠ করিয়া আত্মম্ভরী প্রবৃত্ত না হিন্দু না
মুসলমান না ব্রহ্ম না খৃষ্টান না শৌচ না আচার যেন কি এক
অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হইতেছে। বাস্তবিক ঋষিগণ-প্রচলিত বেদাধ্য-
ন বা দীক্ষা প্রথার আদর থাকিলে কখনই ঐরূপ অত্যদ্ভুত
জীবের আধিক্য হইত না।

যৌবন সময়ে যুবকদিগের চিত্ত স্রোতস্বতীর জলের ন্যায় নিম্ন-
গামী থাকে, যে দিকে সুখকর এবং সহজ বোধ হয়, সেই দিকেই
অবিচার্য্য ভাবে গমন করে। ঐ সময়ে দীক্ষারূপ সুশক্ত বাঁধ

দ্বারায় বেগ রুদ্ধ করিয়া দিয়া গুরু তাহাকে উপাস্য দেবতা দেখাইয়া ধর্ম্মের দিকে ফিরাইয়া দিলে, আর তখন নিম্নগামী না থাকিয়া উত্তরোত্তর উর্দ্ধ দিকে গমন করিতে থাকায় আর তাহার অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না।

অতএব দেখা গেল যে, বেদাধ্যয়ন ও দীক্ষা মানবের অশেষ মঙ্গলকর, এবং এই মঙ্গলকর বিধান যাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে প্রচলন করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য না করিলে, তাঁহাদের ঋণ—অর্থাৎ ঋষি-ঋণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। ঐ সকল কার্য্যকে ঋষি-ঋণ বলার আর একটি কারণ এই যে, ঋষিদিগের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, এবং ঋষির নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করার নিয়ম আছে; এই জন্য ঋষি-ঋণ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, ঐ কার্য্যে যে ঋষি-ঋণ শোধ হয়, এমত বিবেচনা হয় না বরং ঋষিদের নিকট আরও ঋণগ্রস্থ হইতে হয়। কেন না বেদাধ্যয়নরত বালককে বিদ্যাদান এবং আহার্য্য দান, সমস্তই ঋষিগণ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট বেতনাদি কোন আর্থিক বস্তু গ্রহণের তাঁহাদের নিয়ম ছিল না। এবং শিষ্য উপযুক্ত হইলেই দীক্ষা করাইতেন এবং শিক্ষা দিতেন; অ গ্রহণের কোণ আশাই তাঁহারা কখন করিতেন না। তখনকা ঋষিগণ এতই দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন যে, লোকের মঙ্গ সাধিত হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন। এই বেদাধ্যয়ন ও দীক্ষা হইলেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল বলিয়া, উহাকে তাহা ঋষি-ঋণ হইতে অব্যাহতির উপায় স্থির করিয়াছেন।

অনেকে বলিতে পারেন, বেদাধ্যয়ন-সমাপ্তি-সময়ে সাধ্যা

সারে দক্ষিণা দিবার এবং গুরুকরণের দীক্ষা দান কালে প্রণামী দিবার নিয়ম আছে। যদিও স্থলবিশেষে ঐরূপ নিয়ম আছে বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বেদাধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা হইল এবং দীক্ষা দ্বারা সংসার-বন্ধন নিষ্কৃতির যে পথ প্রশস্ত হইল, সামান্য দক্ষিণা বা প্রণামী দ্বারা তাহার কি পরিশোধ হইতে পারে? বিশেষ তুমি দক্ষিণা বা প্রণামী দানে অসমর্থ হইলে শিক্ষা-দাতা এবং দীক্ষা-দাতা গুরু কি অসন্তোষ হইবেন? কথনই না। অতএব কেবল মানবের মঙ্গলের বাসনায় ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি দিবার জন্য ঋষিগণ ঐ সকল কার্য্য, ঋষি-ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইবার অবশ্য করণীয় কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

---

## দেব-ঋণ।

—:*:—

ঋষি-ঋণ বিষয়ক উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা কতক পরিমাণে বর্ণনা করা হইল। এক্ষণে দেবঋণ-বিষয়ক উদ্দেশ্যাদি কথঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজন হইতেছে। দেবঋণ হইতে অব্যাহতি পাইলে যপ যজ্ঞ প্রভৃতি দৈবকার্য্য করা আবশ্যক বলিয়া বিহিত হইয়াছে। যজ্ঞাদিকে দেবঋণ বলিয়া কেন নির্দ্ধারণ করা হইল, তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। দেবগণ ঈশ্বরের অংশানুভূত। অন্নাদি মানব-ভক্ষদ্রব্য তাঁহাদের প্রকৃত আহারের সামগ্রী নহে, যজ্ঞীয় হবি তাঁহাদের আহার্য্য বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই এবং

আহারেরও কোন প্রয়োজন করে না। তাঁহারা যখন ঐশী শক্তি দ্বারা এক একটি কার্য্য সাধনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া মানবের মঙ্গলার্থ নিযুক্ত আছেন, তখন তাঁহাদের পরিতৃপ্তি জন্য মানবগণের যাহা করণীয় তাহা অবশ্য প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রকে মেঘগণের অধিপতি, বরুণকে নদ-নদী-সাগর প্রভৃতি জলাধিপতি, পবনকে বায়ুগণের অধিপতি, এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি দেবপদবাচ্য প্রত্যেককে এক একটি ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন, প্রজাগণের রাজামাত্যদিগের এবং রাজবলাদির মনস্তুষ্টি ও সন্তোষ সাধন করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ দেবগণের সন্তোষসাধন করা মানবের কর্ত্তব্য। রাজপুরুষদিগকে উপঢৌকন, অর্ঘ ও আহার্য্যাদি দিলে, যেমন তাহাদের সন্তোষের কারণ হয়; দেবতাগণকে সেইরূপ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞীয় হবি ও উপচার দ্রব্য ভক্তিসহ নিবেদন করিলে, তাঁহারা সন্তোষ হন। তাঁহারা অন্তর্য্যামী, এই জন্য পরোক্ষভাবে যেখানে যে কেহ তাঁহাদের উদ্দেশ্যে যে কোন দ্রব্যাদি দান বা নিবেদন করেন, তাহাতেই তাঁহাদের তৃপ্তি সাধিত হয়। যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণ পরিতৃপ্ত হইলে দেবাধিপতি ইন্দ্র বারিবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীস্থ ফল-শস্যাদির সংবর্দ্ধন করিয়া মানবের মঙ্গলসাধন করেন। এই প্রকার শাস্ত্রাদিতে উল্লেখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৩য় অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন।—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যোভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রহ্মা পূর্ব্বে প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে যজ্ঞ করিতে আজ্ঞা দেন এবং বলেন, "তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট কর, তাহা হইলে দেবগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন। যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবতারা তোমাদিগকে যজ্ঞফল প্রদান করিবেন। দেবদত্ত প্রসাদ—অর্থাৎ ফল-শস্যাদি দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া ভোগ করিলে, পাপভোগ করা হয়। অন্ন হইতে ভূতসকল—অর্থাৎ শরীর উৎপন্ন হয়, অন্ন মেঘ হইতে হয়, মেঘ যজ্ঞ দ্বারা জন্মে, এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম সকল বেদ হইতে উদ্ভব হইয়াছে, বেদ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হন, অতএব সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। হে পার্থ, যে ব্যক্তি এই প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুগামী না হয়, সে পাপাত্মার জীবন বৃথা।"

কেহ কেহ এমনও বলিবেন যে, অগ্নি ও সূর্য্যের উত্তাপে জলীয় পদার্থ বাষ্পরূপে পরিণত হয় এবং বাষ্প জমিয়া মেঘ হয়, এবং মেঘ হইতে জল হয়, ইহা বিজ্ঞানসম্মত স্বাভাবিক নিয়ম। অতএব জল শস্য-ঘটিত ব্যাপারে দেবগণের তুষ্টি বা বিরাগ কোন হেতুভূত কারণ নহে; বাষ্প হইতে মেঘ হয়, এবং মেঘ হইতে জল হয়, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত মত। যজ্ঞদ্বারা রাশি রাশি কাষ্ঠ ও ঘৃত অগ্নিতে প্রদত্ত হওয়ায়, তাহা হইতে ধূম বা বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং তৎকারণে মেঘেরও সৃষ্টি হয়, ইহা বোধ-হয় স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। কিন্তু দৈব শব্দের তাৎপর্য্য কি? তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। দেব-সম্বন্ধীয় যে বিষয় তাহাকেই দৈব বলিতে হইবে। এই পৃথিবীস্থ যে কোন পদার্থ বা বিষয় মনুষ্যের চেষ্টা বা কৃত-কার্য্যে নিষ্পন্ন হয় না এবং যাহা অভাবনীয় রূপে বা অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই দৈব বলে। ঝটিকা দৈব, বৃষ্টি দৈব, বিদ্যুৎ-প্রবাহ দৈব, জন্ম দৈব, মৃত্যু দৈব, করকা দৈব, ভূকম্পন দৈব, প্লাবন দৈব, ইত্যাদি বিষয় বা ঘটনা সমস্ত দৈব। এই সকল কার্য্য কোন দেবতা দ্বারা ঘটিয়াছে, বা ঈশ্বরের ইচ্ছামত ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু মানবের কৃতকার্য্যে ঘটিয়াছে বলিতে পারা যাইবে না। মানব বৃষ্টি ইচ্ছা করিতেছে, প্রচুর মেঘ সঞ্চার হওয়াসত্ত্বেও হইতেছে না। আবার ভূমিকম্প করকা-পাত প্রভৃতি, মানব ইচ্ছা না করিলেও হইতেছে। হিন্দুগণ ঐসকল কার্য্য দেবতার অনুগ্রহ নিগ্রহ বলিয়া বিবেচনা করেন। বিজ্ঞানবিদ্ বা অহিন্দুগণ বায়ুর প্রতিকূলতা অনু-কূলতা প্রভৃতি অন্যান্য কারণ নির্দ্দেশ করিবেন, কিন্তু হিন্দুগণ,

যখন বায়ুগণেরও একজন অধিপতি থাকা এবং তাহার ইচ্ছায় বায়ুর পরিচালন অচালন প্রভৃতির কারণ জ্ঞান করেন, তখন তাহাও দেবতার অনুগ্রহ নিগ্রহ ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারা যায় না। আবার কেহ কেহ এমনও বলিতে পারেন যে, যজ্ঞ-দ্বারা দেবতার পরিতোষে বৃষ্টি হওয়াই যদি স্বীকার করা যায়, তবে বর্ত্তমান সময়ে কি জন্য বৃষ্টি হইতেছে? এখনত যাগ-যজ্ঞ কেহ করে না, তবে বৃষ্টি হয় কেন? কিন্তু একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় বৎসর বৎসর যথা-সময়ে সুবৃষ্টি হইতেছে না। এবং প্রায়ই অনাবৃষ্টি এবং কখন কখন অতিবৃষ্টি প্রভৃতি হইয়া মানবের দুঃখকষ্ট ক্রমে অধিকতর হইতেছে। পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ কদাচ কখন হইত কিন্তু এক্ষণে বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির প্রকোপ বৃদ্ধি হইতেছে। দেবতাদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি কম হইয়াছে। এবং যজ্ঞাদি কার্য্যের অভাব বশতঃ যথাসময়ে বর্ষণাদি না হওয়াই মানবের কষ্টের কারণ। যজ্ঞ-দ্বারা বাষ্পোদ্গমে মেঘের পুষ্টি হয়, এবং রবিকিরণে রস বা সাগর শোষণ প্রভৃতি দ্বারাও মেঘের পুষ্টি হয়। এক্ষণে যজ্ঞাদি না থাকায় তদ্দ্বারা যে মেঘের পুষ্টি হইত, তাহার অভাব হওয়ায় বৃষ্টির পরি-মাণ কম হওয়ার অন্যতম একটি কারণ ধারণা করিয়া লইলেও, যজ্ঞকার্য্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। মেঘোদ্গম এবং বারি-পতন দৈবকার্য্য হইলেও, সেই দৈবকার্য্যের যাহা অনুকূল যজ্ঞ, তাহাও দেবঋণ এবং দেবতারা মানবের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তাঁহাদের তৃপ্তিজন্য যে যজ্ঞকার্য্য, তাহাও দেবঋণ বলিয়া পরি-গণিত হইতে পারে। অতএব যজ্ঞ না করিলে দেবঋণ হইতে অব্যাহতি হয় না, একারণ মানবের যজ্ঞাদিকার্য্য করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞকার্য্যের প্রথা ছিল, এক্ষণে মানবের বল, ক্ষমতা, এবং চিত্তদৃঢ়তা প্রভৃতি গুণের অভাব হওয়ায়, অনেক প্রকার যাগযজ্ঞ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে দেবপূজাদি বিবিধ ধর্ম্মোদ্দীপক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সকল কার্য্যে বিবিধ অন্নপানাদি দ্বারা লোক সকলকে পরিতৃপ্ত করিলে, যজ্ঞকার্য্যের ন্যায় দেবঋণ হইতে অব্যাহতি হইতে পারা যায়,—অর্থাৎ দেবতাদিগের তুষ্ট্যার্থে যে কোন কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তাহাকেই দেবঋণ হইতে উদ্ধারের উপায় বলিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে।

---

## ঋণ চতুর্থ—

### মাতৃ-ঋণ।

হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ তিনপ্রকার ঋণের কথা—অর্থাৎ পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ ; এই কয়টি ঋণ হইতে উদ্ধার পাওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, মাতৃঋণ সম্বন্ধে তাঁহারা সবিশেষ আলোচনা করেন নাই, মাতৃঋণকে পিতৃঋণের অন্তর্গত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে মাতৃঋণ উদ্ধারের কোনরূপ পৃথগ্‌ভাবে সমালোচনা করেন নাই, তাহার কারণ এই যে অন্যঋণ শোধের কতকটা উপায় আছে, কিন্তু মাতৃঋণ শোধ করিবার ক্ষমতা কোনরূপে নাই, তাহা এককালে অপরিশোধনীয় ঋণ, যাহা শোধের উপায় নাই, তাহা শোধ করার পরামর্শ দেওয়া বৃথা বলিয়াই তাঁহারা মাতৃঋণ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নির্দেশ

করেন নাই। মাতা বলিলে কেবল গর্ভধারিণী মাতা নহেন; মাতা সপ্তপ্রকার, তন্মধ্যে জননী এবং জন্মভূমি এই দুইটিই সর্ব্বপ্রধান। যথা—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" জননীর ঋণ যদিও অপরিশোধনীয় তত্রাচ তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য জল-পিণ্ডাদি প্রদান, এবং তাঁহার সদ্গতি উদ্দেশে দানাদি দ্বারা কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক তদ্‌ঋণের কতকটা লাঘব করার পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু জন্মভূমির ঋণ কি? এবং তাহাহইতে উদ্ধারের উপায় কি? তাহা সাধারণের পরিজ্ঞাতরূপে লিপিবদ্ধ না থাকায়, তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা এই পৃথিবীতে বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতজাত দুগ্ধ-ফল-শস্যাদি আহার করিয়া জীবন-ধারণ করিতেছি এবং পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছি, আমা-দের দেহজ উপকরণভূতসমষ্টি এই পৃথিবী (জন্মভূমি ভারতবর্ষ) হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে; এমন কি আমার যিনি জননী এবং মাতৃরূপা গাভী যাঁহাদের স্তন্য দুগ্ধ ব্যতীত আমা-দের শৈশবে জীবন রক্ষা হইবার অন্য কোন উপায় ছিল না। সেই জননী ও গাভীর দেহজ উপকরণভূতসমষ্টি এই জন্মভূমি হইতেই উদ্ভব এবং জন্মভূমিজাত ফল-শস্যাদিও তাঁহাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। আমরা যে ভোগ-বিলাস আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিব, সেই ভোগ-বিলাসের পদার্থ সকল এবং ধন-রত্নাদি সমস্তই জন্মভূমি হইতে উৎপন্ন হয়। ফল কথা যে জন্মভূমির করুণা ব্যতিরেকে আমাদের কি দেহধারণ কি জ্ঞানোপার্জ্জন কি আমোদ প্রমোদ কিছুই হয় না, শুধু আমরা নহি,—আমাদের পিতৃপিতামহ-

মাতৃমাতামহ প্রভৃতি পুরুষ-পরম্পরানুক্রমে দেহধারণ জ্ঞানার্জ্জন ভোগ-বিলাসাদি কার্য্যের উপায় ছিল না। সেই জন্মভূমির উন্নতি-সাধন গৌরব রক্ষা প্রভৃতিতে যদি আমরা কায়, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া ঐকান্তিকী চেষ্টা না করি, তবে আমাদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ, নরাধম, পিশাচ আর কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হইবে না। জননীর দুঃখ কষ্ট মোচন করিতে স্বতঃ পরতঃ সকলেই সচেষ্ট হয়েন। পক্ষীন্দ্র গরুড়ও অতি কঠোর কার্য্য করণে স্বীকৃত হইয়া নিজের প্রাণের মায়া আদৌ না করিয়া সমস্ত দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া, পরমশত্রু সর্পগণের নিমিত্ত, অতি শঙ্কট স্থান হইতে সুধা আনয়ন করিয়া, নিজ জননীর দাসীত্ব মোচন করাইয়াছিলেন। জননীকে কেহ দুর্ব্বাক্য বলিলে, জননীর লজ্জা বা মান কেহ হরণ করিতে উদ্যত হইলে, আমরা জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যেমন জননীর লজ্জা বা মান রক্ষা-জন্য অগ্রসর হই, তেমনি জননীর জননী মহাজননী জন্মভূমির সে লজ্জা ও মান রক্ষা করার জন্য আমাদের কি জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা উচিত নয়? আমরা যদি জন্মভূমিকে লজ্জাপহৃতা বা অবমানিতা দেখিয়া নিশ্চিন্তমনে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে কি আমরা জন্মভূমির ঋণ হইতে ত্রাণ পাইব? আমাদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ নরাধমের কি ধরাধামে বৃথা জীবন-ভার বহন নিতান্ত নিন্দনীয় নহে? আজ যে মাতার কৃতিসন্তান তাহার মুখ কত উজ্জ্বল, তিনি কত গৌরবান্বিত? আর যে জননীর সন্তান অকৃতী, অক্ষম, বা নিশ্চেষ্ট, যিনি পুত্রদের নিকট হইতে কোন প্রত্যুপকার পান না, তিনি কি মনে করেন না যে, আমি বন্ধ্যা

থাকিলেও ভাল ছিল, কিন্তু এই সকল গর্ভস্রাব নরাধম পুত্রের জননী হইয়া আমি কোন সুখলাভ করিতে পারিলাম না? মাতার দুঃখকষ্ট দেখিয়া যে পুত্রের হৃদয় বিগলিত না হয়, সে পুত্র পুত্রপদবাচ্য নহে, তাহাকে শত্রু বলিলে কোন অত্যুক্তি হয় না!

আমরা বঙ্গবাসী বা ভারতবাসী. বঙ্গদেশ বা ভারতভূমি আমাদের জন্মভূমি। এই বঙ্গে এবং ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা বঙ্গমাতা বা ভারতমাতার দুঃখকষ্ট মোচনের কোন উপায়-বিধান না করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিলে আমরা কি ভারতমাতার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব? ভারতমাতা কি আমাদিগকে তাঁহার পুত্র বলিয়া মনে করিতে পারিবেন? আমরা তাহার পুত্র হইলেও শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইব। যে ভারতমাতার পরশুরাম, রামচন্দ্র, দ্রোণ, ভীষ্ম, পাণ্ডবার্জ্জুন, ভীম, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীর পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এবং বশিষ্ঠ, নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বিশ্বকর্ম্মা বেদব্যাস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ও শিল্প-কুশলী পণ্ডিত পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সমগ্র পৃথিবীমধ্যে গরীয়সী করিয়াছিলেন, সেই ভারতমাতার গর্ভে তুমি আমি হরে পাঁচকড়ে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরপদদলিতা পরমুখাপেক্ষিনী এবং সর্ব্ববিষয়ে পরের অধীন দেখিয়াও নিশ্চেষ্টভাবে কালাতিপাত করিয়া তাঁহাকে পৃথিবী মধ্যে নিন্দনীয়া ও ঘৃণার্হ করিয়া রাখিয়াছি।

আমরা কি অকৃতজ্ঞ এবং নরাধম যে, যে জন্মভূমির কল্যাণে পরম সুখে শরীর ধারণ করিয়া বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বৃথা আত্মাভি

করিবার জন্য যথাসাধ্য আন্তরিক যত্ন চেষ্টা এবং উদ্যম করা যায়, এবং সরলতা ও সাধু-পথ অবলম্বন করিয়া উত্তমর্ণের শরণাগত হওয়া যায়; তবে উত্তমর্ণের অনুগ্রহে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় সংরক্ষিত হয়, এবং তিনি দয়া করিয়া ঋণ হইতে অব্যাহতিও প্রদান করেন, তাহাতে ঐহিক পারলৌকিক সকল প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। জননী ও জন্মভূমির ঋণ পরিশোধ করা সাধ্যাতীত বলিয়া নিশ্চেষ্ট বা নিরুদ্যম থাকিলে কখনই তাহাহইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে না; বরং তাহাতে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঐহিক কষ্টের চরম হইবে এবং পরকালে বিষম নরক-যন্ত্রণায় যন্ত্রণাযুক্ত হইবে। জননীর নিকট যেমন সর্ব্বদা কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থিতি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-পূর্ব্বক অবিচার্য্য-ভাবে তাঁহার আদেশ পালন করিলে, এবং নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাঁহার অপর সন্তান-সন্ততির প্রতি আদর-যত্ন ভালবাসা দেখাইলে, এবং তাঁহাকে পুণ্যবতী এবং লোক-সমাজে সম্মানিতা করিবার জন্য যাগ-যজ্ঞ, দান, ধ্যান, পূজা, অর্চ্চনা প্রভৃতি বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া দিলে, তাঁহার সন্তোষ ও আশীর্ব্বাদের কারণ, মাতৃঋণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়; আর ঐহিক বা পারলৌকিক কষ্টের কারণ থাকে না, তদ্রূপ জন্মভূমির নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-পূর্ব্বক নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহার অপর সন্তান-সন্ততি—অর্থাৎ স্বদেশবাসী ভ্রাতা-ভগিনীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক আদর-যত্ন ভালবাসা দেখাইয়া তাহাদের দুঃখ-কষ্ট মোচনের পথ আবিষ্কার করিলে এবং তাহাকে গৌরবান্বিতা এবং সম্মানিতা করিবার

জন্য কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিলে বা করিবার জন্য আন্তরিক শ্রম, যত্ন, চেষ্টা করিলে এবং তাহাকে সুখ্যবতী করিবার—অর্থাৎ পর-পদ-দলিতা, পরমুখাপেক্ষিণী, পরপ্রত্যাশিনী হইতে না দিবার কারণ, শরীর, মন ও অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কায়-মনঃপ্রাণে সর্ব্বদা জন্মভূমির সুখের ও উৎকর্ষতার জন্য চেষ্টা করিলে, জন্মভূমির ঋণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। জননী হইতেও যখন জন্মভূমি শ্রেষ্ঠা; তখন জন্মভূমির সম্মান ও কল্যাণ-কামনায় জীবন পর্য্যন্ত পণ রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

অক্ষম বা বীর্য্যহীন কিংবা দুঃস্থ সন্তানের প্রতি জননীর যে অধিক মায়া হয়, তাহা সকলেই জানেন। ইন্দ্র ও সুরভির উপাখ্যান তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। গোমাতা সুরভির লক্ষ লক্ষ পুত্রগণ কৃষক কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলেও, তিনি দুর্ব্বল এবং কৃষকায় পুত্রের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া রোদনপরায়ণা হইয়া ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। (মহাভারত বন-পর্ব্ব নবম অধ্যায়)। জন্মভূমির নিরন্ন, অবসাদগ্রস্থ, উপার্জ্জন-রহিত পুত্রগণের দুঃখ-কষ্টে জন্মভূমির তাদৃশ দুঃখ-কষ্ট হয়। মাতাকে দুঃখিতা দেখিয়া যদি কেহ মাতৃদুঃখ মোচনে, কায়মনঃপ্রাণে সচেষ্ট না হয়, তবে তাহার ন্যায় অকৃতজ্ঞ নরাধম জগতে দ্বিতীয় নাই। এবং সে কোন কালে মাতৃঋণ হইতে অব্যাহতি পায় না। অতএব জন্মভূমিস্থ ব্যক্তিবর্গের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধান এবং দুঃখ-কষ্ট মোচনের জন্য কায়মনঃপ্রাণে সর্ব্বদা শ্রম-যত্ন করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনেকে বলিতে পারেন, জন্মভূমি জড় পদার্থ। তাহার

আবার দুঃখই বা কি, কষ্টই বা কি? এবং তাহার নিকট ঋণী থাকিবার বা কারণ কি? তৎসম্বন্ধে, বক্তব্য এই যে, যে কোন ব্যক্তি বা পদার্থের নিকট আমরা উপকার প্রাপ্ত হই, তাহার নিকটই আমরা ঋণী হই; কেন না, বিনিময় ব্যতিরেকে যাহা কিছু প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই ঋণ বলিয়া পরিগণিত। ভিক্ষা বা প্রতিগ্রহ সমস্তই ঋণ; তবে লৌকিক ব্যবহারে কোন ঋণ শোধ করিতে আমরা বাধ্য, কোন ঋণ বা শোধ করিতে বাধ্য নহি। ভিক্ষা বা প্রতিগ্রহ-ঋণ পরিশোধ না করায় পাতিত্য নাই সত্য বটে; কিন্তু যদি অভাব বা আবশ্যকতা না থকা সত্ত্বে কোন বস্তু ভিক্ষা বা প্রতিগ্রহ করা যায়, তবে সম্পূর্ণ পাপী হইতে হয়। আবার এক সময়ে অভাব বা আবশ্যকতা বশতঃ কোন বস্তু গ্রহণ করিলে যাহা প্রত্যর্পণের ক্ষমতা হইলে যদি প্রত্যর্পণ না করা যায় বা প্রত্যর্পণের কোন সুবিধা না হইলে বা বাধা ঘটিলে তাহা যদি লোক-হিতকরকার্য্যে ব্যয় করা না যায়, তবে অবশ্যই পাতকী হইতে হয়। জন্মভূমির নিকট আমরা যাহা প্রাপ্ত হই, জন্মভূমির উপকারার্থে যদি আমরা তাহা বা তদ্‌বিনিময়ে যত্ন-চেষ্টা বা শ্রম, কষ্ট না করি তবে অবশ্যই আমরা ঋণী থাকিব এবং পাতকী হইব। জন্মভূমি জড় পদার্থ—বলিয়া আমরা আপন কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটি করিলে কখনই ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে অব্যাহতি পাইতে পারিব না। আমরা বিশেষতঃ হিন্দুগণ, জন্মভূমিকে জড় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। জন্মভূমি জড় পদার্থ হইলেও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও পৃথিবী যাবদীয় জড় পদার্থেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা দেবতা

থাকা হিন্দুশাস্ত্রে প্রমাণ আছে; অতএব জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বঙ্গমাতা ভারত-মাতার যাহাতে কোনরূপ মনোবেদনা না থাকে, যাহাতে তাহার আন্তরিক সন্তোষ হয়—অর্থাৎ যাহাতে তাহাকে জগন্মাঝে গৌরবান্বিতা ও পুণ্যবতী করিতে পারা যায়, তাহার অক্ষম সম্বলহীন উপায়-রহিত সন্তান-গণের অন্ন-বস্ত্রাদির সংস্থান করিয়া দিতে পারা যায়, তজ্জন্য জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, স্বার্থকে বলিদান দিয়া, নিঃস্বার্থ-ভাবে শরীর, মন ও প্রাণ এবং অর্থের দ্বারায় সর্ব্বদা শ্রম, যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিয়া এবং অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াও অহরহ চেষ্টা করিতে থাকিলে তবে আমরা মাতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব এবং মাতৃঋণ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উপযুক্ত হইতে পারিবে। আমরা জন্মভূমি বা পৃথি-বীকে কেবল মাত্র জড় পদার্থ বলি না; যাঁহারা জড় পদার্থ বলেন, সেই পাশ্চাত্য জাতিগণ কি করিতেছেন, তাহাত আমা-দের লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরাত এক্ষণে সম্পূর্ণ অনুকরণ-প্রিয় হইয়াছি, অনুকরণ করিতে যাইয়া নিজেদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ত্তব্য, জাতিয়তা সমস্ত ভুলিয়াছি; কিন্তু সেই পাশ্চাত্য জাতিগণ জন্মভূমির পূজা বা মাতৃ-পূজার জন্য কত শ্রম, কত যত্ন, কত চেষ্টা করিতেছেন? মাতৃ-ভূমির কল্যাণ-কামনায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন। ইয়ুরোপ-ভূমে কি ইংরেজ, কি ফরাসী, কি জর্ম্মণ, এবং আমেরিকার মার্কিণ এবং এই এসিয়া খণ্ডে তুরস্ক, চিন, এমন কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জাপানও মাতৃ-পূজায় আসক্ত হইয়া, এক প্রাণে এক মনে, এক ধ্যানে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া জগতের শীর্ষ-

স্থানে জননী জন্মভূমির আসন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারাও কেহই জন্মভূমিকে জড় বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই। তবে আমরা কেন স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির উন্নতি-কামনায়, এবং তাহার ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিব না?

কেহ কেহ এমনও বলিতে পারেন যে, আমরা পরাধীন জাতি, আমাদিগের জন্মভূমির পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রগণের কৃতকার্য্যে, মাতা এক্ষণে পরাধীনা, আমরা কেমন করিয়া তাহাকে গৌরবান্বিতা করিব? আমাদের অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই, অস্ত্র নাই, আমরা দুর্ব্বল, পরপদ-দলিত আমরা চেষ্টা করিয়া কি করিব? আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে না, অধিকন্তু অবমানিত লাঞ্ছিত হইয়া যাহা কিছু মান, সম্মান, গৌরব বা অন্ন সংস্থান আছে তাহাও হারাইব। তাহাদের যুক্তি যে এককালে উড়াইয়া দিবার নহে এবং তদ্রূপ আশঙ্কাও অনেক আছে সত্য। কিন্তু জগতে এমন কোন কার্য্য আছে কি, যাহা অবিরত চেষ্টায় নিষ্ফল হয়? একবার নিষ্ফল হয়, দুইবার নিষ্ফল হয়, কিন্তু বার বার আন্তরিক চেষ্টা করিলে অবশ্যই ফলবতী হইবে। আমরা পরাধীন,—পরাধীনত সকলেই; পুত্র পিতার অধীন, স্ত্রী স্বামীর অধীন, ভৃত্য প্রভুর অধীন, প্রজা রাজার অধীন, কিন্তু হৃদয় সকলেরই স্বাধীন, যদি আমরা স্ব স্ব হৃদয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখি, হৃদয়কে কাহারও অধীন হইতে না দিই, তবে আমরা পরাধীন হইলেও স্বাধীন। আমরা দুর্ব্বল। যদি শারীরিক বলীকে বলবান্ বলা যায়, তবে হস্তী বলবান্, সিংহ বলবান্, বৃষ বলবান্; কিন্তু তাহারা সেই

বলে আত্মরক্ষা করিতে পারে না কেন? দুর্ব্বল মনুষ্য তাহাদিগকে বশীভূত করে কি রূপে? অতএব শারীরিক সবল দুর্ব্বলতায় কিছু আসে যায় না, যাহার হৃদয়ে বল আছে, সেই বলবান্, অতএব আমরা যদি হৃদয়বল সঞ্চার করি, তবে কখনই দুর্ব্বল বলিয়া ঘৃণিত হইতে পারি না। আমাদের অর্থ নাই সত্য কিন্তু এই অর্থ-হীনতার কারণ কি? আমাদের যে অর্থ আছে তাহার কি আমরা সদ্ব্যবহার করি, আমরা কি অর্থ বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করি?

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষাং নৈব চ নৈব চ॥

এই যে মহাজন-বাক্য, আমরা কি তাহা স্মরণ করিয়া চলি? আমরা প্রথমটিত আচরণ করি না, দ্বিতীয়টিও করি না। প্রথম বা দ্বিতীয়টি অশিক্ষিত অজ্ঞান ব্যক্তির উপরেই ন্যস্ত আছে, গতিকেই কেবল সেই সকল লোকের অন্ন-সংস্থাপন ব্যতিরেকে, দেশের অর্থ বৃদ্ধি হয় না কিংবা কৃষি বা বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। আমরা তৃতীয় ও চতুর্থটি আচরণ করি বটে। চতুর্থেত ধনাগম নাই, তৃতীয়টিতে কথঞ্চিৎ ধনাগম থাকিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে প্রতিষ্টিত থাকায় অর্থ সঞ্চার হয় না। উচ্চপদে যে আমাদিগের অধিকার নাই, তাহা কি কেবল অদৃষ্ট-দোষে, তাহা নহে; আমরা উদ্যম-বিহীন হইয়া পড়িয়াছি, উচ্চপদ পাইবার জন্য, আন্তরিক যত্ন চেষ্টা করি না, যাহা পাই তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি। একমাত্র ভিক্ষাজীবী ভিন্ন অন্য কাহারও যথা-প্রাপ্তিতে সন্তোষ থাকা কর্ত্তব্য নহে। আমরা যদি হৃদয়ের স্বাধীনতা

অবলম্বন করিয়া হৃদয়কে সবল করত অনবরত উদ্যম চেষ্টা করিতে পারি, তবে কি কৃষি, কি বাণিজ্য, কি রাজসেবা, সকল বিষয়েই আমরা উৎকর্ষ সাধন করিয়া অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিতে পারি। রাজাও আমাদের উদ্যম, শীলতা, একাগ্রতা দেখিয়া আমাদিগকে উপযুক্ত রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতে বাধ্য হন। আমাদের যদি কোনরূপে কিছু অর্থ সঞ্চার হয়, তাহা কোম্পানির কাগজ—অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী বা সেভিং ব্যাঙ্ক কিংবা অন্য কোন স্থানে জমা রাখিয়া যৎকিঞ্চিৎ সুদের আয় লইয়াই সন্তোষ হই। যাহাতে সেই অর্থ বৃদ্ধি হয়, যাহাতে স্বদেশবাসী দশজন লোকের অন্ন সংস্থান হয়, এরূপ কোন ব্যাপক বাণিজ্য-ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। কেন না, আমরা মনে মনে ভাবি, পাছে ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কোন প্রকারে আমাদের কিছু ক্ষতি হয়। বাস্তবিক ঐরূপ চিন্তা করা কি হৃদয়দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক নহে? আমরা পুরুষ জাতি, রমণীজনোচিত দুর্ব্বলতা কি আমাদের রাখা উচিত? আমরা যদি হৃদয়বলে বলী হই, তবে বৃথা অনিষ্টাশঙ্কায় বা সামান্য ব্যক্তিগত স্বার্থকে ত্যাগ করায় আমাদের আদৌ মনঃক্ষোভ উপস্থিত হয় না। যে ভারতে, রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্য রক্ষা করিবার জন্য, সমস্ত পৃথিবী দান করিয়া শেষে স্ত্রী-পুত্র এবং আপনাকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও কষ্ট বোধ করেন নাই; রাজা যুধিষ্ঠির, বনবাস অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও পুনরায় দ্যূত-ক্রীড়ায় আহ্বানিত হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা বাসনায় পশ্চাৎপদ হন নাই। আমরা সেই ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ভারত-মাতার উন্নতি এবং কল্যাণ-কামনায়, ভারত

মাতার সন্তোষার্থে, তাহার অক্ষম, সম্বল ও উপায় হীন সন্তানগণের অন্ন-সংস্থান উদ্দেশে, ব্যক্তিগত স্বার্থকে কেন না বলিদান দিয়া ভারতের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষ জন্য কায়-মনঃপ্রাণে চেষ্টা করিব? চেষ্টা ফলবতী করিতে শারীরিক বলের কোন প্রয়োজন নাই; কেবল মানসিক বল, উদ্যম, একতা, কার্য্যপটুতা, এবং শ্রম এই কয়টি একত্র সন্নিবেশ করিতে পারিলে অবশ্যই আমরা কৃতকার্য্য হইব।

আমাদের অস্ত্র নাই, অনেকে অস্ত্র বলে মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিতা করেন সত্য। অস্ত্রবল প্রধান বল হইলেও কেবল অস্ত্র-বলে কোন দেশের চির স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। দেশকে উন্নত করিতে হইলে, দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাধন করিতে হইলে, দেশের সমস্ত অভাব দেশ হইতে মোচন করিবার কারণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ-সাধন-পূর্ব্বক দেশকে অগ্রে অর্থশালী করা প্রয়োজন। অর্থ থাকিলে সহায়, সম্পত্তি, বল সমস্তই সুগম হয়। যদি বাস্তবিক আমরা একপ্রাণে, একমনে, এক ধ্যানে, জাতিগত, ধর্ম্মগত, ব্যক্তিগত পার্থক্য ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া আন্তরিক যত্ন, চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার করিয়া কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হই,—অর্থাৎ স্বদেশজাত দ্রব্য মহার্ঘ ও কদাকার হইলেও তাহা সাদরে গ্রহণ করি, এবং বিদেশী দ্রব্য মনোহর ও সুলভ হইলেও তাহা দূরে পরিহার করি, তাহা হইলে আমরা দেশের উপকার করিতে পারিব। দেশ হইতে বিদেশে অর্থ প্রেরিত না হইলে, দেশ অর্থে পূর্ণ হইতে পারে। আমরা যদি হৃদয়ে স্বাধীনতা আরোপ করিতে পারি, হৃদয়ে বল

সঞ্চয় করিতে পারি, পরস্পরে পরস্পরের হিতকামনায় একমনে, একধ্যানে, একপ্রাণে, কার্য্য করিতে পারি, আমাদের উদ্যম, আমাদের কার্য্যকুশলতা, আমাদের অধ্যবসায়, আমাদের প্রতিজ্ঞা অটল ভাবে রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের দৈহিক বলও উৎপন্ন হইবে। আমাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী, এবং কার্য্যক্ষম দেখিলে, রাজা আমাদিগকে আপন-সহায়-স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা যদি রাজাকে সাহায্য করিবার উপযুক্ত হই, আমরা যদি আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম হই, তবে সদাশয় ইংরাজ-রাজ আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত কিংবা স্বাধীনতা দিয়াও পুরস্কৃত করিতে পারেন। অস্ত্রবলের প্রয়োজন হইলে রাজার অনুগ্রহে কিংবা ঈশ্বরের কৃপায় তখন তাহা সম্পন্ন হইতে পারিবে। তাই বলি, আমাদের এখন অস্ত্রবলের কোন প্রয়োজন নাই। অস্ত্রবলের কথা মনে করিলেও আমাদের পাপ অর্শে, আমরা ভারতবাসী রাজভক্ত প্রজা, রাজাই আমাদের ঈশ্বর। রাজাকে আমরা পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করি। রাজ বিদ্রোহ করা অনন্ত নরকের আকর; যে রাজবিদ্রোহী সে মহাপাপী, তাহার মুখ দেখিলেও পাপ হয়। ভারতবাসিগণ ধর্ম্মকে একমাত্র সম্বল বলিয়া মনে করেন, পাপীর সংস্পর্শে যাইতে কখন ইচ্ছুক হয়েন না। অতএব ভারতবাসী আমরা কখনও রাজবিদ্রোহী হইব না, এবং রাজবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিব না। ভারত-বাসী প্রজারা প্রকৃত প্রস্তাবে কখন রাজদ্রোহ করিয়াছে, তাহা শাস্ত্র ইতিহাসাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ আমাদের রাজা অত্যাচারী নহেন; অত্যাচারী রাজার প্রজারাই

রাজদ্রোহ করিতে বা রাজবিধি অবমাননা করিতে বাধ্য হয়। যতদিন আমরা শান্তিসুখে বিরাজ করিব এবং অত্যধিক পীড়িত না হইব, ততদিন আমাদের অস্ত্র নাই বলিয়া কোন দুঃখ বা প্রতিবন্ধকতার কারণ নাই।

এক্ষণে আমরা কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, জন্মভূমির উন্নতি সাধন করিতে বা তাহাকে গৌরবান্বিতা করিতে পারি, এবং আমরা আপন আপন কর্ত্তব্য-পালন জন্য মাতৃঋণ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, তাহাই আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে। আমরা চিরকাল মাতৃপূজা করিয়া থাকি, মাতৃপূজায় আমাদের বলিদানের ব্যবস্থা আছে, জগন্মাতা মহামায়ার পূজায় লোক-চক্ষে পশু বলি হইলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ছাগ-মেষাদি পশু নহে, যথা কামসেবা, অন্যায় ক্রোধ প্রকাশ, অন্যায় লোভ এবং অহঙ্কার প্রভৃতি পশুভাব চিত্ত-বৃত্তির বলিদানই প্রকৃত বলিদান। জন্মভূমি-রূপিণী মাতৃ-পূজায় সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলিদান দিতে হইবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ বলিদান না দিলে, কখনই মাতার সন্তোষ সাধন হইবে না। কেন না, আমি যদি নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষা করি, তবে মাতার অন্য অক্ষম, দীন, উপায় হীন সন্তানের উপকার করা হইবে না। আমি অর্থশালী মানব, যদি সেই অর্থে শিল্পাগার নির্ম্মাণ করি, বাণিজ্য-পথের পরি-চালন করি, কৃষক ও শিল্পিকারদিগকে অর্থ সাহায্য করি এবং কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির পথ-সুগম জন্য শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করি এবং তজ্জন্য নিজের যে অর্থ বা স্বার্থ হানি হয়, তাহাই মাতৃপূজার স্বার্থ বলিদানরূপে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য

করা হয়। আমি বিদেশী দ্রব্যের ব্যবসায়ী, বিদেশী দ্রব্যে ব্যবসায় চালাইলে প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না; কেন না, বিদেশী সুলভ ও মনোরম দ্রব্য পাইলে অনেকেই তাহা গ্রহণ করিবে; স্বদেশী দুর্ল্লভ ও কদর্য্য দ্রব্য সহসা কেহ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবে না। এমতাবস্থায় বিদেশী দ্রব্যের ব্যবসায় লাভজনক হইলেও, তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশী দ্রব্যের অল্প লাভজনক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া স্বার্থ বলিদান দিলে, তবে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করা হয়। আমি বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিলে বার্ষিক একশত মুদ্রা ব্যয়ে সুন্দর ও মনোরম দ্রব্য পাইতে পারি। কিন্তু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিলে বার্ষিক একশত পঁচিশ মুদ্রা আমাকে ব্যয় করিতে হয়। অথচ দ্রব্যগুলি মনোহারী হয় না। সে স্থলে আমাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ বলিদান দিয়া, সাধারণ হিতের জন্য অধিক মূল্যে কদর্য্য স্বদেশী দ্রব্য কিনিলে, তবে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করা হয়। স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, জন্মভূমির গৌরব বাড়াইতে হইলে, জন্মভূমিজাত দ্রব্যাদিরই পরিচালন-কল্পে জীবন মন দেহ উৎসর্গ করিতে হইবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন সংকল্প স্থায়ী হয় না। আজ যাহা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সংসর্গ-দোষে, অর্থাভাবে বা অন্য কারণে কা'ল তাহা সেরূপ না হইতে পারে; কিন্তু যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হওয়া যায়, তবে আর তাহার অন্যথা করিতে প্রবৃত্তি হইবে না; এবং করিলে মহাপাতকী বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে। অতএব দেশহিতৈষী ব্যক্তি

মাত্রেরই এবং সকল কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট সংসারী নরনারী-গণেরই কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব সংরক্ষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

১। সাধ্যসত্ত্বে বিদেশী দ্রব্য ব্যহার পরিবর্জ্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যহার করণ।

২। নিতান্ত অভাব না ঘটিলে বিদেশী খাদ্য, পেয় ও পরিধেয় বস্তু পরিবর্জ্জন।

৩। যাঁহারা বিদেশী খাদ্য বা পেয় বস্তু প্রভৃতি দ্রব্য সামাজিক কার্য্যে ব্যবহার করিবেন, তাঁহাদের সহ সামাজিকতা পরিবর্জ্জন, বা সে ক্ষেত্রে তাঁহার বাটীতে আহারাদি বর্জ্জন।

৪। স্বদেশী কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের বিঘ্নোৎপাদক বিদেশী দ্রব্যের বাণিজ্য বর্জ্জন।

৫। যথাসাধ্য স্বদেশের হিতকামনায় শ্রম, যত্ন, চেষ্টা করণ এবং অর্থাদি প্রদানে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে সাহায্য করণ।

উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতে পারিলে, এবং স্বদেশের হিতের জন্য আজীবন কাল যত্ন-চেষ্টা থাকিলে, তবে জন্মভূমির ঋণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। এক দফায় সাধ্যসত্ত্বে বলা হইয়াছে বলিয়া কেহ এমন মনে না করেন, যে, আমার অদ্য সুলভ মূল্যের বিদেশী দ্রব্যের পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ স্বদেশী দ্রব্যের পরিমাণ অর্থ অদ্য সংকুলন হয় নাই, এমতাবস্থায় বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারে বাধা নাই। এরূপ ধারণা করা ভ্রমাত্মক। কেন না, উপরে প্রতিজ্ঞা বিষয়ে যে কথা লিখিত হইল,

তাহা কাহারও অনুরোধে উপরোধে করিতে হইবে, বা ছল দ্বারা তাহা এড়াইতে হইবে; এমন কোন বাধ্য বাধকতা নাই; যাহাতে প্রকৃত দেশের উপকার হয়, তজ্জন্য সকলকেই নিজ নিজ জ্ঞানে সতর্ক থাকিতে হইবে। যে বস্তু দেশে পাইবার সম্ভব নাই, কিম্বা যাহা ব্যতিরেকে আমার জীবনের বা স্বাস্থ্যের হানি হইবে, অথবা স্থল-বিশেষে অভাব বশতঃ লজ্জাশীলতার হানি হইবে; সেই সেই স্থলে সেই সেই বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিলে আমার কর্ত্তব্যের হানি হইবে না; অন্যথা আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি করা হইবে, এবং প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-জনিত পাপও আসিবে।

উপরোক্ত কয়েক প্রকার প্রস্তাবে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হওয়ার অতিরিক্ত আরও একটি বিষয়, সকলে অন্তঃকরণের সহিত প্রতি-পালন করিতে ঐকান্তিকী চেষ্টা করিবেন। তাহা এই যে,—শৈশবাবস্থা হইতে বালকগণকে ব্যায়াম চর্চ্চা দ্বারা সাহসী ও বলবান্ করা। কেন না, ব্যায়াম দ্বারা শরীর সুস্থ ও সবল হয়, শরীর সুস্থ ও সবল না হইলে কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন করা সুকঠিন হইয়া পড়ে, অতএব কর্ত্তব্য জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেরই উচিত যে, তাহারা স্ব স্ব বালকগণের সাহস ও বল বৃদ্ধির পথ পরিষ্কার রাখেন।

কেহ কেহ এরূপও বলিতে পারেন যে, বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করায়, স্বদেশ-বাসী অপরের অর্থাগম হইতে পারে বটে, কিন্তু আমার যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হইল, তাহাতে আমারও ক্ষতি হইল, এরূপ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অপরের উপকার করিব কেন? অবশ্যই মাতার সন্তোষ-সাধন জন্য, মাতার নিকট কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য, নিজকে ক্ষতি-

গ্রস্ত হইতে হয়, শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, শয্যা, অশন, বসন সকল বিষয়েই কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, ইহা চিরন্তন নিয়ম; তাহা হিন্দু-সম্প্রদায়কে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। কেননা, মাতৃভক্ত হিন্দু মাত্রেই জানেন যে, মাতার সুখ স্বচ্ছন্দতা, ও সন্তোষ জন্য তাহারা সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন, মাতৃ-আজ্ঞায় তাপস-শ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব অতি অকার্য্য ভ্রাতৃ-বধূ বিচিত্র-বীর্য্যের ক্ষেত্রে বীর্য্যাধান করিয়াছিলেন। মাতৃ-বাক্য রক্ষণ জন্য যুধিষ্ঠির, জন-সমাজের বিগর্হিত পঞ্চভ্রাতায় এক পত্নীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতৃদায় উপস্থিত হইলে মাতার প্রতি ভক্তি এবং মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য, হিন্দুগণ সকলেই কাচা পরিধান করিয়া উপবাস এবং হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া ভূমি-শয়নে অশুচি পালন করিয়া মাতার স্বর্গার্থে সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়া থাকেন। যখন জননীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য মানব এত কষ্ট, এত শ্রম, এত অর্থ ব্যয় করিতে পারে, তখন জননীর জননী মহাজননী সর্ব্বজননী জন্মভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য সামান্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিবেই না, ইহার বা কারণ কি? বিশেষতঃ বিদেশী দ্রব্য পরিহার করিয়া, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করায়, দেশের ধন বিদেশে না যাইয়া দেশেই থাকিলে, তাহাতে উত্তরোত্তর দেশ ধনশালী হইবে। এবং এক জন এক ব্যবসায়ী, অন্য জন অন্য ব্যবসায়ী, প্রকারান্তরে বিনিময়-ক্রমে নিজের ধন নিজের হস্তেও আনিবে। কৃষির ধন শিল্পী লইল, শিল্পীর ধন ব্যবসায়ী লইল, ব্যবসায়ীর ধন মসিজীবী লইল, আবার মসি-জীবীর ধন কৃষক পাইল, এইরূপে অদল বদলে দেশের ধন দেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর

প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কোন লাভালাভ বুঝিতে না পারি, আমাদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হওয়াই স্বীকার করি, তত্রাচ তাহা বৃথা হইবে না। কেন না, দেশের অর্থ বিদেশে না যাইলে দেশ ধনশালী হয়; ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যেহেতু বিদেশে যাহা যায়, তাহা আর আসে না; দেশে থাকিলে তাহা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাসের সম্ভাবনা নাই। হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে বেশী কিছু তর্ক-যুক্তি দেখাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ এই ভারত শস্যশালী দেশ, খাদ্য শস্য জন্য ভারতকে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, এমতাবস্থায় কাচ, মাটী, ছাই, ভস্ম, এই সকল নগণ্য দ্রব্য এবং বস্ত্রবয়ন কার্য্যের জন্য যদি অর্থ বিদেশে না যায়, তবে যে ভারতের ধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি দেশ ধনশালী হয়, তবে আজ হউক, কাল হউক, দীর্ঘকাল পরে হউক, আমি বা আমার পুত্র-পৌত্রগণ, তুমি বা তোমার পুত্র-পৌত্রগণ যে ধনশালী, সম্মানী বা স্বাধীন হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সকলেই জানেন, সকলেই বুঝেন, যে অনেকে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান, এবং বিভব-সম্পত্তি করিয়া যান, কিন্তু অর্থ সঞ্চয়-কালে, এবং বিভব-সম্পত্তি অর্জ্জন কালে, অনেকে আহার বিহারের অত্যধিক ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন। তাহাদের তদ্রূপ আহার বিহারের ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ সঞ্চয় বা বিভব সম্পত্তি অর্জ্জনের হেতু কেবল পুত্র-পৌত্রাদিকে সুখী করার উদ্দেশ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি পুত্র-পৌত্রাদিকে সুখী করার জন্য মানব এত অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়াও কষ্টানুভব না করে, তবে আমরা সেই পুত্র-পৌত্রাদির শুভ কামনায় বিশেষতঃ

জননী জন্মভূমির উন্নতি ও সন্তোষার্থে সামান্য ত্যাগ স্বীকার বা যৎসামান্য অর্থ ব্যয় করিয়া কষ্টানুভব করিব, ইহার কারণ কি? অতএব সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপন্ন হইল যে, জন্মভূমির উৎকর্ষ সাধন জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন, শ্রম, চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। জন্মভূমির জন্য নগণ্য জীবন আহুতি দিলে অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্তি হওয়া যায়। যিনি জন্মভূমির উন্নতি-পথের কণ্টক, যিনি স্বদেশের হিত পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী দ্রব্যে আশক্তি প্রকাশ করেন, তিনি দেশের শত্রু। দেশের শত্রুর সহিত মিত্রতা না করিয়া, সর্ব্বতোভাবে তাহার সংশ্রব ত্যাগ, এমন কি, আহার ব্যবহার পর্য্যন্ত সমস্ত পরিত্যাগ করাই প্রকৃত দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

অনেকের মুখে শুনা যায়, স্বদেশ সেবা, বা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য পরিহার একান্ত কর্ত্তব্য ও আবশ্যক হইলেও রাজার প্রতিকূলতাচরণে আর তাহার পোষকতা করা সহজ সাধ্য নহে। ঐরূপ ধারণা অমূলক না হইলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রমাত্মক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেন না, যিনি রাজা ধর্ম্মাবতার, তিনি কি কখন অধর্ম্ম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন? দেশের শিল্পোন্নতিতে উৎসাহ দান, সকল দেশে সকল রাজাই করিয়া থাকেন, আমাদের রাজা এবং রাজ প্রতিনিধিগণ সময়ে সময়ে এতদ্দেশের শিল্পোন্নতির অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা যদিও স্বদেশী দ্রব্য পরিচালনে বিদেশী দ্রব্য পরিবর্জ্জনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি কিন্তু আমরা কোন রাজবিধির অবমাননা করি নাই, কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার উৎপীড়ন করি নাই, তবে রাজা আমাদিগের ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যে বাধা

দিবেন কেন? আমরা স্থায়পরায়ণ ইংরাজ-রাজের প্রজা, অযথা অত্যাচারের ভয় করিবার আমাদের কোনই কারণ নাই। স্থল-বিশেষে কোন কোন রাজ-কর্ম্মচারী স্বজাতির স্বার্থের হানি বিবেচনায় অন্যায়রূপে বৃথা শান্তি-ভঙ্গ প্রভৃতি ধূয়া ধরিয়া আমাদের সাধু সঙ্কল্পে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছেন শুনা যায় বটে; কিন্তু তাঁহারাও বলপূর্ব্বক আমাদিগকে অপবিত্র বিদেশী দ্রব্য খাওইয়া দিতে পারিবেন না, কিংবা বলপূর্ব্বক বিদেশী বস্ত্র আমাদের কটিতে পরাইয়া দিতে পারিবেন না। খাওয়া পরা আমার নিজের ইচ্ছা, আমাকে অমুক দ্রব্য খাইতে হইবে, অমুক দ্রব্য পরিতে হইবে, এরূপ আদেশ দিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। আর যদিই অনধিকারে হঠকারিতা করিতে কোন রাজ-কর্ম্মচারী কোন অযথা আদেশ প্রদান করেন, তাহা পালন করিতে আমরা বাধ্য নহি। আমাদের রাজাধিরাজ বৃটিশ রাজ এবং মহা সভার ন্যায়-পরায়ণ মন্ত্রিগণ কখনই তাহা অনুমোদন করিবেন না। আর যদিই আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ রাজাধিরাজের ন্যায়-বিচারে ভ্রম-বশে অন্যায় আদেশ হয়, তাহাই কি আমরা পালন করিতে পারিব? রাজাদেশ সর্ব্বতোভাবে প্রতিপাল্য হইলেও, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া কখন কেহ রাজাদেশ পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আজ যদি রাজা বলেন রাজ-কর্ম্মচারী হিন্দুকে গো-মাংস, মুসলমানকে শূকর-মাংস, ভক্ষণ করিতে হইবে, ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু, ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান, তাহা কি করিতে পারিবে? বরং রাজার অনশাসনে অত্যাচারে উৎপীড়নে প্রাণকে অকাতরে বিসর্জ্জন দিবে। তথাচ ধর্ম্ম-হানিকর কার্য্যে কখনই প্রশ্রয় দিবে না। আজ যখন আমরা বুঝিয়াছি, বিদেশী চিনি, বিদেশী

লবণ, হিন্দু-মুসলমানের অভক্ষ্য, অপবিত্র বিদেশী বস্ত্র আমাদের ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যের হানিকর এবং ক্ষণ-ভঙ্গুর, তখন কি কোন অন্যায়-কারী রাজ পুরুষের রোষ-কষায়িত-নেত্র দেখিয়া, তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিব? আমরা মাতৃ-সেবক, জননী জন্মভূমির কল্যাণ জন্য, জননীকে গৌরবান্বিতা করিবার জন্য, মাতৃ-ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়, আমরা প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অবমানকে গণ্য না করিয়া,পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব; স্বদেশের উপকারার্থে দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিব। আমরা যদি সকলে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পথে বিচরণ করি, মনে মনে কার্য্য চিন্তা করি, বৃথা হৈ চৈ না করি, তবে রাজ-পুরুষগণের সহস্র মত-দ্বৈধতায় আমাদের কিছুই অনিষ্ট হইবে না, আমরা অনায়াসে আপন সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব। অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য যে, তাহারা মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বাধা, বিঘ্ন, অবমান, ভয় সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, জননী জন্মভূমির হিত কামনায় দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যত্ন, শ্রম ও চেষ্টা সহকারে নিয়ত কর্ত্তব্য পথে বিচরণ করেন।

স্বদেশের উন্নতি চেষ্টা করিতে হইলে, এবং জননী জন্মভূমির ঋণ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার প্রয়াস করিলে, আর একটি কার্য্য করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা কি জানেন? বিলাসিতা পরি-ত্যাগ। এই বিলাসিতা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি নহে, তাহা বিদেশ হইতে আসিয়াছে, এই নগণ্য অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে আমরা মহামূল্য রত্ন-ভ্রমে বক্ষে ধারণ করায় আমাদের জাতি, ধর্ম্ম, ক্রিয়া, কাণ্ড, মান, সম্মান সমস্তই লোপ পাইয়াছে। গৃহ-

লক্ষ্মী সাধ্বী পতিব্রতা রমণীকে কদর্য্য-বেশা ভাবিয়া তাহার পবিত্র ভালবাসাকে দূরে পরিহার করিয়া, বিষকুম্ভ পয়মুখী কুরূপা পাউডারাবৃতা বারবিলাসিনীকে, সুরূপা, সুবেশা, সুন্দরী বলিয়া অঙ্কে স্থাপন করিয়া আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারি হইয়া পড়িয়াছি। যখন এই বঙ্গে, এই ভারতে, বিলাসিতার প্রবলতা ছিল না, তখন কি কেহ অন্ন-বস্ত্রের জন্য পরের দ্বারস্থ হইয়াছেন? বার মাসে তের পর্ব্বের আয়োজন করিতে, ক্রিয়া-কাণ্ডে অজস্র অন্ন বিতরণ করিতে, কেহ কি কখন কাতর হইয়াছেন? প্রতিবেশীকে অন্নহীন দেখিয়া কেহ কি নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকিতে পারিয়াছেন? তাহাদিগকে অন্ন দানে কেহ কি বিরত হইয়াছেন? ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, পিতার অশন বসনের কষ্ট দেখিয়া কেহ কি নীরবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছেন? তাহাদের দুঃখ মোচনে দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণে কেহ কি কাতর হইয়াছেন? আর আজ বিলাসিতার স্রোতে হাবুডুবু খাইয়া আমাদের কি দশা ঘটিয়াছে? আমরা বহু কষ্টে স্ত্রী. পুত্র. কন্যার অশন, বসন, কোন রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি; কিন্তু তদতিরিক্ত ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, পিতার কি প্রকৃত অভাব মোচন করিতে পারি? পৃথকান্ন হইলে ত আদৌ তাহাদের দুঃখে দুঃখী হই না, প্রতিবেশীকে নিরন্ন, অন্নক্লিষ্ট দেখিয়া কি কোন সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে পারি? বার মাসে তের পর্ব্বে, ক্রিয়া-কাণ্ড, পূজা-অর্চ্চনা ত একরূপ অনন্ত সাগরের অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিয়াছি। বিলাসীতার স্রোতে পড়িয়া আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশ্বাধম হইয়া পড়িয়াছি। আজ পাশ্চাত্য জাতিগণ, আমাদিগকে শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ও

জ্যোতিষ শিক্ষা দিতেছেন, এই সকল ত ভারতের জিনিষ, ভারতেই ইহার আদি উৎপত্তি, কেবল বিলাসীতার স্রোতে আমরা গা ভাসান দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকায়, অন্য অন্য দেশবাসিগণ ইহা হরণ করিয়া লইয়া গিয়া এখন আমাদিগকে ভিক্ষাস্বরূপে প্রদান করিতেছেন। আমরা যদি মহা কালকূটপ্রসবিনী বিলাসিতা নাগিনীকে লগুড়াঘাতে সাগরে নিক্ষেপ করিয়া, যথোচিত শ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে পূর্ব্ব প্রণালী অবলম্বনে, পূর্ব্ব গৌরব সকল পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করি,তবেই আমরা ভারত-মাতার প্রকৃত সন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব। এবং সেই সকল অপহারকের নিকট হইতে শ্রম ও কৌশলে শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি চোরের উপর বাটপারি করিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তবেই আমাদের মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবে। আমরা মহা পুণ্যবতী, সর্ব্ব রত্ন-প্রাণ মহালক্ষ্মী ভারত মাতার সন্তান হইয়া আজ পথের ভিখারি, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি আছে? আমাদের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, আমরা নেশার ঘোরে পড়িয়াছিলাম, নেশা ছুটিয়া গিয়াছে, এখন বিলাসিতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। আমি কৃষক-সন্তান, আমাকে আমার কৃষিজাত মোটা ভাত, কৃষিজাত কার্পাস-সূত্রের মোটা কাপড় পরিয়া সন্তোষ লাভ করিতে হইবে। তুমি জমিদার পুত্র তোমাকে তোমার জমিদারীতে উৎপন্ন কদর্য্য দ্রব্য ব্যবহার করিয়া সন্তোষ হইতে হইবে। তবে অকারণ অর্থ ব্যয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তুমি, আমি ধন সঞ্চয় করিতে পারিব; এবং দেশের হিতের জন্য, মাতৃ-পূজার জন্য, সেই অর্থ ব্যয় করিয়া আনন্দানুভব করিতে পারিব। আমাদের বালক বৃদ্ধ দেশের

উন্নতি আশা করিয়া 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। লোকের মনে মাতৃ-ভক্তি জাগাইয়া দেওয়া ভাল কার্য্য; কিন্তু কেবল বন্দে মাতরং বন্দে মাতরং বলিয়া সংকীর্ত্তন করিলে বা চীৎকার করিলে চলিবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। দেশহিতৈষী কতক দল ও পরিণত বয়স্ক বালকগণের কর্ত্তব্য যে, তাহারা প্রত্যেক নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া শিক্ষিত ব্যবসায়ী প্রত্যেক ও অজ্ঞান কৃষক-কুলকে দেশের অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিণাম, স্বদেশী দ্রব্যের উপকারিতা, বিদেশী দ্রব্যের অপকারিতাও বিলাসিতার অনিষ্টতা এই সকল বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য অনবরত যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ভ্রমণ করিলে এবং ঐ সকল ব্যক্তি অবস্থা বুঝিলে এবং দেশ-হিতৈষিগণ দেশের অভাব মোচনকল্পে আন্তরিক যত্ন চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া দেশী দ্রব্য সুলভ করিয়া দিতে পারিলে, তখন আপনা আপনিই দেশ উন্নতির পথে ধাবমান হইবে; তখন আর কাহাকেও অতিরিক্ত কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না। তখন রাজ-পুরুষগণ মহা চেষ্টা করিয়া কাহারও কোন দোষ বাহির করিতে পারিবেন না। অতএব হে ভারতবাসী নর-নারীগণ! তোমরা সর্ব্বাগ্রে বিলাসিতাকে পরিত্যাগ করিয়া আন্তরিক যত্ন চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার করিয়া দেশের হিতের জন্য বদ্ধ-পরিকর হও। তাহা হইলে তোমরা তোমাদের ভারত-মাতাকে পুনঃ গৌরবান্বিত করিতে পারিবে এবং জননী জন্মভূমির ঋণ হইতেও অব্যাহতি পাইতে পারিবে।

আমরা যখন বুঝিতেছি, জননী জন্মভূমির ঋণ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য, স্বদেশের উন্নতি বিধান জন্য, দেশবাসী ভ্রাতা

ভগিনীগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার এবং বিদেশী দ্রব্যের পরিহার কার্য্য আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, এবং তৎকারণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়াও আবশ্যক, তখন আমাদের সেই কর্ত্তব্য জ্ঞান, সেই প্রতিজ্ঞা, যেন আদালত-গৃহে উকীলের বিরোধ, আসরে কবির লড়াই, এবং রঙ্গ-মঞ্চে অভিনেতার সমর-সজ্জার ন্যায় নিষ্ফল এবং ক্ষণভঙ্গুর না হয়, আমাদের প্রতিজ্ঞা যেন কর্ণের প্রতিজ্ঞা না হইয়া মহাত্মা ভীষ্ম এবং মহাবীর ভীমের কর্ত্তব্যজ্ঞান, ও প্রতিজ্ঞার ন্যায় অচল অটল হয়। মহাবীর ভীম যেমন পরম সুহৃৎ অতুল ক্ষমতা শালী অষ্ট বজ্র-একত্রকারী দেবগণ সহায় মহা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত না হইয়া, তাঁহার ভালবাসাকে উপেক্ষা করিয়া কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়া জগমধ্যে পাণ্ডবগণকে মহা যশস্বী করিয়াছিলেন; আমরা যদি সেই রূপ কোন প্রবল-প্রতাপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবৃন্দের অযথা অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবমান লাঞ্ছনাকে ভয় না করিয়া এবং তাহাদের ভালবাসা, সমাদর বা উপকারের আশায় মনকে বিচলিত না করিয়া, কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবশে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে ও বিদেশী দ্রব্য পরিহারে কৃত-সঙ্কল্প থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমরাও বঙ্গবাসীকে ভারতবাসীকে জগন্মধ্যে মহাযশস্বী করিতে পারিব। তাহা না পারিলে আমাদিগকে কেহ মানুষ ত বলিবেই না, মনুষ্যত্ব হীন পশু বলিতেও লোকে ঘৃণা করিবে। অতএব হে ভারতবাসী নরনারীগণ! তোমরা যেন কোন কারণে আপন কর্ত্তব্য পথ ভুলিও না। কেবল তোমরা কেন, তোমাদের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাদি বংশ-সন্ততিগণ যাহাতে কর্ত্তব্য পথ না ভুলে তাহার বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া

যাইবে; তবে তোমরা জননী জন্মভূমির ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইবে; নচেৎ ঋণদায়ে তোমরা উর্দ্ধ অধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষ লইয়া অনন্তকাল অনন্ত-নরকের ক্রমি হইয়া থাকিবে; তাহা হইতে আর উদ্ধারের আশা থাকিবে না।

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য পরিহার করণে প্রতিজ্ঞা করার কালে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমরা পরাধীন জাতি; আমাদের নিজের তাদৃশ ক্ষমতা বল নাই। স্বাধীন জাতিরা রাজার সহায়ে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন; কিন্তু আমাদিগকে একমাত্র দেহ-রাজ্যের রাজা মনের সহায়ে এবং মনের বলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে; অতএব মনের দৃঢ়তা সম্পাদনই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। মনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে হইলে সাধারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করিলে চলিবে না। আমরা কি সকল কার্য্যে সকলের মুখাপেক্ষী হইয়া চলি? তাহাত চলি না, চিত্তের যখন যাহা একাগ্রতা হয়, তখন তাহাই ত করি। যিনি কাম-সেবী, তিনি যখন কামোপহত-চিত্ত হন, তখন কি তিনি সৎস্বভাব এবং সাধু ব্যক্তির কার্য্যের প্রতি এবং লোকালয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাম-সেবায় নিবৃত্ত হন? যিনি দাতা, দীন দরিদ্র ও অক্ষম দেখিলে যাঁহার হৃদয় দয়ায় মুগ্ধ হয়, তিনি কি তাহার আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশীর কৃপণ স্বভাবের ও ধন রক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দান করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? আমরা যখন শুভাশুভ কোন কার্য্যেই হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ত্যাগ করিতে পারি না; তখন যাহা সৎ, সাধু ও মহোপকারী সঙ্কল্প তাহা পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কেন করিব? কেহ প্রতিজ্ঞা করিতেছে না, অতএব আমি

করিব না; কেহ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভঙ্গ করিল, অতএব আমিও ভঙ্গ করিতে পারি; এরূপ ধারণা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। জননী জন্মভূমির হিতার্থে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইলে স্বার্থ ও বিলাসীতাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; স্বার্থ ও বিলাসীতা পরিত্যাগ দুর্ব্বল হৃদয়ের কার্য্য নহে। অতএব সকলের হৃদয়ই এককালে বলবান্ হইয়া উঠিবে, সকলেই একই সময়ে স্বার্থ এবং বিলাসীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে, ইহা ধারণা করাই সঙ্গত। যাঁহার হৃদয়ে মনুষ্যত্ব আছে, যাঁহার হৃদয় দেশের জন্য কাঁদিতেছে, যিনি মাতৃপূজা করিতে অভিলাষী, তাঁহার অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করা উচিত নয়। তাঁহার কর্ত্তব্য যে, তিনি সমস্ত বাধা, সমস্ত বিঘ্ন, সমস্ত বিপদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এবং অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া এককই বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনে এবং তাহার ব্যবহারকারী ব্যক্তির সহ সামাজিক বা ব্যবসায়িক সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন। তাঁহার সাধু সঙ্কল্প, সাধু চেষ্টা ও সাধু উদ্দেশ্য দেখিয়া অনেকে তাঁহার ন্যায় কার্য্য করিবেন। তখন তাঁহার সংশ্রবে ও বাধ্য-বাধকতায় অনেক দুর্ব্বল হৃদয়ও বলবান্ হইবে, অনেক অসাধুও সাধু হইয়া উঠিবেন। যথা—

সাধুসঙ্গপরিসঙ্গাৎ অসাধুরপি সাধুতা।
অগঙ্গামপি গঙ্গা স্যাৎ গঙ্গায়াং পতিতং পয়ঃ॥

যাঁহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিবেন, তাঁহারা যেন ভীষ্মের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন। তাহা হইলে ধর্ম্ম এবং ভগবান্ কর্ত্তৃক তাঁহারা রক্ষিত হইবেন। মহারথী ভীষ্ম যখন পাণ্ডবদিগের অস্ত্র-ধারী মাত্রকেই বিনাশ করিবার জন্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে

ছিলেন। তখন ভারত-যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবেন না বলিয়া ভীমের যে প্রতিজ্ঞা ছিল, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য একমাত্র ভীম বক্ষঃ প্রসারণপূর্ব্বক সশস্ত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রতিজ্ঞা পালন-রূপ পরমধর্ম্মকে রক্ষা করার জন্য মহামতি ভীম জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়া ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন অথবা ধর্ম্ম-রক্ষাকারীর অনিষ্ট সাধনে অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্রও অপারগ হইয়াছিল। অতএব আমরা যদি জননী জন্মভূমির উন্নতি বাসনায় ও তাহার দুর্দ্দশা নিবারণ উদ্দেশ্যে তাহার ঋণ হইতে মুক্তি পাই-বার জন্য সমস্ত স্বার্থ ও বিলাসীতাকে বলিদান দিয়া, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ভুলিয়া কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে নিজ নিজ মনের বলে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই ভগবান্ আমা-দিগকে রক্ষা করিবেন, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেই হইবে।

প্রতিজ্ঞাকারীর সঙ্গে কেহ যোগ না দিলেও তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমরণ নিজ প্রতিজ্ঞা অচল অটল ভাবে স্থির রাখিবেন, তবে তাঁহার আদর্শে আজ হউক, দশদিন পরে হউক, অবশ্যই অনেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন এবং তৎকারণে জননী জন্ম-ভূমির মহোপকার সাধিত হইবে। সৎপথের পথিক সহসা কেহ হয় না এবং সাধুদিগের সদুপদেশ ও ক্রিয়ানুবর্ত্তী তত্তৎকালে অতি অল্প ব্যক্তিকে দেখা যায়, কিন্তু যখন তাহার সকল হৃদয়ঙ্গম হয় তখন দলে দলে লোক তৎপথের পথিক হইয়া তাহাকে ঈশ্বরের আসন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মহাপুরুষ বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট হজরত মহম্মদ এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ।

জন্মভূমির কল্যাণ সাধনে, মাতৃ-সম্মান রক্ষা বিষয়ে বীররমণী পদ্মিনীর আদর্শে আমাদের হৃদয়ে বল সঞ্চার করা সকলেরই কর্ত্তব্য

নিম্নলিখিত দুইটি উপাখ্যানে তাহার কতক পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

কোন পশ্চিম দেশীয় রমণীকে অন্যে অবমানিত করে, সে বাড়ীতে যাইয়া দেখে পুত্র আহার করিতেছে, তখন সে পুত্রকে বলে, পুত্র! তুমিত সুখে আহার করিতেছ, তোমার মাতাকে অমুক ব্যক্তি অবমানিত করিয়াছে। পুত্র তাহা শুনিবা মাত্র ক্রোধোন্মত্ত হইয়া আহার ত্যাগ করিয়া তরবারিহস্তে নির্গত হইয়া অবমানকারীর শিরশ্ছেদন করিল। পরে রাজদরবারে বিচার হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, ফাঁসি-কাষ্ঠে উঠিবার সময় সে তাহার জননীকে দেখিতে চাহিল। জননী তখন উপস্থিত হইয়া দেখিল, পুত্র রোদন করিতেছে, জননী পুত্রের মরণে দুঃখিত না হইয়া পুত্রকে ধীক্কার দিয়া বলিল, পুত্র! তোমার জননীকে যে অবমান করিয়াছে, তাহাকে মারিয়া তুমি মরিতেছ, ইহাতে তোমার দুঃখের বিষয় কি? তোমাকে ধিক্, যে তুমি মরিতে কাতর হইতেছ! পুত্র বীর জননীর বীরোচিত বাক্য শুনিয়া রোদন পরিত্যাগ করিয়া বলিল, মাতঃ! আমি তোমার ন্যায় বীরবালার গর্ভে যখন জন্মিয়াছি, তখন কি মৃত্যুর জন্য কাতর হই? আমি যে তোমার অবমানকারীকে মারিয়া মরিতেছি ইহা আমার পরম আনন্দের বিষয়, কেবল তোমার চরণ না দেখিয়া পাছে মরিতে হয়, এজন্য রোদন করিতেছিলাম। অতঃপর মাতৃজয় উচ্চারণ করিতে করিতে সহর্ষে পুত্র প্রাণত্যাগ করিল। জননী পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়াও ব্যথিত না হইয়া গৃহে গমন করিল।

রুষ-জাপান যুদ্ধে সংবাদ-পত্রের সংবাদে অনেকেই অবগত আছেন, কোন জাপান-রমণীর একমাত্র বীর পুত্র ছিল, জাপানের

রাজবিধান অনুসারে জননী-বর্ত্তমানে এক মাত্র পুত্রের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাওয়া নিষেধ। বীর জননী দেখিলেন, দেশের কার্য্যে বীর পুত্র যাইতে পারিতেছে না, তাহার জীবনের জন্য দেশের কল্যাণে বাধা পড়িতেছে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার হৃদয় উদ্বেল হইল, স্বদেশের হিতের প্রতিবন্ধকস্বরূপ নিজ জীবন আর রক্ষা না করিয়া স্বইচ্ছায় জীবন বিসর্জ্জন করিলেন; এবং লিপি দ্বারা পুত্রকে জানাইয়া গেলেন যে, পুত্র! তোমার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমনের অন্তরায় আমার অকিঞ্চিৎকর জীবন আমি পরিত্যাগ করিয়া তোমার যুদ্ধ-গমনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। তুমি এক্ষণে প্রাণ-পণে দেশের সেবায় নিযুক্ত থাক, এবং দেশের হিতের জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করিয়া দেশের যশো-গৌরববৃদ্ধি করণে সর্ব্বদা চেষ্টা কর এবং প্রাণ পরিত্যাগেও প্রস্তুত থাক। বীর পুত্র বীর জননীর বাক্য রক্ষার্থে অবিলম্বে সহর্ষ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন।

রমণী-হৃদয়ও যখন মাতৃসম্মান রক্ষা জন্য, জন্মভূমির হিতের জন্য স্নেহকে বিসর্জ্জন দিতে পারে, জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে, তখন আমরা কি স্ত্রীগণের অধম? আমরা কি রাজা হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, রামত্রয়, ভীষ্ম, ভীম, অর্জ্জুন, বিক্রমাদিত্য, মহারাণা প্রতাপ প্রভৃতি বীর-পুত্র-প্রসবিনী বীর জননী ভারত-মাতার গর্ভস্রাব পুত্র যে, জননী জন্মভূমির কল্যাণ কামনায় মাতৃসম্মান রক্ষার জন্য প্রাণের পরিবর্ত্তে সামান্য স্বার্থ ও বিলাসীতাকে ত্যাগ করিতে পারিব না? স্বদেশের হিতের জন্য, মাতাকে পূজা করিবার জন্য, দেশবাসী ভ্রাতা ভগিনীগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য যে কোন কার্য্য, যে কোন প্রতিজ্ঞা করা আবশ্যক, তাহা

অন্যে করুক আর নাই করুক, আমি করিব। অন্যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিলেও আমি রক্ষা করিব। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমাকে জাতি মধ্যে একক, সমাজ মধ্যে একক, দেশ মধ্যে একক, এমন কি জগৎ মধ্যে একক হইতে হইলেও কখনও আপন প্রতিজ্ঞা ভুলিব না, আপন কর্ত্তব্য ত্যাগ করিব না। মাতৃ-পূজার জন্য, মাতৃ-সম্মান রক্ষার জন্য, মাতার গৌরব বৃদ্ধির জন্য, দেহ, মন, প্রাণ সমর্পণ করিবই করিব; এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥" এই মহৎ বাক্য স্মরণ করিয়া মাতৃভক্তিবশে, বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া, মনের একাগ্রতায় নিজে হিতাহিত লাভালাভের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যদি আমরা মাতৃভূমির উন্নতি-কল্পে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারি, তবে জগন্মাতা মহামায়ার আনন্দময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিতে পাইব, জননী জন্মভূমির ভালবাসা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিব, তাহার আশীর্ব্বাদে হৃদয় আনন্দময় হইয়া উঠিবে। বাহ্যিক টিটকারী, উপহাস, লাঞ্ছনা, তারণা প্রভৃতি কোন কষ্ট যন্ত্রণা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন আমরা অনায়াসে জননী জন্মভূমিকে উচ্চ আসনে বসাইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

---

## দান-ধর্ম্ম।

দান-ধর্ম্ম সংসারীর একটি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। কিন্তু দান করা সকল সংসারীর আয়ত্ত নহে। অবস্থার উন্নতি ব্যতিরেকে দান-

ধর্ম্মে আচরণ করা বড়ই কঠিন। দান কার্য্য স্বভাব ও প্রবৃত্তির উপর অনেকটা নির্ভর করে; যাঁহার স্বভাব দয়ালু, তিনিদান না করিয়া থাকিতে পারেন না। আবার যাঁহার দান কার্য্যে প্রবৃত্তি আছে, তিনিও দান কার্য্যে সতত আস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বা প্রত্যুপকার আশায়, বা পুণ্য সঞ্চয় বাসনায়, কিম্বা নিজ যশ বা গৌরব বৃদ্ধি আশঙ্কায় দান করেন। আবার কেহ বা নিজের অনিচ্ছায়, অন্য কর্ত্তৃক আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কিম্বা গৃহীতাকে অবজ্ঞা করিয়া দম্ভ অহঙ্কার সহ কটূক্তি করিয়া অকালে অপাত্রে দান করেন।

তিন প্রকার দান শাস্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে, যথা গীতা ১৭ অঃ

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যাহাতে প্রত্যুপকারের আশা বা আকাঙ্ক্ষা নাই, এবং সময় ও পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান। হিন্দুদিগের যে দান ধর্ম্ম, তাহা এই সাত্ত্বিক দান; তদ্ভিন্ন অন্যরূপ দানের তাহারা পক্ষপাতী নহে। তবে রাজস দানমধ্যে পুণ্য সঞ্চয় কামনায় অনেকে দান করেন বটে, কিন্তু নাম, যশ, গৌরব বৃদ্ধি বাসনা করিয়া বা প্রত্যুপকারের আশা করিয়া কেহই দান করিতে প্রয়াসী ছিলেন না। তামস দান হিন্দুদিগের ছিল না বলিলেই হয়। অধুনা কি হিন্দু

কি মুসলমান, কি অন্য ধর্ম্মী সকলেরই রাজসিক দানের প্রতি অধিক আগ্রহ হইয়াছে; এবং সময়ে সময়ে তামসিক দানেরও অভিনয় হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের তামস দান একেকালে নিষিদ্ধ, কারণ তামস দানে দাতার স্বর্গ না হইয়া নরক হয়। দান-ধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেন না, ধর্ম্ম দয়া হইতে উৎপন্ন হয়। যথা—

দয়ায়ামুৎপতে ধর্ম্মঃ সত্যে ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে।
ক্ষমায়াং স্থাপিতো ধর্ম্ম লোভে ধর্ম্ম বিনশ্যতি॥

দান ধর্ম্মের প্রধান উপকরণ দয়া, শ্রদ্ধা বা ভক্তি, ঐ তিনের অভাব হইলে কেহই সাত্ত্বিক ভাবে দান করিতে পারেন না। যখন দয়া হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, তখন দয়ার কার্য্য যে দান, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম; ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অপাত্রে দান যখন শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তখন দানকালে পাত্রাপাত্র বিবেচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক। হিন্দুদিগের যে সাত্ত্বিক দান, তাহার পাত্রাপাত্র বিবেচনা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। কেননা, দয়া, শ্রদ্ধা ও ভক্তি এই তিনটি যখন দানের উপকরণ, তখন, আর অন্যরূপ বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যথা,—যাহাকে দেখিয়া "মুখে আইসে কৃষ্ণনাম, সেই সে জানিবে সর্ব্বভক্তের প্রধান॥" ভক্তিতত্ত্বের এই মহাবাক্যটি স্মরণ করিলে বুঝা যাইবে যে, দানের সময়ে যাহাকে দেখিলে দাতার হৃদয়ে দয়া, শ্রদ্ধা বা ভক্তির সঞ্চার হইবে, তাহাকেই দানের সুপাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে প্রতিগ্রহ-করণে যাহারা অধিকারী বলিয়া নির্ণীত ছিল না, তাহারা প্রতিগ্রহ করিত না, অর্থাৎ যাঁহারা বহু শিষ্য-শাখাকে বেদাধ্যয়ন করাইতেন, এবং আহার্য্য দান করিতেন, তাঁহাদের

যদি তদ্ব্যয় নির্ব্বাহের কোন পথ না থাকিত, তবে তাঁহারাই অনন্যোপায় হইয়া প্রতিগ্রহ করিতেন। কিংবা যাহারা অক্ষম, আতুর এবং যাহারা ধর্ম্মানুমোদিত ভৈক্ষ্যচর্য্য আশ্রম গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাই প্রয়োজনানুরূপ প্রতিগ্রহ করিতেন। অপাত্রে দান যেমন নরকার্হ পাপ, অনধিকারী হইয়া প্রতিগ্রহ করা তদপেক্ষা ঘোর নরকোৎপাদক পাপ। এজন্য প্রতিগ্রহকারী লোকও কম ছিল।

এ সম্বন্ধে নবদ্বীপস্থ মহাপণ্ডিত রামনাথ তর্কবাচস্পতি যাঁহাকে লোকে বুন রামনাথ বলিত, তাহার গল্পটি অতীব মনোহারী। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন, শিষ্যমণ্ডলীকে বেদ এবং বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন কিন্তু কখনও কাহার নিকট যাচ্ঞা করিতেন না এবং অকারণ দান গ্রহণ করিতেন না। তিনি অতি দীনভাবে কাল যাপন করিতেন। তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় যৎ সামান্য নিষ্কর ভূমি ছিল, দুই চারিটা তেঁতুল গাছ এবং যৎ সামান্য কদলী বৃক্ষ ছিল। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং দীন ভাবে কাল যাপনের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে দর্শন বাসনায় এক দিন তাঁহার টোলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, তিনি শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইতেছেন। ব্রাহ্মণ এতদূর একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করাইতেছেন যে, ভূপতি সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেও তিনি তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। কিয়ৎকাল পরে ছাত্রদের মধ্যে একজন রাজাকে চিনিতে পারিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে রাজাগমন বার্ত্তা জানাইলে, তিনি রাজাকে কুশাসন দিয়া অভ্যর্থনা করিলে রাজা উপবিষ্ট হইলে পরস্পর কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা ইত্যাদি সভ্যতাসূচক পরিচয়ের পর, রাজা তাহাকে

বলেন, আমি শুনিয়াছি, আপনার সংসার-যাত্রা অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু আপনি কি জন্য রাজসরকারে তাহা জ্ঞাপন করেন না? পণ্ডিত বলিলেন, আমার ত কোন কষ্টই নাই, জমী হইতে যে ধান্য পাই, তাহাতে অন্নের অভাব হয় না, কদলী বৃক্ষ হইতে কদলীপত্র উৎপন্ন হয়, তাহাতে অন্য পাত্রের প্রয়োজন হয় না। কদলী বৃক্ষের সময়ে সময়ে কদলী এবং তেঁতুল বৃক্ষে যে তেঁতুল হয়, তাহাই অম্লব্যঞ্জন হয়, কখন কখন কদলীর অভাবে ব্রাহ্মণী তেঁতুল পত্রের অম্ল প্রস্তুত করেন, তাহাই ব্যঞ্জন রূপে ব্যবহার করিয়া বিনা কষ্টে হর্ষসহকারে দিন যাপন করি। আমার ত কোন কষ্ট নাই, আমার জীবন ধারণের উপযোগী যথেষ্ট সামগ্রী ঈশ্বর আমাকে দিয়াছেন। আমি কখন ক্ষুধিত হইয়া বা উপবাসে কালযাপন করি না, আপনি যদি কষ্টের কথা শুনিয়া থাকেন তাহা অসত্য ভিন্ন সত্য নহে। তৎপরে মহারাজ তাঁহাকে ভূসম্পত্তি এবং অর্থাদি প্রদান করিতে চাহিলেও, তিনি তাহা প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। পরে মহারাজ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্রাহ্মণীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কিছু অলঙ্কারাদি দিবার প্রস্তাব করিলে, তিনি ব্রাহ্মণের অনুমতি ভিন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট অনুমতি চাহেন ; কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলেন, ঋষিপত্নীদিগের শঙ্খই উত্তম আভরণ, তদ্ভিন্ন অন্য আভরণ তাহাদের ব্যবহার্য্য নহে, সুবর্ণাদিতে অহঙ্কার উৎপন্ন করে, এজন্য পতিব্রতা সাধ্বী ব্রাহ্মণীর তাহা কখনই গ্রহণ বা ব্যবহার করা উচিত নয়। অতএব আমি তোমাকে রাজার নিকট আভরণ গ্রহণে অনুমতি দিতে পারি না। ব্রাহ্মণের অনুমতি প্রাপ্ত না হওয়ায় ব্রাহ্মণীও রাজার ইচ্ছা সফলা করিতে পারিলেন

না। রাজা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিয়া ধন্যবাদ দিয়া ক্ষুণ্ন মনে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

এক্ষণে তাদৃশ ব্রাহ্মণ কয় জন পাওয়া যায়। যে লোভ ধর্ম্মের বিঘাতক, সেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এক্ষণে অধিকাংশ লোকই ছল দ্বারা আপনাকে দানের পাত্র সাজাইয়া, প্রতিগ্রহ বাসনায় ভ্রমণ করত দাতাকে বঞ্চিত করিতেছেন। এখন, যিনি কখনও টোলে পদার্পণ করেন নাই বা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন নাই, তিনি দুই একটি সংস্কৃত শ্লোক অভ্যাস করিয়া আপনাকে অধ্যাপক বলিয়া এবং যাহার তিন পুরুষে টোল নাই, তিনি তাহার টোল থাকা ও শতাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করার কথা বলিয়া লোকের ভ্রম জন্মাইয়া দান গ্রহণ করিতেছেন। কেহ বা পিতা বর্ত্তমানে পিতৃহীন সাজিয়া, কাহারও বা কন্যা না থাকা সত্ত্বেও কন্যাদায়গ্রস্থ বলিয়া কেহ বা গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত, কেহ তীর্থযাত্রার অসংকুলান ইত্যাদি নানারূপ মিথ্যা ভাণ করিয়া দান গ্রহণার্থ পরিভ্রমণ করত দাতাকে বঞ্চিত করিতেছেন। এবং অনেক স্থলে দাতা সতর্কতা অবলম্বন করায় প্রকৃত অভাবী এবং দানের উপযুক্ত পাত্রের দান প্রাপ্তির বাধা ঘটাইতেছেন। এই সকল কারণে প্রকৃত দান ধর্ম্ম আচরণের বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে বটে; কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ে প্রকৃত দয়া, স্নেহ বা ভক্তি আছে, তাঁহারা যতদূর পারেন সতর্ক হইয়া দান ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। ভণ্ড ব্যক্তিকে ভ্রমপ্রযুক্ত দান করায় কোন অধর্ম্ম নাই, কিন্তু দানের উপযুক্ত পাত্রকে ক্ষমতা সত্ত্বে দান না করা নিতান্ত অধর্ম্মের কার্য্য।

নিজের আয় ব্যয় বিবেচনা করিয়াই দান কার্য্য করিতে

হইবে। কখনই নিজের আয় অতিক্রম করিয়া দান করা কর্ত্তব্য নহে। যদিও পূর্ব্বে রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাজা মরুত্ত, দৈত্যরাজ বলি, দাতা কর্ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অতি দান করিয়া যশ, গৌরব ও স্বর্গ লাভ করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণকার কালধর্ম্মে, যদি কেহ দান করিয়া দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হন, তবে তাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া সকলে উপহাস করে, এবং দৈন্যাবস্থা ঘটিলে কেহ তাহার সম্মান করে না, কিংবা কেহ কোন উপকার বা প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছুক হয় না। তাহার শেষ জীবন অতি কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। অতএব দান কার্য্যেও নিজের আয় ব্যয় বিবেচনা করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ পরিমাণ ব্যয় করিবার নিয়ম করা উচিত।

সংসার ধর্ম্মের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা এক প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মেরও কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে কিন্তু বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই দুই আশ্রমের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচিত হইতেছে।

---

## বানপ্রস্থ ধর্ম্ম।

বানপ্রস্থ ধর্ম্মের নিয়ম ছিল, মনুষ্যের যৌবন কাল অতীত হইলে, পুত্রের প্রতি বিষয়-বিভব এবং সংসার ভার অর্পণ করিয়া বনে গমন করত ঋষি-বৃত্তি অবলম্বনে ফল-মূলাদি ভক্ষণপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া শরীর ও মন পরিশুদ্ধি করত ঈশ্বরোপাসনা করাকে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাচরণ বলে। পঞ্চাশত বর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলে বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাচরণের কাল নির্ণীত আছে।

পূর্ব্বে ঋষিগণ বনে বাস করিতেন, বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ তাহাদের নিকট অবস্থানপূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তপো-নিরত থাকিতেন। একণে আর তাদৃশ ভাবে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আচরিত হইতে পারে না; যেহেতু একণে লোকে হিতকারক ঋষি তপস্বীর অভাব হইয়া পড়িয়াছে, তপোবন বলিয়া আর কোন বন নাই। তবে মনুষ্যের বয়ঃক্রম বেশী হইলে, সাংসারিক সুখ-দুঃখ বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মালোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সংসারে থাকিলে কোন ক্রমে সংসারের স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, বিষয়-লিপ্সা প্রভৃতি হইতে চিত্তকে অন্য পথে লওয়া যায় না, এইজন্য সংসার-পরিত্যাগরূপ বানপ্রস্থ ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও পুরাকালের ন্যায় বানপ্রস্থ ধর্ম্মাচরণ একণে মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে; তত্রাচ যাহাতে সংসারের আশক্তি কমিয়া যায়, তাহার উপায় বিধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই জন্য একণে সংসার ত্যাগ করিয়া হয় তীর্থ স্থলে বাস করিয়া, না হয় কোন মঠ বা ধর্ম্মালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, কিংবা ক্ষমতায় কুলাইলে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়ত দেব-প্রাঙ্গণে অবস্থিতিপূর্ব্বক অতিথি অভ্যাগতের সেবা পূজা বা ধর্ম্ম-পুস্তকাদির আলোচনা দ্বারা দিন যাপন করা কর্ত্তব্য। এরূপে চিত্তকে সংসার হইতে নিবৃত্তি করিয়া ভগবৎচিন্তায় আরোপিত করিতে পারিলে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আচরণ হইতে পারে।

---

## সন্ন্যাস ধর্ম্ম।

সন্ন্যাস অর্থাৎ যোগাচরণ ধর্ম্ম অতি কষ্টকর, এবং তাহা আচরণ করা লঘুচিত্ত মানবের নিতান্ত অসাধ্য বিবেচনায়, পূর্ব্বতন ঋষিগণ, কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

অশ্বমেধ-গবারম্ভ-সন্ন্যাস-পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জিতঃ॥

ঋষিগণ যখন দেখিলেন, কলির মানব দৈব-শক্তিহীন, অসহিষ্ণু, লোভী, লঘু চিত্ত এবং কাম সেবী, তখন ঐ সকল কার্য্যের কোন কার্য্য তাহারা প্রকৃত উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করিতে পারিবে না। যেহেতু, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করার উপযুক্ত বল-বীর্য্য তাহাদের নাই। গোমেধে গো হনন করিয়া পুনর্জীবন দানের ক্ষমতা হইবে না, অধিকন্তু গোমাংস ভক্ষণে লোভ-পরতন্ত্র হইয়া কালাকাল হেতু অহেতু বিবেচনা না করিয়া গোবংশ নির্ব্বংশ করিয়া জগতের মহানিষ্ট সম্পাদন করিবে। সন্ন্যাস, অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করিয়া দেহে পরমাত্মাকে দর্শন ক্ষমতা, সর্ব্ব জীবে সমদর্শিতা, নিরহঙ্কার, লাভালাভ, জয়াজয়, স্তুতিনিন্দা, মানাবমান, হর্ষবিষাদ, বিষ্ঠাচন্দন প্রভৃতি সমস্ত এক ভাবিয়া কঠোর যোগ সাধনপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করা কখনই মানবের সাধ্য হইবে না। পলপৈতৃক, অর্থাৎ মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে হইলে লোভী মানবের দুর্ম্মতি বশতঃ হিংসা বৃত্তির প্রাধান্য ঘটনা হইয়া জীবকুল, নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। 'দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ" অর্থাৎ পূর্ব্বে বংশ রক্ষার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া অকামতঃ দেবরে সঙ্গত হইতেন; এবং দেবরও কেবল ভ্রাতৃবংশ রক্ষা করিবার জন্য, কাম ভাবে পরিগ্রহ না করিয়া কেবল ধর্ম্ম ভাবে জ্যেষ্ঠের পত্নীতে উপগত হইতেন। কলিতে ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, কামাসক্ত মানব ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের একটি প্রধান উপায় বিবেচনা করিয়া ছলনাপূর্ব্বক সকারণে বা অকারণে যখন তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ায় উপগত

হইত এবং স্ত্রীগণও দেবরের প্রেমে আসক্ত হইয়া পড়িত, তখন সংসারের শান্তি রক্ষা বা সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা কখনই সম্ভব-পর হইত না। মহানুভব ঋষিগণ ঐ সকল কারণে উপরোক্ত পাঁচটি কার্য্যই কলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাস কলিতে নিষিদ্ধ হইলেও, যখন ভগবান্ দেখিলেন, যে প্রকৃত প্রস্তাবে লোক সকল বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারিতেছে না এবং কলিতে সন্ন্যাসও বিধি-বহির্গত হইয়াছে। বিশেষ মানবের দেহ ও মন দুর্ব্বল হইয়াছে; কঠোর যোগ-ধর্ম্ম আচরণ তাহাদের অনায়ত্ত, অতএব তাহাদের উদ্ধারের পথ রুদ্ধ প্রায়। তখন তিনি স্বয়ং (অথবা তাহার অংশ বা শক্তি দ্বারা) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নিমাই মিশ্র রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া, ভক্তি-সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক, সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা ও পূজার্চ্চনাদির দ্বারা পরম ভক্তি আশ্রয় করিয়া উদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক ভক্তি-মার্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অভিনব সন্ন্যা-সের ও ভৈক্ষ্যচর্য্যের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার যাদৃশ উদার মত, এবং তিনি যেরূপ রমণী-অসংসর্গতাপূর্ব্বক সেবা পূজা প্রভৃতিতে ভক্তি-মার্গের উৎকর্ষতা সাধনের উপদেশ দিয়া-ছেন, তাহা অতীব মনো মুগ্ধকর ও বিষয়-বৈরাগ্যের এবং ঈশ্বর-সান্নিধ্যের প্রকৃষ্ট উপায়; তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ কাল উন্মার্গাবলম্বী অধিকাংশ বৈষ্ণবগণের চরিত্রহীনতা অর্থাৎ রমণী-সংসর্গ এবং বিষয়-লিপ্সা প্রভৃতি কারণে ঐ রূপ সৎপথে এবং সাধু বৈষ্ণব গণের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতেছে; পরন্ত যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল এবং ঈশ্বর-ভক্তিতে প্রেম পূর্ণ, তিনি ঐ সকল পথিকের ভ্রষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া

পথ প্রদর্শক শ্রীশ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গ দেবের উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া তন্মার্গে গমনপূর্ব্বক ঈশ্বর-সেবায় মনোনিবেশ করিবেন। সংসারে অনাসক্ত-চিত্ত মানবের ঐ পথ আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে এবং সংসারী মানবের যে সকল কার্য্য করা উচিত, তাহা এক প্রকার মোটামুটি উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু কুল-স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে কতক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইতেছে।

---

## স্ত্রীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য বলিলে, সংসারী পুরুষগণের যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, স্ত্রীগণেরও দেশ কাল পাত্র অনুসারে সেই সকল কার্য্য বা কার্য্য-বিবেচনায় সাধ্যায়ত্ত ও করণীয় কার্য্যগুলি সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীগণের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী মাতা পিতা প্রভৃতির পরিচর্য্যা ও সেবার কার্য্য সর্ব্বান্তঃকরণে বিশেষ ভক্তি সহকারে যত্ন-পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করাইবেন বা করিবেন। স্বামীকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা মিষ্টালাপ তাহার চিত্ত সন্তোষ করিয়া তাহার সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আন্তরিক যত্নের সহিত তাহার পরিচর্য্যা করিবেন এবং সেবাদি করাইবেন। নিজের মনে কোন প্রকার অসন্তোষ বা দুঃখের সঞ্চার হইলে তাহা পতির আহারের পূর্ব্বে কখনই তাহাকে জানাইবেন না বা জানিতে দিবেন না। পুত্র-কন্যা

বালক বালিকা শিশু প্রভৃতির যথা সময়ে যথা নিয়মে আহার পানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং তাহাদের শরীরের প্রতি সর্ব্বদা যত্ন রাখিবেন।

স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য যে, পরিবারস্থ কাহারও পীড়া হইলে তাহার শুশ্রূষায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবেন, ঔষধ ও পথ্যাদি যথা সময়ে যথা নিয়মে সেবন করাইবেন। শিশু বৃদ্ধ বা রোগি-জনের সেবা শুশ্রূষা যাহা নিজে সরবরাহ করিতে পারিবেন, তাহা নিতাই করিবেন। নিজের ক্ষমতায় কুলাইলে কখনই দাস-দাসীর উপর নির্ভর করিবেন না। কেননা, দাস-দাসীরা কেবল স্বার্থের জন্যই কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা বা যত্ন নাই। আন্তরিক শ্রদ্ধা যত্ন নাই বলিয়া, ঐ সকল দায়ীত্ব কার্য্যে তাহাদিগকে নিয়োগ করা অনুচিত।

স্ত্রী মৃদুতার আকর হইলেও সকল কার্য্যে তাহার মৃদু হওয়া উচিত নয়। দাস দাসী, এবং বালক বালিকাদিগকে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য, সর্ব্বদা তাহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে হইবে। দাস-দাসীকে মৌখিক শাসন এবং বালক বালিকা যদি মৌখিক শাসন গ্রাহ্য না করে, তবে যৎসামান্য কায়িক দণ্ড—অর্থাৎ চপটাঘাত, কর্ণ মর্দ্দন প্রভৃতি শাসন-নীতি পরিচালন করিয়া সংসারের শান্তি স্থাপন করিবেন; এবং সকলকে সৎপথে নীত করিবেন।

সংসার-ভুক্ত অন্য স্ত্রীগণের সহ এবং প্রতিবাসিনী স্ত্রীগণের সহ সর্ব্বদা সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলা, কখনও কাহার সহিত ঝগড়া বা কুন্দল না করাই স্ত্রীগণের একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যে যদি কটু কথা বলে তাহা সহ্য করা উচিত। এবং যাহা কোন ক্রমে সহ্য

করা যাইতে পারে না, এবং সহ্য করিলে সমাজ বা সম্মানের হানি জনক হয়; তাহা লইয়া কুন্দল না করিয়া পতি বা শ্বশুর কিংবা দেবর প্রভৃতি অভিভাবকের দ্বারা তাহাকে শাসন করাইতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজে কোন প্রগল্‌ভতা আচরণ করা উচিত নহে।

কুল-স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য যে, তাহারা কোন আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত হইবেন না; এবং কোন কারণেই স্ত্রী-স্বভাবসুলভ লজ্জাকে পরিত্যাগ করিবেন না। পতি-সহবাসভিন্ন স্ত্রীভূষণ লজ্জা, কখনও কোন কারণে পরিত্যাজ্য নহে। পতি ভিন্ন সমবয়সী পুরুষকে ভ্রাতার ন্যায়, বয়ঃ কনিষ্ঠকে পুত্রের ন্যায় এবং বয়োজ্যেষ্ঠকে পিতা কিংবা শ্বশুরের ন্যায় অবলোকন করিবেন; এবং তাহাদের সহ কোন হেতুতে কথোপকথন বা কার্য্যসংশ্রবে ব্যবহার করিতে হইলে, তাহাদিগকে এভাবে দর্শন করিয়া ঠিক এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ এমন কি ভ্রাতা, পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতির সহ কখন কোন হাস্য বা কৌতুকজনক কার্য্য করিবেন না। অপরের নিকট সর্ব্বদা গম্ভীর ভাবে পরিদৃশ্যমানা হইবেন। কোন পুরুষকে হাস্য-কৌতুক বা পরিহাসকরণে উদ্যত দেখিলে তখনই তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন স্ত্রীগণের একান্ত কর্ত্তব্য। ভগিনী-পতি, দেবর, নাতি, ঠাকুর-জামাই বা নন্দাই, ঠাকুর দাদা প্রভৃতির সহ অনেকে হাস্য-কৌতুক করিয়া থাকেন এবং অনেক স্থলে কাম-রসোদ্দীপক কথা বার্ত্তাও হইয়া থাকে, এ কার্য্যে যোগ দান করা কিংবা এ প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হওয়া কখনই সাধ্বী স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য হইতে পারে না। পতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সহ এমন

কোন কথা কহা কখনই কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে অন্তরে কামের উদ্রেক হয়, কিংবা চিত্তের স্থিরতা নষ্ট হয়; ঐরূপ কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলে বা প্রবৃত্ত হইলে চঞ্চল চিত্তকে বশে রাখা কখনই কাহারও সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত হইবে না। অন্য পুরুষ হইতে কুল-স্ত্রীগণ, যত স্বতন্ত্র থাকিবেন, যত অসংস্পৃষ্ট থাকিবেন, ততই তাহাদের মঙ্গলের কারণ হইবে।

স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর ঘৃত ও অগ্নি কল্পিত হইয়াছে। অনেকে স্ত্রীকে অগ্নি এবং পুরুষকে ঘৃত কল্পনা করেন। অনেকে যুবতী স্ত্রীকে আগুনের খাপড়া বলিয়া গল্প বা উপহাস করেন। কিন্তু আমার মতে স্ত্রীই ঘৃতস্বরূপা, পুরুষই অগ্নিস্বরূপ। মহা-মুনি চাণক্য পণ্ডিতও বলিয়াছেন,—

ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।
তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ্‌বুধঃ॥

যেহেতু অগ্নি হইতে ঘৃতকে রক্ষা করাই সর্ব্বদা প্রয়োজন। কেননা ঘৃতে অগ্নিসংযোগ হইলে ঘৃতই গলিয়া যায়, অগ্নির প্রাবল্য বৃদ্ধি হয়। স্ত্রী পর-পুরুষে আশক্তা হইলে স্ত্রীই অতি নিন্দিতা ও ঘৃণার্হ হয়েন। পুরুষের তাদৃশ নিন্দা বা লজ্জা হয় না। অতএব ঘৃত-স্বরূপা স্ত্রীগণের গাত্রে পর-পুরুষ রূপ অগ্নির উত্তাপ যাহাতে আদৌ লাগিতে না পারে, তজ্জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট এবং সতর্ক থাকা স্ত্রীগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

সততা রক্ষা করা স্ত্রীগণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য। সতী স্ত্রীর কিরূপ অমানুষিক শক্তি, অসীম তেজ, তাহা হিন্দু-শাস্ত্রে প্রমাণ দিতে আদর্শের অভাব নাই, অত্রি পত্নী অরুন্ধতি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের চরিত্র

সমালোচনা করিলেই সকলে তাহা অনুধাবন করিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা গ্রহণ কোন কালেই কর্ত্তব্য নহে। কেননা, তীক্ষ্ণধার ইক্ষুপত্রের ক্ষেত্রকেও গো সকল হইতে রক্ষা করিতে হইবে; এবং দৃঢ়রূপে বেড়াদ্বারা ক্ষেত্রকে আবদ্ধ করিতে হইবে; নচেৎ ইক্ষু সকল কোনক্রমে রক্ষা হইবে না। ইক্ষুপত্রের ধারে গোজিহ্বা কর্ত্তিত হইবে এবং ক্ষেত্রস্বামী কর্ত্তৃক প্রহারিত হইতে হইবে, অতএব গো সকল ইক্ষু ভক্ষণ করিবে না, ইহা বিবেচনা করিলে চলিবে না। তেমনি পরস্ত্রীগমনে বা আক্রমণে আইন দ্বারা দণ্ডিত হইতে হইবে, বা সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে, অতএব কেহ পরস্ত্রীগমন করিবে না বা আক্রমণ করিবে না; ইহা কখনই বিবেচনা করা উচিত নয়। দুরাসদ ইন্দ্রিয় বৃত্তি বশীভূত রাখা সহজ-সাধ্য নহে।

মাতা ভগ্নী দুহিতা চ শয্যায়াং নৈব গৃহ্ণতি।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

এই বাক্যের দ্বারা প্রতীয়মান হইবে পুরুষের স্ত্রীসহ সংস্রব হওয়াই নিতান্ত দোষণীয়। এই জন্য হিন্দু-সম্প্রদায় এবং মুসলমান সম্প্রদায় কেহই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী নহে। অবরোধ-প্রথা নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া আজকাল অনেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতি হইয়াছেন, কিন্তু পাঠক ভাবিয়া দেখুন, সমস্ত শাস্ত্র-পুরাণ আলোচনা করুন হিন্দু স্ত্রীগণ কি কখন অবরুদ্ধ ছিল? প্রয়োজনানুসারে সকলেই সকল স্থানে অর্থাৎ তপোবনে, তীর্থক্ষেত্রে, জলাশয়ে, এমন কি রাজসভায়ও গমনাগমন করিয়াছেন, শাস্ত্র-পুরাণ, ইতিহাসাদিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। আজও পল্লীগ্রামে যাইয়া

দেখুন, স্ত্রীগণ কার্য্যানুরোধে এবাটী ওবাটী, জলাশয়ে মাঠে মাঠে পরিভ্রমণ করিতেছেন। মধ্যে মুসলমান-গণের রাজত্বকালে, কোন কোন রাজশক্তি-সম্পন্ন পুরুষ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি রূপ-লাবণ্য-বতী স্ত্রীদিগের সুন্দররূপ দর্শনে বিমোহিত হইয়া, বলপূর্ব্বক স্ত্রীহরণে উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়া, সাধারণের নয়ন-গোচরে পরিভ্রমণ-প্রথা রহিত হইয়া কতকটা অবরোধ-ভাব প্রবর্ত্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু অবরোধ হিন্দুদিগের কখন ছিল না এবং সাধুস্বভাব হিন্দুগণ কঠোরতম অবরোধের পক্ষপাতিও নহেন। কেন না ধর্ম্ম কার্য্যে গঙ্গাস্নানে এবং তীর্থভ্রমণে পুরুষ-সহায়ে অনেকানেক হিন্দু মহিলাগণ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়া-ইতেছেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করেন না বা বাধা দেন না। পরন্তু আজকালকার ন্যায় একের স্ত্রী অন্য পুরুষের সহ স্বাধীন-ভাবে গাড়ী চড়িয়া বেড়ান, থিয়েটার দেখা, সার্কস দেখা, এই সকল কদর্য্য রীতি কখন ছিল না।

কেহ কেহ হয়ত বলিলেন, আজকাল শিক্ষাগুণে স্ত্রীদিগের চরিত্র উন্নত হইয়াছে, তাহারা কি ইতর ভাবের আলোচনা করিতে পারেন? হইতে পারে, স্থলবিশেষে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দলের কিয়দংশে চরিত্র উন্নত হইয়াছে, এবং যাহাদের চরিত্র উন্নত, তাহারা নীতি-বিরুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? কিন্তু পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, মাতা, ভগিনী, দুহিতা প্রভৃতির সহও যখন একত্র বাস অকর্ত্তব্য, মন্মথ যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন মহাজ্ঞানীও অভিভূত হন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় তপোবল-সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ঋষি, মহেন্দ্রের ন্যায় উচ্চ এবং পূজ্য দেবতা, চন্দ্রের ন্যায় শান্তস্বভাব লোকপাল প্রভৃতি দেব ও ঋষি সকল

যখন সংস্পৃষ্ট দোষে কলঙ্কিত হইয়াছেন; তখন সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানব যে সুবিধা ও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াও স্থির থাকিতে পারিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

আজকাল অনেক গণ্য মান্য বংশের মধ্যে আগম্যাগমনের প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। যে ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিগণের আদর্শে লোক স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইতেছে, সেই ইংরেজ সমাজে Abultery ব্যভিচার দোষ উল্লেখে কত বিবাহ-বন্ধন ছিন্নের মোকদ্দমা হইতেছে, তাহাত সকলেই দেখিতেছেন বা শুনিতেছেন। যদি পরস্পর স্বাধীনভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ হয়, এবং ক্রমিক একত্র বাস গল্প গুজব প্রভৃতিতে পরস্পরের ভালবাসা আকর্ষিত হয়, তখন যে কামাভিলাষ চরিতার্থ করিতে কেহ ক্ষান্ত থাকিবেন, ইহা অসম্ভব। স্ত্রীদিগের আন্তরিকভাব কিরূপ, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞাত হওয়া বড়ই সুকঠিন। কিন্তু সুন্দরী যুবতী স্ত্রী দেখিলে তাহাতে উপগত হইতে বাসনা করেন না, এরূপ পুরুষ এক্ষণে আছে কি না সন্দেহ। দমগুণ দ্বারা ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিতে অনেকে চেষ্টিত থাকেন বটে; কিন্তু মনে ইচ্ছা হইবে না, এরূপ শম গুণাবলম্বী মানব এক্ষণে অতি বিরল। স্ত্রীদিগের পক্ষে শাস্ত্রে যাহা উল্লেখ আছে, তাহাতে তাহাদের কাম-বাসনা পুরুষ অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক। যথা, চাণক্য শ্লোক—

আহারদ্বিগুণাঃ স্ত্রীনাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণাঃ।
ষড়্গুণ্যে ব্যবসায়াশ্চ কামশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ॥

সহজ কথায় বলে,—নারীর বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না। স্ত্রীগণ মনের ভাব মুখে সহসা প্রকাশ করিতে পারে না

এই ধৈর্য্যগুণ বা লজ্জাভয় তাহাদের অনেকের আছে। পুরুষদিগের ঐরূপ ধৈর্য্যগুণ বা লজ্জাভয় নিতান্ত কম বলিয়া তাহারা মনের ভাব মুখে প্রকাশ করিয়া ফেলে।

স্ত্রী-স্বাধীনতা যে সমাজের মঙ্গলকর নহে, তাহা সম্ভবতঃ অনেকেই স্বীকার করিবেন। স্ত্রী-স্বাধীনতারও বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। যেহেতু, স্ত্রীগণ বাল্যে পিতামাতার, যৌবনে স্বামীর, এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকিবেন, এই যে চিরক্রমাগত নিয়ম, ইহা স্ত্রীদিগের পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা বা কষ্টের কারণ নহে।

স্ত্রীগণের ধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যাহার চিত্তে ধর্ম্মভাব সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, তিনি কোনরূপ পথভ্রষ্ট হন না, এবং তিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্মও অতি পবিত্ররূপে আচরণ করিতে পারেন। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে কোন শিক্ষা বা সমাজ-নীতিতে তাদৃশরূপে আচরিত হইতে পারে না। একারণ আর্য্য ঋষিগণ বালিকাকাল হইতে যাহাতে স্ত্রীদিগের মনে ধর্ম্মভাব প্রবল হয়, তাহারই উদ্দেশ্যে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনায়াস-সিদ্ধ ব্রতাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সাবিত্রীব্রত প্রভৃতি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অতি উজ্জ্বল ও অলৌকিক প্রতিভা-পথ প্রদর্শক কতিপয় ব্রত এবং ক্রিয়া কলাপের সৃজন ও প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল ব্রতনিয়মাদি আচরণে অন্তঃকরণে ধর্ম্মভাব প্রবল হওয়ায় হিন্দু-স্ত্রীগণের যত্ন-চেষ্টাতেই আজও হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপ অক্ষুন্ন রহিয়াছে।

হিন্দু-স্ত্রীগণের একান্ত কর্ত্তব্য যে, তাহারা পুর্ব্ব পুর্ব্ব আচার নিয়ম, ব্রত, ধর্ম্ম প্রভৃতি পুর্য্যালোচনা করিয়া মনকে সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে নীত করিবেন। তাহারা কখনই বিলাসিনী হইবেন

না। বিলাসিনী হইলেই ধর্ম্মের পথ শিথিল হইয়া পড়ে, একারণ স্বামীর মনস্তুষ্টি বা সমাজের সম্মান রক্ষাজন্য বয়স ও ক্ষেত্র বিবেচনায় যাহা কিছু বিলাসের প্রয়োজন তাহাই করিবে; তদ্ব্যতিরেকে নিজের নিজের মন হইতে বিলাসবাসনাকে একবারে দূর করিয়া দেওয়াই সাধ্বী স্ত্রীগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থকারের লিখিত সুশিলা ও নির্ম্মলা নামক উপাখ্যানটি পাঠ করিলে স্ত্রীগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অনেক পরিমাণে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

সংসারী স্ত্রী-পুরুষগণের সত্যপথ আশ্রয় করিয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য। সত্য অতিক্রম করিয়া মিথ্যা ব্যবহার করা কখনই কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সত্যদ্বারা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়।

সত্যকে আশ্রয় করিলে সকল ধর্ম্ম সকল কর্ম্ম যেরূপে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, অন্য কোন প্রকারে তাহা হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও ভৈক্ষ্যচর্য্য সকল ধর্ম্মেরই সত্যদ্বারা উৎকর্ষ সাধিত হয়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জমিদারী মহাজনী, চাকুরি প্রভৃতি যে সকল জীবিকা-নির্ব্বাহ-উপযোগী বিষয়-কর্ম্ম আছে তৎসমুদায়ে সত্য সুরক্ষিত হইলে অতিশয় মঙ্গলদায়ক এবং উন্নতি-বিধায়ক হয়। সত্য দ্বারা ঐসকল কার্য্যে কিরূপে উপকার এবং উন্নতি ঘটে এবং মিথ্যা দ্বারা তাহাতে কিরূপে অপকার, ও অবনতি ঘটে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত ও উদাহরণ প্রমাণাদি বিষয়-কর্ম্ম-খণ্ডে লিখিত হইবে তদ্দৃষ্টে সকলে অবগত হইতে পারিবেন।

---

ইতি প্রথম খণ্ডে সংসারধর্ম্মঃ সমাপ্তঃ।

# অনঙ্গরঙ্গিণী।

[ মিলনান্ত নাটক। ]

মহাকবি সেক্ষপিয়রের "য়্যাজ্ ইউ লাইক্ ইট্" নামক নাটকের
ছায়া অবলম্বনে,

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বসু-প্রণীত।

"Wedding is great juno's crown :
Oh, blessed bond of board and bed !
'Tis Hymen peoples every town ;
High wedlock, then, be honoured ;
Honour, high honour and renown,
To Hymen, god of every town !"

*Shakespeare.*

কলিকাতা ;
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৪।

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

## পুরুষগণ।

| | |
|---|---|
| রাজা ( নির্ব্বাসিত ) | ছোট মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। |
| পুণ্ডরিক | ছোট মহারাজ। |
| অনঙ্গ | মৃত রণবীরসিংহের জেষ্ঠপুত্র। |
| অরবিন্দ | ঐ কনিষ্ঠপুত্র। |
| যাদব | ( নির্ব্বাসিত ) রাজার প্রধান অনুচর। |
| চণ্ডসিংহ | মল্ল। |
| সন্তোষ | জনৈক তাপসকুমার। |

পারিষদ ও অমাত্যগণ, পুরোহিতগণ, তপস্বী, ঋষি ও সন্নাসীগণ, জনৈক বৃদ্ধ, ও মল্লগণ।

## স্ত্রীগণ।

| | |
|---|---|
| রঙ্গিণী | ( নির্ব্বাসিত ) রাজার কন্যা। |
| সরলা | রাজা পুণ্ডরিকের কন্যা। |
| ফুল্লরা | জনৈক তাপসকুমারী। |

ঋষিপত্নীগণ, পাত্রীগণ, মহিলাগণ, অপ্সরা, সখী ও নর্ত্তকীগণ।

# অনঙ্গরঙ্গিনী

## নাটক।

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরবিন্দের বাটীর পার্শ্বস্থ উদ্যান।

অনঙ্গ উপবিষ্ট।

অনঙ্গ। আজীবন মনোবেদনা পেতেই কি আমার জন্ম! আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতে পারি, আমার জ্ঞানের উদয় হ'য়ে অবধি আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিন্ত হই নাই। এ পৃথিবীতে মানবের যত প্রকার দুঃখ আছে, সকলি আমি পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছি। শৈশবে মা বিনা মানুষের কত অমঙ্গল, তা শৈশবেই আমি মাকে হারিয়েছি, তাঁকে ত' বেশ আমার স্মরণই হয় না। বাল্যকালে পিতার যত্ন বিনা

মানবের কত প্রকারে কত ক্ষতি, কত ক্লেশ, কত মনোবেদনা, তা বাল্যকালেই পিতা আমায় ত্যাগ ক'রে গিয়েছেন,—এই লোকাকীর্ণ জগতে আমি একা, একান্তই একা! কি মনস্তাপ! পিতার মৃত্যুকালে ছোট মা জীবিত ছিলেন, তিনি আপন পুত্র অরবিন্দের নামে এ অতুল সম্পদ সকলি লেখাইয়া লইলেন, আমার জন্য কেবল দশটি হাজার মাত্র টাকা রহিল,—ভালো, তাতে আমার দুঃখ নাই; দু ভেয়ের সমভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ক'র্ত্তে বাবা যে মৃত্যুশয্যায় আদেশ ক'রে গিয়েছেন, তার কি হইল? ধিক্! যাঁর ধনে ধনী তাঁরই কথায় অবহেলা! লোকে যদি লোকান্তর হ'তে ইহ জগৎ দেখিতে পান, আমার বাবা কি মনে ক'চ্চেন! অরবিন্দকে রাজধানীতে রেখে তার শিক্ষার কতই উপায় হ'ল, সে কত বিদ্যা উপার্জ্জন ক'রে বাটী এল,—আর আমি! আমার কিছুই হ'ল না! এই ত আমার বিষম মনস্তাপ। অরবিন্দের কুকুরের রক্ষক, অরবিন্দের ঘোড়ার শিক্ষক, আর আমি দিনান্তে একমুষ্টি অন্নের অধিকারী! আমি কি তার কুকুর, তার ঘোড়া অপেক্ষাও অধম? অনন্তকাল ধ'রে অসংখ্য মহাত্মা জীবন উৎসর্গ ক'রে যে বিদ্যামৃত সঞ্চয় ক'রেছেন, আমি তারই যদি আস্বাদন পেলেম না তবে এ মনুষ্য জন্মই কেন? আমার এ অপেক্ষা মনস্তাপ আর কি আছে! সম্মুখে আর একটি আমার মহদ্দুঃখ উপস্থিত—এই যে আমার ভাইটি শিক্ষা শেষ ক'রে বাটী এসেছে, দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসর হ'ল, দে'খ্‌ছি এর আকৃতিতে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ প্রভেদ, এর প্রবৃত্তি গুলি বড় ভয়ানক;—আমার বয়স এই কুড়ি বৎসর, এ আমা অপেক্ষা দু বৎসরের ছোট, কিন্তু এ বয়সেই এত শঠ, এত

কপট, এত দাম্ভিক, এত স্বার্থপর, এর পর না জানি কেমন হবে! ওঃ! যাবজ্জীবন এর অধীন হ'য়ে থাকা কি কষ্টকর! জ্যেষ্ঠ হ'য়ে কনিষ্ঠের অধীন হওয়াই ত মরণতুল্য—তাতে এই কনিষ্ঠ! এ যে মরণের অধিক! এমন ক'রে আমি কিছুতেই থা'ক্‌তে পা'র্‌ব না; আমাকে যদি দশটি হাজার টাকা ফেলে দেয়, আমি চির-জীবনের জন্য এস্থান হ'তে বিদায় হই; তাও ত কতবার চাইলেম, কিছুতেই ত দেয় না—কেনই দেয় না? যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানেন। কোটি কোটি টাকার ঈশ্বর হ'য়ে আমার ন্যায্য দশটি হাজার টাকা দিতে কাতর! ওঃ কি ক্রূর!

( অরবিন্দের প্রবেশ। )

অরবিন্দ। কি ভাব্‌ছ? একটা কর্ম্ম নিয়ে থা'ক্‌লেও ত হয়, দিবানিশি ভেবে ভেবেই যে গেলে! কি ভাব বল দেখি?

অনঙ্গ। কি যে ভাবি, তা তোমায় কি ব'ল্‌ব? হতভাগ্যের ভাবনার অভাব কি?

অরবিন্দ। তুমি হতভাগ্য? কার তুমি সৌভাগ্য দেখ্‌ছ? তুমি যে আমার হিংসায় গ'লে গেলে!

অনঙ্গ। কি! আমি তোমার হিংসা করি! এমন কথা তুমি বল!

অরবিন্দ। ইস্! ভারি যে রেগে উঠ্‌লে, ও সব বিক্রমে আমি কি ভয় করি?

অনঙ্গ। ভাই, আর কাজ নাই—আমি রাগী, আমি হিংসক, তোমার আমায় বাটীতে রেখে আর কাজ নাই, আমায় বিদায় দাও, আমি চিরকালের জন্য চ'লে যাই।

অরবিন্দ। নিত্য ঐ কথা! আচ্ছা যাও, যেথানে ইচ্ছা চ'লে যাও। ( গমনোন্মুখ )

অনঙ্গ। ( পথরোধ করিয়া ) আমাব প্রাপ্য আমায় দাও—আমি যাই।

অরবিন্দ। তোমার আবার প্রাপ্য কি? তুমি ত পথের ভিখারী।

অনঙ্গ। কেন, নূতন শুন্‌লে না কি? আমার পিতৃদত্ত সেই অকিঞ্চিৎকর—

অরবিন্দ। ওহো! সেই দশ হাজার টাকা! ভারি ত টাকা, তার আবার কথা! সে কথা ত আমার মনেই ছিল না।

অনঙ্গ। যে পথের ভিখারী তার পক্ষে তাই অনেক, সেটি আমায় দাও, আমি যাই।

অরবিন্দ। দিয়া কি হবে? ও টাকা ত তোমার দু দিনে খরচ হ'য়ে যাবে, তার পর এসে ত আমারই স্কন্ধে প'ড়্‌বে?

অনঙ্গ। ছি! ছি! এখানে আমি আর আ'স্‌ব না, তোমার সে চিন্তা নাই, টাকা যদি খরচ হয়ে যায়, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে; আমার প্রাপ্য আমায় দাও, আমি চ'লে যাই।

অরবিন্দ। আচ্ছা দেখা যাবে।

অনঙ্গ। ( অরবিন্দের হস্ত ধরিয়া ) যাও কোথা? একটা শেষ ক'রে যাও।

অরবিন্দ। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! যার অন্নে প্রতিপালিত, তার গায়ে হাত! গণ্ডমূর্খ! বর্ব্বর! ইতর!

অনঙ্গ। কি! আমি ইতর? আমি সেই রণবীরসিংহের পুত্র, আমায় ইতর কে বলে? এত বড় কার সাধ্য?

অরবিন্দ। যদি রণবীরসিংহের পুত্র হ'তিস্, তোর এমন ব্যবহার হ'ত না।

অনঙ্গ। কি ব'ল্লি? কি ব'ল্লি? যদি রণবীরসিংহের পুত্র হ'তেম! ওহো! কুলাঙ্গার! এই তোমার বিদ্যাশিক্ষা! আপনাকে আপনি গালি দাও! কি ব'ল্ব, তুই আমার ভাই, নতুবা এই হস্তে তোর জিহ্বা উৎপাটন ক'ত্তেম, তা জানিস?

ভৃত্য। (অগ্রসর হইয়া) আমি দুজনেরই চাকর, দুজনেরই পায়ে ধ'র্চি, ক্ষান্ত হ'ন্।

অনঙ্গ। (অরবিন্দকে ছাড়িয়া) আমার প্রাপ্য আমায় দাও, আমি জন্মের শোধ বিদায় হই। (অন্য দিকে চাহিয়া আপনা আপনি) আমি সকলি সহ্য করি, কি আশ্চর্য্য, যা মুখে আসে তাই বলে!

অরবিন্দ। (ভৃত্যকে) বল্, আমি শীঘ্রই দিব, আমি গোমূর্খের সংস্রবে থা'ক্‌তে চাই না।

অনঙ্গ। আমি তাই পেলেই সন্তুষ্ট, তোমার সঙ্গে আর আমার বিবাদের কারণ কি?　　　　　(প্রস্থান)

অরবিন্দ। তোমায় টাকা দিব! সেই আশাতেই থাক; তোমার যে সংহারের চেষ্টায় রইলেম তার ভাব্‌ছ কি? এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার উপর বিক্রম! মূর্খ! ও বিক্রম ত বন্যশূকরেরও আছে, ওটা কি আবার দেখাবার বস্তু? নতুবা আমরাই কি নাই! দেখ্ তুই, বুদ্ধিবলে তোকে কীটের ন্যায় সংহার করি। (ভৃত্যকে) এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্চিস্?

ভৃত্য। আজ্ঞে, ব'ল্‌তে এসেছিলেম, রাজবাটীর পালোয়ান

অরবিন্দ। যা, তাকে বৈটকখানায় বসা গে, আমি যাচ্ছি। যত্ন করিস।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে। ( প্রস্থান )

অরবিন্দ। এর যে বড় বুদ্ধি! আর একে রাখা নয়! ( কিয়ৎক্ষণ পরে ) শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই হয় নাই তবু বিদ্বান, দরিদ্র তবু সকলের প্রিয়, অক্ষম তবু দাসদাসীগণ ওরই অনুগত, ওরই শুভাকাঙ্ক্ষী ; আমি যা সম্মান পাই সে টা মৌখিক ; গূঢ় অনুরাগ—যা সারবস্তু—তা ওই ভোগ করে ; আপনার বাড়ীতে এরূপে কি থাকা যায় ? আবার আজ যা হ'ল তাতে আমার আসন ত একবারেই লঘু হ'য়ে গেল ; আঃ, এ অতুল ঐশ্বর্য্যের একেশ্বর হ'য়েও ত আমার কিছু সুখ নাই! নাঃ, এ কণ্ঠের কণ্টককে কিছুতেই আর রাখা হবে না—ছলে বলে কৌশলে, যেরূপে পারি, উদ্ধার ক'র্‌বই। ( নিষ্ক্রান্ত )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরবিন্দের বৈটকখানা।

চণ্ডসিংহ আসীন। অরবিন্দের প্রবেশ।

চণ্ডসিংহ। ( গাত্রোত্থান ) নমস্কার।

অরবিন্দ। ( উপবেশন ) ব'স, ব'স, ভাল আছ ?

চণ্ডসিংহ। যেমন রেখেছেন। ( উপবেশন )

অরবিন্দ। নূতন রাজসংসারের নূতন সংবাদ কি হে ?

চণ্ডসিংহ। নূতন ত কিছু নাই; সেই পুরাতন সংবাদই আছে ; কনিষ্ঠ ছলে বলে রাজ্য অধিকার ক'ল্লে মহারাজ দেশত্যাগ ক'রে গিয়েছেন ; অনুরক্ত তিন চারিজন রাজ্যের প্রধান প্রধান

লোক তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন ; তাঁদের বিষয় আশয় নূতন মহারাজের ভোগে এসেছে।

অরবিন্দ। আচ্ছা, রাজকুমারী রঙ্গিনী কি পিতার সঙ্গে গেছেন ?

চণ্ডসিংহ। আজ্ঞে না—নূতন মহারাজের কন্যা সরলা যে তাঁকে প্রাণের অধিক ভাল বাসেন, শৈশব হ'তে দুজনে একত্রে লালন-পালন হয়েছেন, এখন আর উভয়ে উভয়কে ছা'ড়্তে পারেন না ; রঙ্গিনী যদি পিতার অনুগামিনী হ'তেন, সরলাও সঙ্গে যেতেন, যেতে না দিলে প্রাণত্যাগ ক'ত্তেন। রঙ্গিনী তাই বাড়ী-তেই আছেন, মহারাজ তাঁকে সরলার মতই দেখেন ; আর দুই ভগিনীতে যে স্নেহ, তেমন কোথাও কখনো দেখি নাই।

অরবিন্দ। জান কি, জ্যেষ্ঠ মহারাজ এখন কোথা আছেন ?

চণ্ডসিংহ। শুন্ছি সম্প্রতি তিনি তপোবনে আছেন, রাজ্যের মান্যগণ্য অনেকে গৃহত্যাগী হ'য়ে তাঁর সঙ্গে জুটেচেন, অনুচরের সংখ্যা নিত্য নিত্যই বা'ড়্ছে। তাঁরা না কি তপোবনে পরম সুখে আছেন, সেথা ত এ পোড়া সংসারের দারুণ ভাবনা চিন্তা নাই—সত্যযুগে লোকে যেমন শোক দুঃখ পাপ তাপ কিছুই জান্ত না, পরম আনন্দে কালযাপন করিত,—এঁরাও না কি তপোবনে তেমনি আছেন।

অরবিন্দ। আহা! সে যে অতি পবিত্র, অতি সুরম্য স্থান, ইচ্ছা হয় একবার সেখানে যাই। আচ্ছা, আজ যে বড় এদিকে এলে ?

চণ্ডসিংহ। কেন আমি ত চিরকালই আপনার দ্বারস্থ, আমার এখানে আস্‌বার সময় অসময় কি ?

অরবিন্দ। অবশ্য, অবশ্য, তবে কা'ল না কি কালীপূজা,

কা'ল রাজবাড়ীতে মহা সমারোহ—অপরাহ্ণে কুস্তীর বড় ধুম, দেশ বিদেশ হ'তে মল্লদের আহ্বান হয়েছে—কা'ল তোমার বড়ই পরিশ্রম ; তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলেম, এমন সময় যে এদিকে এলে, কিছু প্রয়োজন আছে না কি ?

চণ্ডসিংহ। আজ্ঞে, আছে বৈ কি ; একটি নিবেদন আছে, অনুমতি হয় ত বলি।

অরবিন্দ। বল।

চণ্ডসিংহ। শুন্‌লেম আপনার দাদা কা'ল ছদ্মবেশে গিয়ে আমার সঙ্গে ল'ড়্‌বেন, উনি ত সেদিনের বালক—ওঁর অন্নপ্রাশনের দিন মহারাজের সঙ্গে আমি এ বাড়ীতে এসেছিলেম, বড় ধুমের কুস্তী হয়েছিল, সে কুড়ি বৎসরের কথা—ওঁর শরীরে কতই বল হয়েছে, এ বিদ্যা কতই শিখেছেন, সে আমার সঙ্গে ল'ড়্‌তে চান্‌ ? আমি এ সংসারের চির-অনুগত, আমি সকল কর্ম্ম ফেলে আপনাকে ব'ল্‌তে এলেম, তাঁকে ক্ষান্ত করুন।

অরবিন্দ। তাই ত, তাঁকে ক্ষান্ত করাই যে কঠিন।

চণ্ডসিংহ। কিন্তু তিনি গেলে একটা অনর্থপাত হবে—কা'ল আমার মানের দায়, নিরস্ত থাক্‌তে পার্‌ব না—অপদস্থ ত হবেনই, গুরুতর আঘাত লাগ্‌তেও পারে, তখন আপনি আমাকেই দোষী ক'র্‌বেন, আমার উভয় সঙ্কট, তাই আমার নিবেদন, তাঁকে ক্ষান্ত করুন।

অরবিন্দ। তাইত, চণ্ডসিং, তুমি ভাল কথাই ব'ল্‌চ, কিন্তু আমারও দেখ্‌ছি উভয় সঙ্কট উপস্থিত ; তিনি আমার জ্যেষ্ঠ, আমার মান্য, তাঁকে আমার উপদেশ দিয়া কি সাজে ? তিনিই বা আমার কথা শুন্‌বেন কেন ?

চণ্ডসিংহ। আপনি আমায় মাপ ক'র্‌বেন, আমি এ সংসারের কি না জানি? তিনি বয়সে আপনার কিছু বড় বটেন, কিন্তু কার্য্যে ত ভগবান্ আপনাকেই বড় ক'রেছেন, আপনিই ত এ সংসারের একেশ্বর কর্ত্তা, তিনি আপনার উপজীবী বই ত নন্; আপনি যদি নিবারণ করেন, তিনি অবশ্যই শুন্‌বেন; আর এ কথা ত তাঁর হিতের জন্যই হ'চ্চে।

অরবিন্দ। চণ্ডসিং, এতক্ষণ তোমায় সকল কথা বলি নাই, কিন্তু তুমি আমার যথার্থ হিতৈষী, তোমার কাছে আমার কোনও কথা গোপন রাখা উচিত নয়। দেখ, উনি আমার অন্নে প্রতি-পালিত, কিন্তু অমন অনিষ্টকারী আমার এ জগতে আর নাই; তবু আমি সর্ব্বদা ওঁর হিতের চেষ্টায় থাকি,—ওঁর যেমন স্বভাব উনি তেমনি করুন, আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি আমি ক'র্‌ব কেন?

চণ্ডসিংহ। বটেই ত।

অরবিন্দ। উনি যে কাল রাজবাড়ী যাবেন, তা পূর্ব্বেই আমি জান্‌তে পেরেছিলেম, কত যে নিবারণ ক'রেছি, তা আর তোমায় কি জানাব, তাঁকে এ বিষয় আর কিছু ব'ল্‌ব না, ব'ল্লে ফল হবে না, উনি একবার এক কাজ ক'র্‌ব ব'ল্লে নিবারণ করে কার সাধ্য? ওঁর আর একটি গুণ আছে, কারো একটু প্রশংসা শুন্‌লে হিংসায় গ'লে যান—

চণ্ডসিংহ। বড় অন্যায়।

অরবিন্দ। কিসে তার বড় হবেন সর্ব্বদা এই চেষ্টায় থাকেন, এই দেখ আমি ছোট ভাই, কত মান্য করি, কত যত্ন করি, তা আমি কিসে অপদস্থ হই, পদে পদে এই চেষ্টা।

চণ্ডসিংহ। এত দূর?

অরবিন্দ। ব'ল্‌ব কি চণ্ডসিং, আমায় এক দণ্ডের জন্যেও সুখে থা'কৃতে দেন না। কা'ল তোমার যা প্রাণ চায়, তাই ক'র, তোমার হাতে যদি ওঁর প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, তাতেও তোমার উপর আমার দুঃখ নাই। আর তোমার হিতের জন্যেও বলি, যদি তোমার হাতে অপদস্থ হ'য়ে বেঁচে ঘরে আসেন, তবে তোমার আর রক্ষা নাই, ছলে বলে কৌশলে তোমায় বিনাশ কর্‌বেন তবে ছাড়্‌বেন।

চণ্ডসিংহ। বলেন কি ?

অরবিন্দ। ব'ল্‌ব কি, চণ্ডসিং, ও বয়সে অমন খল, অমন গোঁয়ার ভারতভূমে দুটি নাই ; আমার ভাই, যা না ব'ল্লে নয় শুধু তাই ব'ল্লেম, ওঁর সব গুণ যদি বলি, তুমি অবাক হ'য়ে থাক্‌বে, আমার লজ্জায় অধোবদন হবে, দু চক্ষে জল আস্‌বে।

চণ্ডসিংহ। ভাগ্যে এলেম ! নতুবা ত এ সব কথা জান্‌তে পা'ত্তেম না ; কথনো ত ঘুণাক্ষরেও শুনি নাই।

অরবিন্দ। শুন্‌বে কি ক'রে ? কারেও কি এ সব কথা বলি ? তোমায় বড় ভাল বাসি, ঘরের লোক মনে করি, তাই ব'ল্লেম।

চণ্ডসিংহ। কা'ল উনি রাজবাড়ী গেলে জীবন্ত ফির্‌তে হ'চ্চে না, তা যদি হয়, এ ব্যবসায় জন্মের মত ছেড়ে দিব। এখন আমি বিদায় হই ; ( গাত্রোত্থান ) আপনার মঙ্গল হ'ক, ভগবানের নিকট সর্ব্বদা আমার এই প্রার্থনা।

অরবিন্দ। আচ্ছা, এখন এস, সব কথা যেন মনে থাকে, বেশ ক'রে খুসী ক'র্‌ব।

চণ্ডসিংহ। প্রতিপালনের ভারই ত আপনার।

( নমস্কারপূর্ব্বক প্রস্থান )

অরবিন্দ। ( পদচারণ করিতে করিতে ) যথন ইষ্টসিদ্ধি হবার

হয়, উপায় আপনা আপনি উপস্থিত হয়, চণ্ডসিংহ হ'তেই আমার ইষ্টসিদ্ধি! এই জীবন্ত লৌহভীমের হাতে পরিত্রাণ পাওয়া কিছু কঠিন; আচ্ছা—

উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞস্তথাপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ,

যদিই নিস্তার পায়, তবে!—ইস্! আমি যে আজ আত্মহারা হয়েছি! নিস্তার পায় পাবে, তাতে ভয় কি? ব্যাপার ত ভারি! একটা কুকুরকে যদি ইচ্ছা ক'ল্লেই মারা যায়, একটা মানুষকে পারা যায় না? মানুষের জীবনেই মহিমা, জন্ম মৃত্যুর প্রণালী পশু পক্ষীর যা, মানুষেরও ত অবিকল তাই! মাটির প্রদীপ যাতে নেবে রত্নপ্রদীপও তাতেই নেবে,—উভয় পক্ষেই এক ফুৎকার! তার জন্য এত চিন্তা! আর যদি দুরূহ কার্য্যই উপস্থিত হয়, তাতেই বা কে পশ্চাৎপদ?

ক ইপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ?

অধ্যবসায়ের বলে সকলেই গুরুতর কার্য্য সাধন ক'র্ত্তে পারে, তাতে যদি বিদ্যাবল থাকে, তবে অতি দুষ্কর কার্য্যও অতি নীরবেই নিষ্পন্ন হয়, আমি এমন ভাবে ইষ্টসাধন ক'র্ব যে ঘুণাক্ষরেও কেহ টের পাবে না। সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য মানুষকে কামরূপী হ'তে হয়, আমার এ ব্রত যতদিন উদ্‌যাপন না হয় আমিও কামরূপী হ'লেম; সে দেখ্‌বে, আমি মনুষ্য আকারে ইতস্ততঃ বিচরণ ক'চ্চি, কিন্তু কখনো আমি আগুন হ'য়ে তার শয়নঘরে লাগব কখনো বা বিষ হ'য়ে দুধে মিশে থাকব, নির্জ্জন পেলে অকস্মাৎ ছুরী হ'য়ে তার বুকে প্রবেশ ক'র্ব, নিস্তার পাবে কতবার

আমার কার্য্য ত উদ্ধার হয়েইছে! (নপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) কি ব'ল্‌ছ? রাত্রি হয়েছে? আহারের সময় হয়েছে? চল যাচ্চি।

( প্রস্থান ).

ভৃত্য। (অগ্রসর হইয়া) হা! কি শুনলেম! আমার বুক যে কাঁপচে; আমি এ বংশের সেবা যে অনেক দিন ক'স্লেম, এরা যে কাজ ক'র্‌ব বলে তা যে কিছুতেই ছাড়ে না! অনঙ্গ! অনঙ্গ! তুমি যে আর নাই! বড় মা! আজ তুমি কোথা! তুমি প্রতিমুহূর্ত্তে যার কল্যাণ ক'ত্তে, দেথ আজ তার কি অকল্যাণ উপস্থিত! রণবীর-সিংহ! তুমি আজ কোথা! তুমি যার মুখ দেখে প্রথম পুত্রবান্ হয়েছিলে, দেথ আজ তার কি দশা! যার জন্মদিনে কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল, দেথ সে আজ আপনার ঘরে দীন হীন কাঙ্গালী! তা ত তুমিই তাকে করেছ, তাতে আমার আক্ষেপ কি? কিন্তু আজ যে প্রবল শত্রু তার প্রাণ অপহরণ ক'ত্তে কৃতসঙ্কল্প? হায়! কৌশলে সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রেও সন্তুষ্ট নয়, প্রাণটা আছে তাতেও লালসা! ধিক্! এ পাপসংসারে আর কি থা'ক্‌তে আছে! এ পাপ অন্ন আর কি খেতে আছে! এ যে নরকযন্ত্রণা হতেও বেশী! তা যাই হ'ক আমার কথা পরে ভাব্‌ব, অনেক সময় আছে, এখন যাই, যার সর্ব্বনাশ উপস্থিত তাকে সাবধান করি গে। আহা! সে যে পরম ধার্ম্মিক, পরম উদার, দয়াবান্, বিনীত, তার এমন বিপদ! হরি! তুমি রক্ষা ক'র, মধুসূদন! বিপত্তিকালে তুমিই নিস্তারকর্ত্তা।

( প্রস্থান )

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী—কালীবাড়ী। কালীপ্রতিমা। সম্মুখে রঙ্গভূমি। পুণ্ডরীক, রঙ্গিনী, সরলা, পারিষদগণ উপবিষ্ট। মল্লগণ। দর্শকবৃন্দ।

মল্ল। আচ্ছন্ন তমালত্বকে শালবৃক্ষ সম
রঙ্গভূমে, চণ্ডসিংহ, আছ দাঁড়াইয়া!
তব নাম শ্রবণে কুণ্ঠিত মল্লকুল,
যেমন ভুজঙ্গবৃন্দ মহামন্ত্রবলে,
লৌহদণ্ডতুল্য তব ও বাহুযুগলে
ধর তুমি কত বল চাহি পরীক্ষিতে।

চণ্ডসিংহ। এ বাহু তুলনা কর লৌহদণ্ড সঙ্গে?
লৌহে কিম্বা এ বাহুতে সার সমধিক
দেখ দেখি,—এই ধর শক্তির পরীক্ষা।
(এক লৌহদণ্ডকে হস্ত দ্বারা
দ্বিধাকরণ ও মল্লহস্তে অর্পণ)।

পারিষদগণ। সাবা'স্! সাবা'স্!

পুণ্ডরীক। বীর বটে।

চণ্ডসিংহ। হইল ত শক্তির পরীক্ষা? ঘরে যাও;
যৌবনের কৌতূহল বড়ই প্রবল,
কিন্তু তাহা চরিতার্থ প্রাণ দিয়া পণ
বল কে করিতে চায়?—যাও, ঘরে যাও।

মল্ল। আদরে দিয়াছ তুমি বীর-উপহার,
দয়া, ভাবি' ধর কিছু প্রতিদান তার।
(অন্য লৌহদণ্ডকে দ্বিখণ্ড করিয়া
চণ্ডসিংহের হস্তে অর্পণ)।

চণ্ডসিংহ। বাহবা! বাহবা!

দর্শকবৃন্দ। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

চণ্ডসিংহ। এস।

( মল্লযুদ্ধ )

মল্ল। ( ভূপতিত )

গেলাম! আমি গেলাম! আঁধার! আঁধার!
কত নক্ষত্র! ও! মল্ল নয়,—দস্যু!

বৃদ্ধ। ( জনতা হইতে সমীপবর্ত্তী হইয়া )
বাবা!

মল্ল। হে আকাশ! অধোদিকে কেন আসিতেছ?
গ্রাসিতে আমায়? ওঃ! ওঃ! গেলাম! গেলাম!

বৃদ্ধ। বাবা! বাবা! কি ব'ল্‌চ?

মল্ল। উঁ—

বৃদ্ধ। ( শ্বাস অনুভব করিয়া )

হা! নাই যে! বিজয় নাই যে! বাবা! বাবা!
জীবন-মন্দির মম করি' অন্ধকার
অকস্মাৎ নিবিলে কি সুখের প্রদীপ!
বিজয়! বাবা! কথা ক! হায়! হায়!
মুখ দিয়া বাহিরিছে রুধিরের ধারা!
শিশুকালে কোলে ল'য়ে নিদ্রাগম কালে
কুশী ক'রে মা তোমার মুখে দুগ্ধ দিলে
ধারাটি যে এই রূপে বাহির হইত,
এই রূপে মাথাটি যে ঢলিয়া পড়িত!

( কোলে লইয়া )

নিস্পন্দ অধরপুট—মুদিত নয়ন—
বাবা, তোর মুখ খানি সুন্দর কেমন!
আহা! বুঝি হইয়াছ ঘুমে অচেতন,
অশ্রুপাত অমঙ্গল করি কি কারণ!
ঘুমাইতে ভাল বাস শৈশব অবধি,
কাঁচা ঘুমে কখনই জাগিতে না পার,
আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া ঘুম হইবে যখন
উন্মীলিত কবিবে ত কমলনয়ন?

পুণ্ডরীক। ( জনেক পারিষদকে )
আর কেন?

পারিষদ। ( অগ্রসর হইয়া )
স্থির হও, নূতন এ নয়,
এছার সংসার পানে পিছন করিয়া
অনন্ত নিয়তি পানে ফিরায়ে বদন
কাল-পথে যে পথিক করিছে প্রস্থান
তার প্রতি বান্ধবের বিফল যতন।
( পরিচারককে ইঙ্গিত )

পরিচারক। বিফল বিলাপ, তাত, স্থির কর মতি,
সবার উপরে, দেখ, প্রবল নিয়তি;
যেতে দাও মানবের চরম আলয়ে।
( শব লইবার উদ্যম )

বৃদ্ধ। বাপের হৃদয় শূন্য করিয়া তনয়
কেমনে লইতে চাও, কেমন নির্দ্দয়!
( বক্ষে শব লইয়া উত্থান )

আয়, বাবা, ঘরে যাই, এস বুকে করি,
উৎকণ্ঠিতা মা তোমার ভাবিতেছে কত ;
যার ধন তারে দিয়া ঋণে মুক্ত হই।

( নিষ্ক্রান্ত )

দর্শক। আহা! এ বৃদ্ধ বয়সে তোমার কপালে এই ছিল!

পারিষদ। ( পরিচারককে ) সঙ্গে সঙ্গে যাও।

( পরিচারক বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত )

রঙ্গিনী। হায়!

সরলা। দিদি, এ কি খেলা! ( চক্ষুঃ-মোচন )

চণ্ডসিংহ। অনেক মল্ল উপস্থিত আছ, কে অগ্রসর হবে হও,—মহারাজ, কেহ যে অগ্রসর হয় না ; তবে—

অনঙ্গ। ( জনতা হইতে অগ্রসর হইয়া ) চণ্ডসিং!

চণ্ডসিংহ। ইস্! আজ যে রঙ্গভূমিতে সাক্ষাৎ ষষ্ঠী দেবীর অধিষ্ঠান। তারা! মা! ইচ্ছাময়ি! এবার কি তুমি শুদ্ধ বালকের রক্তই ইচ্ছা ক'রেছ ?

সরলা। আহা! এ যে পূর্ণিমার চন্দ্র। দিদি, দেখ, দেখ!

রঙ্গিনী। সরলা!

ক্ষুধায় করিলে রাহু বদন ব্যাদান
সুধাময় ধরা দেন,—বিধির বিধান।

সরলা। আহা, এর বয়স যে নিতান্তই অল্প, কিন্তু আকার ইঙ্গিতে বোধ হয় এ যেন পা'র্‌বে।

পুণ্ডরীক। ওকে ডাক ত এখানে।

অনঙ্গ। ( অভিবাদন পূর্ব্বক ) মহারাজ, কি আজ্ঞা হয়।

পুণ্ডরীক। বাপু, চণ্ডসিং বড় দুর্জ্জয়, এর শক্তির পরিচয় ত সমক্ষেই পেলে, আমি বলি তুমি ক্ষান্ত হও।

অনঙ্গ। মহারাজ, দে'খ্‌লাম একজনের কি দশা হ'ল, আমারও তাই হ'তে পারে ; কিন্তু রাজসমক্ষে, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে, পরাক্রান্ত শত্রু হস্তে যদি এ প্রাণ যায়, সে আমার প্রার্থনীয় ; মহারাজ, এই অসংখ্য জনতার মধ্যে কেহ যদি একটি মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট, অন্যত্র মৃত্যু হ'লে আমার ভাগ্যে তাও ঘ'ট্‌বে না।

পুণ্ডরীক। বাপু, মানবদেহটা এত মুক্ত হস্ত হ'য়ে দিবার বস্তু নয়, রা'খ্‌লে অনেক উপকারে আ'স্‌বে, তাই বলি ক্ষান্ত হও, এতে দোষ নাই।

অনঙ্গ। মহারাজ, একেই এ জীবন একান্ত ভারাক্রান্ত, তাতে এ লজ্জাভার পড়িলে আর বহন করা যাবে না। আমার প্রার্থনা, আজ আমি ভগ্নমনোরথ না হই।

পুণ্ডরীক। তবে আর কি ব'ল্‌ব ? তুমি আপন কর্ম্মের ফল ভোগ কর গে, সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মের ফলভাগী হয়।

পারিষদ। মহারাজ, যখন যার কাল পূর্ণ হয়, হিতবাক্য তার মনে স্থান পায় না।

সরলা। বাবা, সম্মুখে এক জন প্রাণ দিতে যাচ্চে, আমি একবার নিবারণ ক'র্‌ব ?

পুণ্ডরীক। মা, তাতে আমার নিষেধ কি ?

সরলা। দেখ, ও তোমা অপেক্ষা বয়সে কত বড়, ওর সঙ্গে তোমার দ্বন্দ্ব কি সাজে ? তুমি সমান বয়সের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী

দেখে নিলে কেহই ত কিছু ব'ল্‌ত না, তোমার ভালোর জন্যই ব'ল্‌চি, তুমি ক্ষান্ত হও।

রঙ্গিনী। ক্ষান্ত হও, তাতে তোমার কিছু অগৌরব হবে না, আমরা মহারাজকে বলি, খেলা এখনি বন্ধ হ'ক।

অনঙ্গ। আপনারা ক্ষমা করুন, আপনাদের মত দয়াশীলা মহিলার অনুরোধ অবহেলা করা অত্যন্তই অপরাধ, আপনারা স্বীয় গুণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; দেখুন, ও আমার অপেক্ষা ক'চ্চে, অনুমতি করুন, ওর নিকটে যাই। আপনারা যে দে'খ্‌বেন, তাতেই আমি চরিতার্থ, পরে আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে; যদি পরাস্ত হই, অপদস্থ হব সত্য, কিন্তু আমি ত পদে পদে অপদস্থ, গৌরব কাকে বলে তা ত কখনও জানি নাই। যদি ওর হাতে আমার প্রাণ যায়, আমি ত প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত; তাতে কারও কিছু মাত্র ক্ষতি হবে না, আমার এমন কেহ নাই, যাকে এক বিন্দু অশ্রুপাত ক'র্ত্তে হবে; এ সংসারেরও কোন ক্ষতি হবে না, এ বিশ্বব্যাপী সংসার-বৃক্ষের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই, আমি একান্তই বৃন্তহীন, কঠোর বায়ুভরে ইতস্ততঃ পরিচালিত হ'চ্চি, পতনেই আমার বিশ্রাম, আমার পতনই মঙ্গল। অনুমতি করুন, আমি যাই।

সরলা। তবে যাও, জয়লাভ কর; আমার শরীরে যে শক্তিটুকু আছে, যদি দিবার হ'ত, তোমাকে দিতাম; ঐ আদ্যাশক্তি তোমায় শক্তি দিন।

রঙ্গিনী। অভয়া তোমায় অভয় দিন, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

চণ্ডসিংহ। নূতন তোমার বটে যৌবন উদয়,

কিন্তু, ভাই, বসুন্ধরা জননী সমান,
শয়নের অভিলাষ ইহার উপর
সম্পর্কবিরুদ্ধ অতিশয় ; ক্ষান্ত হও।

অনঙ্গ। আগে পর-পরাভব পরে পরিহাস,
এই ত পুরুষকুলে পূর্ব্বাপর রীতি ;
তুমি যে এখনি ব্যঙ্গ আরম্ভ করিলে !

চণ্ডসিংহ। হাঃ হাঃ, বালকটি বাগ্‌যুদ্ধে দিগ্বিজয়ী। এস, ভাই এস।

রঙ্গিনী। যে বালক চানূরকে দমন করেছিলেন, আজ তিনি বালকের সহায় হ'ন।

সরলা। আহা, যদি মণিমন্ত্র জা'ন্‌তেম, অদৃশ্য হ'য়ে এই চণ্ডের হাত পা এখনি চেপে ধ'র্‌তেম।

( মল্লযুদ্ধ আরম্ভ )

রঙ্গিনী। সরলা! কি চমৎকার!

সরলা। চণ্ড! এইবার তোমার দর্প চূর্ণ!

( দর্শকবৃন্দের জয়শব্দ, চণ্ডসিংহ ভূপতিত )

পুণ্ডরীক। আর না, আর না।

অনঙ্গ। মহারাজ, আমারও তাই নিবেদন,—একবার নিশ্বাস ফেলি।

পুণ্ডরীক। চণ্ডসিংহ, কেমন আছ ?

পারিষদ। মহারাজ, এর বাক্‌শক্তি নাই।

পুণ্ডরীক। ওকে বাহিরে নিয়ে যাও। কে তুমি, বাপু, কি নাম ?

অনঙ্গ। মহারাজ, আমি স্বর্গীয় রণবীরসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, অনঙ্গ।

পুণ্ডরীক। রণবীরসিংহের পুত্র তুমি? সকলে তাঁকে ভাল ব'ল্‌ত, কিন্তু চিরকালটি আমার অনিষ্টাচরণ করেছেন; যদি অপরের পুত্র হ'তে, আজ তোমার পরাক্রমে বড়ই প্রীত হ'তেম।

( পারিষদবর্গ সহ পুণ্ডরীক নিষ্ক্রান্ত, দর্শকবৃন্দের প্রস্থান )

অনঙ্গ। মহারাজ! যেন জন্মে জন্মে তাঁরই পুত্র হই; তোমার এ রাজ্যপদ পেলেও সে সৌভাগ্য ছা'ড়্‌তে চাই না।

সরলা। দিদি, এই কি রাজার উচিত? আমার মুখে ত অমন কথা কখনই আ'স্‌ত না।

রঙ্গিনী। রণবীরকে বাবা প্রাণের তুল্য ভাল বা'স্‌তেন, কে না তাঁকে প্রাণের তুল্য ভাল বেসেছে? আগে যদি জা'ন্‌তেম ইনি রণবীরসিংহের পুত্র, আমি কি রঙ্গ ভূমে যেতে দিতাম? মিনতি ক'রে, অশ্রুপাত ক'রে, যেরূপে হ'ক, আমি নিবারণ ক'র্ত্তেম।

সরলা। দিদি, ওর ম্লান মুখখানি দেখে আমার প্রাণ যে কেমন ক'চ্চে; এস, দুটো কথা ব'লে সান্ত্বনা করি গে। (অনঙ্গের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া) যে কার্য্য কেহ কখনও পারে নাই, তা আজ তুমি ক'রেছ, বোধ হয় বিধাতা তোমায় সর্ব্বগুণেই ভূষিত করেছেন, যে ভাগ্যবতী তোমায় বরণ ক'র্‌বে, সে বড় সুখেই থাক্‌বে।

রঙ্গিনী। আমারও ভাঙ্গা কপাল, বড় খেদ রইল আজ গুণের পুরস্কার দিতে পাল্লেম না। ব'ন, যাবে?

সরলা। চল,—আমরা তবে আসি।

অনঙ্গ।　　একটি উত্তর মম মুখে না আইল!
সহসা রসনা কেন বিবশ হইল?
হৃদয় আমারে বুঝি গিয়াছে ছাড়িয়া,
মাটির পুতলি বুঝি এই দাঁড়াইয়া!

রঙ্গিনী। সরলা! বুঝি আমাদিকে ডা'ক্‌ছে; বা'ন্, যে দিন আমার কপাল ভেঙ্গেছে, সে দিনই আমার মান অভিমান ঘুচে গেছে; আয়, ও কি বলে, জিজ্ঞাসা করি। (অনঙ্গের সমীপ-বর্ত্তিনী হইয়া) তুমি কি আমাদের ডা'ক্‌লে? আজ তুমি অসাধ্য সাধন ক'রেছ—শুধু শত্রুর উপর কেন, অনেকের উপরেই আজ তোমার জিত।

সরলা। দিদি, যাবে?

রঙ্গিনী। চল,—আমরা আসি, ভগবান্ তোমায় কুশলে রাখুন।

(রঙ্গিনী ও সরলা নিষ্ক্রান্ত)

অনঙ্গ।　　হাহা ধিক্! অনঙ্গ! অনঙ্গ! হতভাগ্য!
এ কেমন অবসাদ তোমারে ঘটিল?
পূর্ণসুধাকরমুখী অনঙ্গ-মোহিনী
আলাপ-অমিয়-দানে তুষিতে চাহিল,
একটি বচন তব মুখে না স্ফুরিল!
কে তোমায় অভিভূত এমন করিল?
চণ্ডসিংহ, অঙ্গ যার অয়সে গঠিত?—
অথবা আয়ুধ যাঁর কুসুমে রচিত?

(পারিষদের প্রবেশ)

পারিষদ। মহাশয়, আমায় আপনার একজন সুহৃৎ জা'ন্‌বেন

আপনার মঙ্গলের জন্য বলি, এ স্থানে অধিকক্ষণ থাক্‌বেন না। আজ আপনার অসাধারণ পরাক্রমে সকলেই পরম প্রীত, কেবল মহারাজ সকলি বিপরীত দে'খ্‌ছেন। ওঁর যা প্রকৃতি, আপনি অনুমান করিলেই ভাল হয়, আমার বলা উচিত নয়।

অনঙ্গ। আপনাকে আমার সহস্র ধন্যবাদ। মহাশয়, কুমারী-দ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি মহারাজের কন্যা?

পারিষদ। আচরণে কোনটিই নন। বস্তুতঃ ছোটটি এঁর কন্যা—সরলা, বড়টি জ্যেষ্ঠ মহারাজের কন্যা—রঙ্গিনী। দুই ভগিনীতে অসাধারণ সদ্ভাব, সহোদরা ভগ্নীদের মধ্যেও তেমন দেখা যায় না, এজন্য মহারাজ এখনও রঙ্গিনীকে বাড়ীতে রেখে-ছেন; কিন্তু সম্প্রতি মনে মনে বড়ই অপ্রসন্ন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেটা শীঘ্রই প্রকাশ পাবে।

অনঙ্গ। অপরাধ?

পারিষদ। কুমারী অতি সাধুশীলা, তাই সকলে তাঁর সুখ্যাতি করে, অনাথা ব'লে সকলেই তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, এই মাত্র অপরাধ। এখন তবে আসুন, ভগবান্ যদি সুদিন দেন, ভালো ক'রে পরিচয় হবে।

( অবগুণ্ঠনবতী সখীর প্রবেশ )

অনঙ্গ। আচ্ছা আসুন, আমিও যাই; আপনার অনুগ্রহ চিরকাল স্মরণ থাক্‌বে।

( পারিষদ নিষ্ক্রান্ত )

সখী। ( সম্মুখীন হইয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক ) কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন।

( অনঙ্গের কণ্ঠে হারদান )

অনঙ্গ। এ কি ?

সখী।　রঙ্গিনীর উপহার এ রতনহার
দয়া ভাবি' রাখিবেন কণ্ঠে আপনার।

অনঙ্গ। সখি! জাগরণে দেখিলাম অপূর্ব্ব স্বপন,
কুমারীসমীপে তাহা করিও কীর্ত্তন ;
যেন যুবা একজন কণ্টকের বনে
দেখিলাম দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ বদনে,
বিন্দু বিন্দু রুধিরে রঞ্জিত কলেবর
ভীষণ জ্বলনে যুবা বিষম কাতর,
মস্তক উপরে তার প্রচণ্ড তপন
করিতেছে বরিষণ প্রখর কিরণ,
নীলাম্বর তটে যেন এমন সময়
হেমকান্তি পয়োধর হইল উদয়,
তার তটে যেন এক নয়নরঞ্জন
অপার্থিব ভুজলতা দিল দরশন,
চম্পককোরকনিভ অঙ্গুলি সুঠাম,
বিলম্বিত যেন তাহে মন্দারের দাম ;
দেখিতে দেখিতে মালা নামিয়া ভূতলে
বেষ্টিত হইল যেন অভাগার গলে,
কি বলিব কিবা গুণ ধরে দিব্য মালা
পলকে করিল দূর তাপ তৃষ্ণা জ্বালা।

সখী।　জগতে এ বড় নূতন নয়
কপাল ফিরিলে এমনি হয়।

(প্রস্থান)

অনঙ্গ। রাজার ভ্রূকুটীরাজী করি' দরশন
লাগিছে গরল তুল্য এ রাজভবন,
রঙ্গিনী-লাবণ্য-জলে ধৌত এই পুরী
ধরিতেছে পুনরায় অপূর্ব্ব মাধুরী,
যাই যাই শত বার হইতেছে মনে
তবু কেন স্থির ভাবে র'য়েছি এখানে ?
সৌরভে আকুল অলি কেতকে বসিল
কুসুমরজসে অন্ধ তখনি হইল,
রহিতে না পারে অলি যাইতে না পারে,
সে দশা কেন রে, বিধি, ঘটালি আমারে ?
এই যে সম্মুখে মম চিন্তার সাগর,
ইহার তরঙ্গ কত গণি নিরন্তর ?
ঐ যে সৌধের শিরে সন্ধ্যারুণহাসি
শ্বেত শতদলে যেন করবীর-রাশি।
ঘরে যাই, আয় চিন্তা, সঙ্গে সঙ্গে আয়,
ঘরে যাব ? হায় ধিক, তাই বা কোথায় ?

( চিন্তা )

শৈশবের হাসি মোর, শৈশবরোদন,
নবজাত অগণিত অস্ফুটবচন
মাখা আছে সে গৃহের প্রাচীরে প্রাচীরে,
কোন্ প্রাণে আজি আমি ত্যজিব তাহারে ?

( ঊর্দ্ধে চাহিয়া )

অই যে তারকাকুলে পুরিল অম্বর,
তারকানিকর কিম্বা অমরীনিকর ?

উহাদেরি কর্ণচ্যুত কুবলয়গণ
স্তবকে স্তবকে বুঝি ছাইছে ভুবন ?

( নীরব )

এক দিকে রাজা মম, অন্য দিকে ভাই,
সম্মুখে রজনী অই, আমি কোথা যাই !

( কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া )

সুখে থাক ভাই তুমি, থাক রাজ্যেশ্বর,
গেহ ছাড়ি' চলিলাম দেশদেশান্তর,
পশি' কোন দূরবর্ত্তী বিপিন বিজন
আপনার সুখে দুঃখে বঞ্চিব জীবন।
হা রঙ্গিনী !

( নিষ্ক্রান্ত )

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্তঃপুরের এক কক্ষ।
পর্য্যঙ্কে রঙ্গিনী ও সরলা উপবিষ্ট।

সরলা। দিদি, অমন নীরবে থাক কেন ? এমন ত ছিলে না।

রঙ্গিনী। কি ক'র্‌ব, ভাই, বল ত তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি।

সরলা। তোমার মুখখানি অমন মলিন দে'খ্‌লে আমার প্রাণ কেমন করে। তোমার পায়ে পড়ি, আমার সঙ্গে দুটো কথা ও। দিদি, যদিও বাবা লোভের বশীভূত হ'য়ে তোমার রাজ্য

আত্মসাৎ ক'রেছেন, তিনি লোকান্তরিত হ'লে আমি তোমার রাজ্য তোমাকেই দিব।

রঙ্গিনী। আমি, ভাই, ও মাটির বোঝার কথা ভাবছি না।

সরলা। তবে কি বনবাসী পিতার কথা ভাব?

রঙ্গিনী। আমার বাবার কথা আর ভাবি 'না, আর এক জনের।

সরলা। কার? আমার বাবার কথা ভাব বুঝি?

রঙ্গিনী। তোমারও নয়।

সরলা। তবে কার?

রঙ্গিনী। যে আমায় মা ব'ল্‌বে, তার।

সরলা। দিদি, রঙ্গিনি, তুমি কত রঙ্গই জান, আমি সরলা, আমার কি সাধ্য, তোমার রঙ্গ বুঝি? তা, দিদি, কথাটা কি সত্য? না, শুধুই ব্যঙ্গ?

রঙ্গিনী। ছোট ব'নটির সঙ্গে ব্যঙ্গ? সে কি কথা'!

সরলা। যদি সত্যই হয়, এই বেলা সাবধান; প্রণয়কে মুখেই স্থান দিয়া ভাল, কাজ কর্ম্ম না থাকিলে প্রেমের কথায় বেশ সময় কাটে; কিন্তু আর অধিক দূর যেতে দিয়া উচিত নয়, হৃদয় পর্য্যন্ত গেলে বড় অসুখ।

রঙ্গিনী। শুধুই অসুখ? প্রণয়ে কি সুখ নাই?

সরলা। আছে বই কি; ভুজঙ্গের ফণায় মাণিকও থাকে, গরলও থাকে, কিন্তু মাণিক ক জনে পায়? গরল অনেকের ভাগ্যেই ঘটে। তাই বলি, ও ভুজঙ্গকে শৈশবে দমন করাই ভাল।

রঙ্গিনী। চানুমথনে পীরিতি-ভুজগ

শরণ লইল, সই,

আমি গোপবালা,　তাহার দমনে
শকতি আমার কই ?

সরলা। চাঁদূর কে দিদি ? চণ্ডসিং বুঝি! ও মা! অনঙ্গকে এক্‌বার দে'খেই যে তোমার প্রাণ অনঙ্গগত হ'ল!

রঙ্গিনী। ভাই, রণবীরকে বাবা কত ভাল বাসতেন, আমি তাই অনঙ্গকে ভাল বাসি।

সরলা। আমার বাবার সঙ্গে রণবীরের শক্রতা ছিল, তবে আমিও অনঙ্গের শক্র হই ?

রঙ্গিনী। না, ব'ন, আমাকে যদি ভাল বাস, অনঙ্গকেও ভাল বে'স।

সরলা। সত্যই, দিদি, সকলে আপন আপন কপালে খায়, আমি আজন্ম যত্ন ক'রে যে মনটি পাই নাই, একজন আগন্তুক তা আঁখির পলকে হস্তগত ক'রে চ'লে গেল!

রঙ্গিনী। সরলে, তুই আমার মাতৃদুগ্ধ, তুই আমার রক্তের সঙ্গে শিরায় শিরায় প্রবেশ ক'রেছিস, আমার হৃদয়কে সবল ক'রে রেখেছিস্, কিন্তু, ভাই, সময়ে ত অন্নও চাই, নতুবা ত প্রাণীর প্রাণ থাকে না।

সরলা। ওহো, বুঝেছি বুঝেছি, প্রথম যৌবনের ক্ষুধা বড় দারুণ ক্ষুধা, তোমাকে সেই ক্ষুধা ধ'রেছে! অনঙ্গ! কোথা আছ, শীঘ্র এস, দিদির উদরটি পূর্ণ করিয়া দাওসে, ইনি ত আর শূন্য উদরে থা'কৃতে পারেন না, যদি বিলম্ব কর, হয়ত ইনি ক্ষুধার চোটে ইটে কামড় দিবেন।

রঙ্গিনী। চুপ্, চুপ্, দেখ কে আস্‌ছেন্।

সরলা। তাই ত্, আজ যে বড় রাগ রাগ।

( পুণ্ডরীকের প্রবেশ )

পুণ্ডরীক। তোমায় পালিতে আমি অক্ষম এখন।

রঙ্গিনী। আমায়, কাকা?

পুণ্ডরীক। তোমায়, বাছা।

রঙ্গিনী। মহারাজ,

যাঁর নাম উচ্চারণে লক্ষ লক্ষ জন
সুখে উপার্জ্জন করে গ্রাস আচ্ছাদন
তিনি কি কাতর মম গ্রাস আচ্ছাদনে?

পুণ্ডরীক। অখণ্ড রাজত্ব সহ দেহটি আমার
গ্রাসিলে তোমার হয় উদর পূরণ,
সামান্য ত গ্রাস তব নয়, তাহে তুমি
চাহ দিতে চাতুরীর গাঢ় আচ্ছাদন,
তোর গ্রাস আচ্ছাদনে বড় ভয় করি!
সপ্তাহ ভিতরে যাও দূর দেশান্তর,
প্রাণে যদি থাকে সাধ, অন্যথা না কর।

রঙ্গিনী। দেব,

এ দারুণ অনুমতি কি হেতু হইল?
কি দোষে দোষিনী আমি ও রাজচরণে?
আপনি পিতার ভ্রাতা পিতার সমান,
সখী সরলার পিতা পিতার সমান,
অশন বসন দানে পিতার সমান,
ঈশ্বর জানেন আমি পিতারি সমান
চিরকাল হৃদয়েতে ভাবি আপনারে;
আমারে বিমুখ কেন হবেন আপনি?

যদ্যপি মাগিয়া থাকি কভু কুশাঙ্কুরে
লেশমাত্র ব্যথা দিতে ও রাজচরণে ;
সেই কুশাঙ্কুর যেন হইয়া অশনি
দগ্ধ করে, চূর্ণ করে আমায় এখনি।

পুণ্ডরীক। হৃদয়েতে কালকূট, মুখেতে অমৃত,
কুটিলের চিরকাল ইহাই চরিত।

সরলা। বাবা!
সভাগৃহে দোষীরে মরণদণ্ড দিতে
বদনমণ্ডলে দেখি যে কঠোর ভাব,
কেন তাহা ধরিয়াছ এখানে এখন ?
চিরকাল এ আলয়ে যে রঙ্গিনী আলো,
তাহার এমন দশা কি হেতু করিবে ?
শত শত অপরাধী আর্ত্তনাদ করি'
করিতেছে প্রাণত্যাগ দক্ষিণ মশানে
তারাও যে ভাগ্যধর রঙ্গিনী হইতে!

পুণ্ডরীক। কিসে ?

সরলা। এক দণ্ডে তাহাদের দুঃখ-অবসান,
পায় তারা রাজদ্বারে একই মরণ,
দণ্ডে দণ্ডে রঙ্গিনী মরণ নব নব
করিবে যে অনুভব এ দণ্ড হইতে।

পুণ্ডরীক। সরলে! নিরস্ত হও, তোমারি লাগিয়া
রাখিলাম রঙ্গিনীরে গৃহে এতদিন,
নতুবা পিতারি সঙ্গে দিতাম বিদায়।

সরলা। তখন ত করি নাই আমি অনুনয়,

এতদিন অভাগীরে গৃহে কেন স্থান
দিলে তুমি ?—সে ত, দেব, তোমারি করুণা,—
দিলে যদি, এবে কেন দূর কর তারে ?
সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মরালীযুগল
যেমন যাপন করে দিবসযামিনী,
তেমনি রঙ্গিনী সঙ্গে আছি আশৈশব,—
একত্র ভোজন, এক শয়নে শয়ন,
একত্রই উভয়ের ক্রীড়া অধ্যয়ন ;
রঙ্গিনীবিরহে আমি কেমনে রহিব ?
তুমি ত্যজ রঙ্গিনীরে, আমি ত নারিব,
সরলাও যাইবে রঙ্গিনী যদি যায়।

পুণ্ডরীক। সরলে, অবোধ তুমি, আপনার হিত
না পার বুঝিতে কভু,—এ ভাস্করবিভা
নির্ব্বাসন-বিভাবরী ঢাকিবে যখন,
মৃদুল তারাটি তুমি দীপ্তিমতী হবে,
অবাধে করিবে তৃপ্ত জগত-লোচন। (নিষ্ক্রান্ত)

সরলা। হা রঙ্গিনি! অভাগিনী ভগিনী আমার! তুমি, কোথা যাবে ?

রঙ্গিনী। দিদি, চুপ কর, বিধাতা বজ্রলেখনীতে আমার ললাটে যা লিখেছেন, তা কি চক্ষুর জলে ধুয়া যাবে ? কাঁদিলে কি হবে, দিদি, চুপ কর।

সরলা। হা তাত! হা নিষ্ঠুর! এ মুখখানি দে'খে কেমন ক'রে তুমি নির্ব্বাসন দণ্ড উচ্চারণ ক'ল্লে ?

রঙ্গিনী। দিদি, কারো দোষ নাই, আমার কপালের দোষ,

যে বিধাতা আমায় সৃজন করেছেন, সৃজন ক'রে এখন পর্য্যন্ত জীবিত রেখেছেন, সেই বিধাতার দোষ।

সরলা। তা মহারাজের অসাধ্য কি? আমি যে তাঁর কন্যা, আমাকেও ত তিনি নির্ব্বাসিত করেছেন, তা কি তুমি জান না?

রঙ্গিনী। তা তিনি করেন নাই।

সরলা। করেন নাই? দিদি, এই তোমার ভাল বাসা! তোমার নির্ব্বাসন কি আমার নির্ব্বাসন নয়?

রঙ্গিনী। বালাই, দিদি, বিধাতা জন্মে জন্মে তোমার কপালে সে দুঃখ না লিখুন—সে কি সামান্য দুঃখ, মনে হ'লেও গা কাঁপে।

সরলা। তবে তুমি একান্তই একাকিনী যাবে?

রঙ্গিনী। অবশ্যই তা যাব; আমার ভাগ্যের ফল তুমি কেন ভোগ ক'র্‌বে?

সরলা। তোমার ভাগ্য আর আমার ভাগ্য কি ভিন্ন? আমায় কি একান্তই সঙ্গে নেবে না?

রঙ্গিনী। একান্তই না। একাই যাব; যেখানেই থাকি, তুমি সুখে আছ, শুন্‌লে আমার অনেক দুঃখ দূর হবে।

সরলা। তবে আমার মনে যা আছে আমিও তাই ক'র্‌ব।

রঙ্গিনী। কি মনে ক'রেছ?

সরলা। তুমিও প্রবাসযাত্রা ক'র্‌বে, আমিও পরলোকযাত্রা ক'র্‌ব।

রঙ্গিনী। সে অনেক দূর।

সরলা। কিন্তু পথ খুব সরল।

দুর্লভ ত নয়, দিদি, এক গাছি গুণ,
ভেবে দেখ তার কত চমৎকার গুণ,

মানব তাহারে যদি আলম্বন করে,
পলকে চলিয়া যায় দূর লোকান্তরে।

রঙ্গিনী। তা অপেক্ষা আমার সঙ্গেই চল।

সরলা। পথে এস, মনোরথসিদ্ধির উপায় কর। কোথা যাই বল দেখি? চল, তপোবনে যাই—সেখানে রাজ্যেশ্বর আছেন।

রঙ্গিনী। সে যে অনেক দূর; আমরা দুজনেই বালিকা, সে দুর্গম পথে যাব কিরূপে? এ পোড়া সংসারে যে ধনের অপেক্ষা রূপের চোর বেশী।

সরলা। ভাই,

অঙ্গে দিব মলিন বসন আবরণ,
কালামুখে দিব কালী এক এক ছোপ,
কুশলে বাহিয়া যাব সুদূর সে পথ।

রঙ্গিনী। না হয় ধরিব আমি পুরুষের বেশ,
অধিক অভয় তায় হইব উভয়ে,
লইব ধনুক হাতে, পৃষ্ঠে লব তূণ,
দুলাইব কটিতটে চিক্কণ কৃপাণ,
অন্তরের ভীরুভাব রহিবে অন্তরে,
সদর্পে কহিব কথা পুরুষের স্বরে;
নরসিংহ-অবতার আছে কত যুবা,
সিংহের সমান শুধু মুখখানি ধরে,
আর সব আমারি মতন;
মানবসমাজে পূজা তাহারাও পায়,
আমি কেন পাইব না? সঙ্গে রবে তুমি,
যথা যাব তথা যাবে স্নেহের লতাটি;

রামচন্দ্র সঙ্গে যথা জনকনন্দিনী
যথা দেবী দময়ন্তী পুণ্যশ্লোক সঙ্গে
'পশিবে অরণ্যে তুমি আমার সহিত ;
সহোদর সহোদরা দিব পরিচয়,—
আদরের ব'ন তুই, দাদা আমি তোর।

সরলা। পুরুষ হইয়া তুমি কি নাম ধরিবে ?

রঙ্গিনী। পেয়েছি উত্তম জ্ঞান, জ্ঞান মোর নাম।

সরলা। আমি হব অহল্যা পাষাণী।
দেখ, দিদি,
বহুমূল্য রত্ন আর বসন ভূষণ
লইতে হইবে সঙ্গে ;
আর দেখ,
যবে পুরী পরিহরি' করিব গমন,
রাজার কিঙ্করগণ প্রাণ করি' পণ
করিবে আমার অন্বেষণ ;
বল দেখি, অব্যাহতি পাইব কেমনে ?

রঙ্গিনী। থাকুক তাহার ভার আমার উপরে,
জ্ঞানের যে অনুগামী তারে কেবা ধরে ?

সরলা। দূরে যা'ক বিষাদ ; সাধের বনবাসে
চল যাই তুই ব'নে মনের উল্লাসে।

( পট ক্ষেপণ )

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর এক কক্ষ।

পুণ্ডরীক, অমাত্য ও পারিষদগণ।

পুণ্ডরীক। কারও চক্ষে পড়ে নাই! অসম্ভব কথা! ধূর্ত্তলোকে রাজসংসার পরিপূর্ণ, তাদেরই সাহায্যে কার্য্যটি সম্পন্ন হয়েছে, কোনও সন্দেহ নাই।

অমাত্য। মহারাজ, সে পক্ষে অনুসন্ধানের ত্রুটি হয় নাই; কেহই ত বলে না 'কুমারীকে প্রস্থানকালে দেখেছি।'

পারিষদ। আশ্চর্য্য! গত রাত্রে দাসীরা দেখেছে কুমারী যথা-সময়ে শয়ন করেছেন, প্রভাতে দেখে শয্যা শূন্য।

অমাত্য। মহারাজ, কুমারীদের সহচরী হেমাঙ্গিনী দেবী ব'ল্‌চেন, ইদানীং তাঁরা রণবীরসিংহের পুত্র অনঙ্গের প্রশংসা সর্ব্বদাই ক'ত্তেন, গোপনে তারই কথায় কাল যাপন ক'ত্তেন, হেমাঙ্গিনীর বিশ্বাস, যেখানে তাঁরা আছেন, অনঙ্গ সঙ্গে আছে।

পুণ্ডরীক। সে নাগরকে তবে এখানে উপস্থিত কর; দেখ, তার কি হয়। তাকে না পাও, তার ভাইকে আন, তার দ্বারাই

তার অন্বেষণ হবে। আর প্রাণপণে এ নির্ব্বোধ বালিকার অন্বেষণ কর। সর্ব্বত্র ঘোষণা কর, সর্ব্বত্র গুপ্তচর পাঠাও, শীঘ্র তার উদ্দেশ হওয়া চাই।

অমাত্য। মহারাজ, দিগন্তগামিনী রাজদৃষ্টিকে কতক্ষণ অতিক্রম করা যায়? কুমারী শীঘ্রই প্রত্যাগত হবেন।

( পট ক্ষেপণ )

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

মৃগয়ুবেশে রাজা ও পারিষদগণের প্রবেশ।

রাজা। সর্ব্বাঙ্গে লেপন করি' তুষার বিভূতি,
এস এস তপোবনে পবন সন্ন্যাসী,
তব আলিঙ্গনে
হবে তনু কম্পিত সঘনে,
তবু তব আলিঙ্গন বড় প্রীতিকর,
দুর্জ্জনের আলিঙ্গনে নরক দুস্তর।

১ম পারিষদ। কেবা ধন্য ধরাধামে আপনার সম?
হেন দারুণ দুর্দ্দিনে
হৃদয়মন্দির যাঁর
শান্তিদেবী নারিল ত্যজিতে,
বিশাম্পতে!
কেবা তাঁর তুল্য পুণ্যবান্?

রাজা। মৃগবধ করিবে কি? চল যাই তবে;
কিন্তু দেখ,
কুরঙ্গ-গৃহস্থবৃন্দ পরম উদার
আরামে বসতি করে কানন আলয়ে,
মাংসল শরীরে কিবা
চিত্রিত চিক্কণ আবরণ,
শরজাল তদুপরি করিতে মোচন
বড় ব্যথা পাই মনে।

২য় পারিষদ। কি বলিব, দেব,
এ কারণে যাদব আক্ষেপ করে যত,
সে বলে, সবলে হরি' সর্ব্বস্ব যে জন
আমা সবে পাঠাইল বন,
ততোধিক অত্যাচারে আমরা নিরত;
যার দেশে করি বাস
তারি প্রাণনাশ,
অতিথির ধরম এ নয়।

রাজা। কোথায় সে?

৩য় পারিষদ। তপোবনতটে, দেব, আছে বটতরু—
পুরাণ-তাপস-মূর্ত্তি,
জটাজূটধর;
বিহঙ্গনিচয়-মুখে
উঠে তায় উভয় সন্ধ্যায়
মধুর স্বাধ্যায়-ধ্বনি;
ললিত তরঙ্গ-কারে

করি’ তার চরণ-বন্দনা
স্তুতি করি’ কুলু কুলু স্বরে
নম্রমুখী বনতরঙ্গিনী
চলিয়াছে সুমন্দগমনে ;
আজি দিবা দুপহরে
যাদব শয়নে ছিল সেই বটতলে ;
হেন কালে
ব্যথিত কিরাতশরে একটি হরিণ
আসিয়া পুলিনে
হেঁটমুখে দাঁড়াইল স্রোতঃ-সন্নিধানে ;
অশ্রু-মুক্তাফল
উছলিল সরল নয়নে,—
অবিরল
ঝরিল তটিনীবুকে ;
রোমশ তনুটি তার সবলে বিস্ফারি’
স্থূল স্থূল দীর্ঘশ্বাস কতই বহিল !
যাদব তন্ময় হ’য়ে দেখিতে লাগিল।

রাজা। কি বলিল ?

৩য় পারিষদ। মৃগটিরে কহিল সে,
‘তুমি, মৃগ, অতি বিচক্ষণ,
মরমে বেদনা পেয়ে
তিয়াগি’ সুহৃদগণে, তিয়াগি’ স্বজনে,
আসিয়াছ কাঁদিতে বিজনে।’
আবার কহিল,

'তটিনী ধরিতে নারে আপন সলিল,
উহারে সেবিছ কেন নয়নসলিলে?
বিধি যারে ধন দিল রাশি রাশি
তারে উপহার দিতে
সবে অভিলাষী!'
অচিরে কুরঙ্গযূথ
খাইয়া বিমল জল নবদূর্ব্বাদল
বিপুল উল্লাসে সেথা
লম্ফে লম্ফে ধাইয়া আইল;
মৃগটির পানে
একবার কটাক্ষ হানিয়া
লম্ফে লম্ফে সকলে হইল তিরোহিত,
একাকী সে কাঁদিতে লাগিল।
যাদব কুরঙ্গদলে কহিল তখন,
'হে সম্ভ্রান্ত পৌরগণ!
যাও, চলি যাও,
দাঁড়াইয়া অই যে কাঙ্গাল
কি কাজ উহার পানে ফিরায়ে নয়ন?
দেখিতে দুখীর মুখ
পারে কি হে সুখিজন?'
মৃগচ্ছলে মানবের কুরীতি কুনীতি
হেন রূপে আলোচনা করিতে লাগিল;
কিবা রাজা, রাজমন্ত্রী, কিবা কৃষিজীবী,
সবারে কটাক্ষ করি' কত যে কহিল,

সকল স্মরণ নাই।

রাজা। লাগে বড় ভাল
তাঁর মুখে জ্ঞানের বচন,
চল যাই তাহারি নিকটে।

৩য় পারিষদ। আসুন,—এই পথে।

( সকলে নিষ্ক্রান্ত )

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর এক কক্ষ।

পুণ্ডরীক, অমাত্য, পারিষদগণ ও অরবিন্দ।

পুণ্ডরীক। একবারে নিরুদ্দেশ! অতি অগ্রাহ্য কথা! আমারি দয়ার শরীর, নতুবা এই দণ্ডেই প্রতিফল দিতাম, সে যেন পলায়িত, তুমি ত উপস্থিত আছ। যা হউক প্রাণপণে তার অন্বেষণ করগে; জীবিত পার, মৃত পার, সম্বৎসর মধ্যে তাকে রাজদ্বারে উপস্থিত করা চাই; যদি না পার, আমার রাজ্যে আর স্থান পাবে না। তোমাদের অভিসন্ধি আমার অজ্ঞাত নাই; যাবৎ অনঙ্গের মুখে সমুদয় জ্ঞাত না হই, তাবৎকাল তোমার বাটী, স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আমার অধিকারভুক্ত রহিল। অমাত্য, যোগ্য রাজপুরুষেরা এ বিষয়ে যেন অদ্যই আদেশ পায়।

অরবিন্দ। মহারাজ, তার প্রতি আমার কিরূপ মন, তা আপনি জানেন না, আমি যে কখনও তাকে দুচক্ষে দেখিতে পারি নাই।

পুণ্ডরীক। তুমি তবে নিতান্তই নরাধম। ওহে, একে বাহির ক’রে দাও ত।

( অরবিন্দের প্রস্থান )

আজ আমার শরীর বড়ই অসুস্থ, পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত দুর্ব্বহ ভার বোধ হ’চ্ছে, আমি এক্ষণে বিশ্রামাগারে যাই।

( সকলের প্রস্থান )

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী। বহির্ব্বাটীর এক কক্ষ।

অমাত্য আসীন।

অমাত্য। মানবহৃদয় বিশ্বমায়ার কি অপূর্ব্ব লীলাভূমি! বরঞ্চ তুঙ্গতরঙ্গবিক্ষোভিত মীনমকরপরিপূর্ণ অগাধ সমুদ্রতলে অবতীর্ণ হ’য়ে নানা রত্ন লাভ করা যায়, বরঞ্চ নিবিড় কণ্টকাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল দুর্ব্বিগাহ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ ক’রে মহৌষধি আহরণ করা যায়, বরঞ্চ অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীর ভূগর্ভ ভেদ ক’রে মণিকাঞ্চন সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু মানবহৃদয়ে প্রবেশ ক’রে তার গূঢ়তত্ত্ব সকল অন্বেষণ করে, কার সাধ্য? এই যে মহারাজ রাজ্যলিপ্সার বশীভূত হ’য়ে কোন দুষ্কর কার্য্যই না করেছেন? ইনি সুবিশ্বস্ত দেবতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বনবাসী করেছেন, কুমারী রঙ্গিনীকে আশ্রয় দিয়ে নিতান্ত নির্ঘৃণের মত বিসর্জ্জন দিয়েছেন; জানিতাম এঁর হৃদয় সুদুস্তর-মরু-সদৃশ,—ক্রূরতা, শঠতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বিশাল শিলাসমূহে সমাকীর্ণ; কিন্তু কে জানিত, সেই শিলামধ্যে একটি অপূর্ব্ব পারিজাত নিভৃতভাবে সন্নিবেশিত ছিল? আজ সেই পারিজাত পূর্ণ-বিকসিত, তার সৌরভে দিগন্ত আমোদিত! কি

অলৌকিক দুহিতৃস্নেহ! এমন ত কোথাও দৃষ্ট হয় না। ভাবিতাম, রাজ্যপদই এঁর অভীষ্ট দেবতা, আজ সেই রাজ্যপদ পাদমূলে পতিত, তাতে আস্থা নাই, দৃক্‌পাত নাই, এক সরলা বিনা ইনি আজ জীবন বিসর্জ্জন দিতে ব'সেছেন! মা সরলা, তোমারই কি কাজ, পিতা তোমা-গত-প্রাণ, তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে কিরূপে তুমি গেলে? কোথায় গেলে? এক বার ফিরে চেয়ে দেখ, পিতৃহত্যাপাতক তোমার অনুসরণ ক'চ্চে! মা, তুমি সাক্ষাৎ পুণ্যস্বরূপা, পাতক জন্মে জন্মে তোমায় স্পর্শ না করুক। তোমারই বা দোষ কি? তুমি ভগ্নীপ্রেমের সখীপ্রেমের বশবর্ত্তিনী হ'য়ে অনন্যসহায়া কুমারী রঙ্গিনীর অনুগামিনী হয়েছ, তোমার অনুরূপ কার্য্যই হয়েছে; রঙ্গিনীকে কে পরিত্যাগ করিতে পারে? তুমি ত পা'র্‌বেই না, তুমি যে মূর্ত্তিমতী মমতা। মা রঙ্গিনি, তুমিই কি এ সংসারের লক্ষ্মী ছিলে? যে দিন তুমি গৃহত্যাগ ক'রেছ, সেই দিন অবধি যেন দুর্ভাগ্যের একটা ভীষণ ছায়া এ পুরীর উপর প'ড়েছে, সেই ছায়ায় এই অসংখ্য পরিজনের মুখমণ্ডল ম্লান; এই অট্টালিকা-শ্রেণীর সুধাশুভ্র গাত্র হ'তে চিরকাল একটি অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ উদ্গীর্ণ হ'ত, তার দর্শনমাত্র মিত্রমণ্ডলীর হৃদয় প্রফুল্ল হ'ত, শত্রুগণের হৃদয় ম্লান হ'য়ে যেত, এক্ষণে সে জ্যোতিঃ কোথায় গিয়াছে! আজ এ পুরী রাহুগ্রস্ত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ প্রতীয়মান হ'চ্চে। হা! কি ভয়াবহ বিপদ আমার সম্মুখে উপস্থিত! যে সমৃদ্ধ বংশপাদপের ছায়ায় সুদূরবিস্তীর্ণ ভূভাগ শীতল ছিল, তা আজ পতনোম্মুখ, তার পতনে না জানি কত লক্ষ কত কোটি মানব চূর্ণ হ'য়ে যাবে! ওঃ! কি শোচনীয়! (দীর্ঘনিশ্বাস)।—যাই, কেমন আছেন, একবার দেখিগে।

[ নিষ্ক্রান্ত।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী—পুণ্ডরীকের শয়নকক্ষ।

পুণ্ডরীক অচেতনাবস্থায় শয়ান। বৈদ্য ও পরিচারকগণ।

অমাত্যের প্রবেশ।

অমাত্য। মহাশয়, কিরূপ দে'খ্ছেন?

বৈদ্য। সংজ্ঞা নাই, প্রলাপের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।

অমাত্য। এক্ষণে উপায় কি?

বৈদ্য। প্রকৃতি এক্ষণে পরকীয়া কুলকামিনীর ন্যায় আচরণ ক'চ্চেন, এঁর বশবর্ত্তী হ'লেও সর্ব্বনাশ, আবার অত্যন্ত পীড়নেও সমূহ কুফল। সম্প্রতি সতর্ক থাকাই বিধি।

অমাত্য। বুঝি জা'গ্‌চেন।

পুণ্ডরীক। (নেত্র উন্মীলিত করিয়া)

আ—

যাঁহারে জগৎপতি আপন নিয়মে
করিলেন অধিপতি এ রাজ্যকাননে,
শৃগাল হইয়া আমি বহু পরিশ্রমে
করিলাম দূরীভূত সেই কেশরীরে;
অঘটন ঘটাইনু কাহার কারণে?
সরলে! সরলে! মা আমার! বিপদের
একটি কিরণ মাত্র কেশ-পরিমাণ
পতিত হইলে তোর মস্তক উপরে
লক্ষ লক্ষ আতপত্র বিস্তৃত হইবে,
তাই আমি করিলাম করতলগত

লক্ষ লক্ষ নরদল, তুমি এবে কোথা ?
দিতেছে মধ্যাহ্নে ভানু অনল-প্রতিম
আতপ ঢালিয়া তোর কোমল শরীরে,
এক জনও ছায়া দিতে নাহিক নিকটে !
রাতুল চরণ দুটি নবনীতময়
যতনে পাতিত হ'ত মসৃণ মর্ম্মরে
কেমনে চলিছ তায় পরুষ ভূমিতে !
অকূল প্রান্তরভূমি সদা ধূ ধূ করে,
সেই খানে মা আমার চলিতে চলিতে
এতক্ষণ হইয়াছে দিবা অবসান,
শঙ্কিত হরিণীমত আকুল হৃদয়ে
তরুতল অন্বেষণ করিতেছ কত !
শৈশবে যামিনীযোগে ধাত্রীর উৎসঙ্গে
কক্ষান্তরে যদি কভু ঘুমায়ে পড়িতে,
কখনো জননী তোর কখনো আপনি
যাইয়া কাতর চিত্তে অমঙ্গল-ভয়ে
বুকে করি' আনিতাম শয়নমন্দিরে,
ধীরে ধীরে রাখি' তোরে কোমল শয়নে,
নিদ্রিত পুতলী ! সুরভি চন্দন-পাখা
দোলায়ে শরীরে তোর দিতাম সমীর,
সেই তুমি তরুমূলে থুইয়া মস্তক
করিতেছ ভূমিতলে কোথায় শয়ন !
পা দুখানি বেদনায় হয়েছে অস্থির,
করিতেছে ধড়ফড় ধমনীনিকর,

কে দিবে মধুর সংবাহন ? মা আমার !

( নিদ্রা )

বৈদ্য। মহাশয়, যদি এ সময় কুমারীকে আনিতে পারেন মহৌষধির কার্য্য হয়।

অমাত্য। সে আশা ত উন্মূলিতপ্রায় ; যে সৌদামিনী পলবে পলকে চক্ষুর উপর প্রতিভাত হ'তেন, ভাগ্যদোষে আজ তিনি একবারেই অদৃশ্য হয়েছেন ; কত অন্বেষণ করি, কোথাও দেখিতে পাই না ! আবার জাগ্‌চেন।

পুণ্ডরীক। ( নেত্র উন্মীলিত করিয়া )

হা ! কোথায় আমি ? গেহে ? তবে কি স্বপন ?
আরোহি' বিশাল করী নিবিড় অরণ্যে
সসৈন্যে গিয়াছি যেন মৃগয়া করিতে,
মৃগযূথ অনুসরি' ভ্রমিতে ভ্রমিতে
দেখিলাম তরুতলে দাঁড়ায়ে সরলা,
মায়ের বদন খানি ধূসর বরণ,
অবয়বগুলি যেন কৃশ অতিশয়,
কলেবরে একখানি মলিন বসন,
কুঞ্চিত অলকগুলি সিঁথীর দুপাশে
দেখিনু তেমনি আছে ললাট-তটীতে ;
বোধ হয় বাবা বলি' ডাকিতে আমায়
যেমনি দশনকুন্দগুলি বিকসিল,
অমনি শার্দ্দূল যেন সম্মুখে লম্ফিল;
অমনি সরলা ভয়ে মুদিল নয়ন,
আর যা দেখিনু তাহা কহিব কেমনে ?

যদিও থাকিতে শুয়ে এ মম পালঙ্কে,
স্পর্শিতাম এখনি যদিও তব অঙ্গ,
তবুও, সরলা, কত হ'তাম কাতর !
হা সরলা !

( নিদ্রা )

পটক্ষেপণ।

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

( জ্ঞান-বেশে রঙ্গিনীর ও অহল্যা-বেশে সরলার প্রবেশ )।

রঙ্গিনী। আ—এই তপোবন। সরলা, আমার পা ত আর চলে না, ভাই।

সরলা। হরি ! আমার দেহে ত আর দেহ নাই ; দিদি, এই খানে বসি এস।

( উভয়ের উপবেশন )

রঙ্গিনী। দে'খ্‌লে, সরলা, বাটীর বাহিরে জগতের মূর্ত্তিটি কেমন,—সূর্য্য কি উগ্র, বায়ু কি কর্ক্কশ, মাটি কি কঠিন ; ভাই, আগে ত এ সব এমন ছিল না, কিরূপে এমন হ'ল ?

সরলা। বাবা হইতে সকল জ্বালার উৎপত্তি, কাকে দোষ দিব ?

রঙ্গিনী। পোড়া কপালকে।

সরলা। সে ত সঙ্গের সাথী ; তার সঙ্গে, দিদি, বিবাদ চলে কই ? ভাই, আমি শুই, ( শয়ন ) আ !—আমরি ! কি সুন্দর বাতাসটি ! এর স্পর্শে অর্দ্ধেক ক্লেশ দূর হ'ল।

রঙ্গিনী। আহা! সূর্য্যদেব পাটে ব'সেছেন, সরলা, দেখ দেখ, বনস্থলীর কেমন শোভা হ'য়েছে।

সরলা। রাজরাজেশ্বর এ বনে আছেন, তাঁর সঙ্গে ত এখন আমাদের দেখা হবে?

রঙ্গিনী। হবেই,—কিন্তু এ দূরবিস্তারিত বনের কোন্ ভাগে যে তিনি আছেন, তা ত জানি না। কিন্তু দেখা হ'লে কিছু দিন, আমরা পরিচয় দিব না।

সরলা। তবে, দিদি, এ বেশটি ছেড় না। পুরুষবেশে বড় সুন্দর সেজেছ।

পুরুষের বেশে যদি পুরুষ হইতে
সরলার বরমালা তুমিই পাইতে।

নেপথ্যে। সন্তোষ! সন্তোষ!

সরলা। ওগো, এখানে তার নামগন্ধ নাই।

(তপস্বীর প্রবেশ)

রঙ্গিনী। ওলো, তপস্বী যে!

সরলা
রঙ্গিনী } প্রণাম করি।

তপস্বী। জয়ো'স্তু। কে তোমরা?

রঙ্গিনী। আমরা আগন্তুক, এই মাত্র এখানে এসেছি। সন্তোষ কে?

তপস্বী। একজন যুবা তাপস, সেও দেখিতে দ্বিতীয় কন্দর্প, সেও এমনি নির্জ্জনে থাকে; দূর হ'তে তাই আমার ভ্রম হয়েছিল, কিছু মনে ক'র না।

রঙ্গিনী। অনেকে নির্জ্জন ভাল বাসেন বটে।

তপস্বী। আহা! সে যে তেমন ছিল না; বন্ধুগণে তেমন আশক্তি, গুরুজনে তেমন ভক্তি, বিদ্যায় তেমন অনুরাগ কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু এক্ষণে সকলই তার পরিবর্ত্তিত হয়েছে। অঙ্গে সে লাবণ্য নাই, চক্ষুতে সে দীপ্তি নাই, মুখে সে হাসি নাই, অধ্যয়নে সে অনুরাগ নাই, বন্ধুসংসর্গে সে লালসা নাই। কেন যে নাই, তারও নির্ণয় হ'ল না। কত হোম, কত স্বস্ত্যয়ন, অন্যান্য কত মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা গেল, সকলই নিষ্ফল হ'ল। বৎস, তোমায় আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে; বেশবাসে বোধ হয় তুমি পুরবাসী কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র; তুমি এই যুবা পুরুষ, সঙ্গে এই কিশোরবয়স্কা কুমারী, এর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? বৎস, তপোবনে পাতকের আশ্রয় হয় না।

রঙ্গিনী। আপনার অনুমান সত্য। আমাদের নগরে বাস ছিল, আমরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অপত্য; বিধাতার নির্ব্বন্ধে পিতা আমাদিকে অকালে ত্যাগ ক'রেছেন; আমরা নগরবাসে সাহসী না হ'য়ে তপোবনে বাস ক'ত্তে এসেছি।

তপস্বী। উত্তম কল্প। এমন সুন্দর স্থান ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় নাই। নাগরিকেরা আমাদিগকে অরণ্যবাসী বলে; আমরা বলি, নগরবাসীরাই যথার্থ অরণ্যবাসী, আর নগরই যথার্থ মহারণ্য। যেখানে স্ফীতকায় ক্ষুদ্রচক্ষুঃ অহঙ্কার-হস্তী অনবরত হস্ত আস্ফালন করে, যেখানে সর্ব্বভুক্ লোভ-শূকর তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা ধর্ম্মক্ষেত্রকে অনবরত বিদারিত করে, যেখানে কামক্রোধ প্রভৃতি প্রচণ্ড শ্বাপদ নিরন্তর নির্ভয়ে বিচরণ করে, নিরন্তর মানবের সর্ব্বনাশ করে, যেখানে অন্যান্য নানাবিধ বিপত্তিভয়ে মানব অহর্নিশ ভীত ত্রস্ত, সেই নগরই মহারণ্য! সে অরণ্য কি মায়াময়! সেথা নিরবচ্ছিন্ন

ঐহিকসেবার ফলে মনুষ্য মনুষ্যত্ব-চ্যুত হ'য়ে ইহজন্মেই পশুত্ব প্রাপ্ত হয়! মূঢ় মানব আবার আপন সর্ব্বনাশের জন্য সেই মহারণ্য স্বহস্তে নির্ম্মাণ করে! কি বিড়ম্বনা! বৎস, তপোবনে যদি দুদিন বাস কর, নগরের প্রতি একবারে গতস্পৃহ হবে; এখানে রোগ নাই, শোক নাই, অকাল মৃত্যু নাই; এখানে অন্নচিন্তা নাই, বনমাতা নিত্যই সুস্বাদু পানীয়, অমৃতাস্বাদ ফলমূল প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করেন। এখানে উত্তমে অধমে প্রভেদ নাই, সকলেই আপনাকে অধম, অপরকে উত্তম জ্ঞান করে। এখানে মানবের অনন্ত উন্নতি ঐহিক চিন্তা দ্বারা ব্যাহত হয় না, এখানে সকল চিন্তাই পারত্রিক, সকল কার্য্যেই পরলোকের প্রতি লক্ষ্য।

রঙ্গিনী। এখানে ত আমরা বাসস্থান পাব?

তপস্বী। উপস্থিত আমার আশ্রমের অদূরে একটি আশ্রম শূন্য আছে, তন্মধ্যে তোমরা বাস ক'ত্তে পার,—অতি সুরম্য স্থান, নানাবিধ ফল পুষ্পের গাছে বেষ্টিত, পার্শ্বে কলনাদিনী ক্ষুদ্র নদী।

রঙ্গিনী। মূল্য দিলে আশ্রমটি আমরা চিরকালের জন্য পাই না?

তপস্বী। ইচ্ছা কর ত চিরকালের জন্য সেটি তোমাদেরই হইল। এখানে, বৎস, পণাপণ নাই; সে তোমাদের নগরের প্রথা; তপোবনে প্রবেশ ক'রে তোমরা জীবনেই পুনর্জন্ম লাভ ক'রেছ, সে সকল নাগরিক আচার ব্যবহারকে এখন জন্মান্তরীণ ব্যাপার মনে কর। এক্ষণে ক্রমশঃ রাত্রি হ'য়ে এল, আমার সঙ্গে এস।

(সকলের প্রস্থান)

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রাজার আশ্রমের সম্মুখভাগ।

তপস্বিবেশে রাজা, যাদব ও পারিষদগণ উপবিষ্ট।

যাদব। দেব,
কেন আমি সদা অন্যমন?
পড়িয়াছি বিষম সঙ্কটে,
দেহ মোর বনচারী
হৃদয় সংসারী ;—
চিরপরিচিত্র গেহ চারুদরশন,
বসন ভূষণ মাল্য অগুরু চন্দন,
হরিণ-নয়নী দারা,
তনয় অমৃতভাষী,
সুবিনীত কত পরিজন,
পলকে পলকে চিত করিছে সৃজন ;
বৃথা মোর সংসারতিয়াগ,
বৃথা মোর বন-আগমন!
কোথা গেলে, মায়া কুহকিনি,
অব্যাহতি দিবি তুই রে আমায়?
তোর বিকট তাণ্ডবে

এমনি কঠিন মোর হৃদয়প্রাঙ্গন,
অঙ্কিত না হয় তায়
ত্রিবিক্রম-চরণ-লাঞ্ছন!

রাজা। সংসারবন্ধন বিনা
চিত্ত যদি স্থির নাহি হয়
কর পুনঃ সংসারে গমন,
হৃদয়ে দেখিছ যাহা
নয়নে দেখগে তাহা
গরলে গরল হবে ক্ষয়।

যাদব। ছিছি, দেব,
তপস্বীর বেশ ধরি'
তুমি রবে এ গহন বনে,
আমি যাব আপন ভবনে?
সেথা গিয়া কিবা সুখ পাব?
দেখিয়াছি মানবসংসার,
জানি তার যতেক বিকার;
ছিল তাহা নন্দনকানন,
পুণ্যপুষ্পে মোক্ষফল
নিরখিতে করিয়া মনন
বিদ্যা ধর্ম্ম অর্থ আদি চারু তরুগণে
রোপণ করিল বিধি সে রম্য কানন
মানবের দারুণ অভাগ্য
সেই সব তরুতলে
কি জানি ঢালিয়া দিল কে

তারা মত্ততাকুসুম ধরে
প্রসবে পাতকফল।

( পরিচারকের প্রবেশ )

রাজা। অনঙ্গের সংবাদ কি ?

পরিচারক। আহারান্তে নিদ্রা গেলেন।

১ম পারিষদ। ক্লান্ত কলেবরে
বিশ্রাম করিলে দরশন,
নিদ্রাদেবী যেন পান পর্য্যঙ্ক উপরে
সুললিত কুসুমশয়ন।

রাজা। অনঙ্গে হেরিয়া সহসা হইল মনে,
যেন সুধা পান করি' অমরসদনে
রণবীর লভিয়া কৌমার
অবনীতে আইল আবার
আমায় ভেটিতে ;—
সেই বদনের ছাঁদ,
সেই পাণিপাদ,
সেই বাক্য, সেই দৃষ্টি, সেই সমুদয়।

২য় পারিষদ। এ অরণ্যে রণবীর
আইল তনয়রূপে,
বাকি আর কয়জন ?
পতিসঙ্গ অভিলাষ করি'
সে রাজনগরী
তপোবন-সঙ্কেতকাননে
বুঝিবা করিছে অভিসার।

৩য় পারিষদ। আহা!

ধনদ জনক যার
সে কি না কাননবাসী
না হইতে যৌবনবিকাশ,
বুঝিলাম,
বাল বৃদ্ধ যুবা
সকলে জগতীতলে প্রাক্তনের দাস।

রাজা। মায়াময় রঙ্গভূমি এ ভবসংসার,
মানবনিকর নট, কাল সূত্রধার;
কালের নিয়োগে নর নানা লীলা করে,—
কভু ভোগী, কভু যোগী, কভু সে ভিক্ষুক।

যাদব। রঙ্গভূমি এ ভবসংসার!
সত্য!
চিক্কণ সুনীল সূক্ষ্ম অম্বরে রচিত
ঊর্দ্ধে বিস্তারিত কিবা অনন্ত বিতান!
তাহে বিলম্বিত কত দীপ অপরূপ!
কেমন আলোকধারা নিরবধি ঝরে!
নিম্নে অবস্থান ভূমি মরকতময়
কি পাদপে কত পুষ্পে সদা সুসজ্জিত!
বিশাল এ রঙ্গভূমি বিচিত্র কেমন!
সে রঙ্গে মানবনট কত লীলা কর!
কোন দেশ পরিহরি' কর আগমন?
পদার্পণ মাত্র কেন কর বা রোদন?
কলুষিত বসুধার এ যে সমীরণ,

প্রথমপরশে তার ব্যথিত কি হও ?
ক্লান্ত ঘুম ঘুমাও, নবীন নটবর!
ক্ষণে ক্ষণে মৃদু মৃদু হাস কি কারণ ?
অলক্ষিতে কে তোমায় দেয় দরশন ?
অথবা ধেয়ানে থাক মুদিত নয়নে ?
বুঝি বা হৃদয়ে তুমি দিব্যজ্ঞান ধরি'
পূর্ব্বাপর চিন্তা কর, বাল-যোগিবর!
অচিরাৎ সে কিরণ তিরোধান করে,
মায়ার তিমিরে তুমি পথহারা হও!
এ দিকে তনুটি তব শশিকলা সম
নিতি নিতি নব শোভা পরকাশ করে!
খুঙ্গী পুথী করে ধরি' মসীর আধার,
পূরি' পথ বসন্ত-কোকিল-কলরবে,
বিদ্যালয় চল তুমি অলস চরণে;
মণির বণিক ছিলে, কাচ অন্বেষণ,
তাহাতেও অনুরাগী নহে তব মন!
তার পর পর তুমি যৌবনের সাজি,
কিন্নরসমান তব চিকুরবিন্যাস,
অধরে মৃদুল হাসি, নয়নে কটাক্ষ!
আরোহিয়া সুসজ্জিত তরুণী-তরণী
বিলাসসাগরে তনু ভাসাইয়া দাও!
তার পর রুদ্রমূর্ত্তি সংগ্রামের সাজ,
ললাটে বঙ্কিম রক্তচন্দনের রেখা,
নয়নে লোহিত রাগ, শ্মশ্রুল বদন,

খড়্গা চর্ম্ম উভকরে বড়ই ভীষণ!
তার পর পুনরায় প্রশান্ত মুরতি,
মাংস তব ললিত, লুলিত ভুরুযুগ,
শুভ্রহস্তে কেশ গুলি ধরিয়াছে কাল,
গণ্ডতল বিনত, দশন শিথিলিত,
কালের কুঞ্চন-লেখা ললাটে উদিত।
শেষ লীলা স্বরভঙ্গ, জ্ঞান-বিপর্য্যয়,
গত বল, অবিরল ভূতল আশ্রয়,
বিবর্ণ সকল অঙ্গ, অস্থি চর্ম্ম সার,
পঞ্চেন্দ্রিয় বিকল, বিবশ নবদ্বার!

( পটক্ষেপণ )

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

অনঙ্গের প্রবেশ।

অনঙ্গ। সুধার লহরী, বিধু, করিতেছে দান,
শ্যামল অবনীতল অনিল তরল
সুনীল গগন তাহা করিতেছে পান,
পান করি' সবাকার অঙ্গ ঢল ঢল,
কেবল বিরহিজন বিকল বিহ্বল।
এ সুধাকিরণে, তরু, আমি তব গায়
লিখিলাম রঙ্গিনীর সুধাময় নাম,
এ দিকে আসিবে যেবা বনচারী জন

কহিও তাহারে প্রেয়সীর গুণগ্রাম,
সতী গুণবতী প্রিয়া যুবতী-ললাম।
যাও হে, অনঙ্গ, যাও ত্বরিত চরণে,
বিরাজে কাননে চারু মহীরুহ কত,
পত্রে পত্রে লিখ রঙ্গিনীর গুণগ্রাম,
এ কানন মহাকাব্যে কর পরিণত,
আনন্দে করুক পাঠ বনবাসী যত।

( অনঙ্গের প্রস্থান ; কিয়ৎক্ষণ পরে
সন্তোষের প্রবেশ )

সন্তোষ। এ নিশিতে কত সুখী তুমি তরুবর!
অম্বর সময় পেয়ে ফে'লে বহুদূরে
মৃদু হে'সে কাছে এ'সে কিশোরী চন্দ্রিকা
অঙ্গে তব অঙ্গ ঢে'লে অমৃতপরশ
সোহাগে চুম্বিছে চারু অধরপল্লব!
বামা সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে থে'কে এতক্ষণ
বিন্দু বিন্দু স্বেদজল সর্ব্বাঙ্গে উদিত!
তাহা দরশন করি' স্নিগ্ধ সমীরণ
ধীরে ধীরে করিতেছে চামর ব্যজন!

( নীরব )

এমনি অমলগৌর, এমনি কোমল,
যেন বা তনুটি চূর্ণকর্পূরে রচিত,
পলকে পলকে নব আভা পরকাশি'
এমনি যৌবন তার নূতন উদিত!

এমনি পরশ তার অমৃতস্বরস,
আহা সে অমৃতরাশি আমি পাব কবে?
রজনী-আগমে, তরু, সে বিধুবদনী
এমনি আমারে কবে করুণা করিবে?

( পটক্ষেপণ )

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

পত্র পড়িতে পড়িতে রঙ্গিনীর প্রবেশ।

রঙ্গিনী। (পাঠ) আছে রে কোথায় মেদিনী মাঝারে
রমণীরতন রঙ্গিনী সম?
অভিলাষ যদি হেরিতে কিন্নরী
যাহ তবে যথা রঙ্গিনী মম।

লোচনে সফরী বেণীতে ফণিনী
কণ্ঠেতে কিন্নরী রঙ্গিনী মম,
আছেরে কোথায় মেদিনী মাঝারে
রমনীরতন রঙ্গিনী সম?

দেখি এটিতে কি,—এই যে সরলা।

( পত্রহস্তে সরলার প্রবেশ )

সরলা। দিদি, দেখ।

রঙ্গিনী। কি দেখি।

সরলা। পড়ি শোন,

সুরগণ মিলি' বিরিঞ্চিসদন
করিয়া গমন বলিল, 'বিধি,

ত্রিলোক-মাধুরী আহরণ করি'
　নিরমাণ কর একটি নিধি,
অখিল মাধুরী একই আধারে
　হেরিতে অধীর হ'য়েছে মন।
পূরাইতে সাধ পরম আদরে
　ধেয়ানে বসিলা কমলাসন।

অমরের চিত করিয়া মোহিত
　হইল উদিত একটি বালা,
সাবিত্রীসমান নিরুপমা সতী,
　সীতার সমান সুচারুশীলা,

সকল কলায় বাণীর সমান,
　মনোজললনা মধুরিমায়,
ইন্দিরা সমান মহিমানিধান,
　বিলাসে পুলোম-নন্দিনী প্রায় ;

প্রেরণ করিলা তাহারে বিরিঞ্চি
　ভূষিত করিতে ধরণীধাম,
পুলকে বিস্ময়ে মানবের জাতি
　রাখিল তাহার রঙ্গিনী নাম।

বিধি রে তোমার চরণে আমার
　অপর কামনা কিছুই নাই,
এই বর মাগি, যাবত জীবন
　তাহারি চরণ সেবিতে পাই।

রঙ্গিনী। ও মা! কে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এ প্রেমের গীত গেয়েছে! বুঝি তার অন্য কর্ম্ম নাই!

সরলা। কি আশ্চর্য্য, দিদি, কবিতায় যে তোমার নাম! তুমি খুব আশ্চর্য্য হ'য়েছ, কি বল?

রঙ্গিনী। তা এমন কবিতা আমিও দু একটা পেয়েছি, এই দেখ, একটি ক্ষুদ্র তাল গাছে কি ছিল। এইটি তুমি পড় ত, আমি এখনও পড়ি নাই।

সরলা। কি দেখি, ( পাঠ )

কেন ভ্রমিতেছি জগতে একাকী,
সঙ্গিনী সঙ্গিনী সঙ্গিনী কই?
হিয়া জুড়াই রে কাহার নিকটে,
রঙ্গিনী রঙ্গিনী রঙ্গিনী কই?

তাই ত, এ যে রঙ্গিনীময়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাল তমাল পিয়ালের গায়ে, বকুল কদম্বের গায়ে তোমার নামটি লেখা, পাতায় পাতায় কবিতা, কবিতায় তোমারই নাম, রম্ভার অঙ্গ ত ক্ষত বিক্ষত, পদ্মিনীর অঙ্গেও নখচিহ্ন; কোন নাগরের এ কর্ম্ম তা কি তুমি জান?

রঙ্গিনী। এ কি পুরুষের লেখা?

সরলা। পুরুষের বৈ কি, তার গলায় এক ছড়া হার আছে, হার ছড়াটি আগে তোমার গলায় ছিল; ও কি, মাথা হেট কর কেন?

রঙ্গিনী। কে সে, সরলা?

সরলা। কি আশ্চর্য্য! এমন্ ত কখনও দেখি নাই!

রঙ্গিনী। বল না, ভাই, সে কে।

সরলা। হরি! হরি! মিলন যখন হবার হয়, কোনও বাধাই থাকে না, সমুদ্রে সেতুবন্ধন হয়; জগতে কত অঘটনই ঘটে! দেখে শুনে অবাক হ'য়েছি।

রঙ্গিনী। বল না, ভাই, কাকে দেখেছ, মিনতি করি, হাতে ধরি, বল।

সরলা।　　কি কর কি কর, দাদা, সর সর সর,
　　দেখিতে যে পোড়ালোকে পাইবে এখনি,
　　পুরুষ পরশমণি সদা সমুজ্জ্বল,
　　জনমের মত আমি হব কলঙ্কিনী।

রঙ্গিনী। কপাল আমার! অহল্যে, আমার অঙ্গে ধুতি চাদর ব'লে কি অন্তরেও তাই? পাষাণি, নারীর হৃদয়টি কেমন তা কি তুমি জান না? রমণীর যে পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়। ভাই, বল দেখি পুরুষটি দে'খ্‌তে কেমন, কত বয়স?

সরলা। ও গো, বয়স অল্প, দে'খ্‌তেও বেশ, রঙ্গভূমিতে যার রঙ্গ দে'খে তুমি আত্মহারা হ'য়েছ, এও তারই রঙ্গ।

রঙ্গিনী। নাও, এখন ব্যঙ্গ রাখ, সত্য কথা বল।

সরলা। সত্য ব'লচি, সেই।

রঙ্গিনী। অনঙ্গ?

সরলা। অনঙ্গ।

রঙ্গিনী। হরি! হরি! এ ধুতিচাদরে আর ফল কি? তার সঙ্গে তোমার কখন দেখা হ'ল? তখন সে কি ক'র্‌ছিল? সে কি ব'ল্লে? এ বনে সে কি করে? কোথায় থাকে? কি বেশে আছে? আমার কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল? আবার কখন তার সঙ্গে তোমায় দেখা হবে? সব কথার উত্তর একবারে চাই।

সরলা। তোমার মতন ত কার্ত্তিক নই; ছটা মুখ থা'ক্‌লে বরং অত উত্তর একবারে দিতে পা'ত্তেম।

রঙ্গিনী। সে ত জানে আমি পুরুষের বেশে এ বনে আছি? রঙ্গভূমিতে তাকে যেমন সুন্দর দেখেছিলাম, এখনো ত তেমনি আছে?

সরলা। আপনার চক্ষেই দেখ না, ঐ যে সে আস্‌ছে।

( অনঙ্গের প্রবেশ )

রঙ্গিনী। যা হ'ক, ভাই, এর সঙ্গে দুটো কথা কই। ওগো, শুন্‌তে পাচ্চ?

অনঙ্গ। পাচ্চি বৈ কি, কি ব'ল্‌চ?

রঙ্গিনী। কটা বেজেছে বল দেখি?

অনঙ্গ। বনে ত ঘড়ী নাই; 'বেলা কত' জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

রঙ্গিনী। বনে তবে প্রেমিকও নাই; প্রেমিকের দণ্ডে দণ্ডে হা হুতাশ, পলকে পলকে দীর্ঘশ্বাস, যেখানে প্রেমিক থাকে সেখানে ঘড়ীর আবশ্যক কি? সময় যতই কেন আস্তে যা'ক্‌, প্রেমিকের কাছে ঠিক ধরা পড়ে।

অনঙ্গ। 'আস্তে' কেন? 'দ্রুত' ব'ল্লে কি মন্দ হ'ত?

রঙ্গিনী। তা কারো সময় দ্রুত যায়, কারো আস্তে আস্তে যায়, কারো বা মোটেই যায় না। শুনবে, কার সময় কেমন যায়?

অনঙ্গ। শুনি, কার সময় দ্রুত চলে?

রঙ্গিনী। যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, তার সময় বায়ুবেগে চলে দে'খ্‌তে না দে'খ্‌তে প্রাণত্যাগের সময় সম্মুখে এসে পড়ে।

অনঙ্গ। কার সময় ধীরে ধীরে যায় ?

রঙ্গিনী। বিবাহের পর যতক্ষণ মিলন না হয়, দম্পতীর সময় মন্থর-গমনে যায়,—যায় যায়, যায় না।

অনঙ্গ। আচ্ছা, কার সময় মোটেই যায় না ?

রঙ্গিনী। বৃদ্ধ বয়সে যার বিবাহের আবশ্যক, তার সময় মোটেই চলে না, স্থির হ'য়ে থাকে।

অনঙ্গ। কেন ?

রঙ্গিনী। সে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে যে বয়স বলিত, আজও বলে সেই বয়স, সুতরাং এ কুড়ি বৎসর তার সময় অগ্রসর হয় নাই, স্থিরভাবে আছে।

অনঙ্গ। ভাই, তুমি কোথা থাক ?

রঙ্গিনী। এই বনের প্রান্তভাগে, সঙ্গে এই ভগিনীটি থাকে।

অনঙ্গ। এই কি তোমাদের জন্মস্থান ?

রঙ্গিনী। যেমন এই মৃগজাতির, তেমনি আমাদেরও।

অনঙ্গ। তোমার কথাগুলি কিন্তু নাগরিকের মতন।

রঙ্গিনী। অনেকে তাই বলে বটে। আমার এক কাকা নগরে থাকেন, বাল্যকালে তাঁর কাছে ছিলাম, তাঁর কাছেই বিদ্যা-শিক্ষা হ'য়েছিল, তাই বোধ হয় এরূপ হ'য়েছে। কাকা যৌবন-কালে প্রেমের দায়ে অনেক ক্লেশ পেয়েছিলেন, তাঁর মুখে নারী-জাতির অনেক দোষের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়।

অনঙ্গ। ওদের কোন্ দোষটি প্রধান ?

রঙ্গিনী। কোন্‌টিকে প্রধান ব'ল্‌ব ? সব গুলি যে সমান।

অনঙ্গ। তবে গোটা কতকের নাম বল না, শুনি।

রঙ্গিনী। তা আমি যাকে তাকে বলি না, উপযুক্ত পাত্র পাই

ত বলি। সম্প্রতি কে একজন আমাদের বনে এসেছে, গাছ গুলির গায়ে 'রঙ্গিনী' এই নামটি লিখে রাখে, পাতায় পাতায় রঙ্গিনীর উদ্দেশে কত কবিতা লেখে, তার জ্বালায় আমাদের গাছগুলি অস্থির; যদি সে ভাবুককে পাই, কিছু উপদেশ দি; সে বোধ হয় প্রেমের জ্বরে একবারে বিহ্বল।

অনঙ্গ। ভাই, আমিই সে রোগী।

রঙ্গিনী। তুমিই আমাদের বনকে রঙ্গিনীময় ক'রেছ? তোমার রঙ্গিনী কেমন দে'খ্‌তে?

অনঙ্গ। কেমন ক'রে বোঝাব? তেমনটি যে দেখতে পাওয়া যায় না।

রঙ্গিনী। একবারে অদৃশ্য না কি?

অনঙ্গ। তা নিতান্ত মিথ্যাও নয়, সে যে আলোকরূপিণী, আলোতে মিশে থাকে।

রঙ্গিনী। তবে অন্ধকারেই তার প্রকাশ, তোমার পক্ষে সুবিধা বটে। আচ্ছা সে কত বড়?

অনঙ্গ। এই—আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে।

রঙ্গিনী। প্রেমজ্বরের যে সকল লক্ষণ জানি, তোমার ত তার একটিও নাই।

অনঙ্গ। এ জ্বরের কি কি লক্ষণ?

রঙ্গিনী। এ জ্বরে মুখ সদাই বিরস থাকে, তোমার তা নয়; চোক সদাই ছল ছল করে, তোমার তা নয়; এ জ্বরে কেশ আলুথালু হয়, বেশ আলুথালু হয়, তোমার কেশ বেশ সকলি পরিপাটী; আপনার প্রতি যার এত যত্ন সে যে অপরকে আন্তরিক ভাল বাসে তা ত আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার দেহটি বোধ হয় বয়সদোষে কিছু রসস্থ হ'য়েছে, শুনেছি মকরধ্বজসেবনে এ

ব্যারাম সারে; আহা, এ বনে এমন কেউ নাই যে তোমায় আরাম ক'রে দেয়!

অনঙ্গ। ভাই, মনোমত বৈদ্য অভাবেই আমি গেলাম।

রঙ্গিনী। আমি বলি, রসটুকু যদি আপনা আপনি পরিপাক হয়, খুব মঙ্গলই হয়। বৈদ্যের হাতে গেলে যার পর নাই কষ্ট; রোগের অপেক্ষা ঔষধের ক্লেশ যে বেশী। তা তুমি যদি একান্তই আরাম হ'তে চাও, আমি একটা মুষ্টিযোগ জানি।

অনঙ্গ। কেউ আরাম হ'য়েছে?

রঙ্গিনী। কত লোক;—এই সে দিন এক জন আরাম হ'য়ে গেল। তার প্রিয়তমার নাম মনোরমা; তাকে ব'ল্লেম, তুমি দিন কতকের জন্য মনোরমাকে ছাড়, নিত্য নিত্য আমার বাড়ী এস, আমাকেই মনোরমা মনে ক'র, আমায় মনোরমা ব'লেই ডে'ক, আর সেই ভাবেই আমার সঙ্গে আলাপ ক'ত্তে থাক। সে তাই করে। তখন আমি মুষ্টিযোগ আরম্ভ ক'ল্লেম।

অনঙ্গ। কি ক'ল্লে?

রঙ্গিনী। তাকে যখন বিমর্ষ দেখি, আমি হো হো ক'রে হাসি, যখন তাকে প্রফুল্ল দেখি, কেঁদে সারা হই; যখন সে রসিকতা আরম্ভ করে, আমি প্রাণপণে গালাগালি দি; তাকে একবার না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারি না, দেখ্‌লে কিন্তু লাঞ্ছনার সীমা রাখি না। ক্রমে তার মনে মনোরমার নাম গন্ধ রহিল না; সমস্ত সংসারের উপর আবার এমনি তার বিতৃষ্ণা হ'য়ে গেল, যে সে সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে কাশীবাস ক'রেছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর, তোমাকেও আরাম ক'ত্তে পারি,—যেখানে রঙ্গিনীর নাম হবে, সে পথে তুমি যাবে না।

অনঙ্গ। ভাই, আমার আরামে কাজ নাই।

রঙ্গিনী। আমি ত টাকা চাই না, হাতযশের জন্য চিকিৎসা করি। তা আমায় রঙ্গিনী ব'ল্‌তে তোমার ক্ষতি কি?

অনঙ্গ। তাতে ক্ষতি কি? সে ত সুখের কথা।

রঙ্গিনী। আমার বাড়ী কিন্তু নিত্য নিত্য যেতে হবে।

অনঙ্গ। তাও যাব, পরম আনন্দের সহিত যাব।

রঙ্গিনী। তবে আজ আমার সঙ্গে চল, আমার কুটীর দে'খে আস্‌বে, আমিও একদিন গিয়ে তোমার আশ্রম দেখে আস্‌ব। এস।

অনঙ্গ। আচ্ছা ভাই, চল।

রঙ্গিনী। 'ভাই' কি? 'রঙ্গিনী' বল। এস ব'ন্‌, ঘরে যাবে?

সরলা। চল।

( সকলের প্রস্থান। )

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

তরুতলে সন্তোষ শয়ান।

রঙ্গিনীর প্রবেশ।

রঙ্গিনী। নিত্য নিত্য দেখি আমি যতনে তোমায়
কি চিন্তায় অহরহঃ রহ নিমগন?
থাক কেন অধোমুখে চলিতে বসিতে?
সহসা তাপস কেহ সম্মুখে পড়িলে
বঙ্কিম পথেতে কেন কর বা গমন?

কি লেখা পেয়েছ বল হৃদয়ের পত্রে
পড় তাই অনুক্ষণ একতানমনে ?
বিরল পাইলে তব নয়নযুগলে
বৃন্তহীনকুন্দনিভ অশ্রুবিন্দুচয়
বিকসিত হয় কেন রাশি রাশি করি' ?

সন্তোষ। না কিছু নয়। (উপবেশন)

রঙ্গিনী। কিছু নয় ?
কেন তবে তরুমূলে মাথাটি থুইয়া
একাকী শুইয়া রোদন করিতেছিলে ?
এই দেখ অশ্রুধারা মূল-উপাধান
ধৌত করি' পড়িয়াছে ভূমির উপরে।

সন্তোষ। শুনিবে প্রবন্ধ মম ? পীন অশ্রুদাম
তাহার অক্ষর পংক্তি, ছেদ দীর্ঘশ্বাস।
কিশোরী তাপসবালা আছে তপোবনে
তেমন রূপের রাশি কভু দেখ নাই ;
প্রথম প্রথম সেই রূপ নেহারিলে
কি যেন পড়িত মম মানসভূমিতে
নবোদিত-দিবাকর-কিরণের মত।
দাঁড়ায়ে সরসীকূলে ছায়াতরুতলে
বিজনে বিজনে তার লাবণ্যলহরী
দুনয়নে কতবার পান করিয়াছি !
চেতনা হইল শেষে করিতেছিলাম
সুধাপান—সুরাপান—বিষপান আমি !
প্রদীপের শেষহাসি, মুমূর্ষুর জ্ঞান,

মেঘদিনে তপনের সায়াহ্ন-আতপ,
থাকে কতক্ষণ ? তেমনি চেতনা মম
মুহূর্ত্তে স্ফুরিল আর মুহূর্ত্তে ঘুচিল !
অথবা ফুল্লরাময় হইল চেতনা,—
মদনের অতিপ্রিয় প্রিয়ারে মূরতি
আরভি' চরণনখে অলক অবধি
যথা তথা দেখি আমি মুদিতনয়নে
নীরবে তাহার সঙ্গে কত কথা কই !

রঙ্গিনী। অদূরে বিরাজ করে নীর নিরমল
শীতল করিতে তব তৃষিত রসনা,
চিত্রাঙ্কিত সরোবরে তবু অবিরল
করিতেছ কেন তুমি অঞ্জলিরচনা ?

সন্তোষ। হা ! কিঁ করি আমি !

রঙ্গিনী। বলিলে সে ললনার বসতি এ বনে
যাও তুমি তার কাছে ত্বরিতচরণে,
দেখাওগে হৃদয়ের দাবহুতাশন
অবশ্য করিবে বালা করুণাসেচন।

সন্তোষ। হায় !
গরলসমান ভাবে আমায় সে ধনী,
দুঃখের কীর্ত্তন আমি কখনো করিলে
কত সে বিদ্রূপ করে অনলবচনে ;
সুন্দর সিন্দূরে মাজা অধরযুগলে
নাহি কঠিনতালেশ আর কোনো রূপে,
সময়ে সময়ে শুধু আমারি উপরে

বাক্য বরিষণ করে উপলকঠিন।
হিয়ার জ্বালায় গিয়া প্রিয়ার নিকটে
ধরিনু চরণে তার বহুত বিনয়ে ;
করুণা করিবে ধনী বড় আশা ছিল,
নয়ন তুলিনু ধীরে, কিন্তু কি দেখিনু ?
ললাটে কপোলতলে অপাঙ্গে চিবুকে
মন্দস্মিত প'ড়েছে ছড়ায়ে ?—
যেমতি কুমুদবনে জ্যোৎস্না অভিনব ?
না তা নয়,—বলবান্ কোপের হিল্লোলে
কাঁপিছে অধরদল !
কেন বিধি বধিল না তখনি আমায় ?
সে অবধি এই দশা হয়েছে আমার।

নেপথ্যে। আয় রে হরিণ ! এখনো বালক তুই,
এত চতুরতা বল্ শিখিলি কোথায় ?

সন্তোষ। অই ফুল্লরার কণ্ঠ ! আসিবে এখনি।

( রঙ্গিনীর বৃক্ষপশ্চাতে গমন ; ফুল্লরার প্রবেশ )

এস, প্রিয়তমে, এস, ব'স একবার,
ভক্তিযোগে ধরি তব চরণে আবার,
দহিব এ হুতাশনে আর কতদিন ?

ফুল্লরা। দহিবে, দেহটি তব যাবত রহিবে।

সন্তোষ। প্রিয়তমে, কবে তুমি আমার হইবে ?
মম দরশনে কবে মৃদুল হাসিবে ?
ইহজন্মে জন্মান্তর কবে সে লভিব !
হও মম, কান্তে ! সুখি ! প্রেয়সি ! জান কি

কত ক্ষত এ হৃদয় তব আঁখিশরে?
তুমি না ঔষধ দিলে ধর্ম্ম কি থাকিবে?
রমণী হইয়া, প্রিয়ে, তাপসে বধিবে?
নীরবে রহিলে কেন, অমৃতবচনি?
না হয় ভৎর্সনা কর, বল কুবচন,
তাহাও আমার পক্ষে মহামূল্য ধন!

ফুল্লরা। অবাক্ হয়েছি আমি, নয়ন আমার
কেমনে হৃদয় তব করিল বিক্ষত?
সুকোমল সে নয়ন অতি হীনবল
আপনারে বাঁচাইতে সদাই বিব্রত;
রেণুটি বাতাসে উড়ি' সমুখে আইলে
সচকিতে অমনি যে লুকাইতে চায়,
সে ভীরু কেমনে তব হৃদয়ে করিল
বিষম আঘাত হেন? হায়, এ কি দায়!

সন্তোষ। সমুজ্জ্বল সুকোমল সুনীল গগনে
অশনিসৃজন, সখি, যে জন করিল,
সমুজ্জ্বল মনোরম মানবনয়নে
কঠোর কটাক্ষ, সখি, সেজন সৃজিল;
হৃদয়ের মূলে তাহা যেদিন পড়িবে
চঞ্চলনয়নি! তুমি সেদিন দেখিবে,
অচল সদৃশ তব যদিও হৃদয়,
ভিত্তি তার শিথিলিত হয় কি না হয়।

ফুল্লরা। করিলাম নিমন্ত্রণ, এ অবলাজনে
উপহাস যত জান করিও তখন,

যতদিন সে সময় উদিত না হয়
ফুল্লরার সমুখে না কর আগমন,
চাহি না করিতে তব মুখ-দরশন।

রঙ্গিনী। ( সমীপে আসিয়া )
বৃথাই বহিছ তুমি অবলামূরতি
অন্তর তোমার যদি কঠিন অমন,
অবলাসুলভ দয়া না হয় ত্যজিলে
অবলাসুলভ কেন চাতুরী ত্যজিবে ?
যে পণে অনেক লাভ কেন তাহা ছাড় ?
ঘরে বসি' পাও যদি এ পরশমণি,
চিরস্থায়ী, প্রেমোজ্জ্বল, নয়নরঞ্জন,
বহুত করিলে লাভ রূপবিনিময়ে।
পুরুষের রূপ গুণ পরীক্ষা করিতে
কামিনী যেমন পারে কে পারে তেমন ?
ছি ছি, তুমি এ রতন চিনিতে অক্ষম !
একবার দেখ তুমি তুলিয়া বদন
এ মাধুর্য্য, এ পীরিতি নহে সাধারণ,
হেলায় ত্যজিলে তুমি এ রত্ন অতুল
সমতুল এ জীবনে আর কি মিলিবে ?
প্রেম অঙ্গীকার কর, ধর এ বচন,
সুখে রাখ, সুখে থাক, যাবত্ জীবন।
ফিরায়ে বদন খানি নীরবে রহিলে !
( সন্তোষকে )
ভাই !

রমণীর হৃদয়টি আমি যত জানি
জনমি' পুরুষকুলে কেবা তত জানে ?
জ্বলিলাম এতদিন তাহার জ্বলনে ;
আছে সীমা অবনীর, জলধির তল,
রমণীর রূপগর্ব্ব অসীম অতল।
ভাই,
ভাবিনীর অভাব কি এ ভবভবনে ?
সমাদরে কত জন তোমা হেন ধনে
রাখিবে মাথায় করি', ইহারি কারণ
হইতেছ কেন তুমি অধীর এমন ?

ফুল্লরা। (স্বগত)
ধরিয়া মানবতনু, তরুণ বসন্ত,
আইলে কি তপোবনে করিতে বিহার ?
বিলম্ব উচিত ছিল আরো কিছু দিন
এখনো জগতীতলে শীত-অধিকার।

রঙ্গিনী। ফুল্লরে!
আমায় দেখিছ কেন উৎফুল্ললোচনে ?
অই যে নিবিড় নীল কুটিল কুন্তল
স্তূপে স্তূপে বিলম্বিত নিতম্বমণ্ডলে,
মেদিনীমণ্ডলতটে যেন কাদম্বিনী!
আলিঙ্গিত বাল-ইন্দু ললাট-ফলক ;
প্রভাত-নলিনদল-বিলোল নয়নে
কেলি-চপল মধুপ তারকা তরল,
কচি কচি গণ্ডস্থল নবনীতময়,

রসালপল্লবনিভ সুরস অধর,
বিলোকনে আমিও কি হইব বিহ্বল ?
আরাধিব ভক্তিযোগে ইহারি মতন ?
এ জনমে সে আশায় জলাঞ্জলি দাও !

ফুল্লরা। শতেক বরষ ধরি' কর তিরস্কার,
আনন্দে শুনিব হেন ভৎর্সনা তোমার ;
না জানি ইহার মুখে বিনয়বচন
অঙ্গে মোর বাজে কেন কাঁটার মতন।

রঙ্গিনী কি ফল তোমার বল আমার বচনে ?
চরিতার্থ কর তুমি অনুরাগিজনে।
সন্তোষ, এখন যাই আমি। ( প্রস্থান )

ফুল্লরা। ( স্বগত )
দেখিলাম রূপ এত এই ত নূতন,
আসিয়াছ কত দিন তুমি এ কানন ?
তরুজালে তনু তব অই—অই—অই—
অই যে পড়িল ঢাকা, দেখা যায় কই ?
আলো করি' বনভাগ এতক্ষণ ছিলে,
নয়নের অন্তরাল কিহেতু হইলে ?
দেখিতে যাহার মুখ ছিনু এতক্ষণ,
সে জনে বঞ্চিত যদি হইল নয়ন
এ ভূমিতে লগ্ন আর কেন রে চরণ ?
(প্রকাশ্যে) আঃ
কোথা গেল নলিনাক্ষ ? এমন চঞ্চল !

( হরিণ-অন্বেষণে সন্তোষ নিষ্ক্রান্ত )

যেমতি মানসসরঃ নিশা-অবসানে
কেন হে ধরিলে রাগ কমলবদনে ?
বুঝিয়াছি, রসময়, ওটা তব ছল,
রাগিলে উহার মন রাখিতে কেবল,
প্রাণের সকল কথা শোনাব বিজনে,
পূরা'য়ো কামনা মম,—মিনতি চরণে।

( হরিণশিশু লইয়া সন্তোষের পুনঃ প্রবেশ )

এখনও কেন রে খেলিছ বনময়
আশ্রম যাইতে বুঝি হয়নি সময় ?
প্রত্যয় না হয় যদি ভগ্নীর বচনে
দেখ দেখ, চটুল রে, আপন নয়নে,
যেন বা বিজলীজলে সিন্দূর মাড়িয়ে
রঞ্জিত করিয়ে তায় পৃথুল শরীর
তরুচক্র-অন্তরালে পড়িছে গড়ায়ে
সরোজ-পরাণপতি অই যে মিহির !

সন্তোষ। উহার আভায় দীপ্ত উভয়বদন,
জানিছ না কত শোভা করেছ ধারণ !

ফুল্লরা। এখনি আঁধার হবে, নারিবি চলিতে,
বুকে করি' তত দূর তোমায় বহিতে
নারিব আজিকে আমি,—নব এক ভার
পড়িয়াছে, হরিণ রে, হৃদয়ে আমার !

( গমনোন্মুখী )

সন্তোষ। প্রিয়ে, চলিলে কি ?
তাপসের মুনিব্রত একমাত্র ধন,

তাহাও যে ত্যাজিয়াছি তোমার কারণে,
আমায় তিয়াগ তুমি কেমনে করিবে ?

(চরণে পতিত)

ফুল্লরা।　　আঃ।

(প্রস্থান)

# চতুর্থ অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রাজার আশ্রম।

রাজা ও পারিষদগণ। অদূরে রঙ্গিনী।

রাজা। এই মাত্র যার কথা কহিতেছিলাম
অই সে কুমার,—দেখ, কেমন সুন্দর!
না জানি ও কার বংশধর; ডাক দেখি।

১ম পারিষদ। ওহে বাপু—

২য় পারিষদ। ওহে হেথা এস।

(রঙ্গিনীর আগমন ও রাজাকে অভিবাদন)

১ম পারিষদ। কোন্ কুলে জনম তোমার,
কিবা নাম ধর?

রঙ্গিনী। জন্ম অতি উচ্চকুলে, জ্ঞান মম নাম।

রাজা। কোন্ উচ্চকুলে, শুনি?

রঙ্গিনী। আপনার জন্ম নহে উচ্চতর কুলে।

রাজা। হা! হা! বটে!

১ম পারিষদ। জান কি, ইনি কে?
রঙ্গিনী। না।
২য় পারিষদ। জন্ম এঁর মেদিনীর উচ্চতম কুলে।
রাজা। জলহীন মীনহীন নিদাঘের সরঃ;
রসহীন ছায়াহীন তাপময় মরু,
পল্লবকুসুমহীন শীতের পাদপ,
এই যে দেখিছ, বাপু, মহাপাতকীরে,
এ দশা ইহার কিন্তু নহে চিরদিন।
১ম পারিষদ। ইনিই ছিলেন রাজা।
রঙ্গিনী। আপনারি নাম করি' আমরা সকলে
দিতাম তটিনীকূলে উঞ্ছ-ষষ্ঠভাগ?
অবনীর-প্রিয়পতি সেই কি আপনি?
রাজা। সম্পদসাগরে আমি, যথা লক্ষ্মীপতি,
শয়ন করিয়া সুখে প্রতাপ-অহিতে
ঘুমাতাম, রাজলক্ষ্মী চরণ সেবিত।
এক্ষণে একটি আমি তপোবন-মৃগ।
রঙ্গিনী। এই যে এখন আমি বৃন্তহীন পাতা
উড়িয়া বেড়াই বনে বাতাসে বাতাসে
আমারি কি এই দশা ছিল চিরদিন?
ক্ষীরসাগরতে কভু মরাল যে ছিল,
সে কেন আকণ্ঠ মগ্ন এখন লবণে?
অদৃষ্টের কথা, রাজা, কে পারে বলিতে
রাজা। এস তুমি নিত্য নিত্য এ রাজ-কুটীরে,
দেখিলে তোমার মুখ, শুনিলে ও ধ্বনি

না জানি উচ্ছ্বাসে কেন হৃদয় আমার,
তোমার হাসির মত রঙ্গিনী হাসিত,
রঙ্গিনীরে সহোদর বিধি যদি দিত;
অনুমানি হইত সে তোমারি মতন।

রঙ্গিনী। রঙ্গিনী কে ?

রাজা। যখন জীবন মম ছিল সুখময়,
সকল সুখের সার ছিল এক সুখ ;
সুবর্ণকোকিলা তুল্য ছিল এক বালা,
বারমাস মধুময় বসন্তধ্বনিতে
শ্রবণে আমার সে যে কত কুহরিত !

রঙ্গিনী। এখন কোথায় তিনি ?

রাজা। আছে বালা রাজনিকেতনে।

রঙ্গিনী। তাঁর জন্যে আপনার মন কেমন করে ?

রাজা। যখন প্রতিমা খানি স্মরণে আইসে
অন্তরে হৃদয় যেন ছিন্ন হ'য়ে পড়ে।
পরিহরি' সিংহাসন প্রথম যে দিন
আসিলাম তপোবনে বন্ধুগণ সনে
পথশ্রমে শিথিলিত গ্রন্থি সমুদয়
পড়িলাম তরুতলে অবশশরীরে ;
কত কথা একবারে হৃদয়ে উঠিল,
রাজগেহ, রাজশয্যা, রাজপরিবার,
মুহূর্ত্তে সকলি কিন্তু বিস্মৃত হইনু,
রঙ্গিনীর কণ্ঠধ্বনি পূর্ব্বের মতন
পাইল না একবারো শ্রবণ আমার

ইহাই হৃদয়ে মোর বড় ব্যথা দিল,
সমস্ত রজনী তাই দংশিতে লাগিল।

রঙ্গিনী। (স্বগত)
এত দুঃখ পেয়েছিলে ? হায়, ধিক্ ধিক্!
(প্রকাশ্যে)
বিষাদিত কেন, দেব, তনয়ার তরে ?
পুনরায় আপনার চরণবন্দনা
ললাটে থাকিলে তার অবশ্য ঘটিবে।
কেমন রাজত্বপদ, নগর কেমন ?
সুদূর কাননে করি আমরা বসতি।

৩য় পারিষদ। সে সুখ-কাহিনী শুনিতে বাসনা তব ?
রাজকুলে সভা করি' বসিতাম সবে,
দাঁড়াইয়া দুই পাশে গণিকানিকর
দোলাইত সযতনে রতনচামর
পুলকে নাচিত বায়ু বপুর উপরে,
বন্দিগণ স্তুতিপাঠে শ্রবণ তুষিত,
আকুল হইত পুরী ধূপের সৌরভে,
মানবের কোলাহলে, গীতবাদ্যরবে ;
একে একে দিনগুলি পশিত পুরীতে
সর্ব্বাঙ্গে উৎসব ধরি' গমন করিত,
আমরা বড়ই সুখে ছিলাম তখন।

রঙ্গিনী। কেমনে বুঝিবে, আর্য্য, বনবাসী জন
রাজলক্ষ্মীলীলা ? নরলোকে থাকি' নর
গোলোকসম্পদ কভু বুঝিতে কি পারে ?

রাজা। তোমরা পরমসুখে আছ তপোবনে,
যুবতি-আমিষ-লোভে কাম এ আশ্রমে
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ত্যজি' করে না ভ্রমণ,
এখানে আসে না ক্রোধ তরবারিকরে,
এখানে চাহে না লোভ মানবশোণিত,
সসৈন্যে বসুধাতলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
ভুবনবিজয়ী কলি এ পুণ্য আশ্রম
ভাগ্যক্রমে অদ্যাপি দেখিতে পায় নাই।
এরূপ কোথায় সুখ সে রাজনগরে?
বিপুল বিভব সেই যদি মনে করি,
রহিয়াছে তাহাও ত এখানে বিপুল ;—
প্রকৃতির বৈতালিক বিহগের কুল,
সভাসদ মৃগযূথ অতি সহৃদয়,
আপনি লতিকাচয় পুষ্পদানদাসী,
বৃক্ষচয় পৌরবর্গ রাজ-অনুরাগী,
ষষ্ঠ অংশ কর দেয় মানবের জাতি,
বৃক্ষকুল ফল পাতা দেহ দান করে,
এ বিভব বর্ত্তমানে এ বিজনবনে
মনে কি করিতে আছে পূর্ব্বের বিভব?

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

ফুল্লরার প্রবেশ।

ফুল্লরা। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া)

কর্পূরে গড়িয়া, চাঁদ! তনুটি তোমার
তড়িতলেপন দিল বিধাতা নিঠুর?
তাই তব পরশনে, চারুদরশন!
বিরহীর তনুমন শিহরে এমনি?

(তৃণভূমিতে শয়ন ও চন্দ্রদর্শন)

চাঁদমুখদরশনে বিবশা তটিনী
অবলাসুলভ তার তরল হৃদয়
কতই চঞ্চল করে, স্ফীত করে কত!
সমস্ত জীবন তার হয় আকুলিত!
আহা, কিন্তু কুলবতী কি করে উপায়,
অঙ্গের আবেগ তার অঙ্গেই মিশায়!
ফুল্লরার দশা এবে তেমনি হইল!
নিত্য নিত্য দেখি, নাথ, তোমায় কাননে
প্রেমের তরঙ্গবলে করি টলমল
ফুটিতে প্রাণের কথা না হয় শকতি!

(নীরবে উপবেশন)

সরলা সরমশীলা কুলবতী বালা
কেমনে দেখাবে হায় হৃদয়ের জ্বালা!

এ সঙ্কটে কোথা আমি করিব গমন,
কেবা আছে সহৃদয় কে দিবে শরণ ?

( ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত )

অই যে প্রাণের সখী রম্ভা রসবতী
বিষম সঙ্কট মম করি' দরশন
মারুতহিল্লোলে মাথা নাড়ি' ধীরে ধীরে
প্রেমলিপি লিখিতে করিছে আমন্ত্রণ।

( পত্র লইয়া লিপি লিখনানন্তর কদলীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া )

আতপে প্রদান কর ছায়া সুশীতল,
সঙ্কটে, মঙ্গলময়ি, করিলে মোচন,
নিত্য নিত্য তটিনীর সুশীতল জল
তোমার চরণে আমি করিব সেচন।

( অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিয়া )

কেমনে পাঠাই লিপি ? নূতন বিপদ !

( অদূরে সন্তোষের প্রবেশ )

এই যে আগত মম দূত বশম্বদ।
যাহা চাই তখনি তাহার সঙ্ঘটন,
ইষ্টলাভ হইবার এ বটে লক্ষণ।

সন্তোষ। ( সম্মুখীন হইয়া )

প্রিয়ে !

ফুল্লরা। আমার নিকটে কেন আবার আইলে ?
পেয়েছ নূতন বন্ধু রসিক সুজন,
যাও তুমি তার কাছে, তাহার সাহায্যে
অনেক মিলিবে তব রমণীরতন।

সন্তোষ। প্রিয়ে, ক্ষমা কর।

ফুল্লরা। আমায় কেমনে বল মার্জ্জনা করিতে ?
মনে আছে করিয়াছে তিরস্কার যত ?
কেবা বল সে আমার, আমি কেবা তার ?
কি জন্য সহিব তার কুবচন তত ?
লাজশীলা বনবালা পুরুষ নূতন,
সমুখে উত্তর তাই দিতে পারি নাই,
খুলিয়া প্রাণের রাগ লিখিয়াছি লিপি,
দিও তারে ; সত্বরে উত্তর যেন পাই।

সন্তোষ। প্রিয়তমে, তুমি যদি কর অনুমতি,
হেলায় যাইতে পারি শমনবসতি।

ফুল্লরা। বালাই !
যেখানে, সন্তোষ, তুমি করিবে গমন
বিরাজে মঙ্গল যেন সেথা সর্ব্বক্ষণ।

(এক দিকে ফুল্লরার, অন্য দিকে সন্তোষের প্রস্থান)

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিনীর আশ্রম।

রঙ্গিনী, সরলা। পরে সন্তোষের প্রবেশ।

সন্তোষ। আমার ফুল্লরা তোমায় এই পত্রখানি দিয়াছে।

রঙ্গিনী। (পত্র পাঠান্তে) যার কুলশীল সকলি অজ্ঞাত ; যার

সঙ্গে একদিন একবার মাত্র দেখা, তাকে এই পত্র! এ যার কর্ম্ম তার কেমন চরিত্র?

সন্তোষ। ভাই, আমার এ যজ্ঞপবীত যেমন পবিত্র আমার ফুল্লরা তেমনি পবিত্র; তবে আমার মুনিব্রত যেমন কঠিন আমার ফুল্লরাও তেমনি কঠিন,—উভয়েই অতি যত্নে আরাধনার সামগ্রী।

রঙ্গিনী। কিন্তু পত্রখানি ত তেমন নয়।

সন্তোষ। দেখ, ফুল্লরা আজন্ম আদরের সামগ্রী, তিরস্কার কারে বলে কখনও জানে নাই, কেবল তুমি সে দিন তিরস্কার করেছ, যদি কটূত্তর দিয়ে থাকে কিছু মনে ক'র না।

রঙ্গিনী। কি লিখেছে জান?

সন্তোষ। আমায় ত শোনায় নাই।

রঙ্গিনী। শোন তবে,

(পাঠ) যতেক বলিলে পরুষ বচন—

সেই তিরস্কারের কথা, তা তত অহঙ্কার দেখে কে নীরবে থা'কবে বল।

(পাঠ) যতেক বলিলে পরুষ বচন
লাগিল আমায় অমিয়ময়,
না জানি তোমার প্রেম-আলাপনে
কামিনীর মনে কি সুখ হয়!

সন্তোষ। হায়!

রঙ্গিনী। (পাঠ) মানব নহ ত অমর হইবে,
অমর মহিমা করি' গোপন
এ ছার ললনা-পরাণ সহিতে
বলনা কি হেতু করিছ রণ?

রমণীর ধন জীবন যৌবন
সঁপিল তোমার চরণে বালা ;
না কর করুণা, না লহ অর্চ্চনা
মরিবে অবলা, জুড়াবে জ্বালা।

( সন্তোষ ভূতলে উপবিষ্ট )

সরলা। আহা তাপস!

রঙ্গিনী। ওকে ধিক্!

সন্তোষ। হা বিধাতঃ, এ নিরপরাধ তপস্বীর ভাগ্যে এত দুর্গতি লিখেছিলে!

রঙ্গিনী। কি আশ্চর্য্য! তোমা ভিন্ন আর দূত পায় নাই! যেমন নিষ্ঠুর তেমনি শঠ! এমন স্ত্রীলোক ত কোথাও দেখি নাই।

সন্তোষ।　হা জীবিতেশ্বরি!
তব নিন্দা শুনিতে হইল!
এমন অভাগ্য আমি!

রঙ্গিনী।　এখনো ব্যাকুল এত তুমি তার তরে?
তপস্বী হইয়া কেন নিস্তেজ এমন?
কি জানি সে বামা কোন মন্ত্রবলে
বশ করিল ভুজঙ্গে ;
থাকে যদি মঙ্গলকামনা,
ত্যজ তারে।

সন্তোষ।　আমি তারে ত্যাগ করি বা না করি,
সে ত তোমারি এখন।

রঙ্গিনী।　ভয় কি তোমার?

এ জনমে করিব না দারপরিগ্রহ,—
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার।

সন্তোষ। কোথা সে পুরুষ,
যে পারে হইতে পার
এ প্রতিজ্ঞা-পারাবার ?

রঙ্গিনী। সত্য কহিনু তোমারে,
নারীর পীরিতি আমি তৃণজ্ঞান করি।

সন্তোষ। কিশোরবয়সে, ভাই, বড় সাধ ছিল,
যাবত জীবন
করিব বিদ্যার উপাসনা,
দেখিব না সকামনয়নে
কামিনীর কমলবদন ;
দেখ মোর কি দশা এখন,—
কোথা রত্নাকর, কোথা দ্বৈপায়ন,
কোথা বেদ, বেদাঙ্গ কোথায় !
জর জর আমি অবলা-নয়নশরে,
বিলুণ্ঠিত আমি অবলা-চরণতলে !

রঙ্গিনী। মানবী রহুক দূরে,
বিদ্যাধরী অপ্সরী অমরী
চরণে ধরিয়া করে যদিও বিনয়,
আমার হৃদয় তবু টলিবার নয়।

সন্তোষ। হায় !
কিশোরবয়স-উষাকালে
হৃদয়তরুর দলে দলে

বাসনা-শিশিরকণা দোলে,
কে দেখিতে পায় ?
যৌবন-অরুণাতপ লাগে যবে তায়,
পুঞ্জ পুঞ্জ পুঞ্জ
বাসনা হৃদয়ময় করে ঝলমল,
নয়ন চকিত হয়,
সর্ব্বাঙ্গ চমকে!
ভাই,
না জানিলে যৌবন কেমন,
না বুঝিলে হৃদয়ের ভাব,
আমার মতন তুমি করিলে মনন ;
দুর্গতি আমার মত পাছে তব হয়,
এই বড় ভয়।

রঙ্গিনী। আমি ভাল জানি,
এই ভগিনীটি জানে,
কত উচ্চ আমার হৃদয়;
এ মোর প্রতিজ্ঞা কভু টলিবার নয়।

সন্তোষ। ভাই, পত্রের উত্তর দিবে ?

রঙ্গিনী। কি উত্তর তারে দিব ?

সন্তোষ। যাই তবে আমি ?

রঙ্গিনী। এস।

( সন্তোষের প্রস্থান )

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিনীর আশ্রম।

অনঙ্গের প্রবেশ।

অনঙ্গ। ভাল আছ, প্রাণেশ্বরি ?—

রঙ্গিনী। অনঙ্গ যে! এত বিলম্ব কেন, বল ত ? এতক্ষণ কোথা ছিলে ?

অনঙ্গ। প্রিয়ে, বেশী ত বিলম্ব হয় নাই।

রঙ্গিনী। ধূর্ত্ত! ফের যদি আমায় এমন বঞ্চনা কর, আমার কাছে আর এস না।

অনঙ্গ। প্রিয়ে, বিলম্ব যদি এক দণ্ড হ'য়ে থাকে,—এক দণ্ডের জন্য এই গুরুতর দণ্ড! চন্দ্রাননে! উচিত বিচার কর।

রঙ্গিনী। এক দণ্ড, বিলম্ব! বড় কম! কামিনীকে আশা দিয়ে যে এক পল, এক অনুপল বিলম্ব করে, তার প্রেম মৌখিক, কখনই আন্তরিক নয়।

অনঙ্গ। প্রিয়ে, এবার ক্ষমা কর।

রঙ্গিনী। নির্লজ্জ! যদি এমন বিলম্ব কর, আমার সম্মুখে আর এস না, আমি অমন পুরুষের মুখ দেখ্‌তে চাই না; অমন পুরুষ অপেক্ষা বরঞ্চ পেঁচাকে বরণ করা ভাল, তাতে সুখ আছে।

অনঙ্গ। এত প্রাণী থাক্‌তে পেঁচার উপর এ অনুগ্রহ কেন?

রঙ্গিনী। তার কত গুণ! একটি তার মহৎ গুণ দেখ, রেতে সে কখনো ঘরে থাকে না।

অনঙ্গ। গৃহিণীর পক্ষে সেটা কি সুখ ?

রঙ্গিনী সুখ নয়! রেতে শূন্য ঘর পেলে গৃহিণীর কত সুখ! কেমন নিশ্চিন্তভাবে ইচ্ছামত রাত্রিযাপন হয়।

অনঙ্গ। আমার রঙ্গিনীর মন কিন্তু এমন নয়।

রঙ্গিনী। আমারও যা মন তোমার রঙ্গিনীরও তাই মন, পৃথক নয়।

অনঙ্গ। আমার রঙ্গিনী যে সতী সাধ্বী, সাধ্বী কখনও স্বেচ্ছাচারিণী নয়।

রঙ্গিনী। কেন আমিই ত তোমার রঙ্গিনী।

সরলা। ওগো, উনি তোমায় রঙ্গিনী বলেন তাই, ওঁর আর একটি রঙ্গিনী আছে, সে তোমার চেয়ে কত সুন্দরী!

রঙ্গিনী। আচ্ছা, অনঙ্গ, আমি যদি সত্যই তোমার স্ত্রী হ'তেম, তুমি আমায় কি বল্‌তে?

অনঙ্গ। আগে ত চাঁদমুখে চুম্বন—

রঙ্গিনী। আমার পরামর্শ তা নয়; আগে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করাই ভাল; ক্রমে কথা যখন আর না জোটে, তখন বরঞ্চ অন্য চেষ্টা।

অনঙ্গ। আর চেষ্টা যদি নিষ্ফল হয়?

রঙ্গিনী। তখন স্তবস্তুতি আরম্ভ,—ঐ আবার কত নূতন কথা পেলে।

অনঙ্গ। তা স্ত্রীর সঙ্গে নির্জ্জনে আলাপের সময় কার আবার কথা শেষ হয়?

রঙ্গিনী। তোমারই হ'ত, যদি আমি তোমার স্ত্রী হ'তেম; যে নির্জ্জনে তৎপর স্বামীর মুখ বন্ধ না করে, তার মত বোকা মেয়ে কি জগতে আছে? সে যা হ'ক, এখন ত আমি তোমার রঙ্গিনী, আমি যে তোমায় চাই না।

অনঙ্গ। তবে তোমার সাক্ষাতে আমি মরি।

রঙ্গিনী। তোমার কি আর কর্ম্ম নাই?

অনঙ্গ। আমার প্রাণ যদি আমায় না চায়, মরণ ভিন্ন আমার গতি কই?

রঙ্গিনী। পুরুষের কেবল ঐ কথা! দেখ, অনঙ্গ, তিন যুগ চ'লে গেছে, কলিরও অনেকটা গেল, কত লোক জন্মিল, কত ম'ল, কিন্তু স্ত্রীর জন্য কে কোথায় প্রাণ দিয়াছে? রামচন্দ্র লক্ষ্মণ-বর্জ্জনের পর দেহত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু জানকীরে বিসর্জ্জন দিয়ে এক দিনের জন্য তাঁর মাথাটি ধরে নাই; তিনিই চারিযুগের নায়কের শিরোমণি। প্রেমের দায়ে পুরুষ যে প্রাণ দিয়াছে, তা ত কেহ কখনও শোনে নাই, ওটা কেবল কথার কথা।

অনঙ্গ। আমার রঙ্গিনী যেন এমন না ভাবে; সে যদি কোপ-দৃষ্টিতে একটিবার আমার পানে চায়, আমি নিশ্চয় ম'রে যাই।

রঙ্গিনী। তার কোপদৃষ্টিতে মাছিটিও মরে না। দেখ, অনঙ্গ, এখন আমার মনটি বেশ আছে, এমন সুযোগ তুমি ছেড় না, এ সময় যা চাবে তাই দিব।

অনঙ্গ। তবে তোমার ভালবাসাটি চাই।

রঙ্গিনী। তা শয়নে স্বপনে তোমায় ভাল বাসি, যেন জন্ম-জন্মান্তরে তোমায় ভাল বাস্‌তে পাই।

অনঙ্গ। তবে আমায় তুমি চাও?

রঙ্গিনী। অমন কুড়িটি পেলে নি।

অনঙ্গ। কি ব'ল্লে?

রঙ্গিনী। কেন, অমন উত্তম সামগ্রী বেশী বেশী কে না চায়? আয়, ব'ন, তুই পুরোহিত হ'য়ে আমাদের হাতে হাতে সঁপে দে, আমার ত আর বিলম্ব সয় না।

সরলা। আমি মন্ত্র জানি না।

রঙ্গিনী। বল, 'এনাং কন্যাং—'

সরলা। আচ্ছা, আচ্ছা, এনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

রঙ্গিনী। ওমা, পুরোহিতটি ত মন্দ নয় গা!

সরলা। তুমি বল 'প্রতিগৃহ্নামি'।

অনঙ্গ। প্রতিগৃহ্নামি।

রঙ্গিনী। কি! এখনই না কি?

অনঙ্গ। তা শুভকর্ম্মের বিলম্ব কি?

রঙ্গিনী। আচ্ছা, অনঙ্গ, মনে কর সত্যই তুমি রঙ্গিনীকে পেলে, অনুরাগটুকু কদিন থাক্‌বে বল দেখি?

অনঙ্গ। যাবজ্জীবন।

রঙ্গিনী। যাবজ্জীবন! না না, অনঙ্গ, পুরুষের প্রেম যেন শেফালিকার ফুল, যত ক্ষণ রাত্রি তত ক্ষণ, প্রভাতে মাটির উপর গড়াগড়ি যায়। রমণীকেও ভাল বলি না, প্রথমদর্শনের সময় শ্রীমতী যেন বসন্তরূপিণী, কিন্তু দুদিন পরেই আকাশে মেঘ ওঠে, তার তর্জ্জন গর্জ্জনে স্বামীর প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়। আমায় তুমি ঘরে নিয়ে চল, দেখ্‌বে তোমার কি দশা হয়। কথার উত্তর ত কখনই পাবে না, সদাই দেখ্‌বে আমার মুখখানি ভার ভার, কোনও কারণ নাই তবু কেঁদে কেঁদে তোমার ঘর দুয়ার ভাসিয়ে দিব; সারা রাত আমার মানভঞ্জন ক'রে তোমার শিরঃপীড়া জন্মাবে, যদি কখনো প্রত্যূষে তোমার ঘুম আসে আমি অমনি পা ছড়িয়ে কাঁদ্‌তে ব'স্‌ব, চীৎকার ক'রে কেঁদে পাড়া গোল ক'র্‌ব।

অনঙ্গ। আমার রঙ্গিনী কিন্তু এমন কাজ ক'র্‌বে না।

রঙ্গিনী। আমারও যে কাজ, তোমার রঙ্গিনীরও সেই কাজ।

অনঙ্গ। সে যে বুদ্ধিমতী।

রঙ্গিনী। বুদ্ধিমতী না হ'লে এমন ক'র্‌বে কেন ? জান না কি, যার স্ত্রী যত বুদ্ধিমতী তার তত দুর্গতি ? বুদ্ধিমতীকে ঘরে রুদ্ধ কর, মাছিটির পর্য্যন্ত যাতায়াতের পথ বন্ধ কর, বুদ্ধিমতী স্বচ্ছন্দে বাহির হ'য়ে আপন কার্য্যসাধন ক'র্‌বে; ওগো ওরা কাজের সময় যেন কর্পূর হ'য়ে বাতাসের সঙ্গে উপে যায়। একটা উপকথা ব'ল্‌ব, শুন্‌বে ?

অনঙ্গ। বল না, শুনি।

রঙ্গিনী। এক আছেন রাজা—

অনঙ্গ। তাঁর আছেন দুই রাণী।

রঙ্গিনী। না না, অমন নয়।

অনঙ্গ। তবে কেমন ?

রঙ্গিনী। তাঁর আছে এক কন্যা। রাজা তাকে সাপের মাথার মাণিকের মত সাবধানে রাখেন। ক্রমে রাজকন্যার যৌবনকাল উপস্থিত হ'ল, তখন সে রাজার চোকে ধূলা দিয়ে মনের মতন একটি যুবা পুরুষের সঙ্গে দেশান্তরে গিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না ক'ত্তে লাগ্‌ল। কেমন বুদ্ধি বল দেখি ?

অনঙ্গ। অমন বুদ্ধির পায়ে দূর হতে নমস্কার।

রঙ্গিনী। রাজকন্যার আশ্চর্য্য বুদ্ধির আর একটু পরিচয় দি, শোন,—তার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রইল।

অনঙ্গ। পৃথক্ পৃথক্ বাস ক'রে থাক্‌বে, এমন গল্প ত অনেক শোনা যায়।

রঙ্গিনী। না, তাদের একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, সকলি একত্রে।

অনঙ্গ। তবে সে বড় আশ্চর্য্য সতীত্ব।

রঙ্গিনী। সত্য, সে রাজকন্যার সতীত্ব অক্ষয়।

অনঙ্গ। প্রিয়ে, অনুমতি কর আমি যাই।

রঙ্গিন। ধিক্ ধিক্, নাথ তুমি এখনি যাইবে?
ব'স, নাথ, একবার দেখি ও বদন,
আগেই ত জানিতাম পুরুষ নিঠুর,
আগেই ত বলেছিল এ কথা সকলে,
কেন তবে হৃদয়টি পুরুষে সঁপিনু?
আমিই অবোধ অতি তাই এত জ্বালা;
এখনি যাইবে যদি কি হেতু আইলে?
এস রে, মরণ, তুমি নাথ যদি যায়,
যখন আসিবে কান্ত আসিও জীবন।

অনঙ্গ। প্রিয়ে, মহারাজের মধ্যাহ্নভোজনের সময় প্রায় উপস্থিত; তখন তাঁর কাছে আমায় উপস্থিত থাক্‌তে হবে, আমি এখন যাই, অপরাহ্নের পূর্ব্বেই আবার আস্‌ব।

রঙ্গিনী। বেদপূত তপোবন তপস্যানিলয়,
সাধুশীলা সত্যপ্রিয়া বনদেবীগণ,
কাননকুরঙ্গবৃন্দ কপটতাহীন,
অমলসলিলা যত বনতরঙ্গিনী,
ফলপূর্ণ তরুগণ তাপনিবারণ,
চিরন্তন পূতমূর্ত্তি তুমি দিবাকর,
সাক্ষী সবে নাথ মোর আসিবে সত্বর।

অনঙ্গ। যাই এখন?

রঙ্গিনী। না—না, কান্ত, বিশ্বাস কি কঠিন পুরুষে?
পরশি' আমার মাথা দিব্য করি' যাও।

অনঙ্গ। সত্যই আমি আস্‌ব।

(প্রস্থান)

সরলা। কি উপকথাই ব'ল্লে আর কি! আবার নারী হ'য়ে নারীজাতির এত নিন্দা! এক টান্ দিয়ে ধুতিখানা খুলে দিলেই ভাল হ'ত, বিদ্যে বুদ্ধি প্রকাশ হ'য়ে যেত।

রঙ্গিনী। সরলা লো সরলা! বিদ্যে কি চিরকাল চাপা থাকে ভাই?

সরলা। তুমি কি হ'লে!

রঙ্গিনী। সাধের ব'নটি আমার! সাধে কি এমন হয়েছি, সেই পোড়া যে আমায় এমন করেছে।

সরলা। পোড়া আবার কে?

রঙ্গিনী। যে হরকোপানলে পুড়েছিল। ভাই, অনঙ্গ কখন আস্‌বে বলেছে?

সরলা। তার কথাগুলি ত আমি মুখস্থ ক'রে রাখি নাই।

রঙ্গিনী। চ', ভাই, একটা গাছের ছায়ায় বসি গে, যতক্ষণ সে না আসে, ব'সে ব'সে কাঁদি গে।

সরলা। চল, আমিও ঘুমুই গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

রঙ্গিনী, সরলা। অদূরে ফুল্লরার প্রবেশ,

পশ্চাতে পশ্চাতে সন্তোষ।

ফুল্লরা। আমি একে মরি আপনার জ্বলনে, তুমি কেন আবার আমায় এত জ্বালাতন কর বল দেখি? তুমি বল আমায় ভাল বাস, বল দেখি যে যাকে ভাল বাসে সে কি তাকে এতই জ্বালাতন করে? ভালবাসা যে কি দায় তা আমি এত দিনে বুঝেছি, আমি ত আর তোমায় ঘৃণা করি না, তবু কেন তুমি সন্তুষ্ট নও? তুমি আর কি চাও?

সন্তোষ। ফুল্লরে! আমি তোমাকেই চাই।

ফুল্লরা। যা হবার নয়, সে কথায় কাজ কি?

সন্তোষ। প্রিয়ে, আমায় যেমন ঘৃণা করিতে, আবার না হয় তাই কর, সেও আমার স্বর্গসুখ। কিন্তু তুমি যে ব'লেছিলে এ জীবনে পুরুষকে ভাল বাস্‌বে না, সে কথাটি কেন মিথ্যা করেছ?

ফুল্লরা। আমার কপালে যা ছিল, তাই হয়েছে। ( রঙ্গিনীকে দেখিয়া ) এই যে! কোথায় তুমি এমন ব্যবহার শিখেছিলে, বল ত? কে তোমার শিক্ষাগুরু? তার একবার দেখা পাই না?

রঙ্গিনী। হে চণ্ডি! চেয়ে দেখ, আমি শুম্ভও নই, নিশুম্ভও নই; তোমায় গৃহিণী ক'ত্তেও চাই না; তুমি এ সংহারমূর্ত্তি সম্বরণ কর।

ফুল্লরা। নারীজন্ম হয়েই ত আমার এত জ্বালা; নারীজাতির মুখে ছাই পড়ুক।

রঙ্গিনী। নারীজাতির মুখে ক্ষীরসরনবনী পড়ুক।

ফুল্লরা। নাও, বিদ্রূপ রাখ, তোমার ও রঙ্গ আমায় ভাল লাগে না।

রঙ্গিনী। কেন? কি অপরাধ হয়েছে?

ফুল্লরা। কিছু জান না আর কি? আমার পত্রখানি কি ব'লে সন্তোষকে দেখালে?

রঙ্গিনী। কেন, তোমায় রাগিয়ে দিতে।

ফুল্লরা। বড় কাপুরুষের কাজ করেছ।

রঙ্গিনী। কি! আমি কাপুরুষ! যা মুখে আসে তাই বল যে! তা স্ত্রীলোকের কথায় পুরুষের রাগ করা উচিত নয়। কিন্তু আমায় বনে পেয়ে তুমি শূর্পনখাব মত কেন ধরেছ বল দেখি?

ফুল্লরা। তুমিও ত আমার নাক কান কাটচ।

রঙ্গিনী। এখনি হয়েছে কি? আমায় যদি না ছাড়, তোমার লাঞ্ছনার অবধি থাক্‌বে না।

ফুল্লরা। তুমি আমার যত লাঞ্ছনাই কর, আমি তোমারই; তোমায় যদি না পাই, এ জীবন রাখ্‌ব না।

রঙ্গিনী। তুমি কি পাগল হ'লে?

ফুল্লরা। তা কি আজ? যে দিন তোমায় দেখেছি সেই দিন অবধি আমি পাগল হয়েছি। সন্তোষ, বল ত, প্রেম কেমন।

সন্তোষ। প্রিয়ে, তুমিই কেন বল না।

প্রাণ-উনমাদ, তনু-অবসাদ,
সদাই উল্লাস, সদাই বিষাদ,
হাসি, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুবিসর্জ্জন;
পাগলের প্রায় প্রেমিক যে জন

ফুল্লরে, তোমার জন্য আমি এমনি হয়েছি।

ফুল্লরা। জান, আমি তোমার জন্য এমনি হয়েছি।

রঙ্গিনী। স্ত্রীলোকের জন্য আমি ত এমন হচ্চি না। হ্যাঁ ফুল্লরা, যাকে দেহসমর্পণ ক'র্‌বে তার দেহে যে কত দোষ তা একবার ভাব্‌লে না? আমি আপন মুখেই স্বীকার কর্চ্চি, আমি কপটময়; বিবেচনা কর, আমার শরীরে আরও কত দোষ থাকতে পারে; পৃথিবীতে এমন নারী নাই, আমার প্রেমে যার সুখ হয়। এখনও বল্‌চি, সাবধান হও।

ফুল্লরা। সাবধান হব! যদি তোমার স্পর্শমাত্রে আমার মৃত্যু হয়, তবু আমি তোমাকেই চাই।

রঙ্গিনী। আচ্ছা, আমি যেন তোমার এ ভাল বাসা ছাড়্‌লেম না, মনে কর আমি তোমারই হ'লেম, কিন্তু একটা কথা অঙ্গীকার কর।

ফুল্লরা। যদি তোমায় পাই, কি না অঙ্গীকার করি?

রঙ্গিনী। বেশী নয়, একটি কথা।

ফুল্লরা। কি বল, প্রস্তুত আছি।

রঙ্গিনী। যদি আমায় তুমি আপনি ত্যাগ কর, এই তপস্বীকে গ্রহণ কর্‌বে?

ফুল্লরা। তাই স্বীকার, কিন্তু আমি তোমায় ত্যাগ না কর্‌লে আমায় তুমি ত্যাগ কর্‌বে না? স্বীকার কর।

রঙ্গিনী। তা এক শ বার।

ফুল্লরা। দে'খ, ভুলো না।

(প্রস্থান

সন্তোষ। ভাই, আমার কি হবে ?

রঙ্গিনী। ফুল্লরার সঙ্গে বিবাহ।

সন্তোষ। কিছুই ত বুঝ্‌তে পা'ল্লেম না।

( প্রস্থান )

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

রঙ্গিনী, সরলা।

সরলা। কেন, দিদি, হইতেছ এতই আকুল ?
আসিবার কথা ছিল, নাইবা আসিল।

রঙ্গিনী। রামচন্দ্র তপোবনে আগমন করি'
চরণপরশ দিয়া তোমারে, পাষাণি,
যদি করেন মানবী, জানিবে তখন,
মদন জ্বলনে জ্বলে যুবতী কেমন।

( অদূরে অরবিন্দের প্রবেশ )

সরলা। ইনি কে ?

রঙ্গিনী। ওলো, তোর যে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল

অরবিন্দ। সুশোভিত কেমন উন্নতভূমিভাগ
সম্মুখে আমার ! যেন সুচারু মস্তক ;
নীল স্নিগ্ধ দূর্ব্বাদল বিন্যস্তকুন্তল
শুক্লকুসুমখচিত আমোদ-উদ্গারী ;
ঈষৎকম্পিত বেতসী-অলকাবলী
মণ্ডিত করেছে তটভাগ ; মধ্যস্থলে

একপদী সীমন্ত-আকার; ঊর্দ্ধদেশে
অবতীর্ণ বিদ্যাধরমিথুন? অথবা
অনঙ্গের অনুরোধে আইলাম আমি
যাহাদের অন্বেষণে, অই বুঝি তারা?
অই হবে সে বালক, তনুটি সুঠাম,
মেয়েলী মেয়েলী মুখ বড় অভিরাম;
পার্শ্বভাগে অই না উহার সহোদরা?—
শারদমৃগাঙ্কমুখী কৃশকলেবরা!
আ মরি!
প্রচ্ছন্ন হাসির কি ছটা!—
সরস অধরবিম্ব ঈষৎস্ফুরিত!
আভাময় আঁখিযুগ কিবা বিস্ফারিত!
কি অপরূপ রূপ!—
মদনের মোহময় ধনুক হইতে
খসিয়া পড়েছে ফুল বুঝি মেদিনীতে!
অথবা যতনে দিব্য কুমারী গড়িয়া
কমলে কমলাসন দিল সাজাইয়া!—
বদনে কমলশোভা, কমল নয়নে,
কমলকোরকযুগ হৃদয় উপরে,
বাহুযুগে কমলের মৃণাল অমল,
কমল যুগলকরে, চরণে কমল!

(অগ্রসর)

রঙ্গিনী। কে তুমি?
অরবিন্দ। পান্থ আমি,

তপোবনে এই মম নব-আগমন ;
কাননতটীতে আছে কুঞ্জনিকেতন,
শোভে তার চারিধারে মাধবীর বেড়া,
কোন্ পথে যাব সেথা ব'লে দিতে পার ?

রঙ্গিনী। যাও এই পথে ; এই যে দক্ষিণভাগে
বনতরঙ্গিনী,—দেখ শোভাটি উহার,—
নলিনরুচিরমুখে মরালতিলক,
বঙ্কিম তরঙ্গভুরু বিলাসভঙ্গুর,
সফরীনয়নে সদা কটাক্ষস্ফুরণ,
প্রস্ফুরিত কোকনদ অরুণ অধর,
বিকচ মৃণালভুজ প্রমোদনর্ত্তিত,
বুকে চারু চক্রবাকমিথুন উন্মুখ,
সুভগ আবর্ত্তনাভি কভু আবির্ভূত,
উদিত নিভৃতভাবে নবীন শৈবাল ;
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তনু স্নিগ্ধ অতিশয়,
কুমুদকহ্লাররাজী রজতভূষণ ;
চিরব্রত তৃষিতের তৃষানিবারণ,
চিরকাল অকলঙ্ক তথাপি জীবন।
যাও যদি তরঙ্গময়ীর পাশে পাশে,
মধুর আলাপ-বাণী শুনিতে শুনিতে
অচিরে কুঞ্জকুটীরে উপনীত হবে,
এখন দেখিবে কিন্তু শূন্য সে আলয়।

অরবিন্দ। বুঝিলাম তোমাদেরি সে কুঞ্জকুটীর ;
আসিয়াছি অনঙ্গের নিকট হইতে,

মম মুখে ধর তাঁর প্রিয়সম্ভাষণ ;
কৌতুকে অনঙ্গ যারে ডাকেন রঙ্গিনী
ব'লে, তুমি সেই সখা তাঁর ?

রঙ্গিনী। সেই আমি।

অরবিন্দ। এই যে রুধিরমাখা উত্তরীয়খানি
তোমারি নিকটে তবে করিলা প্রেরণ।

রঙ্গিনী। কেমনে বসনখানি রুধিরে তিতিল ?

অরবিন্দ। আমারি সে সরমের কথা ; তবু আমি
আদ্যোপান্ত বিবরিব ইহার কাহিনী ;—
অটবীতটীতে আজি দিবামধ্যভাগে
অনঙ্গ ভ্রমিতেছিলা ধীরে ধীরে ধীরে,
হৃদয়ে মধুরতিক্ত কতই ভাবনা
উদিত হইতেছিল, এমন সময়
কি দেখিলা অকস্মাৎ নয়ন ফিরায়ে!
বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষ, বয়স অনেক,
পাতাহীন শাখাগুলি দূরপ্রসারিত,
শুইয়া ছায়ায় তার উরধবদনে
অচেতনে নিদ্রিত পথিক একজন,
শীর্ণ তার কলেবর, মলিন বসন ;
কণ্ঠ আলিঙ্গন করি' সুস্নিগ্ধ কুণ্ডলে
কাঞ্চনবরণী এক কালভুজঙ্গিনী
মুখের নিকটে মুখ আনিয়া সঘনে
দুলিছে মঞ্জুল ফণা বিস্ফারি' গরবে,
ছুটিছে গরলকণা নিশ্বাসে নিশ্বাসে!

এই দংশে, এই দংশে, যায় পান্থ যায়!
হেন কালে আচম্বিতে অনঙ্গে নেহারি'
চকিতে কুণ্ডল খুলি' ত্বরিতগমনে
অদূরে নিকুঞ্জমধ্যে পশিল ভুজঙ্গী।
হের দেখ পুনরায় বিপাকে বিপাক,
ক্ষুধাতুরা শুষ্কস্তনী সিংহী ভয়ঙ্করী
ভূতলে পাতিয়া মুখ মার্জারীর মত
সেই নিকুঞ্জের তলে উপবিষ্ট ছিল;
অপেক্ষিতেছিল ভীমা জ্বলন্তলোচনে
কতক্ষণে হতভাগ্য জাগরিত হয়,
পরশে না মৃতজনে পশুরাজকুল।
অনঙ্গ দেখিলা গিয়ে, অভাগা পথিক
আপনারি ভাই।

সরলা। অনঙ্গের মুখে তার কথা শুনেছি বটে, সে যে অতি পাপিষ্ঠ।

অরবিন্দ। যথার্থ কথা, আমিও জানি তার তুল্য পাপিষ্ঠ জগতে ছিল না।

রঙ্গিনী। অনঙ্গ কোথা গেল? ভাইকে সিংহীর মুখে দিয়ে গেল?

অরবিন্দ। বারেক ফিরিলা ভ্রূভঙ্গী করিয়া কোপে,
হৃদয়ে শৈশবস্নেহ তথনি জাগিল,
দূরে গেল রাগ তাপ, দয়া উপজিল,
ত্বরিতে সংগ্রাম দিলা সিংহকামিনীরে,
অচিরে মরিল সিংহী, সেই কলরবে

ভাঙ্গিল সে কালঘুম, জাগিলাম আমি।

সরলা। অনঙ্গের ভাই তুমি ?

রঙ্গিনী। তোমায় অনঙ্গ
উদ্ধারিল কৃতান্তের কবল হইতে ?

সরলা। ভ্রাতার জীবনে যার লোভ দুর্নিবার,
ভ্রাতৃবধ-আয়োজন নিত্যকর্ম্ম যার,
তুমি সেই জন ?

অরবিন্দ। সেই ত চণ্ডাল আমি,
কিন্তু আর সে চণ্ডাল নই ; দূর করি'
পাপবৃত্তিসমুদয় হৃদয় হইতে
লাগিতেছে এ জীবন এমনি মধুর,
হেন ইচ্ছা হয় মনে জনে জনে ডাকি'
কেবল কীর্ত্তন করি এ সুখ আমার।

রঙ্গিনী। এ রক্তমাখা উত্তরীয়খানি কি ?

অরবিন্দ। দূরে গেল বৈরভাব, সজলনয়নে
আলিঙ্গন করিলাম উভয়ে উভয়,
অনঙ্গ বারতা মম শুনিলা সকলি,
কহিলা আমারে যত আপন বারতা
পশিলাম দুই জনে বন-অভ্যন্তরে,
নিবেদিলা মহারাজে পরিচয় মম ;
শান্ত দান্ত মহারাজ দয়ার সাগর,
অশন বসন দিলা আমায় আদরে ;
চলিলাম অনন্তর অনঙ্গের গৃহে ;
সহসা অনঙ্গ সেথা হইলা মূর্চ্ছিত,

'হা রঙ্গিনি!' এই বাক্য অতি মৃদু স্বরে
উচ্চারিলা মূর্চ্ছাগমকালে ; দেখিলাম
সমরসময়ে সিংহী বিদরিয়াছিল
বাহুমূলে এই মাংস গভীর নখরে,
এতক্ষণ লোহধারা বাহিরিতেছিল ;
সচেতন করিলাম অনেক যতনে।
তোমার আলয়ে আজি অপরাহ্নে তাঁর
পুনরায় আসিবার অঙ্গীকার ছিল ;
আসা হইল না, বড় হইলা ব্যাকুল ;
আগন্তুক আমি, তবু কহিলা আমায়
আসিতে আশ্রমে তব ; বহুত বিনয়ে
ক্ষমা মাগিলা তোমার ; দিলা নিদর্শন
নিজরুধিরচিহ্নিত উত্তরীয়খানি।

( রঙ্গিনী মূর্চ্ছিতা )

সরলা। ভাই জ্ঞান! জ্ঞান! ভাই, কথা কও!

অরবিন্দ। রক্ত দে'খে অনেকে মূর্চ্ছা যায়।

সরলা। শুধু তা নয়, আরও কথা আছে ; ভাই, জ্ঞান!

অরবিন্দ। এই যে চেতনা হ'চ্চে।

রঙ্গিনী। বাড়ী গেলে ভাল হ'ত।

সরলা। চল, তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই। দাদার হাতটি তুমি ধর ত।

অরবিন্দ। ছি! মূর্চ্ছা গেলে! এমন ভীরু! কেমন পুরুষ তুমি?

রঙ্গিনী। মিথ্যাই আমি পুরুষ, আমায় নারী ব'ল্লেই যথার্থ

হয়। এটা কিন্তু, ভাই, আমার ছল; বাঃ! আমি ত বেশ ছল ক'ত্তে পারি!

অরবিন্দ। ছল বটে! তোমার মুখখানি এখনও নীলবর্ণ, ছলে এমন হয় না। এখন একবার ছল ক'রে পুরুষ হও দেখি।

রঙ্গিনী। তা ত হয়েছি; সত্য ব'ল্‌চি, ভাই, এটা আমার ছল; তোমার দাদাকে ব'ল, আমি কেমন ছল জানি।

সরলা। ঘরে চল, ক্রমশঃ দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়্‌চ; তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?

অরবিন্দ। যাব বৈ কি, চল।

(সকলের প্রস্থান)

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

পুষ্পহস্তে রাজার তরুণ পরিচারকদ্বয়ের
দুই দিক হইতে প্রবেশ।

প্রথম। ভাই, কি চমৎকার ফুল পেয়েছ! মহারাজ বড় সন্তুষ্ট হবেন।

দ্বিতীয়। বসন্তকাল উপস্থিত, ফুলের অভাব কি, ভাই? তুমিও ত কত সুন্দর ফুল পেয়েছ।

প্রথম। যেমনি ভারে ভারে মঞ্জরী, ফুলের তেমনি ছড়াছড়ি; ভাই, তপোবনে বসন্তকাল কি সুন্দর!

দ্বিতীয়। ভাই, তপোবনের সকলি সুন্দর, কেবল যদি তপস্বীগুলা না থাক্‌ত।

প্রথম। কি ভ্রমরের ঝঙ্কার! কি কোকিলের হুঙ্কার!

দ্বিতীয়। ভাই, আমাদের পক্ষে এ কেবল অরণ্যে রোদন।

প্রথম। আজ আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি; চল, এইবার আশ্রমে যাই।

দ্বিতীয়। চল, মহারাজের পূজার বেলাও হ'ল।

(উভয়ের প্রস্থান)

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিনীর আশ্রম।

রঙ্গিনী, সরলা।

অরবিন্দের প্রবেশ।

রঙ্গিনী। এস এস, ব'স; আজ তোমার দাদা কেমন আছেন?

অরবিন্দ। ভাল আছেন, শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হবেন।

রঙ্গিনী। আমাদের তপোবনে এসে তোমার ত কোনও ক্লেশ হয় নাই? স্থানটি কেমন বল দেখি।

অরবিন্দ। এ অতি সুন্দর স্থান, স্বর্গ ব'ল্লেই হয়।

রঙ্গিনী। বল দেখি, নগর অধিক সুন্দর, কি বন অধিক সুন্দর?

অরবিন্দ। আর ত সে তুলনা কর্‌বার শক্তি আমার নাই।

রঙ্গিনী। কেন?

অরবিন্দ। বনের সৌন্দর্য্য দে'খে নগরের সৌন্দর্য্য আর মনে নাই।

রঙ্গিনী। আচ্ছা ভাই, ব'স।

অরবিন্দ। চ'ল্লে কোথা?

রঙ্গিনী। ভাই, সন্ধ্যা উপস্থিত, এ সময় কি ঘরে থাকা যায়? দেখ,

নিকুঞ্জে মালতী ছিল নবপুষ্পবতী,
মধুমত্ত সমীরণ তাহারে পাইল,
প্রগাঢ় আমোদ পেয়ে তাহার মিলনে

সর্ব্বাঙ্গ অলস তার হইয়া পড়িল ;
কুসুম-কোমল-অঙ্গ আলিঙ্গন করি'
থেকে থেকে তনু তার উঠিছে শিহরি';
দেখিতে নিগূঢ় তত্ত্ব যাব ফুলবনে,
ব'স হে, দেবর, তুমি আমাব সদনে ;
পাষাণি, তুমিও থাক, আছে ত স্মরণ,
আমাদের কুলব্রত অতিথিপূজন ?

( নিষ্ক্রান্ত )

অরবিন্দ। তাপসি !
সর্ব্বতপস্যার ফল ও চারু শরীর
লাভ করিয়াছ তুমি বিধির প্রসাদে,
এ জনমে পুনরায় ইহ তপোবনে
কি তপ করিছ তুমি কোন অভিলাষে ?

সরলা। বিধাতা সদয় যদি হন এই বার
এ বর চরণে তাঁর মাগিয়া লইব,
জন্মান্তরে পাই যেন তনুটি তোমার
দিয়াপণ এ ছার শরীর।

অরবিন্দ। বঞ্চিব এ তপোবনে যাবত জীবন,
কমনীয় তব তনু তনুবিনিময়ে
জন্মান্তরে লভিবার কামনা করিয়া
আমিও কঠোর তপ আরম্ভ করিব।
সখি !
তাহে মনোরথলাভ দুরূহ কেমন !
কত কাল অবসানে কামনাপূরণ !

আর দেখ,
এক দিয়া অন্য লাভ লাভ কভু নয়,
আপনার অর্থ যদি আপনারি রয়,
অথচ বাঞ্ছিত বস্তু লাভ যদি হয়,
উভয়েতে অধিকার সুখকর কত
প্রিয়ে !
তোমার অতুল তনু রহুক তোমার,
দেহটি আমার তুমি লহ উপহার।

সরলা। তাহাতে দ্বিগুণ লাভ, সুখ দ্বিগুণিত,
আমি কিন্তু মুনিবালা বিপিনবাসিনী
কোথায় থুইব অই অমূল্য রতন !
দেখ !
বনতরু শরণ, অশন বনফল,
বনফুল আভরণ—
(স্বীয় হস্তে দৃষ্টিপাত)

অরবিন্দ। (সরলার হস্তগ্রহণ)
আহা! এ কি হস্ত !
সখি! এ যে বিধাতার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ !
ফুলকুলে যাহা কিছু কোমল, রুচির,—
কোকনদ, করবীর, কমল, চম্পক,—
একবৃন্তে প্রস্ফুটিত দেখি যে সকলি !
দিয়াছ ইহাতে কেন ফুল-আভরণ !

সরলা। নাথ !
তোমার ঘরণী আমি কেমনে হইব !

বনের তাপসী আমি, বন্য আচরণ,
দেখি নাই এ জনমে নগর কেমন,
নাগরিক মাঝে আমি কেমনে রহিব ?
সহচর সহচরী বিহগ, বিহগী,
উপবন-তরুগণ, কাননবল্লরী,
বননদী চিরযৌবনী মৃদুগামিনী
মৃদুহাসিনী মৃদু মৃদু মৃদু ভাষিণী ;
চিরসহবাস মম ইহাদের সনে,
তুমি রাজনগরীর প্রধান ভূষণ,
তব সহচরী আমি কেমনে হইব ?
পুনরায় কর তুমি নগরগমন,
মনোমত অগণিত যুবতীরতন
যতন করিবে কত তোমায় বরিতে ;
একমাত্র ভিক্ষা মম তোমার চরণে,—
বিজনে বিশ্রাম কভু যখন করিবে,
আমায় মুহূর্ত্তমাত্র করিও স্মরণ।

অরবিন্দ। আজন্ম অবসন্ন অর্দ্ধ অঙ্গ যার
মহৌষধি পায় যদি বহুভাগ্যফলে
কণ্ঠেতে ধরিতে তায় পরম যতনে
বিধুমুখি, বিমুখ সে হইতে কি পারে ?
অর্দ্ধাঙ্গে সৃজন বিধি যে জনে করিল
অন্তরাত্মা যার তরে সদা সমুৎসুক
ভাগ্যবলে তার যদি হয় দরশন,
জীবনে ধরিয়া তারে ছাড়া কি হে যায় ?

পরাঙ্মুখী যদি তুমি নগরগমনে,
যুগল হইয়া উভে রহিব এ বনে,
ইহাই আমার, প্রিয়ে, গূঢ় অভিলাষ,
দাস দাসী ধন জন বিলাস ব্যসন
তাহাতে যা কিছু সুখ সবি ভুঞ্জিয়াছি!
মলিনবসনপ্রায় ত্যজিয়া সকলে
অবগাহি' পীরিতির পূত গঙ্গাজলে
বিমল তাপসব্রত ধারণ করিব;
করিয়াছি অনঙ্গের বহু অপকার,
উপকার এইবার করিব কিঞ্চিৎ,—
অতুল সম্পদ তাঁরে সকলি অর্পিব,
আর আমি—
তাপসসমাজ মধ্যে তাপস হইব,
তোমা ল'য়ে তপোবনে জীবন বঞ্চিব।

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

সরলার পুষ্পচয়ন ও মালারচনা।

সরলা। ক্রীড়াচ্ছলে, মালা, আমি গাঁথিনু তোমায়,
তোমারে গাঁথিয়ে, মালা, ঠেকিলাম দায়!

(মালাহস্তে অরবিন্দের প্রবেশ)

অরবিন্দ। চন্দ্রিকাচন্দনে তনু করিয়া চর্চ্চিত
মল্লিকাসদনে পশি' লম্পট অনিল

কলিকাকপোলে দিল সরস চুম্বন,
অমনি কলিকাগুলি পুলকে হাসিল ;
সোহাগে তুলিয়া ফুল গাঁথিলাম হার ;
পরিলে বিজলীমালা নবদিনকর,
পরিলে তারকাহার পূর্ণ সুধাকর,
দিলে মুকুতার মালা মাণিকের গলে,
কি জানি কেমন শোভা হয় ;
সুরভি মল্লিকামালা প্রফুল্ল কমলে
বুঝিবা তেমনি শোভা ধরে ;
সে শোভা দেখিতে মম হৃদয় চাহিল ;
প্রফুল্ল কমল কোথা পাই রজনীতে,
ভ্রমিতেছিলাম তাই ভাবিতে ভাবিতে,
হেন কালে হেরিলাম তোমায়, সজনি,
পর লো মল্লিকামালা, প্রফুল্ল নলিনি !

(মালাদান)

সরলা। গগন-অঙ্গনে ঐই অমৃত-আশয়,
পরশের সুরা এই মেদুর অনিল,
নবীনা যূথীর বাসে দশ দিক ভরা,
শ্যামল তৃণের দল অতি সুকোমল,
কতই যতনে ধরে চরণের তল,
চৌদিকে বেষ্টন এই বেতসীনিকর,
অবলা সরলা আমি আপনার মনে
খেলিতেছিলাম সুখে এ বিকচ বনে,
লুকায়ে ধনুকখানি বাণগুলি নিয়ে

গাঁথিয়ে একটি মালা ছলনা করিয়ে
কেন হে, কুসুমশর, দিলে দরশন?
দেখ তবে অবলার বন্ধন কেমন।

(মালাদান)

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম।

অনঙ্গ, রঙ্গিণী, সরলা।

অনঙ্গ। এ সংবাদে মহারাজ প্রীত অতিশয়,
শুভলগ্ন নিরূপিত সপ্তমীনিশিতে,
বিবাহের আয়োজন কর সযতনে।

রঙ্গিণী। তোমার অনুজে দান করিব ভগিনী,
নরনাথ অনুকূল, কান্ত! প্রাণাধিক!
কি সুখ আমার আছে ইহার অধিক?
সুসংবাদ আনি' দূত পায় পুরস্কার,
সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এই শিষ্টাচার;
প্রিয়তম!
দিয়াছ আমায় আজি বড় সুসংবাদ,
সবান্ধবে সকৌতুকে বিবাহবাসরে
আমার ভবনে তুমি আসিবে যখন,
মনোমত পুরস্কারে তুষিব তোমারে।

অনঙ্গ। আমি আসিব না।

রঙ্গিণী। তুমি আসিবে না? সে কি?

রোহিণীরে দিব তুলে সুধাকরকোলে
দেখিতে কি সাধ নাহি যায়? প্রাণেশ্বর,
এত কেন উদাসীন নবীন বয়সে?

অনঙ্গ। আনন্দ-উৎসবদিনে আনন্দ-আশ্রমে
মূর্ত্তিমান্ এ বিষাদে কি হেতু আনিবে?

রঙ্গিণী। কেন, নাথ, এত খেদ এ হেন সময়?
দেখ, প্রিয়তম, সুখ-বসন্ত-আগমে
চারিদিকে কি অপূর্ব্ব মাধুরী উছলে!
অরবিন্দ নিমীলিত এত দিন ছিল,
অরুণাভা সুকুমারী তাহাতে লাগিল,
সুখাবেশে অমনি সে প্রফুল্ল হইল;
বৃথারঙ্গে রত যেবা ছিল নিতম্বিনী,
তনু শিহরিল তার প্রাণ চমকিল;
হুতাশনমুখে দিয়া লাজবিসর্জ্জন
অধীরা সে অনঙ্গের লইতে শরণ;
এ সময় এ বিষাদ তোমায় কি সাজে?
আমি ত রঙ্গিণী তব, না হয় তোমায়
বরমালা দিব আমি বিবাহনিশায়।

অনঙ্গ। কল্পনা লইয়া খেলা কত কাল চলে?

রঙ্গিণী। ও কি! অকস্মাৎ অমন হইলে কেন?
সহসা মু'খানি কেন হইল মলিন?
সর্ব্বাঙ্গ সহসা কেন শিথিল হইল?

অনঙ্গ। না, কিছু নয়।

রঙ্গিণী। কিছু নয়! অহল্যা, দেখ,

এখনো ললাটতটী ঈষৎ কুঞ্চিত,
এখনো নয়ন ছুটি ঈষৎ মুদিত,
এখনো রুধির-ছায়া নাহিক অধরে।

অনঙ্গ। শীর্ষবেদনায়।

রঙ্গিণী। আইস, শুশ্রূষা করি।

অনঙ্গ। না না, প্রয়োজন নাই, গিয়াছে আপনি।

সরলা। অমন দারুণ ব্যথা আপনি কি যায়?

রঙ্গিণী। এস,
চিরকাল কুলধর্ম্ম অতিথিপালন,
তাপসের মহাব্রত পর-উপকার,
বেদনায় হইয়াছ কাতর এমন,
প্রাণপণে অবশ্য করিব প্রতীকার;
আমার প্রাণের স্বামী আমার সমুখে
সহিবে যাতনা এত, কেমনে দেখিব?
অই সহকারতরু কুটীর-অঙ্গনে,
উহার শীতল তল অতি রমণীয়;
শয়ন করিতে তায় করিয়া মানস
কমলপলাশচয় আহরণ করি
করিয়াছি মনোরম শয়নরচনা;
মাথাটি থুইয়া মম উরুর উপরি
তদুপরি একবার শয়ন করিলে
হবে তব শরীরের তাপনিবারণ;
সজল নলিনীদলে ললাট আবরি'
তালবৃন্ত মুহুর্মুহু ব্যজন করিব,

বেদনার উপশম হইবে এখনি ;
এস দেখি—

( তথাকরণ )

সরলা। বড় নিদারুণ, হায়, মৃগরাজ-জায়া,
কি আঘাত করিয়াছে হৃদয়নিকটে !
অদ্যাপি কতই আছে নিগূঢ় বেদনা !

( অনঙ্গের অঙ্গস্পর্শপূর্ব্বক )

রঙ্গিণী। আহা ! কি বিষম তাপ সর্ব্বাঙ্গে তোমার !
করচরণের তলে ললাটে অধরে
নিশ্বাস-অনিলে যেন অনল-উদয়,
কত না সহিছ তুমি যাতনা তনুতে !

অনঙ্গ। সুলোচনা-অপাঙ্গ-বিমুক্ত-শর-জ্বালা
হৃদয়ভিতরে যার দিবানিশি জ্বলে,
কেমনে অপর তাপ জানিবে সে জন ?
হা রঙ্গিণি !
প্রফুল্লসরোজনিভ সেই মুখখানি
অদ্যাপি দেখিতে আমি পাই কতবার !
মকরন্দ-অভিষিক্ত সেই কণ্ঠধ্বনি
অদ্যাপি শীতল করে শ্রবণ আমার !

রঙ্গিণী। কি ! তাকে দেখ্‌তে পাও ? কোথা ?

অনঙ্গ। এই বনে।

রঙ্গিণী। সে কি ! সেও কি এ বনে আছে ?

অনঙ্গ। বিধাতা না করুন।

রঙ্গিণী। তবে এখানে তাকে দেখ কিরূপে ?

অনঙ্গ। অস্তাচলে দিনমণি করিলে গমন,
ধরিলে মলিনরাগ বনতরুচয়,
বিবশ করিয়া তনু পরাণ উদাস
শীতল বহিলে বায়ু পরিমলময়,
শরদিন্দুসমতুল সেই মুখখানি
আমার মুখের পানে চাহিয়া মধুর
ভাসিতে ভাসিতে আসে মলয়হিল্লোলে,
আসিতে আসিতে শূন্যে সহসা মিশায়;
বীণাবিনিন্দিত কভু কণ্ঠধ্বনি তার
সহসা ঝঙ্কারি' ওঠে শূন্য সমীরণে,
শ্রবণের মূলে করি' সুধাবরিষণ
সহসা অনিল-অঙ্গে মিলাইয়া যায়।

কেন এমন হয়, বল দেখি? সে ত আছে ভাল!

সরলা। ভাল আছেন বৈ কি; তুমি বোধ হয় সর্ব্বদা তাঁকে ভাব, তাই এমন হয়।

রঙ্গিণী। সুদূরনগরবাসী তব প্রিয়জন,
এখন কেমনে পাবে তার দরশন?
তোমার মনের মত জনেক কুমারী
এ কাননে যদি আমি দেখাইতে পারি,
বিবাহ করিতে মন হয় কি তোমার?
এ ব্যাধির এ সময় এই প্রতীকার।

অনঙ্গ। মরণপীড়ায় যার পরাণ বিকল,
বল তার সাধারণ ঔষধে কি ফল।
ভাই,

আর কত কাল আমি এ তাপ সহিব ?
পঞ্চভূতে কবে আমি বিলীন হইব ?

সরলা। বালাই !

রঙ্গিণী। বরঞ্চ জীবন মম করিয়া গ্রহণ
সুখে তুমি ভোগ কর দ্বিগুণ জীবন।

অনঙ্গ। ভাই,
আগত শুনিলে মম চরম সময়
ত্বরিতে আমায় তুমি দিও দরশন,
কোটিবার বল্লভার নাম মধুময়
শ্রবণকুহরে মম করিও কীর্ত্তন,
সে অক্ষর সুধাময় শুনিতে শুনিতে
ভবপারাবারপারে পাই যেন যেতে।

সরলা। মিছে নয়; যে দিন নূতন দরশন,
কুমার পাইত লাজ অঙ্গের সৌষ্ঠবে,
দেখ, সে মূরতি আজি মলিন কেমন,
এ দেহে জীবন আর কত দিন রবে ?

রঙ্গিণী। ধীরে ধীরে কর তুমি সমীরণদান,
( অনঙ্গকে )
এখনি আসিব আমি।

( নিষ্ক্রান্ত। কিয়ৎক্ষণ পরে রমণী-
বেশে প্রত্যাগমন, অলক্ষিত ভাবে
অনঙ্গের মস্তকপার্শ্বে উপবেশন ও
সরলার হস্ত হইতে তালবৃন্তগ্রহণ )

অনঙ্গ। রঙ্গিণি, এলে কি ?

রঙ্গিণী। এই যে এসেছি।

সরলা। যে মুখ মিলায়ে যেত মলয়হিল্লোলে,
তোমার মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া,
আর না মিলায়ে যাবে, ফিরে চেয়ে দেখ।

অনঙ্গ। ( উপবেশন )
এ কি!
মম নয়নের মোহ!
অথবা দেবতা কেহ এ পুণ্য কাননে
সহসা রচিল দিব্যমায়া?—
দিব্যলাবণ্যভাসিত!
দিব্যাভরণভূষিত!
কিম্বা সত্যই রাজনন্দিনী?
কোথা ছিলে!
মানস হইতে মোর বাহির হইলে?
কিম্বা বুঝি পারে
মানবের ঐকান্তিক ধ্যান
আকর্ষিতে ইষ্টজনে সুদূর হইতে?

সরলা। এই যে আমরা তোমার নিকটেই ছিলাম।

অনঙ্গ। হাঁ যথার্থ,
কতবার এই কথা উঠিয়াছে মনে,
আসিয়াছে কতবার অধর অবধি!
অহল্যে, বা সরলে!
চিতার উপরে যার শরীর শায়িত,

নূতন জীবনলাভ তাপ-উপশম
অনুভব করিয়া সে উপকারী জনে
কায়মনোবাক্যে করে যেই আশীর্ব্বাদ,
সেই আশীর্ব্বাদ ধর ভগিনি আমার !
সরলে ! ভগিনি !
মহৌষধি অহরহঃ থাকিতে অদূরে
বিষম ব্যাধিতে যার জীবনসংশয়,
ললাটলিখন তার প্রতিকূল কত !

সরলা। দিদি, নীরবে রইলে যে, উত্তর দাও।

রঙ্গিণী। আমি অপরাধিনী, যা উচিত তুমি বল।

সরলা। অবলার অপরাধ ক্ষমাই উচিত।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম।

রঙ্গিণী, সরলা।

ফুল্লরার প্রবেশ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তোষ

ফুল্লরা। এ কি ! তুমি কি অহল্যা ?

সরলা। বল, কে আমি।

ফুল্লরা। অহল্যে, আমার জ্ঞান কই ?

সরলা। এই যে তোমার জ্ঞান।

ফুল্লরা। এই মোর জ্ঞান !

(রঙ্গিণীর হস্ত ধরিয়া)

সুখস্বপন আমার !
এইরূপে ভাঙ্গিতে কি হয় ?
(হস্তত্যাগ ও অন্যত্র দৃষ্টিপাত)
অবলার সুখ ! তুমি এমনি ভঙ্গুর ?
একবার করিয়াছি আঁখির আড়াল,
আর তুমি ভেঙ্গে চুরে গেছ !

রঙ্গিণী। ফুল্লরে,
স্বরূপ নিরখি' মোর
হইলে কি বিষাদিনী ?

ফুল্লরা। না,
সুধাংশু জিনিয়া এই বদনের ছাঁদ,
অভিনব কোকনদ এই পাণিপাদ,
অপাঙ্গযুগলে এই তড়িতের খেলা;
অধরে দশনে প্রবালমুকুতালীলা—
প্রভা-অপরূপ—শুভ্র অথচ লোহিত,
পৃথু উরঃ পৃথু উরু পৃথুল নিতম্বে
সুবিভক্ত তনুর ভঙ্গিমা,
এ রূপসম্পদে
পুরুষজাতির, সখি, কিবা অধিকার ?
আমি দেখেছি সকলি,
অথচ কিছুই দেখি নাই !
পীয়ে তব লাবণ্যমদিরা
পাগল হইয়াছিল আঁখি,
ভাই, এখন কি খেদ করা সাজে ?

সরলা। এই বার কর, সখি, প্রতিজ্ঞাপালন।

ফুল্লরা। ( মৃদুস্বরে )

অবশ্য করিব আমি প্রতিজ্ঞাপালন;

সুলভ ত নয়, সখি, পুরুষ অমন,—

পবিত্র চরিত হৃদয় সুরস

মোহন মূরতি নবীন বয়স।

রঙ্গিণী। ( সন্তোষকে )

রমণীর মন চঞ্চল এমন!

তোমার সাক্ষাতে সখী

কত আশা দিয়াছে আমায়,

দেখ, আমারে তিয়াগি'

আজি সখী তোমাকেই চায়।

সন্তোষ। প্রিয়ে,

চির-উপাসিত বিদ্যার মতন

অবিরল আনন্দ বিতরি'

হৃদয়-আসনে মোর হও অধিষ্ঠিত।

ফুল্লরা। জিজ্ঞাসা কর ত, সখি,

আর কেন বিনতিবিনয়?

রঙ্গিণী। ( সন্তোষকে )

অবিলম্বে আমাদের বিবাহ হইবে,

এক স্থানে এক ক্ষণে

সখীর হউক পরিণয়;

সখীর যতেক পরিজনে

আসিতে আমার নিকেতনে

করি নিমন্ত্রণ ;
যা'ক্ দূত সখীর আলয়।

সন্তোষ। তাহাই হউক,
আসি তবে আমরা এখন ?

রঙ্গিণী। এস।

( সন্তোষের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ফুল্লরা নিষ্ক্রান্ত )

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রমের বহির্ভাগ।

সভা।

রাজা ও ঋষিগণ উপবিষ্ট।

১ম ঋষি। আজ বরবধূর হৃদয়ে কি আনন্দ ;

২য় ঋষি। হইবারই ত কথা ; বিবেচনা করুন, নরনারী অর্দ্ধ অর্দ্ধ মাত্রায় নির্ম্মিত ; উভয়পক্ষেই অর্দ্ধাভাব ; তদ্দ্বারা উভয়ে উপতপ্ত হইয়া পরস্পরের সন্নিকৃষ্ট হয়, এবং নিজ নিজ দেহকে মন্ত্রপূত করিয়া প্রজ্বলিত বৈবাহিক বহ্নিতে আহুতি দেয় ; তখন সে পবিত্র বহ্নি হইতে পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটি অভিনব জীবের উৎপত্তি হয়, তার নাম দম্পতী। তার অভিনব হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়, সে অতি বিচিত্র ক্রীড়া-কৌতুকে রত হ'য়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। সে অভিনব ইন্দ্রিয়-দ্বারা চরাচরবিশ্বের পরম রমণীয় মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে। পুষ্প তাকে অপূর্ব্ব আঘ্রাণ প্রদান করে, বায়ু তার গাত্রে অতীব সুখ-

স্পর্শ বোধ হয়, তার চক্ষে পৃথিবী অপার্থিবলাবণ্যশালিনী দৃষ্ট হন, চন্দ্রনক্ষত্রপ্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে অতীব কোমল জ্যোতিঃ তার দর্শনপথে বিগলিত হয়।

৩য় ঋষি। আর নবদম্পতীর মাতা পিতারই বা কি আনন্দ! জগতে বুঝি সে আনন্দের তুলনা নাই! আচ্ছা, স্নেহই কি তার কারণ?

৪র্থ ঋষি। বরবধূ যাঁর যাঁর স্নেহভাজন, এ সময় সকলেই তাদের আনন্দে আনন্দিত হন; কিন্তু মাতা পিতার যে আনন্দের কথা উল্লেখ ক'ল্লেন, তার বোধ হয় অন্য কারণ আছে।

৩য় ঋষি। আদেশ করুন।

৪র্থ ঋষি। আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ,—সন্তান মনুষ্যের দ্বিতীয় শরীর; সন্তানের যৌবনোদয়ে মাতাপিতা নবযৌবন পুনঃপ্রাপ্ত হন; আর উদ্বাহসময়ে সন্তান যে সুখ অনুভব করে, বোধ হয় মাতা পিতার হৃদয়েও সেই সুখ সমভাবে অনুভূত হয়।

৫ম ঋষি। হাঁ, সন্তানের সুখই মাতা পিতার সুখ,—শাখা পুষ্পিত হইলেই বৃক্ষ পুষ্পিত।

৬ষ্ঠ ঋষি। তা এ বিষয়ে মহারাজ কি বলেন?

রাজা। আপনারা দিব্যচক্ষুঃশালী,—মানবহৃদয়ের গূঢ়-তত্ত্বজ্ঞ, আপনাদের অজ্ঞাত কি আছে?

( কতিপয় পারিষদের প্রবেশ )

পারিষদ। মহারাজ, পাত্রগণ নিকটবর্ত্তী হয়েছেন, এখনি উপস্থিত হবেন।

রাজা। উত্তম, শুভলগ্নও নিকটবর্ত্তী।

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম।

বিবাহভূমি।

রাজা, পুরোহিতগণ, ঋষিগণ, পারিষদগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট। মহিলাগণ, পরিচারকগণ। অপ্সরার প্রবেশ। পাত্রগণ ও পাত্রীগণ নামানুসারে আনীত।

অপ্সরা। পরিণয়রঙ্গে উর, প্রজাপতি!
শুভক্ষণে হেথা, অনঙ্গ, এস;
রঙ্গিণি, তোমার মঙ্গলসূতাটি
কেমন সেজেছে দেখিব, এস।

আজি অরবিন্দ তনু-উপহার
দিবে গো তোমায়, সরলা, এস;
এস, অরবিন্দ, নিশায় নলিনী
কেমন ফুটেছে দেখিবে, এস।

এস হে, সন্তোষ, এ সুখসময়;
নিরখিয়ে তব মলিন মুখ,
নিরখি' নিরখি' সজল নয়ন
আমাদেরো ভে'সে গিয়াছে বুক।

এস গো, ফুল্লরা, নব নটবর
আসিয়াছে বর মনের মত;
সুখের স্বপন থাকে কতক্ষণ,
জাগরণে দেখ আনন্দ কত!

মুনিবধূগণ পূরি' তপোবন
উলু উলু ধ্বনি দাও গো দাও,
মুনিবালাগণ সুখের তরঙ্গে
সুকুমার অঙ্গ ভাসায়ে দাও!

করে কর, ঋষি সঁপিবে যখন,
কমলে কমল চাপিয়া দিবে!
পীড়নে কমল হবে না মলিন,
হরষে অধিক সরস হবে!

( বিবাহ আরম্ভ )

---

## অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রম।

রাজা, ঋষিগণ, পারিষদগণ, ঋষিপত্নীগণ, নর্ত্তকীগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট। পরিচারকের প্রবেশ।

রাজা। পাত্রকন্যাদের আহারাদি হয়েছে?

পরিচারক। মহারাজ, আহারান্তে তাঁরা বাসরঘরে গিয়েছেন।

( অপর পরিচারকের প্রবেশ )

রাজা। অভ্যাগতগণের পানভোজন ত সুচারুরূপে হ'চ্চে?

২য় পরিচারক। আজ্ঞে, পরিপাটী হ'চ্চে।

রাজা। আপনাদের তপঃপ্রভাবে এখানে কোনও অভাবই

নাই। এত অল্পসময়ে এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ আয়োজন বোধ হয় রাজশক্তিরও অসাধ্য।

১ম ঋষি। অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ, যেথানে মহারাজ উপস্থিত আছেন সেথা অভাবের সম্ভাবনা কি?

২য় ঋষি। মহারাজ, নর্ত্তকীগণ উপস্থিত, রাত্রিও অধিক হয়েছে, এদিকে ঋষিপত্নীরাও এ নূতন ব্যাপার দেখ্‌তে উৎসুক হয়েছেন, অনুমতি হয় ত নৃত্য গীত আরম্ভ হয়।

রাজা। (নর্ত্তকীদিগকে) নাও, আরম্ভ কর।

(নৃত্য গীত)

---

## নবম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন। রঙ্গিণীর আশ্রমের বাহভাগ।

রাজা, পারিষদগণ ও পরিচারকের প্রবেশ।

রাজা। এই যে!

তপোবন-পাদপের পল্লব-অধরে,
অধরতাম্বূলরাগে করিয়া রঞ্জিত
রঞ্জিয়া কাননতল চরণ-অলক্তে
মুক্তাম্বরা হাস্যমুখী বিহরিছে উষা!

(ঋষিগণের প্রবেশ)

ঋষিগণ। জয়, জীব, মহারাজ!

রাজা। (ঋষিগণকে প্রণামপূর্ব্বক পরিচারককে)
যাও অন্তঃপুরে,

প্রণমিতে সমাগত মহর্ষিমণ্ডলে
অবিলম্বে আন গিয়া বরবধূগণে।

( পরিচারক নিষ্ক্রান্ত ও বরবধূপ্রভৃতিসঙ্গে পুনঃপ্রবিষ্ট )

পুণ্যমূর্ত্তি ঋষিগণে সাষ্টাঙ্গে প্রণমি'
লাভ কর মহামূল্য আশীর্ব্বাদধন,
এ জগতে বিনিময় এত লাভকর
আর নাই।

ঋষিগণ। অগ্রে দেবতাপ্রণাম কর।

( বরবধূগণের দেব ও ঋষিপ্রণাম )

১ম ঋষি। চিরজীবী হও, চিরায়ুষ্মতী হও।

২য় ঋষি। ভুবনবিজয়ী পুত্র লাভ কর।

৩য় ঋষি। ফুল্লরে! পুণ্যাশ্রমে অদিতি যেমন কশ্যপসঙ্গে বাস করেন, তুমি তেমনি স্বামীসঙ্গে তপোবনে সুখে কালযাপন কর। মা রঙ্গিণি! মা সরলে! যেমন বৈকুণ্ঠে নারায়ণসঙ্গে লক্ষ্মী, যেমন কৈলাসে ভবসঙ্গে ভবানী, যেমন অমরাবতীতে ইন্দ্রসহ ইন্দ্রাণী, তোমরা তেমনি স্বামীসঙ্গে সিংহাসনে আরূঢ় হ'য়ে রাজধানীকে আলোকিত কর,—অচিরাৎ তোমাদের বনবাসক্লেশের অবসান হ'ক্।

নেপথ্যে অনেকে। জয় জগদীশ হরে!

( সন্ন্যাসিগণের প্রবেশ )

১ম সন্ন্যাসী। স্বস্তি বঃ।

রাজা। আসুন, আসুন।

১ম সন্ন্যাসী। সুখে থাক্ চিরকাল, বরবধূগণ!

সরলা। বাবা! বাবা!

( অগ্রসর হইয়া হস্তধারণ )

১ম সন্ন্যাসী। কে তুমি?

সরলা। বাবা! এ বেশ কেন?

১ম সন্ন্যাসী। সরলা! মা, তুমি এ বনে কেন? মা, কত মলিন হ'য়ে গেছিস্! আবার এ মুখখানি দেখ্‌লেম!

২য় সন্ন্যাসী। অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল গেল যে ভাসিয়া!
সাবধান, মহারাজ, হৃদয়প্রান্তরে
পরিশুষ্ক মায়াতরু আছে নিপতিত,
সে যে তরু অপরূপ কুহকে গঠিত,
পায় যদি এইরূপ অশ্রুজলসেক,
মুহূর্ত্তেকে মঞ্জরিবে আপাদমস্তক।

সরলা। এ কি, বাবা?

১ম সন্ন্যাসী। তপনের করজাল লুপ্ত যদি হয়,
পিও তারি দরশনে কমল ফুটিবে?
কালবশে চন্দনের গন্ধ যায় যদি,
পঙ্ক তার কলেবরে কেহ কি মাখিবে?
বৃন্তের আদর কোথা কুসুম খসিলে?
সরলায় বঞ্চিত হইল রাজ্যপদ,
রাজ্যপদ মোরে আর তুষিবে কি গুণে?

রাজা। পুণ্ডরীক, বৃত্তান্ত কি?

১ম সন্ন্যাসী। সরলাবিরহে মম বিষয়পিপাসা
হৃদয় হইতে ক্রমে বিলয় পাইল;
একদা পূজিতে গিয়া কালিকাচরণ

দেখিলাম যোগী এক শয়ান মন্দিরে ;
চারি বেদ রসনায় পরিণত করি'
থুইল বিধাতা বুঝি সে পূত বদনে ;
কত উপদেশধারা সে জিহ্বা হইতে
গলিত হইল মম শ্রবণবিবরে ;
অকস্মাৎ বীতরাগ হইল হৃদয়,
দোলায়ে মুকুটদণ্ড চামুণ্ডামন্দিরে
পরিহরি' বেশবাস বন্ধুগণসনে
ধরিয়া আষাঢ়দণ্ড পরিয়া কৌপীন
পূরিয়া নগরমার্গ হরিধ্বনিরোলে
জন্মের মতন আমি বাহির হইনু।
পিপাসিত প্রজাপুঞ্জ, যাহ ত্বরা করি',
লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী সেই যে কালিকা,
দুলিছে দক্ষিণে তাঁর রতনকিরীট,
পর গিয়া পুনরায় ও রাজমস্তকে।

যাদব। যা'ক্ বেশ, দাও আষাঢ়, দাও কৌপীন,
কে আছ রে ! কেশ মোর মুড়াইয়া দাও !

রাজা। ও কি, যাদব, যাও কোথা ?

( যাদবের প্রস্থান )

পুণ্ডরীক ! সে অঙ্গ এমন কৃশ কেন ? এ কি এই কঠোর ধর্ম্মের ফল ?

২য় সন্ন্যাসী। কুমারীদের প্রস্থানের পর প্রাণান্তিক পীড়াও হয়েছিল।

( সন্ধ্যার উভয়হস্তে অশ্রুমার্জ্জন

১ম সন্ন্যাসী। (সরলার মঙ্গলসূত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) মা, এ কি?

রাজা। এই তোমার জামাতা।

(অরবিন্দের প্রণাম)

১ম সন্ন্যাসী। বাবা! তুমি আমার সরলাজীবনের আধার।

(আলিঙ্গন)

রাজা। এই তোমার আর একটি কন্যা, এই তোমার আর একটি জামাতা।

(উভয়ের প্রণাম)

১ম সন্ন্যাসী। মা রঙ্গিণি, চিরায়ুষ্মতী হও; বাবা, চিরজীবী হও।

(যাদবের সন্ন্যাসিবেশে প্রবেশ)

রাজা। ব্যাপার কি, যাদব?

যাদব। মহারাজ! আপনার রাজধানীতে অনেক ব্যাপার ক'রেছি, আপনার সঙ্গে এ দূরদেশে এসেও অনেক ব্যাপার ক'ল্লেম, কি লাভ ক'রেছি? গণনা ক'রে দেখ্‌লেম, মূলধন প্রায় শেষ হয়েছে; অবশিষ্ট যা কিছু আছে তাই নিয়ে একটি নূতন ব্যাপার আরম্ভ কর্‌বার মনঃস্থ করেছি। মহারাজ! আপনি রাজাধিরাজ হ'য়ে অরণ্যবাসী হয়েছিলেন, অনেক ক্লেশই পেয়েছেন, আজ আপনার সুদিন উপস্থিত, আপনি কন্যা জামাতা সুহৃদ্‌গণ সমভিব্যাহারে রাজধানী গমন করুন, সুখে রাজত্ব করুন গে। বন্ধুগণ! তোমরাও গৃহত্যাগী হ'য়ে বহুকাল বনে বনে ভ্রমণ ক'রে যৎপরোনাস্তি দুঃখ পেয়েছ, তোমাদেরও আজ শুভদিন, যাও পুত্রকলত্রের মুখ দেখে হৃদয়কে শীতল কর গে। মা

রঙ্গিণি! রাজরাজেশ্বরি! রাজ্যেশ্বর পিতা, রাজ্যেশ্বর ভর্ত্তা, সাধ্য ভগিনী ভগিনীপতিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে যাও, মা! তোমাতেই রাজ্যস্থিতি। মা সরলে! তুমিও জ্যেষ্ঠতাত, স্বামী, ভগিনী ভগিনীপতির সঙ্গে গৃহে গমন কর, মা! সেথা তুমি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ কর গে, স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ দয়া দাক্ষিণ্যগুণে শ্বশুরসংসারকে সুশীতল কর গে। আর রাজন্! চলুন, আমরাও আপন গন্তব্য স্থানে গমন করি। রাজন্! জানিতাম আপনি চিরকাল সুচতুর, কিন্তু আপনি যে এমন চতুরচূড়ামণি, তা ত কখন জানি নাই;

যা গোবিন্দরসপ্রমোদমধুরা সা মাধুরী সা মাধুরী
যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।

আপনি আবার যে ঐহিকরাজ্যপণে স্বারাজ্য কিনিতে জানেন, কাচপণে মণি কিনিতে পারেন, আপনি যে এমন চতুর বণিক্, তা কে জানিত? চলুন, আর বিলম্ব কেন?

রাজা। ও কি নিদারুণ কথা, যাদব! দেখ, যে অঙ্গে নিত্য স্রক্‌চন্দন নিত্যনূতন মণিকাঞ্চন শোভা পে'ত, সেই অঙ্গে আজ বিভূতি! যে মস্তকে পরমসুখস্পর্শ নক্ষত্রখচিতশরদাকাশসদৃশ রত্নকিরীট শোভা পে'ত, সেই মস্তকে জটাধারণ! যে হস্ত সসাগরা ধরণীমণ্ডল ধারণ করেছে, সেই হস্তে আজ কমণ্ডলু! পুণ্ডরীক, করেছ কি! ওহো, এ সুখের দিনে কি মর্ম্মান্তিক বেদনা পেলেম! হা, ভাই, তুমি চিরকাল নিষ্ঠুর।

যাদব। দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ
আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ
সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়তুষ্টিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥
পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

হে কৌপীনধর! এ জগতে আপনিই যথার্থ ভাগ্যবান্, আমি াপনারই অনুগামী হই। সর্ব্বত্যাগিন্! আপনি আর কেন রলার মুখখানি সস্নেহ সতৃষ্ণ নয়নে দেখ্‌ছেন? সন্ন্যাসিন্! াপনি ত প্রিয় অপ্রিয় সকলি নারায়ণে ন্যস্ত করেছেন। চলুন, ামরা ন্তব্য স্থানে যাই।

১ সন্ন্যাসী। হাঁ, চল।

(প্রস্থানোন্মুখ)

রাজা। পুণ্ডরীক! আমার জনকজননীর প্রিয় পুত্র! আমার শ্রুস্নেহের একমাত্র পাত্র! তুমি কোথা যাচ্ছ? আমার দক্ষিণ াহু! তোমায় অরণ্যে বিসর্জ্জন দিয়ে কিরূপে আমি ঘরে যাব? ামি এ বৃদ্ধকালে, গৃহবাসী হব, আর তুমি ভিক্ষাজীবী হ'য়ে াগ্দিগন্তরে ভ্রমণ ক'র্‌বে! ধর্ম্মজ্ঞ! এ কি বিপরীত বিচার 'চ্ছে! ভাই, ঘরে চল; আমি কন্যা দুটি জামাতা দুটিকে নিয়ে ামোদ আহ্লাদে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত ক'র্‌ব, আর জস্বিন্! তুমি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'র্‌বে। ভাই, আমার এ নুরোধ ব্যর্থ ক'র না, ঘরে চল।